

শ্রীশ୍ରীগৌড়ীয়-গৌরବ-গ্রন্থগুচ্ছ

শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয় (পূর্বরাগ)

শ্রীমন্নরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রবর্তি-
প্রণীত

শ্রীধাম নবদ্বীপ, হরিবোল কুটার হইতে
শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
৪৬২ শ্রীগৌরাক

PDF Creation and Uploading by:
Hari Parshad Das (HPD)
on 27 April 2016

শ্রীশ্রীগৌরগদ্যমরো বিজয়েতান্

নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌরগদ্যের অপার করুণার শ্রীমদ্রহসি (ঘনশ্রাম:) চক্রবর্তি-
প্রণীত “শ্রীশ্রীগীতচন্দোদয়” নামক বিরাট পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের সামান্যতম
অংশমাত্র প্রকাশিত হইল। শ্রীনন্দহরি-ঘনশ্রামের অলোকসামান্য
প্রতিভাসি-সম্বন্ধে বহু কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে *। গীতচন্দোদয়ে
আটটি প্রধান বিভাগ— (১) গৌরকৃষ্ণরসামৃত, (২) গৌরকৃষ্ণভাবনা-
মৃত, (৩) গৌরকৃষ্ণ-চরিত্রামৃত, (৪) গৌরকৃষ্ণ-বিলাসামৃত, (৫) গৌর-
কৃষ্ণলীলামৃত, (৬) নিত্যসেবামৃত, (৭) নামামৃত এবং (৮) প্রার্থনামৃত।
এই বিভাগগুলি প্রায়শই কতিপয় আশ্রমে উপবিভক্ত হইয়াছে।
শ্রীগৌরকৃষ্ণরসামৃতের অন্তর্গত পূর্বরাগ প্রকরণ অবলম্বন করিয়াই প্রায়
১১৭০টি পদ এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে। সংকল্পিত মান, প্রবাস ও
প্রেমবৈচিত্র্য প্রভৃতির কোনও পদ এখনও সংগৃহীত হয় নাই, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-
গোষামিপাদ-প্রণীত শ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থের অন্তঃসরণে এই গীতাবলি
গুপ্তিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীগৌরকৃষ্ণরসামৃত গ্রন্থের সূচনাক
জানাইতেছেন—

গীতচন্দোদয় এই গ্রন্থ রচয়িত।

ইথে অষ্টামৃত পূর্বে কৈল নিরূপণ #

প্রথমে কহিল গৌরকৃষ্ণরসামৃত।

ইথে শ্রীউজ্জল গ্রন্থ মতে ব্যক্ত গীত ॥

* শ্রীগৌরচরিত্রাচিন্তামণির অবতরনিকা, ‘শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব
সাহিত্যের’ ২১৩-২১৫, ২৪১-৪৩ এবং ২৮২-২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মুখা, মধ্যা, প্রগল্ভা কিঞ্চিৎ সূচাইয়া। অভিসারিকাদি অষ্ট গাব বিস্তারিয়া ॥
প্রথমে মুখাদি নারিকারভেদ গীত। তারপর গাব রাগানুরাগা কিঞ্চিৎ ॥
ইহার পরেতে গীতে হইব প্রকাশ। পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, প্রবাস ॥
ইথে গাব সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগ ক্রমেতে। তত্ক্ষণে সন্দর্শনাদি পৃথক মতে ॥

ইহাতে বুঝা যায় যে গ্রন্থকার মুখাদিনারিকার এবং অভিসারিকাদি
অষ্টবিধ নারিকার অবস্থাবিশেষ-অবলম্বনে গীতবন্ধেই প্রথম বিভাগ পূর্ণ
করিয়াছেন। সংগৃহীত পীতচ্ছন্দোদয়ে মঙ্গলাচরণ [শ্রীগৌরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ
এবং তাঁহাদের পরিকরণের বন্দনাদি প্রাচীন কবিগণের নামগুণ
গান], কাব্যের দোষগুণাদি-নিরূপণ প্রসঙ্গে নাদ, গীত, গীতভেদ,
[অনিবন্ধ, নিবন্ধ] ধাতু, প্রবন্ধের ছয় অঙ্গ—পদ, তাল, স্বর, পাঠ,
তেন ও বিরুদ্ধ ইত্যাদির লক্ষণ ও বিভাগাদির সুনিরূপণ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র-
গীতের কারণ-নির্ধারণ পূর্বক সংকীর্ণনাথিবাসের পদগুলি সংগ্রহ হইয়াছে।
[ইহাতে প্রধানতঃ ৩০টি পদ দৃষ্ট হইতেছে], তৎপরে অষ্টামৃতের প্রথম
বিভাগ গৌরকৃষ্ণরসামৃত পরিবেষণ আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকার মুখামধ্যাদি
প্রকরণের রূপামৃতে [গীতসংখ্যা—৩০] শ্রীগৌরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার
রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীগৌরচন্দ্র [মুখা, মধ্যা, প্রগল্ভা,
অভিসারিকাদি (শরদাদি ঋতুক্রমে ছয় প্রকার, জ্যোৎস্না ও অন্ধকারভেদে দুই
প্রকার এবং দিব্যভাসারে এক প্রকার) বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা,
বিপ্রলঙ্কা, কলহান্ত্রিতা, প্রোষিতভর্জুকা এবং স্বাধীনভর্জুকাভেদে অষ্ট
প্রকার, বিবিধ বিলাস, রসোদগার] শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র ও শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রাদি
সহ এই সামান্য প্রকরণে প্রথম আশ্বাদে ৭২টি পদ ধৃত হইয়াছে। এই
সামান্য প্রকরণ সর্বপ্রকার গীতে প্রথমতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়াই
বোধ হয় গ্রন্থকার ইহাকে কল্পভর (মঙ্গলাচরণে) কামধেনু এবং
চিন্তামণি (পূর্বরাগ ১৫ পৃষ্ঠায়) প্রভৃতি নামে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ে তত্ত্বাবাচ্য প্রকরণ এবং তৃতীয়ে নাগরীভাবের পদাবলি উদাহৃত হইয়াছে। সর্বসমেত পদসংখ্যা—২৬৭।

প্রথমে সামান্তরূপ কর্তৃত্বসম। দ্বিতীয়ে বিশেষ তত্ত্বাবাচ্য-নিরূপণ। তৃতীয়ে সে নবদ্বীপাদিনার বে মত। সদা প্রেমাবিষ্ট শ্রীগৌরান্বিত।
অন্তঃ—

এবে গাইব তৃতীয় প্রকার গৌরগীত। বাতে ব্যক্ত নবদ্বীপাদিনার চরিত।
পূর্বভাবোদয় নবদ্বীপ-নাগিকার। প্রেমতারতম্যে ভেদ অনেক প্রকার।
প্রভুভাষ্য। লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমাত্মত। আশ্বাদিবে গীতক্রমে যথা যে উচিত।
মুখাদি-প্রভেদ ইথে হইব প্রকাশ। এ অতি মধুর কাহ ঘনশ্রাম দাস।

[তৃতীয় প্রকরণের মঙ্গলাচরণে]

তৎপরে অষ্টপ্রকরণে মুখাদিনাগিকাত্রয়ের ৭৫ পদ বর্ণনা করত কবি নবম আশ্বাদের ৬টি পদে অভিসারয়িত্রীবর্ণন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পর গ্রন্থ খণ্ডিত।

রাগানুরাগ-প্রকরণে ১২০টি পদ, রূপামৃত ৬, সামান্ত ৩৪, তত্ত্বাবাচ্য ১৩ এবং রাগানুরাগ ৬৭, তৎপরে খণ্ডিত।

তৎপরে পূর্বরাগ-প্রকরণ—রূপামৃত ৩০, সামান্ত প্রকার ৭০, তৎপরে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগে শ্রীগৌরচন্দ্র (তাবাচ্য + নাগরীভাবে) ১৬৭ পদ—তৎপরে ৬৫ আশ্বাদে শ্রীরাধার পূর্বরাগে ৫২২ পদ, এবং শ্রীকৃষ্ণ-পূর্বরাগে প্রথমতঃ শ্রীগৌরচন্দ্র ১০৩ পদ, তৎপরে ৩১ আশ্বাদে ২৭৮ পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং এই পূর্বরাগের সর্বসমেত ১১৭০ টি পদ দৃষ্ট হইতেছে। অন্তান্ত অংশ খণ্ডিত।

দ্বিতীয় বিভাগ গৌরকৃষ্ণভাবনামৃতের মাত্র দুইটি আশ্বাদ আগরতলা রাজমালা-সংস্করণে পাওয়া যাইতেছে, তব্বে মূল পুঁথিতেও অন্তান্ত বিভাগ নাই। ইহার শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত বর্ণন নামক আশ্বাদদ্বয়ের

প্রথমে ৩০ টি পদের মধ্যে নরহরির স্বরচিত দুইটি পদ এবং ত্রিগোবিন্দ দাসের ৫১টি পদ উদ্ধৃত। দ্বিতীয় আশ্বাদেও কবিশেখরের ১২৪, ত্রিগোবিন্দ দাসের ২ এবং স্বরচিত ৩টি পদ সংযোজিত হইয়াছে।
অতঃপর-খণ্ডিত।

পঞ্চম বিভাগ—গৌরকৃষ্ণলীলায়ুতের প্রারম্ভ তালার্ণব মাজ্জাঙ্গরতলা পুঁথিতে দৃষ্ট হইতেছে। এই বিভাগের বর্ণনক্রমটি কবি এই ভাবে স্থচনা দিয়াছেন—

“ওহে গৌরকৃষ্ণলীলায়ুত এবে গাট। ইথে যে গায়নক্রম সংক্ষেপে জানাই ॥
প্রথমে ত্রিগৌরজন্মে ঔসব জানাইব। তত্‌তপরি নিত্যানন্দাচ্ছিতজন্ম গাবো ॥
তত্‌তপরি গৌরাজের হোলিকাদিলীলা। ক্রমেতে গাইব, বা’ শুনিয়া ত্রবে শিলা ॥
তত্‌তপরি কিছু বলদেব জন্ম কৈরা’। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব গাব বিস্তারিয়া ॥
শ্রীরাধিকা-জন্মোৎসব গাব তারপর। তত্‌তপরি হোরিকাদি যাত্রা মনোহর ॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব আদির প্রথমে। গাব গৌরভাবাবেশ সংক্ষেপ-সূত্রে ॥
নাশ! তালে সংযোগ করিব গীতগণ। তালার্ণবে দেখ এই তালের লক্ষণ ॥
শ্রীশুক-গৌরাক্ষ-কৃষ্ণদ ধ্যান করি। গৌরকৃষ্ণলীলায়ুত কহে নরহরি ॥

অতঃপর খণ্ডিত; দুঃখের বিষয় অত্যান্ত বিভাগগুলি এখনও হস্তগত হইতেছে না। শ্রীহৃন্দাবন, বরাহনগর শ্রীগৌরাক্ষ গ্রন্থমন্দির এবং আগরতলা রাজমালা অফিস প্রভৃতিস্থানে বহু অনুসন্ধানের সমগ্র পুঁথি দেখা গেল না। যদি কোনও মহামুভাবের গৃহে বা অনুসন্ধানের এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বা অংশ-বিশেষ থাকে, তবে দয়াবলোকনে এই দীনহীন সেবককে জানাইলে তাহাদের সংরক্ষণ, সঙ্কলন ও প্রকাশনাদি বিষয়ে চেষ্টা চলিবে।

শ্রীমন্নরহর-বনশ্রামের কবিতার ব্যঙ্গনা বা ভাবোৎকর্ষ না থাকিলেও, কবিহিসাবে তিনি তত সমাদৃত না হইলেও, তাঁহার রচনা আড়ম্বর-শূন্য সাদাসিধা গল্পের জায় হইলেও তিনি যে একাধারে সুনিপুণ গায়ক, বাদক,

ছন্দোবিদ, পাচক, বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিক হিসাবে পরম সম্মাননীয় একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমার মনে হয় এই একমাত্র শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানা সম্যক প্রকাশিত হইলে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের স্বয়ংমননাদি বাবতীর বিষয়ে গোড়ীয় বৈষ্ণব জগতের একটা মহা অভাব দূরীকৃত হয়। প্রকাশিত পূর্ব-রাগ-প্রকরণ আলোচনা করিলেই সহস্র মহাশ্রুগণ আমার একথার বাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন—‘রস সাবশেষ হইলেই পুষ্টিকর হয়’ এই স্তায়টি লজ্জনপূর্বক ইনি সমগ্র রসই অশেষ বিশেষে চর্চণ করিয়া সকলকে উপহার দিয়াছেন। সহজ সুখবোধ বঙ্গভাষায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা ব্যতিরেকেও ইনি যে কবিতার মধ্য দিয়া চরিতাবলীর সুস্পষ্ট রেখাপাত করিয়াছেন—তাহা অন্তর্ভাবনীয় বলিয়াই ধারণা করি। তৎকালে গীতচন্দ্রোদয় হইতে বৃহত্তর পদাবলি-সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল না; ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। যদিও ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’ লিখিত হইয়াছে যে আউল মনোহর দাস ‘পদসমুদ্র’ নামক গ্রন্থে প্রায় পনের হাজার পদাবলির সঙ্কলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে বহুবিধ সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই সংস্করণটি কাগজের দুর্ভিক্ষ, অর্থাত্তাব এবং দেশের ছুরবস্থা-সম্বন্ধে কোনও অজ্ঞাত প্রেরণায় প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলির বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র দেওয়ার ইচ্ছাসম্বন্ধেও কাগজের অভাবে তাহা হইল না। আমার এই বাতুল চেষ্টা যদি একটিমাত্র সহস্র সাহিত্যিকেরও হৃদয় আকর্ষণ করে, তবেই সকল পরিশ্রম সার্থক হয়। ইতি অক্ষয়-তৃতীয়া ১৮৬২ শ্রীগৌরান্দ।

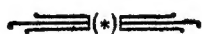
শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীহরীবোল কুটীর }

কালিদাস—

হরিন্দাস দাস

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নমঃ ।

শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়



যঃ শ্রীবৃন্দাবনভূবি পুরা সচ্চিদানন্দসাক্ষো
গৌরান্ধীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননৰ্ভ ।
তাসাং শশ্বদ্বতর-পরীরম্ভ-সম্ভেদতঃ কিং
গৌরান্ধঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥১॥

জয় জয় গৌরকৃষ্ণ রসিকশেখর । রাইরূপে ঢাকা অঙ্গ অতিমনোহর ॥
কে বুঝে দুর্গম চেষ্টা ভক্তগোষ্ঠী বিনে । বাহারে করয়ে কুপা সেইমাত্র জানে ॥
জয় জয় গৌরভক্তগণ-পদরেণু । তাহাতে নিছিয়ে চিন্তামণি-কামধেনু ॥
সে মোর সর্বস্ব, তাহা হৃদয়ে ধরিয়া । গাইব শৃঙ্গার রস যতন করিয়া ॥
বিপ্রলম্ভ, সম্ভোগ—এ বিবিধ শৃঙ্গার । বিপ্রলম্ভ ভেদ হয়—এ চারি প্রকার ॥
পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, প্রবাস । বিবিধ প্রকারে ইহা উজ্জলে প্রকাশ ॥
মুখ্যগৌণ-রূপে সম্ভোগ অষ্টপ্রকার । ক্রমে এ সকল গীতে ইহঁব প্রচার ॥
এবে পূর্বরাগাদি প্রথমে রূপায়ত । আশ্বাদন কর সবে হৈয়া সাবহিত ॥
নরহরি অভিলাস করয়ে সদাই । গৌরকৃষ্ণ রাইরূপ যতনে ধিয়াই ॥১॥

ততঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ—(ভাটিয়ালী রাগ)

গৌরারূপে কি দিব তুলনা । তুলনা নহিল রে কসিল বাণ সোণা ॥
মেঘের বিজুরি নহে রূপের উপাম । তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল । তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥
কুঙ্কম জিনিয়ারূপ অতিমনোহরা । কহে বাসু কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা ॥১॥

পুনঃ ধানসী

অতি অশরূপ	রূপ মনোহর	তাহা না কহিব কে ?
সুরধনী তীরে	নদীয়া নগরে	উয়ল রসের রসে ॥
পিরীতি রসের	অঙ্গের ঠাম	ললিতনাংণ্যকলা ।
নদীয়ানাগরী	কহিতে পাগলী	না জানি কোথা না ছিল ॥
সোণার বন্ধান	মণির পদক	উরে ঝলমল করে ।
শু চাঁদ মুখের	মাধুরী হেরিতে	তরুণী হিয়া না ধরে ॥
যৌবনতরঙ্গ	রূপের বাণ	পড়িয়া অঙ্গেতে ভাসে ।
শেখরের পংছ	বৈভব কে কহ	ভুবন তরল যশে ॥২॥

পুনঃ তোড়ি

একে সে কনয়া কদিল তনু ।	শশী নিকলঙ্ক বদন জন্ম ॥
তাহাতে লোচন চাঁচর কেশে ।	মাতায় রঙ্গিণী সুঘমা-লেশে ॥
কিবা অশরূপ গৌরান্ধ শোভা ।	এ তিন ভুবন রঙ্গিণী-লোভা ॥
অরুণ পাটের বসন ছলে ।	তরুণী-হৃদয় রাগ উছলে ॥
বাহু উঁচাইয়া মোড়য়ে তনু ।	ছটায় বিজুরি ঝলকে জন্ম ॥
পিছলে লোচন চাহিতে অঙ্গ ।	তনুতে তনুতে রঙ্গ তরঙ্গ ॥
কিশোর-কেশরি-সোঁদর মাঝ ।	এ যত্ননন্দন ভাঙ্গল লাজ ॥৩

পুনঃ দেশী তোড়ী

কুসুমে খচিত	রতনে রচিত	চিকণ চিকুর-বন্ধ
মধুয়ে মৃগধ	সৌরভে লুবধ	ক্ষুবধ মধুপ বৃন্দ ॥
ললাট ফলক	পটির তিলক	কুটিল অলক সাজে ॥
তাণ্ডব-পণ্ডিত	কুণ্ডল-মণ্ডিত	গণ্ড-মণ্ডল রাজে ॥
কি আছু পেখিলু	কি আছু পেখিলু	গৌরান্ধ রসিকরাজ ॥
ওরূপ দেখিতে	যুবতি উমতি	হরল ধৈরজ লাজ ॥৬

ত্রিভীণীতচন্দ্রোদয়

৩

অপাঁজ ইন্ধিত	ভাঙ বিভক্তিত	তুঙ্গিত রঙ্গ-তরঙ্গ ॥
মদন-কদন	বিকল সকল	জগত ঘূবতি অঙ্গ ॥
অধর বন্ধু ক	মাধবীক অধিক	আধ মধুর হাসি ।
বোলনি অলসে	কলসে কলসে	চালয়ে অমিয়া রাশি ॥
কুন্দ দাম	ঠাম হি ঠাম	সুসম-কুসুম পাতি ॥
ততহি লোমুপ	মধুপী মধুপ	উড়য়ে পড়য়ে মাতি ॥
হিরণ হীর	বিজুরি থীর	মোহন মোহন দেহে ।
অরুণ কিরণ-	হরণ বরণ	বসনে ভূবন মোহে ॥
কাম চমক	ঠাম ঠমক	কুন্দন কনক গোরা ॥
গন্ধ-দিক্তর	মন্দ মন্দর	গমনে ভুবন ভোরা ॥
কঙ্ক চরণ	খঙ্কন-গঙ্কন	মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ ॥
ইন্দু নিকর-	নথরচন্দ্র	বলি বলরাম দাস ॥৫৥

পুনঃ সিন্ধুড়া

কনয়া কশিল মুখশোভা ।	হেরহিতে জগমন-লোভা ॥
বিনি হাসে গোরা মুখ হাস ।	পরিধান পীত পট বাস ॥
অঙ্গের সৌরভ-লোভ পাঞা ।	নবীন ভ্রমরী আইল ধাঞা ॥
ঘুরি ঘুরি বলে পদতলে ।	গুণ গুণ শবদ রসালে ॥
গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে ।	গোরা বিহু সব বিষ লাগে ॥৫৥

পুনঃ দেশাগ রাগ

গৌরান্দ সুলর	নট পুরন্দর	প্রকট প্রেমের তত্ত্ব ।
কিয়ে রসঘন	পুরট মদন	সুধায় গড়ল জন্ম ॥
	গৌরান্দ আনন্দ-সিন্ধু ।	
বদন-মাধুরি	মধুর হাসনি	নিছিয়ে শরদ ইন্দু ॥৬৥
ভাঙর বন্ধান	কামের কামান	নয়ন-অঞ্চল বাণ ।

সুবতি-নয়ান	পরশে পরাণ	নিছি আন কহে আন ॥
গতি গজপতি	মহাভুজ অতি	অজ্ঞানুলম্বিত শোভা ॥
অরুণ কমল	চরণ মাধুরী	ও যত্ননন্দন-লোভা ॥৩৮॥

পুনঃ শ্রীরাগ

নিরুপা কাঞ্চন	কুচির কলেবর	লাবণি বরণি না হোয় ।
নিরমল বদন	বচন অমিয়া রস	লাজে সুধাকর রোয় ॥

হেরলু রসময় গৌরকিশোর ।

বেশ-বিলাসে মদন ভেল ভোর ॥

লোল অলককুল	তিলক সুরঞ্জিত	নাসা খগপতি উন ॥
ভাঙু কাশান	বাণ দিষ্টি অঞ্চল	চন্দন-রেখ তাহে গুণ ॥
কম্বুকণ্ঠে মণি-	হার বিরাজিত	কাম কলঙ্কিত শোভা ॥
চরণ অলঙ্কৃত	মঞ্জীর বদ্ধত	রায় শেখর-মনোলোভা ॥৩৯॥

পুনঃ বিহাগড়া

লাখবাণ কাঁচা	কাঞ্চন আনিয়া	তাহে মেলি বিজুরি সমূহে ।
বিহি অতি বিদগ্ধ	অমিয়া সাঁচ ভরি	নিরমিল গৌর-সুদেহে ॥

সজনি ! অপরূপ গৌরাজরাজে ।

রসময় জলধি	মাঝে নিতি মাজল	সাজল লাবণি-সাজে ॥৪০॥
কোট কোটি কিরে	শরদ সুধাকর	নিরমল মুখচাঁদে ।
জগমন মথন	সঘন রতিনায়ক	নাগরী হেরি হেরি কাঁদে ॥
বলমল অঙ্গ	কিরণ মণিদরপণ	দীপ-দীপতি যিনি শোভা ॥

অত এ সে নিতি নিতি গোবিন্দ দাস মনে লাগল লোচন-লোভা ॥৪১॥

পুনঃ বেলাবলী

চম্পক হেম	দলিত নব কুসুম	দামিনী দাম-দমন তনুকাঁতি ।
চাঁচর চিকুর	চারু কুসুমাস্থিত	চঞ্চল অলকভঙ্গকুল ভাঁতি ॥

পেথলু অপরূপ গৌরকিশোর ।

চন্দন তিলক ভাল ভুরুভঙ্গিন হেরইতে জগত-যুবতি মতি ভোর ॥৫॥

বলকত বদন	মদনমদ-মরদন	মধুরিম অধরে মধুর যুহাস ।
নিমি কমলদল	অমল বিলোচন-	কোণে করই কত রণ-পরকাশ ॥
নিরুপম ভুজযুগ	জাহ্নবিলম্বিত	সুবলিত কণ্ঠ কলিত বনমালা ।
নরহরি নিহনি	রণিত মণিনুপুর	পদতল তরুণ অরুণ ছবিজাল ॥ ৯

পুনঃ স্মৃহই—

সুন্দর গৌর সুন্দর নটরাজ ।	মনমথ ভূপ ভুবনজয়ী সাজ ॥
মঞ্জুগমন মদ-কুঞ্জর ভাঁতি ।	পহিরণ চারু বসন ঘন কাঁতি ॥
কুন্তল কুটিল অলক ছবিজাল ।	ফণি রসনা জিনি তিলক কপাল ॥
কুণ্ডল শ্রবণে গগু অমুপাম ।	নাসা গরুড়চক্ষু ভুরু বাম ॥
ডগমগ কঙ্কনয়ন গতি বন্ধ ।	হাস অমিয় যুহ বদন-ময়ঙ্ক ॥
সিংহগীম ভুজ কনক মণাল ।	পীন বক্ষ বিলসত বনমালা ॥
নাভি গভীর ক্ষীণ কটিদেশ ।	উলট কদলি উরু শোহে অশেষ ॥
চরণ ভঙ্গি রঙ্গিনী-চিতচোর ।	নরহরি নিহনি নিরখি ভেল ভোর ॥ ১০ ১১ ॥

অথ ত্রীকৃষ্ণশ্রু

ত্রীরাগঃ—

স্বরপতি ধনুকি শিখণ্ডক চূড়ে ।	মালতি-ঝুরিকি বলাকিনী উড়ে ॥
ভালে কি কাপল বিধু আধ খণ্ড ।	করিবর-কর কিয়ে ও ভুজদণ্ড ॥
ও কি শ্রাম নটরাজ ।	জলদ-কলপতরু তরুণি-সমাজ ॥ ১২ ॥
কর-কিশলয় কিয়ে অরুণ-বিকাশ ।	মুরলী খুরলী কিয়ে চাতকভাষ ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ ।	হার কি তারক দোতিক ছন্দ ॥
পদতল সুখল-কমল অমুরাগ ।	তাহে কলহংসক নুপুর জাগ ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত ।	ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত ॥ ১ ॥

মায়ুর—

কুন্দন কুন্দম-সুকোমল কাঁতি । মাথে ময়ূর-শিখণ্ডক পাঁতি ॥
 আকুল অবিচুল বকুলকি মাল । চন্দনচান্দ-বিরাজিত ভাল ॥
 মদন-বিমোহন মুরতি কান । তেরত উনমত যুবতি-পরায়ণ ॥ ৬ ॥
 ভাঙ বিভঙ্গিম লোচন লোর । নাসা উন্নত মোতিম জোর ॥
 বঙ্কিম গীম অনিরমিতি বোল । কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ড হিলোল ॥
 মণিময় অভরণ অঙ্গে বিরাজ । পীত নিচোল তাহি পর সাজ ॥
 অঙ্গণ চরণ মণি মঞ্জীর রাওএ । গোবিন্দ দাস-চিতে আন নাহি ভাওএ ॥ ২ ॥

বেলাবলী—

বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল দিষ্টি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর ।
 কিষে যুহ মাধুরী হাস উগারই পিপি আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর ॥
 বরণি না হোয় রূপ বরণ-চিকণিয়া ।
 কিষে ঘনপুঞ্জ কিষে কুবলয়দল কিষে কাজর কিষে ইন্দ্রনীলমণিয়া ॥ ৭ ॥
 অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল চরণে হুপূর কটি কিঙ্কণী-কলনা ।
 অভরণ বরণ কিরণ কিষে ঢরঢর কালিন্দীজলে যৈছে চাঁদকি চলনা ॥
 কুঙ্কিত কেশ খচিত কুসুমাবলি তছুপর শোহে শিখিচান্দ কি ছান্দে ॥
 অনন্ত দাস পঁছ অপরূপ লাগি সকল যুবতি-মন পড়ল হি ফান্দে ॥ ৩ ॥

সায়র—

মরকত-মুকুর মিলিত মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলী-সুতান ।
 শুনি পশু পাখী শাখিকুল পুলকিত কালিন্দী বহই উজান ॥
 কুঞ্জ সুন্দর শ্রামরচন্দ ।
 কামিনী মনহী মুরতিময় মনসিঙ্গ জগজন-নয়ন আনন্দ ॥ ৮ ॥
 তহু অমুলেপন ঘনসার চন্দন যুগমদ কুকুম-পঙ্ক ।
 অলিকুলচুষিত অবনি-বিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক ॥

অতি সুকুমার চরাণল শীতল জীতল শরদরবিন্দ ।
 রায় সন্তোষ মধুপ অমুস্কিত নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥ ৪ ॥

কামোদ—

উজরহার উর পীত বসনধর ভাল হি চন্দনবিন্দু ।
 মিলিত বলাকিনী তড়িত জড়িত ঘন উগারে উজোরল ইন্দু ॥
 অপরূপ শ্রামর ধাম ।

কুঞ্জ সমীপ নীপ অবলম্বন রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥ ৫ ॥
 চরণ-অবধি বনমাল বিরাজিত হেরইতে উননত ধোই ।
 মধুকর ছলে কত ব্রজরমণীচিত তহি রহ মতি গতি ধোই ॥
 মুরলি আলাপি ঝাঁপি গগনাবধি গায়ত কতহ সূতান ।
 ভগ ঘনশ্রাম দাস চিত বুরত মদন রায় মন মান ॥ ৬ ॥

নটনারায়ণ—

নব নীরদ তনু তড়িত লতা জম্বু পীত উড়নি বনি ভাল ।
 মালতী বকুল বলিত অতি আকুল মোলি-মিলিত বনমাল ॥
 পেগলু কালিন্দী-কুলবিলাসী ।

হেরি কলপতরু তরুণী-বিমোহন বাউয়ে বিনোদিনী বাঁশী ॥ ৭ ॥
 মণিময় অভরণ নূপুর রগবন মদনহর গতি জাঁতি ।
 গীম বিভঙ্গিম নগ্নন তরঙ্গিম কত কুলবতী মতি মাতি
 কমলা লালিত চরণকমল মধু পীঅয়ে সোই সূজান ।
 রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দ দাস অমুমান ॥ ৮ ॥

কামোদ—

মুখমণ্ডল জ্বিত শরদ সুধাকর তনুহুচি তরুণ-তমাল ।
 চুড়া চারু শিখণ্ডক-মণ্ডিত মালতি মধুকরমাল ॥
 ধনি ধনি বনি নব নাগর কান

রহই ত্রিভঙ্গ	ভুবন সনোমোহন	মধুর মুরলী করু গান ॥৬॥
টলমল অলক	তিলক ঝলঝলকই	ভাঙকি ধনুয়া ধুনান ।
কুলবতী বরত	বিমোচন লোচন	বিষম কুসুমশর-বাণ ॥
বাকুলি বন্ধু	অধরে মধু মাখল	মধুর মধুর মুহ হাস ।
যত আশোদে	মদন-মদ-মহুর	ভগত হি গোবিন্দ দাস ॥৭॥

ভাটিয়ালি—

এ সখি ! মোহন রসময় অঙ্গ ।	পীতবসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ ॥
মণিময় আভরণ-রাজিত অঙ্গ ।	কনক হার হিয়ে বিজুরি-তরঙ্গ ॥
মকর কুণ্ডল শোহে ঝলমল মুখ ।	দেখিয়া রমণিমনে পরশের স্মৃথ ॥
অমল অমিয়া ফল অধর সুরঙ্গ ।	হাণির হিলোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ ॥
মুরলি মধুর ধ্বনি মদন-তরঙ্গ ।	রমণীরমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ ॥
চরণকমলে মণিনুপুর বাজে ।	রায় বসন্ত মন নখমণি-মাঝে ॥৮॥

ধানসী—

এসখি ! এ সখি ! কর অবধান ।	পুন কি অনঙ্গ ভেল নিরমাণ ॥
অলকার্ত মুখ মুরলি-সুতান ।	রমনীমোহন চূড়া আনহি বন্ধান ॥
সুন্দর নাসিকাপুট ভাঙ কামান ।	অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত বরিষয়ে বাণ ॥
অধর সুরঙ্গ ফুল বাকুলি সমান ।	হাণিতে হরয়ে মন, পরশে পরাণ ॥
তিলকে হরয়ে কুল-কামিনীর মান ।	রায় বসন্ত ঐছে নিহয়ে পরাণ ॥৯॥

বরাড়ি—

কি মোহন নন্দকিশোর ।	হেরইতে রূপ মদন ভেল ভোর ॥
অঙ্গহি অঙ্গ বিধার ।	জলদ পটল বরিষত রসধার ॥
মুখে হাসিমিশা বাঁশী বায় ।	অমিয়া রমিয়া বিধু জগত মাতায় ॥
গলে গজমোতিম মাল ।	করিবর-কর কিণ্ণে বাহু বিশাল ॥
কুলবতী পরশ না পাই ।	অনুখণ চঞ্চল থির নাহি তাই ॥
শুনিতে বচন স্মৃধা থানি ।	জ্ঞানদাস আশ করত সোই বাণী ॥১০॥

ধানসী —

কিবা কালিঙ্গা রূপের ছটা । কুবলয়দল-দলিত অঞ্জন জিনিয়া জলদঘটা ॥
 কিবা বদনে মধুর হাসি । ঝরঝর ঝর ঝরয়ে অমিয়া জিনি শরদের শশী ॥
 কিবা তেরছ নয়ানে চায় । ভেদয়ে অন্তর করে জ্বর জ্বর কি দিব উপমা তার ॥
 কিবা ভুরু ভ্রমরের পীতি । চন্দন তিলক ভালে বলমল মজার যুবাতি-জাতি ॥
 কিবা মকর কুণ্ডল কাণে । দোলে ঘন ঘন ভুবন ভুলয়ে মদন না জিয়ে প্রাণে ॥
 কিবা ময়ুর চন্দ্রিকা মাথে । কহে নরহরি হেরি কুলবতী দাঁড়াইল কলঙ্ক পথে ॥১১৥২২॥

অথ শ্রীরাধিকায়ঃ

রাগ আসাবরী

রাই-রূপ অমিয়ার ধারা ।	সুকোমল তরু নবনীতপারা ॥
বলমল করে মুখশলী ।	ঈষৎ হাসিতে সুধা ঢালে রাশি রাশি ॥
নাসা এবে সব ভাল সাজে ।	উপমা দিবার ঠাই নাই জগমাঝে ॥
অঞ্জে রঞ্জিত ছটী আঁখি ।	সদাই চঞ্চল জিনি খঞ্জনিয়া পাখী ॥
চাচর চিকুরে বনি বেণী ।	পিঠেতে লোটায় কিরে কালভুজঙ্গিনী ॥
ভুজয়ুগ চারু করাকুলী ।	কনক মৃণালে কি বিলসে চাঁপা কলি ?
কিবা ভঙ্গি রসের হিলোলে ।	মণিময় মাল। স্নললিত গলে দোলে ॥
অসিত কাঁচুলি কুচে শোভে ।	বাঁপিল কি অলিকুল কমলের লোভে ॥
অতিশয় খীণ মাজাখানি ।	ভাঙ্গিয়া পড়িবে তেঁঞ বেড়িল কিঙ্কিনী ॥
নরহরি নিছনি চরণে ।	জগত করয়ে আলো নথের কিরণে ॥১॥

সুহৃৎ—

ধনী কনক কেশর কাঁতি ।	বনি বদন বিধুর ভাঁতি ॥
জিনি নীল নলিন বাস ।	কিয়ে অমিয়া মধুর হাস ॥
কিবা চিকণ কবরিভার ।	হিয়ে লঙ্ঘিত ষণিহার ॥
কুচ কনক দাড়িম শোহে ।	মনমোহন মন মোহে ॥

ভুজ্জ হেম মৃণাল জিনি ।	তাহে নীল বলয়া মণি ॥
নথ শরদ পুণিম চাঁদ ।	তল হেরি অরুণ কাঁদ ॥
কটী কেশরী জিনি খীণ ।	তিন রেখ ত্রিবলি ভীন ॥
খল পঙ্কজ পদতল ।	মণিমঞ্জীর বলমল ॥
হেরি তাহি অনন্তদাস ।	করু সেবন-অভিলাষ ॥২॥

ধানসী—

কলিল কনয়া কমল কিয়ে ।	থির বিজুরি নিছনি দিয়ে ॥
কিয়ে সে শোণ চম্পক ফুল ।	রাইর বরণ জগদতুল ॥
বদনে শরদ শশীর ঘটা ।	কিবা সে বলকে কিরণ-ছটা ॥
চাঁচর চিকুর সিঁথায় মণি ।	দশন কুন্দ-কলিকা জিনি ॥
অরুণ অধর বচন মধু ।	অমিয়া উগারে কি নববিধু ॥
চিবুকে শোভয়ে কস্তুরিবিন্দু ।	কনক কমলে ভ্রমরে নিন্দু ॥
গলায় মুকুতা দোথরি ঝুরি ।	সুরধনী বেড়া কনকগিরি ॥
শঙ্খ বলমলি ছ'বাহু দোলা ।	কিয়ে সরু সরু শশির কলা ॥
কর কোকনদ নথর মণি ।	অঙ্গুলে মুদরি মুকুর জিনি ॥
খীণ মাজাধানি ভাদিয়া পড়ে ।	বাকল কিঙ্কিণী নিতম্বভরে ॥
রামরস্তা উরু চরণশোভা ।	কি হয় অরুণ কিরণ আভা ॥
নথর মুকুর অঙ্গুলাবলী ।	জহু সারি সারি চম্পক-কলি ॥
নীল উড়নি ঢাকিল তনু ।	সব বিধু রাহ বাঁপিল জহু ॥
অলপে অলপে তেয়াগে তায় ।	যত্নাথ-চিত্তে ঐছন ভায় ॥৩॥

আশাবরী—

নবীন বয়েস	বেশ নিরুপম	রূপের নাহিক লেখা ।
কনক কমল	জিনি তনুখানি	পিরিতি অমিয়া মাথা ॥

আহা মরি কিবা রাইর শোভা ।

অঞ্জে রঞ্জিত খঞ্জন নয়ন চাহনি ভুবন-লোভা ॥
দশন মুকুতা পাতি অরুণিত অধরে মধুর হাসি ।
বলমল মুখ নিরখি গগনে লাজে পলাইল শশী ॥
ভুরুঘুগ চারু ভঙ্গিমা কিবা সে পিঠে বিলোলিত বেণী ।
নরহরি ভণে মদনে দংশিতে বিধি এ গড়ল ফলী ॥৪॥

রাগ গান্ধার—

দামিনী দাম-দমন মনহারী । রঙ্গিণীরূপ কি অমিয় উগারি ॥
বলমল সিঁথে সিন্দূর কচপাশ । মেহ-নিয়রে কি অরুণ পরকাশ ॥
অঞ্জে উজ্জর তরল ঘুগ আঁখি । নাচত কিয়ে নব খঞ্জন পাখী ॥
মধুরিম বদনে হাস অতি মন্দ । বিকচ কমলে কি বরই মকরন্দ ॥
উচ কুচ কঙ্কু নিলীম কচিকারি । মেরুশিখরে কিয়ে জলদ বিথারি ॥
সুরুচির কর অঙ্গুলি নথরাজি । চম্পক-কলি কি মল্লী সহ সাজি ॥
মাঝি খীণ ধিরজভর মেটি । নেল শরণ কি সিংহ কটা ভেটি ॥
পদতল লাল লসত অনুপ্রাম । যাবক ছলে কি রহল ঘনশ্রাম ॥৫॥

মাগবত্ৰী

খঞ্জননয়নী রমণীমণি রাই ।

কো সিরজল তনু কনকলতা জহু মাজল বিজুরি মিশাই ॥৬॥
সুরুচির চিকুর তার জহু চামর সিঁথে সিন্দূর জহু ভান ।
গণ্ড মুকুর জহু জলদ লতা ভুরু ললিত ললাট সুরঠান ॥
নাসা তিল ফুল কীর চক্ষু জহু বেশর মনমথ ফান্দ ।
মঞ্জু বদনে মুহু মধুর হাস জহু অমিয় উগারই চান্দ ॥
অধর বিশ্ব জহু দশন মোতিবর লসে রসনা অনুপ্রাম ।
বৈঠল কমলে মধুপ জহু মৃগমদ চিবুকে নিছনি ঘনশ্রাম ॥৭॥

বেলাবলী—

ধিরবিক্রুরী জিনি তল্লুফটি সুরচির পহিরণ নীল জলদরুচি বাস ।
শরদ সুরধাকর জিনি মুখ মধুরিম পীযুষ-গরবহারি মূহ হাস ॥
রঙ্গিণী ধনী বনি নিরুপম বেশ ।

ফণি-জিনি বেণী বিমল মণিমণ্ডিত বলকই অলক ললিত ভুরগদেশ ॥ ৬ ॥
খঞ্জন মীন হরিণী জিনি লোচন ডগমগ গরবে চলই শ্রুতিগুর ।
কণ্ঠ-কলিত কত রতন হার জিনি মদন ফান্দ উরে উরোজ উজোর ॥
ভুজ জিনি কনক-মৃগাল ভঙ্গি নব মৃগপতি-জিতি কাট কিঙ্কিণী ভাঁতি ।
জিনি গজকুন্ত নিতম্ব মঞ্জু পদ কঞ্জে ভ্রমর নরহরি মাতি ॥ ৭ ॥

মালবতী—

রমণীমণি ধনী	রঙ্গিণী জিনি	কনক-নখরীত অঙ্গ ।
গঞ্জি খঞ্জন	নয়ন-চাহনি	নিরগি মুরুছে অনঙ্গ ॥
ভাঙ বুগবর	ভঙ্গি মধুরিম	অধরে মূহ মূহ হাস ।
বলিত কুন্তলে	কুন্দ কলি জহু	জলদে উড়ু পরকাশ ॥
সরল সিন্দূর	বিন্দু ললিত	ললাট অলক-উজোর ।
শ্রবণে মণি	তাড়ক বলমল	চিবুকে মৃগমদ থোর ॥
গীম বলনি	সুচারু করযুগ	নীল বলয় বিরাজ ।
অসিত কঙ্কুক	রচিত উচ কুচ	হার উরে বর সাজ ॥
উদর নিরুপম	নাভিপঙ্কজ	লোম ভ্রমর বিথারি ।
বলিত কিঙ্কিণী	খীণ কটিতট	সিংহ-মদভর-হারি ॥
মঞ্জু বিপুল	নিতম্ব সুরগঠন	জাহ্নব বুগ ছবি ভূরি ।
বিন্দি বিধুপদ	নখর নরহরি	হৃদয় তম করু দূরি ॥ ৮ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকৃপামৃতগীতং ॥

অথ পূর্বোক্তং তৎ পূর্বরাগাদৌ শ্রীগৌরচন্দ্রগীতং ক্রম পূর্বকং যথা-

তত্র চ— সিংহস্কন্ধং মধুরমধুরং শ্বেতগগনশ্চলাস্তং
 দুর্বিজ্ঞেয়োজ্জলরস মহাশচর্য্য নানাবিকারম্ ।
 বিভ্রং কান্তিং বিকচকনকাস্তোজগর্ভাভিরামা—
 মেকীভূতং বপুঃবতু বো রাধয়া মাধবস্ত ॥ ১
 পুনঃ— অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
 সমর্পয়িতুম্মতোজ্জলরসাং স্বভক্তিপ্রিয়ম্ ।
 হরিঃ পূরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
 সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২

গুজরী রাগ—

জয় জয় রসরাজ মহাভাব-মূর্ত্তি গৌরচন্দ্র ।
 সুন্দর নদীয়ানগর পুরন্দর কন্দরপ ফন্দ ॥
 জগজন-মনরঞ্জন ধৃতিভঞ্জন মূহু মধুর দেহ ।
 বরবর বর নিরুপম রস বরষত জহু কনকমেহ ॥
 বিহি-হর-সুপতি-মুত নবনন্দিত নহু চরিত অন্ত ।
 ধরণী কৃত ধন্য ধন্য কলিযুগ অতি সুকৃতিমন্ত ॥
 শ্রীরাধাপ্রেম বিতরি উল্লসত করু সকল দেশ ।
 নরহরি মতিমন্দ কভু না পাওল উহ পরশলেশ ॥ ১ ॥

ধামসী—

জয় জয় রাইক নিরুপম প্রেম । বলকই নিরত নিন্দি নব হেম ॥
 জগতে পরাবধি অধিক বিলাস । ভণইতে কো-না করয়ে অভিলাষ ॥
 প্রবল প্রভাব রহল জগ জাগি । শ্রাম গৌর ভেল যাকর লাগি ॥
 লছিমী আদি যহু অন্ত না পায় । নরহরি দাস মিছনি রহু তায় ॥ ২ ॥

ভৈরব—

শুন শুন অতি অপক্লপ চিত্তে চিস্তিলে হইবে পরম সুখী ॥

মহাভাবচিন্তা	মণিরূপা রাই	কাষ্যবৃহ ললিতাদিক সখী ॥
শ্রীরাধিকা প্রতি	কৃষ্ণচন্দ্রস্নেহ	সুগন্ধি উদ্বর্তন নাহি হেন ।
তাথে অতিশয়	সুগন্ধি শরীর	সুচারু উজ্জল বরণ মেন ॥
ক্রমে নান কারুণ্য	মৃত ধারাএ	তারুণ্যামৃতএ লাভণ্যামৃতে ।
নিজলজ্জা শ্রাম	পট্টশাড়ী পরিধান	অতিশয় কৌতুক ইথে ॥
কৃষ্ণ অমুরাগ	দ্বিতীয় অরুণ	বসন নিরত বিলসে দেহে ।
প্রণয় মান	কাঁচুলি সুললিত	নিরুপম বক্ষ গোপন তাহে ॥
সৌন্দর্য প্রণয়	সখী কুসুম	চন্দন বপুঁরে লেপিত অঙ্গ ॥
কৃষ্ণের উজ্জল	রস মৃগমদ	তাহে চিত্র তনু এ অতিরঙ্গ ॥
প্রচ্ছন্নমান	বাম্য কেশ-বিন্যাস	ধীরাধীরাঅগুণাংশুক দেহে ।
রাগ তাধূলরাগে	অধরোজ্জল প্রেম-	কৌটিল্য কজ্জলাক্ষে শোহে ॥
সুদীপ্ত সাস্তিক	হর্ষ সঞ্চারী	কিলকিঞ্চিতাদি ভাবভূষা চাক ।
গুণশ্রেণী পুষ্প-	মালা সুসৌভাগ্য	তিলকে ললাট উজ্জল কর ॥
প্রেমবৈচিত্র্য রত্ন	হিয়ে তরল	নিরুপম মধ্যাবয়সে স্থিতি ।
সখীসঙ্কে কর-	ন্যাস সখী আশপাশ	শ্রীকৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি ॥
নিজাঙ্গ সৌরভ	আলয়েতে গর্ব	পর্যঙ্ক তাহাতে বদিয়া মেনে ।
সদা চিস্তে কৃষ্ণ-	সঙ্গকৃষ্ণনাম গুণ	যশ অবতংস সুকাণে ॥
শ্রীকৃষ্ণের চারু	গুণনাম যশ-প্রবাহ	বচনেতে অবিরাম ।
শ্রামরস মধু	পিয়াইয়া পূর্ণ	করয়ে কৃষ্ণের সকল কাম ॥
হেন শ্রীরাধিকা-	ভাবমূর্তি গৌরা	চাঁদের অন্তরে আনে কি জানে ।
সেইরূপ দশা হয়	নিরন্তর আশ্বাদয়ে	নিজ ভকতগণে ॥
সেই কৃষ্ণ এই	শচীস্বত রাই-	প্রেমে ঋণী হৈয়া কিবা না কৈল ।
নরহরি পংছ	লীলা অতিগূঢ়	ব্রহ্মাদিক কেহ পার না পাইল ॥অ॥

যথারাগ—

জয় জয় গৌর	লীলা সুললিত	কে ধরে ধৈরজ শুনি ।
গায়য়ে কবীন্দ্র	গণ নানা ভাঁতি	তাহা কি কহিতে জানি ॥
এবে শ্রীরাধিকা	পূর্বরাগ গীত	প্রথম পূর্ব রীতে ।
সামান্ত বিশেষ	রূপে গৌরগীত	গাইব যে ক্ষুরে চিতে ॥
নদীয়ানাগরী	সদা ভোরা গোরা-	প্রেমে না করয়ে কি ?
এই ক্রমে কিছু	গাব সে চরিত	উপমা নাহি যে দি ॥
এ তিন প্রকার	সহ সে বিলাস	বিলসে হৃদয়ে তার ।
কহে নরহরি	গৌরনিত্যানন্দ	অদ্বৈত জীবন যার ॥৪॥

যথারাগ—

আহা মরি ভুবনমোহন গোরা মোর । নিতাই অদ্বৈত সহ সদাই বিভোর ॥
যখন যেভাবে মত্ত হন গৌরচন্দ্র । সেইভাবে আপনা পাদরে নিত্যানন্দ ॥
সেই ভাব-সমুদ্রেতে অদ্বৈত ভাসয় । শ্রীবাসাদি সেই ভাবামৃত আশ্বাদয় ॥
অলৌকিক ভাবচেষ্টা বৃষ্টিতে কে পারে । নরহরি সে রস পরশ আশা করে ॥৫

যথারাগ—

শুন শুন শ্রোতাগণ কহি বারবার । পূর্বরাগ রস এই অতি চমৎকার ॥
দর্শন-শ্রবণ-লালসাদি আর যত । অতি সঙ্গোপনে আশ্বাদহ অবিরত ॥
সামান্ততঃ প্রথমতে গাব গৌরগীত । চিন্তামণি বৈছে তৈছে এ গীতের রীতি ।
অন্যত্র সঙ্গতি এথা সে ক্রমে কহিব । ভেদ ছাড়ি দর্শন শ্রবণ জানাইব ॥
লালসাদি যথাযোগ্য ইথে প্রকাশিব । নিত্যানন্দাঙ্গদৈতগীত সংক্ষেপে গাইব ॥
গ্রন্থের বাহ্য ভয় উপজিল চিতে । এ হেতু নারিয়ে ইহা সে ক্রমে গাইতে ॥
প্রভুগণ সহ এই দিগদরশন । নরহরি কহে ইথে রহ মোর মন ॥৬॥

তত্র প্রথমতো সামান্ত প্রকারঃ শ্রীগৌরচন্দ্রশ্চ—

(তত্রাদৌ ভাববিতর্কে)

খানসী—

আজু কি লাগি এমন গোর। রায় । ছুটি নয়ানের জল ভাসি যায় ॥
কাঁচ। কনক জিনিয়া তম্বুহটা । তাহে ঘটিয়াহে পুলকের ঘট। ॥
সদা বনিয়া রহয়ে নিরঞ্জে । কিবা কহয়ে আপন মনে মনে ॥
রহি রহি কি ভঙ্গিতে মৃহহাসে । ইহা বুঝিবে কি নরহরি দাসে ॥১॥

পুনঃ স্মৃহই—

গোর। আজু কি রসে বিভোর । নিবারিতে নারে ছুটি নয়ানের লোর ॥
ধরিতে ধৈর্য নাহি রয় । মরম-কাহিনী কারে কিছুই না কয় ॥
ঘন ঘন চায় চারি পানে । হরয়ে পরাণ সে যে হাসির সন্ধানে ॥
হিলিহুলি পথে চলি যায় । গায়ের বাতাসে কত যুতি মাতায় ॥
কেশবশ পড়ে আউলাইয়া । তাহা না সম্বরে সদা পুলকিত হিয়া ॥
নরহরি কি বুঝিবে তায় । মধুর ভঙ্গিতে সে মদন মুকুছায় ॥২॥

অথ দর্শনে—শ্রীরাগ—

কাঁচ। কাঞ্চন তম্ব চন্দন ভালে । আজাহুধিত উরে মালতীর মালে ॥
পুলকের শোভা কিবা নবনীপফুলে । কুন্তলে কুন্তল কত শত অলিকুলে ॥
ভুবনমোহন রূপ মনমথ লীলা । চাঁদের অধিক মুখ শনিখোলকলা ॥
হেম করিকর জিনি ভুজুগগোভা । গমন মাতঙ্গ-জিনি জগমনলোভা ॥
আবেশে অবণ অঙ্গ বোলে হরি হরি । কি লাগি স্বরয়ে আখি বুঝিতে না পারি ॥
গদাধর আদি যত সহচরসঙ্গে । নিজনিজভাবে সবে সংকীর্তন রঙ্গে ॥
যাহাতে ধরণী ধন্য, বিশেষে নদীয়া । জ্ঞানদাস বড় ছুখী তাহা না দেখিয়া ॥৩

পুনঃ তোড়ী—

দেখ দেখনা নদিয়া চান্দ । কনককেতকী জিনি কাঁতি কিয়ে ভুবনমোহন ফান্দ ॥
কিবা চাচর কেশের ঝুটা । পিঠের উপরে পড়ে লুটাইয়া যুতিযৌবন-লুটা ॥
মুখে মধুর মধুর হাসি । না জানি কি নব রস বরিষয়ে অমিয়া-গরব নাশি ॥

ভাবে বিভোর হইয়া চায় । অরুণ কমল নয়নের জলে ও বুক ভিজিয়া যায় ॥
তাহে পুলক-বলিত তনু । অতিসুললিত সঘনে বলকে কদম্বকেশর জন্ম ॥
মরি ধৈর্যজ ধরিতে নারে । নরহরি-কর ধরি ধীরে ধীরে কি কথা কহয়ে তারে ॥৪

অথ শ্রবণে—

মায়ুর—

মধুর মধুর মধুর মুখ । সুমধুর হাসি মধুর সুখ ॥
সুন্দর সুন্দর গৌরাক্ষ অঙ্গ । মধুর মধুর রস-তরঙ্গ ॥৫॥
মধুর মধুর বচনকলা । কঠিন হৃদয় পাষণ-গলা ॥
অতিসুমধুর নয়নকোণে । হেরি কুলবতী কুল কি গণে ॥
মধুর লোটন লোটনি কেশে । রসবতীকুল রাখে কি দেশে ॥
কে জানে কি লাগি পুন কি কাঁপে । গগনে উঠয়ে সে জোড়া লাফে ॥
কি ভাবে কান্দয়ে কে জানে থেলা । যছ কহে রস বরজ মেলা ॥৫॥

পুনঃ ধানসী—

গোরা নটবর বরণ বিজুরি জগত-নয়নলোভা ।
পুলক-বলিত ধুলি ধূসরিত তনু অমুপম শোভা ॥
মরি কিবা সে প্রেমের গতি ।

সুরধনীতীরে চলে ধীরে ধীরে মাতল কুঞ্জর জিতি ॥৬॥
প্রিয় গদাধর বুঝিয়া অন্তর গায়য়ে মধুর গীত ।
সে নব অমিয়া পিয়া শ্রুতিভরি ধরিতে নারয়ে চিত ॥
শ্রীবাসাদি সহ চর চারি পাশে নিরিখে ও মুখচান্দে ।
নরহরি পঁছ গুণ গগনহীতে কেহো না ধৈর্যজ বান্ধে ॥৬॥

অথ লালসায়ান্—(সুহই)

সহজই গোরা কলেবরে । হেরইতে আখি মন বুঝে ॥
তাহে কত ভাব-পরকাণ । কে বুঝয়ে কি রণবিনাস ॥
কি কহব পঁছক চরিত । রোদইতে উদয় পিরিত ॥৭॥

পুলকয়ে প্রেম-অকুর ॥ প্রতি অঙ্গ সুখভরি পূর ॥
 মেঘ জিনি ঘন গরজন ॥ বরিষয়ে প্রেমবরিষণ ॥
 পুলক রচিত সর তহু ॥ কিণোর কুসুমধনু জহু ॥
 করুণায় কান্দে সব দেশ ॥ জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ ॥৭॥

পূনঃ আসাবরী—

হেম ধরাধর গোরা কলেবর এ ধূলি ধূসর তায় ॥
 তাহে কি উপমা কত মনমথ মরমে মুরুছা পায় ॥
 হরি হরি হরি বোলয়ে সঘনে কিবা সে মুখের ছটা ॥
 আহা মরি মেন কে ধরে ধৈরজ নিরখি পুলক-বটা ॥
 ছনয়ানে বারি ঝরে ঝর ঝর ধরণি বাহিয়া যায় ॥
 চাচর চিকুর পড়ে আউলাইয়া ছুবাছ পসারি ধায় ॥
 চাহি চারি পাশে হাসে লহ লহ এ রঙ্গ বুঝিব কে ?
 কহে নরহরি সেই সে জানয়ে সঙ্গের সঙ্গিয়া যে ॥৮॥

অথোদ্ধেগে—(গাঙ্গার রাগ)

জাম্বুদ তহু বদন অধুজে সঘনে হরি হরি বোল ॥
 নয়ন অধুজে বহই সুরধনী কধু কন্ধরে দোল ॥
 দেখ দেখ গৌরবর দ্বিজরাজ ॥

সঙ্গে সহচর সুঘড়শেখর উয়ল নবদীপ মাঝ ॥ ৬ ॥
 তরলপ্রেমে দিন রজনী নাচত অরুণ চরণ অখির ॥
 করুণ প্রেমজলে অধনি ভাসল বরুণনিলয় গভীর ॥
 ভাবে টলমল অঙ্গ ঝলমল মধুর মধুরিম হাস ॥
 কন গদগদ চলত আধপদ গদত গোবিন্দ দাস ॥৯॥

পূনঃ মায়ুর রাগ—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সঞ্চর পুলক-মুকুল অবলম্ব ॥

স্বৈদ-মরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাব-কদম্ব ॥

পেখলু নটবর গৌরকিশোর ॥

অভিনব হেম কলপতর সঞ্চর স্বরধনীতীরে উজোর ॥৬৥

চঞ্চল চরণ- কল তলে ঝঙ্কর ভকত ভ্রমরগণ ভোর ॥

পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই অহনিশি রহত অগোর ॥

অবিরত প্রেম- রতনকল বিতরণে অখিল মনোরথ পূর ॥

তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত গোবিন্দ দাস রহ দূর ॥১০৥

অথ জাগৰ্য্যো— (সিদ্ধুড়া)

কনয়া কিশোর সে বয়স রসময় কি নব কুসুমসুখ ॥

লাবণ্যসার কিয়ে সুধায়ে নিরমিত গৌর সুবসিত তনু ॥

পছ গুণ সাধ করি হেন গুনি ॥

শ্রবণ-পরশে সরস সব তনু অন্তরে জুড়ায় পরাণি ॥৬৥

কনকনোপ কুল পুলক সমতুল স্বৈদ বিন্দু বিন্দু মুখে ॥

বিভোর প্রেমভরে অন্তর গর গর উজোর মরমের সুখে ॥

অরুণ নয়ানেতে করুণা নিরমিত সঘনে বোলে হরিবোল ॥

জ্ঞানমাসে বোলে পঁহর পদভরে আমনে অবনি হিলোল ॥১১৥

পুনঃ সুহৃদীরাগ—

রসভরে জগমন পগ নাহি চলই। দিঠি জলপিছল মহিমাহা খলই ॥

গৌর কলানিধি বিধি আনি দেল। তপত জগতজন শীতল ভেল ॥৬৥

জাগল তনুরূহ তিলহ ন নির্দই। অন্তর গরগর তরল কি বিধই ॥

থরহরি কম্পই চম্পক দেহা। যদুনন্দন ভণ ধনী-নবলেহা ॥১২৥

অথ তানবে (ধানসী)

গোরা কেনে চমকি উঠে ঘন। কাঁপয়ে সকল অঙ্গ, অখির কন ॥

কণে অঙ্গ পুলকিত কণে তনু খীণ। লোটায় মুকুল কেশ বদন মলিন ॥

নয়ানের কোণে কত বহে প্রেমজল । বসন তিতিয়া পড়ে অবনিমণ্ডল ॥
 ক্ষণেকে উঠিয়া গোরা কান্দে ফুকরিয়া । শ্রীবাসের গলে ধরি পড়ে মুকুছিয়া ॥
 গোরা'র কান্দনে কান্দে সকল নদিয়া । হৃথের ছাওয়া'ল কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥
 কান্দে বাসু মুকুন্দ যে মাধব মুরারি । গৌরীনা'স গদাধর আর নরহরি ॥
 গলিত পাষণ, দারু তাহে কত ভাবে । নহিল পরশ কিছু দ্বিজ রামদাসে ॥১৩॥

পুনঃ স্নহই রাগ—

গদাইর পরাণ ধন গোরা । পুরুষ পিরিত্রিসে ভোরা ॥
 বিজ্রি-বরণ-তনু চোরা । কমল নয়ানে বহে লোরা ॥
 কনক কমল মুখ কাঁতি । হাসিতে খসয়ে মনি মোতি ॥
 বিপুল পুলক ভরে কম্প । হরি হরি বলি দেই বাম্প ॥
 না জানে অহনিশ নিজরসে । সঘনে চিকুর চীর খসে ॥
 ঘন ঘন নহি গড়ি যায় । হেমগিরি ধরনি লুটায় ॥
 ভাসল ভুবন প্রেমরসে । যত এড়াইল দিনবশে ॥১৪॥

অথ জড়িমায়াং (বালা ধানশী)

নিরবধি নয়নে স জল নাহি তেজ । ভাবভরে অবনি সাধ করু সেজ ॥
 হেরইতে গৌরকিশোর । চমক লাগল হিয় অন্তরে মোর ॥
 পুলকিত তনু থরহরি কম্প । কিশোর-কেশরী জহু রহি রহি বাম্প ॥
 ক্ষণে রহ জহু কনকাচল থির । আকুল চিকুর না সহরে চীর ॥
 গোরা প্রেমে অখিল ভুবনজন ভাস । বঞ্চিত সবে যত্ননন্দন দাস ॥১৫॥

পুনঃ ধানশী—

গোরা পছ কিনা ভাবে ভোর । অরুণ নয়ানে বহে লোর ॥
 কিবা চান্দ মুখের মাধুরি । সঘনে বোলয়ে হরি হরি ॥
 ঘন ঘন কাঁপে সব গা । চলিতে না চলে আধ পা ॥
 মুকুন্দ মাধব বাসু গায় । হেমতনু ধুলায় লোটায় ॥

অগজনে সদয় হইয়া ।

প্রেমধন ধিলার বাচিণী ॥

নরহরি হেন অবতারে ।

না ভজিয়া গেল ছারেখারে ॥১৬॥

অথ বৈয়থ্যে—

করুণ ভাটিয়ারী

কান্দে পঁহু হরি হরি বলিয়া ।

গোরাগারে লাগিয়াছে ধূলিয়া ॥১৭॥

আদরশে আপনা দেখিয়া ।

আখিজলে ভাসি গেল হিয়া ॥

হেন তনু পুলক ভরিয়া ।

গড়ি যায় ধরনি ধরিয়া ॥

উমড়ি উমড়ি উঠে হিয়া ।

কান্দনাতে ভাসিল নদিয়া ॥

রাখিল রাখিল নহে চিত ।

ফুকরিয়া কান্দে বিপরীত ॥

প্রোমে গেল পাখান গলিয়া ।

কুলবধু কান্দে লোটাইয়া ॥

কহিতে কহিতে নারে ভাষ ।

এ যত্ননন্দন করু আশ ॥১৭॥

পুনঃ ধানসী—

পুরুবে আছিল যত সাধ ॥

এবে সেই ভেল পরমাদ ।

গৌরকিশোর রসরাজ ।

অনুভব অলখিত কাজ ॥

গোরাতনু ধরনি লোটার ।

মহী ভেল কনক ছটার ॥

কমল নয়ানে বরু বারি ।

মধু গিয়ে ভ্রমরা উগারি ॥

স্ববদনে হরি হরি বোল ।

চান্দে বহে অমিয়া-কলোল ॥

চলিতে না পারে পদ আধ ।

পুরুব পিরিতি উনমাদ ॥

ভাসল ও রসে নরনারী ।

এ যত্ননন্দন বলিহারি ॥১৮॥

অথ ব্যাধো—

(বরাড়ি)

দেখ হেমকিশোর বিজরাজ ।

প্রেম মুরতি নট সাজ ॥১৯॥

সঘনে পুলক ভরু অঙ্গ ।

ফুটল কি কনয়া কদম্ব ॥

নয়ানে বহয়ে জলধার ।

সুরনদী ভেল অবতার ॥

কাঁপি কাঁপি কণে দেই কম্প ।

হেমগিরি জন্ম মহি কম্প ॥

গদ গদ হরি হরি ভাষ ।

কণে তনু মল্লিকা-আভাস ॥

ক্ষণে আধপদ নাহি যায় । ক্ষণে ক্ষণে ধরণি লোটায় ॥

শ্রমজলে সিনা এল অঙ্গ । যত্বে কহে কে জানে এ রঙ্গ ॥২৯॥

পুনঃ বিহাগড়া—

বকুল তরুতলে বিরলে বৈঠল কি রসে মজাওল চিত ।

নয়ন চরচর বহরে ঝরঝর কাঁপয়ে থরহরি শীত ॥

কি পেখনু দ্বিজবর ধীর ।

উঠত বৈঠত ছুটত খেনে খেনে নৃত্যত পরি পরি চৌর ॥৩০॥

কাঁচা কাঞ্চন-কিরণ কলেবর কি লাগি মহি গড়ি যাতি ।

কণ্ঠ গরগর কান্দয়ে উচ্চৈশ্বর বিদরে কুলবতী ছাতি ॥

অন্তর সুখভরে পুলক কলেবরে তিলেক নাহি রহে থির ।

এ যত্ননন্দন ভগ্নয়ে অনুভব ভাবিতে হিয়া মেনে চির ॥২০॥

অথোন্মাদে—

(দেশপাল)

ভাবে বিভোর গৌর গুণনগিয়া ।

অরুণ কমল দল-দলন বিলোচন শাঙন ঘনকি সখন বরনগিয়া ॥৩১॥

ডগমগ দেহ দলিত নব কুঙ্কুম তড়িতপুঞ্জ জিনি বরণ চিকণিয়া ।

কুঙ্কুম স্রবশ বসন নাহি সম্বন্ধ বিগলিত কুন্তল লুঠই ধরণিয়া ॥

নিম্ন শরদবিধু বদনে নিরন্তর হরি হরি ভণত ভূরি গরজনিয়া ।

চূষত ঘরম কম্প কিয়ে অদভূত গতি মন্ত কুঞ্জর গরব-হরণিয়া ॥

নিখিল ভুবন জন-রঞ্জন ভুজযুগে কাঁপি পতিতে করুণা রনধনিয়া ।

বিতরই প্রেম-রতন কত আদরে নরহরি কহ কলিযুগ ধনি ধনিয়া ॥২১॥

পুনঃ বালা ধানসী—

মরি মরি কি নব গৌরহরি বরণা । অভিনব ভঙ্গি মদনমদ-হরণা ॥

নিরুপম অমিয় ঝরই শণিবয়নে । টলমল জল জলজারুণ নয়নে ॥

ভাবে বিভোর মিরজ নাহি রহই । গরজি সখনে ঘন হরি হরি কহই ॥

ধূসর ধূরি ধরণিতলে নুঠই । পবনবেগে পঁহু চহুদিগ ছুটই ॥
 সুরগণ জলহ প্রেম নবরতনে । বিতরই পতিত দুখিতে কত যতনে ॥
 কিয়ে অপরূপ করুণা পরসরই । ভণ ঘনশ্যাম ভুবনে বশ ভরই ॥২২॥

অত্রান্তে কামলেখায়াং— (যাননী)

অখিল ভুবন মনমোহন গোরা । অমুখন সংকীর্তনরস-ভোরা ॥
 সুরধনীতীরে বিহরে বহুরঙ্গে । নিরূপন ভাবভূষণ শোহে অঙ্গে ॥
 গরগর প্রেমরতন বনদানে । বারই নয়ন, দিন রজনি না জানে ॥
 নরহরি কি বুঝব কিয়ে অভিলাষে । পরিকর-কর গহি কহে কি সুভাবে ॥২৩॥

ভক্ত মাল্যার্পণে— (গান্ধার)

গৌর করুণ তনু অরূপম রীত । পামর গতিত দুখিতে অতিশ্রীত ॥
 দেবজলহ ধন জগভরি দেল । সংকীর্তন স্মৃথে মনগন কেল ॥
 অমুখণ পুরুষ প্রেমরসে ভোর । মহী বহি যাত সঘনে দিঠিলোর ॥
 নরহরি পঁহু আজি নিরঞ্জন হাপি । ধরি প্রিয় পরিকর-কর কিয়ে আশি ॥২৪॥

অথ মোহে— (সুহই)

গোরা পঁহু কি না লাগি লোটার খিতিতলে ।
 ভাগয়ে দীঘল দু'টি নয়ানের জলে ॥
 প্রিয় পারিষদ পানে চাহিয়া চাহিয়া ।
 না জানি কি কহিতে উথলি উঠে হিয়া ॥
 সঘনে কাঁপরে তনু কনক দানিনী ।
 তাহা নিরখিতে প্রাণে জীয়ে কি কামিনী ॥
 নরহরি এ ভাব বুঝিতে নাহি পারে ।
 চাহিতে সে মুখপানে পরাণ বিদরে ॥২৫॥

পুনঃ সোরাষ্ট্র—

অখিল ভুবন মনচোরা গোরা রাগরে । জগত করয়ে আলো অঙ্গের ছটায়রে ॥

কি ভাবে ভাবিত সদা অখির হিয়ায়রে । মুরুহি পড়িয়া ভূমে ঘন গড়ি যায়রে ॥
 ধূলার ধূসর পঁহ পুন উঠি যায়রে । অরুণ নয়ানে ঘন চারিপানে চায়রে ॥
 পতিতে ধরিয়া কোরে প্রেমেতে মাতায়রে । নরহরি কুমতি বঞ্চিত ভেল তায়রে ॥২৬

অথ মৃত্যুদশায়াং— (সুহই)

কাঞ্চন-কঙ্ক-পুঞ্জ	জিনি সুরণ	মনমথ-মোহন ফান্স ।
কুলবতী যুবতী	ধরনভয় ভঞ্জন	হাসনিলিত মুখচান্স ॥
	নিরুপম গৌরকিশোর ।	

কে। জানে কৈছে	ভাবিলে গরগর	মুরুহই সহচর-কোর ॥১॥
চাচর চিকণ	চিহ্নর কুসুমাক্ষিত	বিগলিত ধূরি বিধারি ।
শিরিষ কুসুমসম	কৌমল তলু ঘন	কম্পই রহি ন সম্ভারি ॥
হরি হরি সম্বণে	ভগত ঘন বারিজ-	দিষ্টি জলে মহি বহি যায় ।
হেরইতে কাঠ-	কঠিন হিয়া দরবই	নরহরি কি কহব তায় ॥২৭॥

পুনঃ মালবশ্রী—

ভাবে গরগর	গৌরসুন্দর	ধরই সহচর-পাণি ।
ঝরই ঝরঝর	নয়নযুগ ঘন	ভগই গদগদ বাণী ॥
সুঘর পরিকর	বরজ-চরিত	সুমধুর সুরসঞ্চে গাত ।
অরণ পরশত	ধিরজ ধরত ন	ধরণি ঘন গড়ি যাত ॥
থকিত বহুধণে	কম্প নিরুপম	বম্পি গরজে গভীর ।
স্বৈদবিন্দু-	বিনিমি মোতিম	বলকে কনক শরীর ॥
করভকর-মদ	হারি ভুজ ভুরু	পতিত দুর্গত দেখি ।
প্রেম অমিয়	পিরায়ে ঘন ঘন-	শ্রাম কুমতি উপেখি ॥২৮॥

অথাপ্তদুর্ভাগ্যক্যাদৌ— (তিরোতা ধানসী)

নদীয়াবিনোদ গোরা রায় ।	রূপে গুণে ভুবন মাতায় ॥
মধুর অধরে মুহ হাসি ।	অমিয়া বরিষে রাশি রাশি ॥

সদাই বিভোর প্রেমরসে । অরুণ নয়ান জলে ভাসে ॥
 পুলকে পূরিত হেম গা । চলিতে না চলে আশ পা ॥
 কাপিয়া কাপিয়া ঘন উঠে । সদাই ধরণিতলে নুঠে ॥
 ক্ষণেক ধৈর্য নাই চিতে । নরহরি নারে প্রবোধিতে ॥২৯॥

পুনঃ বালা ধানসী—

হেরনু গৌরকিশোর । সুরধনীতীরে উজোর ॥
 সুখড় ভকতগণসঙ্ঘ । করতহি কত কত রঙ্গ ॥
 মন্দ মধুর মৃদু হাস । কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥
 আজানুলব্ধিত ভুজদণ্ড । জীতল করিবর-শুণ্ড ॥
 অহনিশি ভাবে বিভোর । কুলকামিনী-চিতচোর ॥
 মন্দমস্থর গতি ভাঁতি । মুরহিত মনমথ হাতী ॥
 সো পদপঙ্কজবায় । কহ কবিশেখর রায় ॥৩০॥

অথ সংক্ষিপ্ত সম্বোধন— (ধানসী)

আখি রহ অল্পখন সুরধনী ধার । মুখবিধু হাসনি অমিয়-সঞ্চার ॥
 স্নমেক জিনিয়া গোরা অঙ্গ । পদতল অখিল সঘন নটরঙ্গ ॥৩১॥
 ভাব কলপতরু তহি হিয়মাহ । বাহিরে ফুটল পুনককুল ছাহ ॥
 কত কত রসিক ভকতদিঠিভুঙ্গ । যানিনী দিবস ন ছোড়ই সঙ্গ ॥
 পাওল প্রেমরতন নরনারী । তহি যত্ননন্দন কথি লাগি ছাড়ি ॥৩২॥

পুনঃ সুহই—

সহজই কাঞ্চন গোরা । মদনমনোহর বয়স কিশোরা ॥
 তাহে ধরু নটবরবেশ । প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত রসের আবেশ ॥
 নাচত নবদ্বীপচন্দ । জগজন নিমগন প্রেম আনন্দ ॥৩৩॥
 বিপুল পুলক অবলম্ব । বিকণিত কিয়ে নব ভাবকদম্ব ॥
 নয়নে গলয়ে ঘন লোর । খেণে হাসে খেণে কাঁদে ভকতহি কোর ॥

ব্রহ্মভরে গদগদ বোল । চরণ-পরশে নহী আনন্দে হিলোল ॥

পূরল জগজ্জন আশ । বঞ্চিত ওরসে গোবিন্দ দাস ॥৩২॥

অথ স্বাপ্নসংক্ষিপ্ত সন্তোগে— (ধানশী)

ভুবনমোহন গৌর নটবর বিহরে সুরধনী-তীর ।

পূরব সৌভরত সঘনে দিঠি ভরি চরকে আনন্দ নীর ॥

হসত লহ লহ ললিত তরল সু- দশনগণ জহু যোতি ।

পুলক-বলিত সু- বলিত তনু জিনি কনক চম্পক জ্যোতি ॥

নিরখি পরিকর পরম প্রমোদিত নিহই নিজ নিজ দেহ ।

মরম সমুঝি সুহনে গারে কি অমিগ বরষত মেহ ॥

ভুষিত তিরপিত পতিত পামর ধাই চলু চহঁ ওর ॥

কুণতি নরগরি শ্রুতি না পৈঠল ঐছে পহঁ গুণ খোর ॥৩৩॥

অথ সংক্ষিপ্ত সন্তোগরসোদগারে— (শ্রীরাগ)

আজু গৌর গরগর দেহ । কিরে ভাবে ধরই না থেহ ।

কছু কহই কহই ন পারি । যন চরকি রহু দিঠি-বারি ॥

তহি পারিষদ চহঁ পাশ । হেরি হোত পরম উলাস ॥

হিয় উমড়ি বিবিধ তরঙ্গ । কো বুঝব উহ নব রঙ্গ ॥

মরি মরি কি কীর্তন নাট । জহু প্রকট প্রেমক হাট ॥

নরহরি কি পাওব অন্ত । সুখে ভাসি চলল দিগন্ত ॥৩৪॥৪০॥

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্রগীত ॥

অথ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র— (গান্ধার রাগ)

জয় জয় পদ্মাবতী-সুত সুন্দর নিত্যানন্দচন্দ্র গুণভূপ ।

জগজ্জন-নয়ন- তাপভর-ভঞ্জন জিনি কনকাক্ষণ অপরূপ রূপ ॥

শশধর-নিকর- দরপহর আনন বরত অমির বলকত মৃদুহাস ॥

গৌরপ্রেমভরে গরগর অন্তর নিরূপম নব নব বচন-বলাস ॥

টলমল অশ্ল কল লোচন জল গিরত নিরত জন্ম সুরধনীর ধার ॥
 পুলাক কদম্ব- বলিত স্থলিত অতি পরিমর বক্ষে তরল মণিহার ॥
 কুঞ্জর-দমন গমন মনোরঞ্জন বাহু পসারি অধির অবিরাম ॥
 পতিত কোরে করি বিতরই সো ধন বঞ্চিত জগতে দুঃখিত ঘনগ্রাম ॥১॥

ধানসী—

গোরাপ্রেমে গরগর নিতাই আমার । অরুণ নয়ানে বহে সুরধুনীর ধার ॥
 বিপুল পুলাকাবলি শোহে হেম গায় । গজেন্দ্রগমনে হেলি চলিচলি যায় ॥
 পতিতেরে নিরখিয়া ছবাহু পসারি । কোরে করি সঘনে বোলায় হরি হরি ॥
 এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর । নরহরি অধম তারিতে অবতার ॥২॥

সিদ্ধুড়।—

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী-কুমার । পতিত-উদ্ধার লাগি ছবাহু পসার ॥
 গদগদ মধুর মধুর আধ বোল । যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেই কোল ॥
 উগমগ নরন ঘুরয়ে নিরন্তর । সোণার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥
 দয়ার ঠাকুর নিতাই পরদুঃখ জানে । হরিনামের মালা গাঁথি দিল জগজনে ॥
 পাপ পায়ণ্ডী যত করিল দগ্ননে । দীন হীন জনে কৈল প্রেম বিতরণে ॥
 আহা শ্রীগোবিন্দ বলি পড়ে ভূমিতলে । শরীর ভিজিল নিতাইর নয়ানের জলে ॥
 বৃন্দাবন দাস এই মনে বিচারিল । ধরণী উপরে কিবা বিজুরী পড়িল ॥৩॥

মজল—

গজেন্দ্র গমনে যায়, সকল দিঠে চায় পদভরে মহী টলমল ।
 মহামন্ত সিংহ জিনি কম্পমান্ মেদিনী পাণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল ॥
 আয়ত অবধূত করুণার সিদ্ধ ।
 প্রেমে গরগর মন করে হরি-সংকীৰ্ত্তন পতিতপাবন দীনবন্ধু ॥৪॥
 হুকার করিয়া ছল অল সচল নড়ে প্রেমে ভাসে অমর-সমাঝ ।
 সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে অলখিত করে সব কাজ ॥

শেষশায়ী সৰ্ব্বণ অবতারী নারায়ণ যার অংশ ক'ণ্য গগন ।
 কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকৰ্ত্তা সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥
 যার লীলা লাবণ্যধাম আগমনিগমে গান যার রূপ মদনমোহন ।
 এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে প'ছ দেশে দেশে উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥
 ব্রজের বৈদগধি সার যত যত লীলা আর পাইবারে যদি থাকে মন ।
 বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয় ভজ ভাই শ্রীপাদ-চরণ ॥৪॥

পঠমঞ্জরী—

নিতাইচাঁদ দয়াময়, নিতাইচাঁদ দয়াময় ।
 কলি জীবো এত দয়া কভু নাহি হয় ॥
 খেনে কালো খেনে গোরা খেনে অঙ্গ শীত ।
 খেনে হাসে খেনে কাঁদে না পায় সখিত ॥
 খেনে গো গো করে, গোরা বলিতে না পারে ।
 গোরা-রাগে রাঙ্গা আঁখি-জলেই সাঁতারে ॥
 আপনি ভাসিয়া রসে ভাসাইল ক্ষিতি ।
 এ ভব-অচলে যত রহল অবধি ॥৫॥

মঙ্গল—

অনুখন অরুণ নয়ন ঘন চূয়ত চরকত লোরে বিখার ।
 কিয়ে ঘন অরুণ বরুণালয় সঞ্চরু অমিয়া বরষে অনিবার ॥
 নাচেরে নিতাই বরচাঁদ ।
 সিঞ্চই প্রেম-সুধারস জগজনে অদভূত নটন-সুছাঁদ ॥৬॥
 পদতলতাল রণিত মণি মঞ্জীর, চলতহি টলমল অঙ্গ ।
 মেরু শিখর কিয়ে তনু অস্থপাম রে বলমল ভাবতরঙ্গ ॥
 রোয়ত হসত চলত গতি মধুর হরি বলি মূর্ছি বিভোর ।
 খণ্ডে খণ্ডে গৌর গৌর বলি ধাবই আনন্দে গরজত ঘোর ॥

পান্থর পন্থ অধম জড় আতুর দীন অববি নাহি মান ।
 অবিরত ছল্লভ প্রেম রতন ধন যাচি জগতে কর দান ॥
 অবিচল ছলহ প্রেমধন বিতরণে নিদিল তাপ দূরে গেল ।
 দীনহীন সবহি মনোরথ পূরন অবলা উনমত ভেল ॥
 ঐছন করুণ নয়ন অবলোকনে কাহ' না রহ ছরদিন ।
 বলরাম দাস তাহে ভেল বঞ্চিত দারুণ হৃদয় কঠিন ॥৬॥

মঙ্গল—

থঞ্জম গঞ্জম লোচন রঞ্জম গতি অতি লনিত স্মৃষ্টান ।
 চলত থলত পুন পুন উঠি গরজত চাহনি বহু নয়ান ॥
 গৌর গৌর বলি ঘন দেই করতালি কঙ্ক-নয়ানে বহে লোর ।
 প্রেমেতে অবশ হইয়া পতিতেরে নিরখিয়া আইস আইস বলি দেই কোর ॥
 হুঙ্কার গরজন মাল্যটি পুন পুন কর কত ভাব বিথার ।
 কনককেশর জম্ব পূরক পূরন তনু ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার ॥
 আগম নিগম পর বেদবিধি অগোচর তাহা কৈল পতিতেরে দান ।
 কহে আত্মরাম দাদে না পাইছ রূপালেশে রহি গেলু প্যাণ্ডা সমান ॥৭॥

ধানসী—

আরে আমার আরে আমার নিত্যানন্দ ঝায় ।
 আপে নাচে আপে গায় গৌরাজ বোলায় ॥
 লক্ষে বক্ষে যায় নিতাই গৌরাজ-আবেশে ।
 পাপিয়া পাষণ্ডী আর না রাখিল দেশে ॥
 পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে ।
 বলমল বলমল করে নানা আভরণে ॥
 সঙ্গে সঙ্গে যায় নিতাইর রামাই সুন্দর ॥
 গৌরীদাস আদি করি যত সহচর ॥

চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায় ।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায় ॥৮॥

শ্রীরাগ—

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি ।
আনিয়া প্রেমের বস্তা ভাসাইলে অবনী ।
প্রেমের বস্তা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে ।
ডুবিল ভকতগণ, দীন হীন ভাসে ॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে ।
ব্রহ্মার ঢল'ভ প্রেম সভাকারে যাচে ॥
অবাধে করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান ।
ঘরে ঘরে বলে প্রেম অমিয়ার বান ॥
লোচন বোলে মোর নিতাই যে বা না ভজিন ।
জানিয়া শুনিয়া সেই আশ্রবাণী হৈল ॥৯॥১০॥

অথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রশ্র (বিভাস)

জয় জয় শীতাপতি পহঁ মোর । কনকচল জিনি মুরতি উজোর ॥১১॥
অবিরত গৌরপ্রেমরসে মাতি । ঝলমল অবিরল পুলকক পাঁতি ॥
গরগর অঙ্গ অধির অনিবার । ঝরই নয়ন জম্বু সুরধুনীধার ॥
হসই মধুর মুহু গদগদবাণী । জপই কি কোই মরম নাহি জানি ॥
দীন হীন পামর পতিত নেহারি । করই কোরে ভুজ ঝুগল পসারি ॥
বিতরত সেই রতন অল্পপাম । বঞ্চিত করমদোষে ধনশ্রাম ॥১২॥

বেলাবলী—

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পহঁ মোর ।

গৌর প্রেমভরে গরগর অন্তর অবিরত অরুণ নয়নে কর লোর ॥১৩॥
পুলকিত লোলিত অঙ্গ বল ঝলকত দিনকর-নিকর-নিন্দি বর জোতি ।

কুঞ্জৰদমন গমন মনোৱঞ্জন হৃদয়ত স্নানসত দণন জম্ম মোতি ॥
 সিংহ-গৰব-হৰ গৰজত ঘন ঘন কম্পিত কলি দূৰে ছয়জন গেল ।
 প্ৰবল প্ৰতাপে তাপত্ৰয় কুণ্ঠিত জগজন পৰম হৰব হিয় ভেল ॥
 কৰুণাজলধি উমড়ি চল চহুঁ দিশ পানৱপতিত ভকতি রসে ভাসি ।
 নৱহৰি কুমতি কি বুঝব বন্ধ নব গৌৰচৰিত গুণ ভুবনে প্ৰকাশি ॥২॥

ভোড়ীৱাগ —

জয় জয় অদ্বৈত আচাৰ্য্য দয়াময় । যাঁৱ হৃদয়ৰে গৌৰ অবতায় হয় ॥
 প্ৰেমদাতা মৌতানাথ কৰুণাসাগৰ । যাঁৱ প্ৰেমবশে আইলা গৌৰঙ্গ নাগৰ ॥
 যাহাৰে কৰুণা কৰি ৰূপাদিঠে চায় । প্ৰেমাবেশে নেজন চৈতন্তগুণ গায় ॥
 তাঁহাৰ চরণে বেবা লইল শরণ । নেজন পাইল গৌৰ প্ৰেমমহাধন ॥
 এমন দয়াৰ নিবি কেনে না ভজিহু । লোচন বোলে নিজ মাথে বজৰ পাড়িহু ॥৩॥

কামোদ —

শান্তিপুৰ-পতি পৰম সুন্দর চৰিত বৰণি ন যাতি ।
 ভাবভৱে অতি মত্ত অনুখন বিপুল পুলকিত গীতি ॥
 প্ৰবল কলিমদ- দমন ঘনঘন ঘোঁৰ গৰজি বিভোৱি ।
 গৌৰ হৰি হৰি ভণত কম্পই গিরত সহচৰ-কোৱি ॥
 অবনি ঘন গড়ি যাত অপৰূপ ধূৱিধূৱিত দেহ ।
 কঞ্জলোচন বৰই বৰবৰ জম্ম সুশাঙন মেহ ॥
 দীন দুখিত নেহাৰি কৰু কৰুণা ভুবনে পৰচাৱি ।
 দাস নৱহৰি পছ'ক বলি বলিহাৰি পৰম উদাৱ ॥৪॥

কৰ্ণাট—

শ্ৰীমদদ্বৈত মুদদন গুণভূপ । কনকভূষণ-গৰব হাৰি বৰৰূপ ॥
 বলকত স্নানলিত অবিৰল পুলক পাতি । সঘন গৰজত গৌৰপ্ৰেমৰস মাতি ॥
 বিদিত ব্ৰহ্মাণ্ডমণি বিক্ৰম অপাৰ । প্ৰবল পাশুপত দলই অনিবাৰ ॥

ভবভঙ্গ-বিভঞ্জন মহাকরুণধাম । পতিতপাবন পহঁক নিছনি ঘনশ্রবণ ॥৫৭

কামোদ—

দেখ মোর অদ্বৈত গুণের নিধি ।

না জানিয়ে কত	সাধে সুখা দিয়া	এ দেহ গড়ল বিধি ॥৬১
কনককেতকী	কুসুম জিনি	সুচারু রূপের ছটা ।
গরগর গোরা	প্রেমে অতিশয়	শোভরে পুলক-ঘটা ॥
নিরুপম বিধু-	বদন বলকে	ঘন গোরা গোরা বলি ।
ছনয়ানে ধারা	বহে অবিরত	নাচেয়ে ছবাহ তুলি ॥
পতিত পামরে	ধরি করি কোরে	অমূল রতন যাচে ।
নরহরি পহঁ	বিনে কি এমন	দয়ালু ভুবনে আছে ॥৬২

সুহই—

সীতামাখ মোর অদ্বৈতচাঁদ ।	প্রেমময় মহামোহন ফাঁদ ॥
যার হুকারে প্রকট গোরা ।	নিত্যানন্দসহ আনন্দে ভোরা ॥
অনুপম গুণ করুণাগিহু ।	পতিত অধম জনের বন্ধু ॥
ত্রিভুগত মাঝে বিতীর ধাতা ।	সংকীর্ণন-ধন দুহুহ দাতা ॥
ব্রজলীলারসে ভাসিবে যে ।	অচ্যুতজনকে ভজুক সে ।
নরহরি পহঁ বে নাহি ভজে ।	সেই অভাগিয়া ভুবন মাঝে ॥৭৫৬

পুনঃ সংক্ষেপঃ, শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দয়ো র্থধা

উবাছি— আজাগুলধিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ণনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ।
বিশ্বস্তরৌ দ্বিজবরৌ বৃগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥১॥

পুনঃ— বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শনৌ তমোহুদৌ ॥২॥

সুহৃৎ—

জয় গৌর বিশ্বস্তর	নিত্যানন্দ দ্বিজবর	পরম কারুণ্য অবতার ।
যুগধর্ম রক্ষা করে	জগতের দুখ হরে	সংকীৰ্ত্তন করিয়া প্রচার ॥
জিনি হেম ধরাধর	সুকোমল কলেবর	ভুবনমোহন মধুরিমা ।
বদন পূর্ণিমাংশী	তাহে মন্দ মন্দ হাসি	নিরুপম বচন ভঙ্গিমা ॥
আকর্ণ পর্যাস্ত আঁখি	জিনিয়া থঞ্জন পাখী	অমুখণ চঞ্চল চাহনি ।
হেরি কে ধৈরজ বাঁধে	জগত যুবতী কান্দে	দিতে চাহে পরাণ নিছনি ॥
মালতীর মালা গলে	পরিদর বক্ষে দোলে	ভুজ চারু আজাহুলধিত ।
কিবা অপরূপ শোভা	নরহরি নেত্র লোভা	মণিময় ভূষণে ভূষিত ॥১॥

বেলাবলী—

জয় জয় পহঁ মোর গৌর-নিতাই ।

নিরুপম নিখিল	ভুবনজন-রঞ্জন	সুরধনী-তীরে বিহরে দোন ভাই ॥৫॥
সুখময় পরম	রসালয় কীর্ত্তনে	অমুখণ উনমত ধরই না ধেহ ।
ধনি ধনি ধরণী	ভাগ অগণিত	যহি লোটাই কনক ধরাধর দেহ ॥
কলিযুগ বিপুল	পুলক কুল আবৃত	হেরইতে অপরূপ করুণ অপার ॥
পামর পতিত	দুখিত হরগত জন	প্রেম অমিয় পিবইতে মাতোয়ার ॥
সুরগণ গগনে	মগন গুণ-মাধুরী	করি কত যতন ধরই হিয় মাহ ।
ভণ নরহরি না	রহল কোই বঞ্চিত	পায়ল সকলে শীতল পদ ছাহ ॥

ধানসী —

জীবের ভাগ্যে অবনি বিহরে ছই ভাই । ভুবনমোহন গৌরাচাঁদ নিতাই ॥
 কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন । হরিনামায়ুত দিয়া করাইল চেতন ॥
 হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই । পাতকী-উদ্ধার কৈল যেরে যেরে বাই ॥
 হেন অবতার ভাই নাহি কলিযুগে । কোন অবতারে সে পাপির পাপ মাগে ॥
 রুধির পাড়িল অঙ্গে করিয়া প্রহার । যাচি প্রেম দিয়া তার করিলা উদ্ধার ॥
 নাম-প্রেম-সুধাতে ভরিল হ্রিভুবন । একেলা বঞ্চিত ভেলা এ দাশ লোচন ॥৩

সুহই—

নিতাই-চৈতন্ত দুই দয়ার অবধি । ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যাচে নিরবধি ॥
চারি বেদ অবেষয়ে যে প্রেম পাইতে । হেন প্রেম দুই ভাই যাচে অবিরতে ॥
পতিত দুর্গত পাপী কলিহত যারা । নিতাই চৈতন্ত বলি নাচে গায় তারা ॥
ভুবন মঙ্গল তেজ সঙ্কীৰ্তন রসে । রায় অনন্ত কহে না পাইয়া লেশে ॥৪

সুহই, সিন্ধুড়া—

এহ কলিযুগ ধাতা নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্ত পতিত লাগিয়া অবতার ।
দেখি জীব বড় দুখী হৈয়া সঙ্করুণ আশি হরিনাম গীতি দিল হার ॥
জড় অন্ধ পশু যত পশু-পাখী আদি কত কাঁদাইল নিজ প্রেম দিয়া ।
প্রেমে সব মত্ত হৈয়া অন্নজল তেরাগিয়া ফিরে তারা নাচিয়া গাইয়া ॥
হেন গহঁ না ভজিলু জনমিয়া কিবা কৈলু হাত হৈতে হারাইলু নিধি ।
হরিদাস দাস ছার কোন গতি নাই আর হেন যুগে বঞ্চিত কৈলা বিধি ॥৫

গাঙ্গার—

জয় জগজীবন গৌর নিতাই । কলিযুগে প্রেম বিতরে দৌড় ভাই ॥৬॥
পানর পতিত দুখী, সুখী ভেল । বিষমর বিষম তাপ দূরে গেল ॥
সুখগণ পরম দুঃখ রসে মাতি । বিলসই সংকীৰ্তনে দিন রাতি ॥
ধনি ধনি অবনী না ভেল কোই বাম । করম বিপাকে বহল ঘনশ্রাম ॥৭॥৮॥

—*—

পুনঃ শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দাধৈতদেবানাং

তথাহি - নিত্যানন্দাধৈতচৈতন্তমেকং

তৎকং নিত্যালঙ্কৃত-ব্রহ্মসূত্রং ।

নিত্যৈর্ভকৈনিত্যয়া ভক্তিদেব্যা

ভাতং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজ্যমঃ ॥

।সুহই—

জয় গৌর-নিত্যানন্দ- অধৈত আনন্দকন্দ ভুবন-মঙ্গল অবতার ॥
 পরম অদ্ভুত লীলা নিজগুণে প্রকাশিল। সংকীৰ্ত্তন সুখের গাথার ॥
 সদা সেই রসে ভাসি না জানয়ে দিবানিশি সঘনে অবনী গড়ি যায় ॥
 খেনে কাঁদে খেনে হাসে নানা ভাব পরকাশে পারিষদগণে বশ গায় ॥
 ধন্য কলিযুগ মেন আর কি হইবে হেন দয়ালু নাহিক ত্রিভুবনে ॥
 তিলেক নাহিক ক্ষেমা দেবের হৃদয় প্রেমা অমাচিত যাচে জনে জনে ॥
 পতিত দুর্গত যত তারা অতি উনমত যুটিল সকল বিপন্নত ॥
 কহে নরহরি দাস পুরিল সভার আশ নিজদোষে মো হইলু বঞ্চিত ॥১

বেলাবলী—

ধনি কলিযুগ মহী মহিম অল্পপ ॥

বিহরই গৌর নিতাই প্রেমময় শ্রীঅধৈত মেঘগাভূষ ॥১৫॥
 কো সমুদ্রব অব- তার রুচির নব নিগম-অগোচর চরিত অপার ॥
 কত কত কাম- ধেমু সুরতর অরু চিন্তামণি জিনি পরম উদার ॥
 দেবহৃদয় শুভ ভুবন-বিমোহন বিদিত অনীম সুকরণ জিনি মেহ ॥
 অল্পক্ষণ বিমল ভকতি রস বরিষই মুদিত ভকতগণ পুলকিত দেহ ॥
 পামর পতিত হুথিতজন-বান্ধব প্রবল তাপত্রয় ভঞ্জনকারী ॥
 সংকীৰ্ত্তন ধন- বিতরণ পণ্ডিত নরহরি দাস পহঁক বলিহারি ॥২

পঠমঞ্জরী—

গৌর নিত্যানন্দ অধৈত চাঁদ । পরম সুখকন্দ জগজন-নয়নচাঁদ ॥১৬॥
 প্রেমরসবিবশ নিশি দিবস নাহি জান । জীবে কর দেবহৃদয় রতন দান ॥
 অতুল করুণানিলয় ভুবনে পরচার । ধন্য কলিযুগে প্রকট চরিত নহ পার ॥
 পাই নিজ পহঁ চরণ শরণ সন্তে নেল । দাস ঘনশ্রাম নিজদোষে রুহি গেল ॥৩

ধানসী—

শ্রীগৌরনিতাই চাঁদ অঁধিত আমার । ধনু কলিযুগে প্রেমময় অবতার ॥
 ভুবনপাবন নিম্ন-পারিষদ সনে । সংকীর্ণনে মাতিয়া মাতায় জগজনে ॥
 এমন দয়ালু দাতা আর কেবা আছে । ব্রহ্মার হুল্লভ ধন অধমেরে যাচে ॥
 আপন গুণেতে কৈল জগত উদ্ধার । কেবল বঞ্চিত নরহরি ছাড়াই ॥৪॥

কামোদ—

পছঁ মোর অঁধিত নিতাই গোরা ।

সুরধুনী-তীরে	নদীয়া নগরে	বিতরে আনন্দে ভোরা ॥
পারিষদ সঙ্গে	সংকীর্ণন রঙ্গে	করয়ে ধরণী ধনী ।
উদ্যারে অতি	নিরুপম প্রেম	ভকতির তন খনি ॥
সেধন বিতরে	পারা যারে তারে	ধরিয়া করয়ে কোলে ।
কিবা উঠে চিতে	নারে থির হৈতে	ভিজায় আঁখির জলে ॥
করুণা পাথারে	সবাই সঁতারে	হেরি সুরলোকে ধন্দ ।
হেন অবতারে	গেল ছারে খারে	নরহরি মতিমন্দ ॥৫॥

অহই—

ধন মোর নিত্যানন্দ	প্রভু মোর গৌরচন্দ্র	প্রাণ মোর অঁধিত গোঁসাই ।
তিনে ভেদবুদ্ধি যার	সেই পাপী ছরাচার	তার গতি কোন কালে নাই ॥
কোন অন্ধ মূঢ়মতি	চৈতন্তে করয়ে রতি	নিত্যানন্দ-অঁধিত না মানে ।
আপনি চৈতন্ত তারে	করিবেন সংহারে	নরকে পড়িবে সেই জনে ॥
প্রভু অবস্থত হৈতে	নীচ হইল ভাগবতে	জগতে বহয়ে প্রেমবস্তা ।
প্রভু শ্রীঅঁধিত হৈতে	প্রভু আইলা অবনীতে	তেজি কলিযুগ হ'ল ধন্য ॥
এক তরু দেখে তিন	লীলা কারুণ্যেতে ভিন	নাহি জানে পাপী ছরাচার ॥
পুণ্ডরীকময় দাস কহ	তিনে ভেদ যার হয় তার সঙ্গ না	হোক আমার ॥৬॥

সুহৃৎ—

গাও গাওরে ভাই অতি সুমধুর । অদ্বৈত নিতাই গোরা প্রেমের ঠাকুর ॥৫॥
এ তিনে ভেদবুদ্ধি না করিও কভু । দয়ার সমুদ্র মোর এই তিন প্রভু ॥
গণসহ এ তিন চরণে কর রতি । ইহা বিহু জীবের নাইক অস্ত্র গতি ॥
এ তিন ভজিতে সাধ করে বেইজনে । নরহরি বিকাইল তাহার চরণে ॥৬॥
কিঞ্চ সুহৃৎ—

আজু কি আনন্দ-সংকীর্ণনে ।

নাচে প্রভু বিশ্বস্তর বামদিগে গদাধর প্রেমদাতা নিতাই দক্ষিণে ॥৭॥
সমুখে অদ্বৈত নাচে শ্রীনিবাস তার কাছে রানাই মুরারি বক্রেধর ।
হরিদাস হরি বোলে জগত পড়িল ভোলে দেখি হাসে দাস গদাধর ॥
সজ্জয় বিজয় ভাল বায় খোল-করতাল জগদীশ শঙ্কর উদার ।
নরহরি গৌরীদাস মাধব মুকুন্দ পাশ গায় বাসু রঙ্গের পাথার ॥
কিবা সে মণ্ডলী শোহে সুরগণ মন মোহে গগন ছাড়িয়া তারা ধায় ।
পতিত পামর যত সব ভেল উনমত ঘনশ্রাম বঁধিত ইহায় ॥৮॥৭০

ইতি প্রথমে সামান্তপ্রকারে প্রথম আশ্বাদঃ ॥১॥

রূপায়ুত ।

অথ বিশেষমাহ—

(যথারাগ)

জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ । অন্ত নাহি পায় ফার ব্রজা-শিব-শঙ্কর ॥
শ্রীগৌরগণের পদরেণু ধরি শিরে । গাইয়ে মনে রু সাধে যখন যে ফুরে ॥
সামান্ত বিশেষরূপ হুই ত' প্রকার । গাইল সামান্ত প্রভুগণের বিস্তার ॥
বিশেষ গৌরের রাই-পূর্বরাগ মত । বিবিধ তরঙ্গ তায় বুঝে অগুণত ॥
প্রথমে রাবিকারীত দেখি সখীগণ । কহয়ে লালসাময় বিতর্কবচন ॥
সেইরূপে কিছু গীত প্রথমে গাইব । তত্‌পরি দর্শন অবগ জানাইব ॥
সাক্ষাৎ চিত্রপট আর স্বপ্নাদি দর্শন । বন্দী-দূতী-সখীমুখে গীতাদি-প্রবণ ॥

তৃতীয়ে এ আদিপদে কিছু না বর্ণিব । এথা আদি পদদ্বয়ে গীতদ্বয় গাব ॥
 পুন লালসাদি দশ দশা তার পর । ক্রমেতে গাইব এই অতিমনোহর ॥
 শ্রীউজ্জলনীলমণি-সম্মত এ প্রথা । নরহরি গায় গৌর-ভাবাবেশ-গাথা ॥১॥

তত্র প্রথমতঃ শ্রীরাধিকারঃ পূর্ব্বরাগে সখীবিতর্কোচিৎ

কিকিল্লালসাময়ং গীতং—

যথা বেলাবলী—

পেথনু অপরূপ গৌর উদার ।

নিবসই নিরত স্থলিত লতাতরু নিকর রচিত নব ভবন মাঝার ॥প্র॥

চম্পক কনক কোকনদ কুতুম পুঞ্জ গঞ্জ অতি মঞ্জুল দেহ ।

অবিয়ল বিপুল পুলককুল-মণ্ডিত কাঁপই বিজুরি বিজই নছ থেহ ॥

মনমথ-মদ-মর-দন বিশাল যুগ লোচন চপল গলত জলধার ।

মেরুশিখরে সুর-সরিত নিগরে জহু গিরত ধরনীমধি মোতিমহার ॥

শরদ-সুধাকর-দরপ-বিভঞ্জন মধুরিন বদনে বিগলত মুহাস ।

অবনত মাথ বাত-বিরহিত ধরু ধ্যান কি সমুদ্রব নরহরি দাস ॥২॥

পুনঃ বিভাষ—

শ্রীশচীতনয় প্রাণ পহ যোর ।

রচই আনমনে বচন না থোর ॥

কি কহব অরু দোসর নাই পাশ ।

অনুখণ নিরঞ্জে করই নিবাস ॥

চমকি চমকি চহুদিশ রহ হেরি ।

লোচন যুগল মুদই পুন বেরি ॥

মরি মরি কাহে ধৈরজ ভেল ভঙ্গ ।

নরহরি ভণ বুঝি প্রেমতরঙ্গ ॥৩॥

পুনঃ ধ্যানসী—

আজু না জানি কি ভাবে ভোরা গোরা গরগর বর বিরলে বসি ।

নখে লিখে ক্রিতি মতি গতি নব মলিন সুচারু বদনশশী ॥

আন সনে বাণী-বিরহিত কারু পানে না বারেক ফিরিয়া চাহে ।

নিরুশম-নব বাউলের পারা অনুখণ মনে মনে কি কহে ॥

বিগলিত চাক	কুন্তল লোটয়ে	ঘন ঘটা যেন মণ্ডিত ক্রিতি ।
পরিধান বাস	ভূষণ থসে কি	সম্মুখি কিছু নাহিক স্মৃতি ॥
ভোজন পানে	বিরতি অতিশয়	কামরু সূচাক কনকলহা ।
দ্রবনে বহে	বারিবারা হেরি নরহরি	চিতে না বাধে থেহা ॥৪॥

পুনঃ মালব—

আহা মরি মরি	কেন বা এমন	হইল পরাগ গোরা ।
নিরঞ্জন বিনে	রহিতে নারয়ে	না জানি কি ভাবে ভোরা ॥
থেণে থেণে দীঘ	নিশাস ছাড়িয়া	গাও আরোপয়ে পাণি ।
থেণে থেণে নানা	ভঙ্গী করি ভণে	থেণে বিরহিত বাণী ॥
থেণে ভুটী আঁখি	মুদি রহে থেণে	চকিত চৌদিকে চার ।
থেণে পুলকিত	তরু কাঁপে থেণে	থেণে না সঙ্কিত পাশ ॥
থেণে ধীরে ধীরে	ধূনাভই শির	থেণে স্নহাসয়ে মন ।
থেণে কাঁদে উঠে	ছুটে আঁখিধারা	হেরি নরহরি ধন্দ ॥৫॥

পুনঃ সিন্ধুড়া—

আজু কি হইল গোরাচাঁদে ।

কে জানে মরম	কারে সূধাইব	কি দিলে ধৈর্য বাধে ॥৬॥
ইতি উতি গতা-	গতি করু কার	কথায় না পাতে কাণ ।
মনে মনে কিবা	জপে নিরন্তর	ধরিতে নারয়ে প্রাণ ॥
উরে কর ধরি	মরি মরি করি	উঠয়ে নিশাস ছাড়ি ।
নরহরি হেরি	কি হবে বলিয়া	কাঁদয়ে ভূমিতে পড়ি ॥৭॥

পুনঃ শ্রীরাগ—

গোরা কেনে আজু এমন ধরা । না জানি কি ধন হৈয়াছে হারা ॥
 হাস পরিহাস সকল দূরে । 'আহা মরি বলি সত্য বুরে ॥
 ঘন ঘন মনে মনে কি গুণে । আন বাণী কিছু না শুনে কাণে ॥

পুহিতে নয়নে বহরে নীর । সঘনে নিশাস না'রহে থির ॥
 কাতর হইয়া চৌদিকে চায় । মূরছাই খেণে কিছু না ভায় ॥
 তাহে নরহরি পড়ল ধান্দে । বিপরীত হেরি পরাণ কান্দে ॥৭॥

পুনঃ আশাবরী—

গোরা গুণমণি মোর । না জানি কি ভাবে ভোর ॥
 বসিয়া রহিতে নারে । সদা আনচান করে ॥
 খেণে পথে চলি যায় । চকিত চৌদিকে চায় ॥
 অরে প্রবেশয়ে খেণে । রহয়ে বিরস মনে ॥
 না শুনে কাহার কথা । না কহে অন্তর-বাথা ॥
 নরহরি মনে ভাবে । ইথে কি উপায় হবে ॥৮॥

পুনঃ কানড়—

আজ্ঞু হাম্ কি পেখলু নবদীপচন্দ্র । করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥
 পুন পুন গতাগতি করু ঘর পহ । খেণে খেণে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
 ছল ছল নয়নকমল সুবিনাস । কিয়ৈ নবভাব করত পরকাশ ॥
 পুলক মুকুল বর তরু সব দেহ । রাখামোহন কছু না পাওল থেহ ॥৯॥

পুনঃ বেলাবলী—

শ্রীশচীতনয় প্রেমভরে গর পর নিয়ত মধুরতর তরল দৃগন্ত ।
 চহুদিশ চাহি চাহ চিত অতিশয় নীলকমল বনে চলই তুরন্ত ॥
 শিবিকুল ললিত কঠ কিরণাবলি, লখইতে সুধি বৃধি সকল বিসারি ।
 সো পর ফরকি ফরকি ধরু কেবণ তাকর নিয়রে কিয়ৈ চুচুকারি ॥
 বিপরীত বিকল কলিত কর কানড় কুসুম সুসমপর সোঁপাই দিঠ ।
 কোকিল নিকর কিরিত তহি কুহরত কুহ কুহ শবদ লাগি বহু মিঠ ॥
 পহিরত নীল বসন ঘন ঘন, ঘন ধরইতে গগনে পসারই পাণি ।
 পুলকিত গাত বাত কত ভাখত নরহরি ধন্দ মরম নাহি জানি ॥১০॥

পুনঃ ভূপালী—

অপরূপ ভাব না সমুদয়ে থোরি । লখই ন যাত গৌর কিয়ে গৌরী ॥
 খণে খণে অতিশয় হোয়ই উলাস । খণে খণে অন্তর রহই উদাস ॥
 খণে খণে মোড়ই সুললিত অঙ্গ । খণে খণে চলত হোত গতি ভঙ্গ ॥
 খণে খণে মধুর বচন মুহু হাস । ইথে কি বুঝব ইহ নরহরি দাস ॥১১॥

ইতি সখীবিতর্কে ।

অথ দর্শনে

বেলাবলী—

গুণমণি গৌরচন্দ্র চিত্তচোর ।

কো সমুদয় নব চরিত সুধাময় অমুখণ নিরুপম ভাবে বিভোর ॥
 ছোড়ত নিশাস মোড়ত তলু খণে খণে গীম ধুনত মনে মনে কি বিচারি ।
 খণে ঘন শ্রামক মুরতি বিচিত্র নব নিরখি তরল দিঠি জল না সস্তারি ॥
 খণে ভণে স্বপনে শ্রাম সুরনিক হাসি আরলু মমু এ নয়নদ্বয় মাহ ।
 খণে ভণে নীপ নিকট নটবর তিরিভঙ্গ ভঙ্গী নিরখলু নব নাহ ॥
 ইহ মুহু বচন ভণত পুন পুন গুণ শুনইতে নীরব হোই পুন বেরি ।
 পুন ঘন চকিত চমকি চিত চঞ্চল নরহরি বিবশ প্রেমগতি হেরি ॥১২॥

পুনরেভং ক্রমেগাহ—সাক্ষাৎ দর্শনে যথা (মালবত্ৰী)

শ্রীশচীতনয় গৌর দ্বিজরাজ । অমুখণ বিলসই মিরজন মাঝ ॥১৩॥
 ভাবে বিভোর অখির অনিবার । লোচনকমলে গলই জলধার ॥
 গদ গদ হৃদয় ভগ্নয়ে অতি ধোর । পেখলু নিরুপম নন্দলকিশোর ॥
 পৈঠল হিয়মখি নিধরক সোই । জীউ কি করই না অমুভব হোই ॥
 কহে ভেটলু হাস হোওল অকাজ । অব না রহব কলু ধৈরজ লাজ ॥
 এঁছে ভগই পুন না তেজই নিশাস । মরি মরি বুঝব কি নরহরি দাস ॥১৩॥

চিত্রে যথা—

(ভূপালী)

গৌর গুণমণি	ভাবে গরগর	ভগ্নই কি হোয়ল আজ ।
শ্রামসুন্দর	মুরতি চিত্র	নেহারি করলু অকাজ ॥
ভুবনমোহন	রূপ অরূপম	পৈঠি রহল হিয়ায় ।
চন্দ্রবদনে সু-	হাস মধুরিম	মাতি মন রহু তায় ॥
চপলগতি সু-	বিশাল লোচন	কুটিল কাল ভুঞ্জ ৷
সরমে কি করব	মরমে দংশল	অবশ করল এ অঙ্গ ॥
অথির পঁহ ইহ	ভাতি ভগ্নহতে	নয়নে বরু জলধার ।
দাস নরহরি	নিহনি অপরূপ	চরিত ভুবন বিথার ॥১৪॥

অপ্নে যথা—

(সুহই)

গুণমণি গৌর ভাবভরে ভোর ।

টলমল দেহ	থেহ নহ নিরূপম	নয়নে অগোরই লোর ॥১৫॥
ঘন ঘন ভগ্নই	স্বপনে হাম পেখলু	জন্ম নব মনমথভূপ ।
নীলকমল দলি-	তাজ্ঞন-মদভর-	ভজ্ঞন অপরূপ রূপ ॥
সুবলিত অঙ্গ	ললিত বর পরিমল	উঁহি মন মধুকর ভেল ।
মুহু মুহু হাসি	চপল দিঠি অঞ্চলে	মবু সরবস হয়ি নেল ॥
বাউরী করল	ন রহল লাজ কছু	কোনে পুছব ইহ কেহ ।
ভগ্নি ইহ বাণী	নীরব নরহরি-পঁহ	সখনে নেহারই মেহ ॥১৬॥

কিঞ্চিৎ ধানশ্রী—

ভাবে ভোরা গোর। রহয়ে বিরলে ।	ভাসে সদা ছুটি নয়ানের জলে ॥
থেণে-ভণে যদি মুদিয়ে নয়ান ।	হিয়া মাঝে দেখি সে চাঁদ বরান ॥
থেণে কহে যদি মেলি ছুটি আঁখি ।	শ্রাম তলু বিনা আন নাহি দেখি ॥
একি হৈল বলি ব্যাকুলিত চিত ।	কি বুঝিব নরহরি এ চরিত ॥১৭॥

অথ শ্ৰবণে—

(বেলাবলী)

কি কহব আজ গৌর পহঁ মোর।

নিরঞ্জে চকিত চাহি চছদিগ বর বারিজ- নয়নে নিকরে বর লোক ॥৫॥
 ঘন ঘন ভগ বন- মাঝ মধুর ধ্বনি ভুবন মোহই কিয় বংশীক রাব ।
 খণে ভণে দূতী কি করব অব তুহঁ সব যছু গুণ ভগ তছু দরশ কি পাব ॥
 খণে করঘোড়ি ভণই শুন এ সখি ! ভগ ঘনশ্ৰামরু চরিত অনুপ ।
 খণে কবিবচন- শ্ৰবণে শ্ৰুতি পাতই সো ভণে বংশীবদন-গুণরূপ ॥
 গুণিগণ-গানে প্রাণ নিরমজ্জই কানু কানু করি সঘনে ফুকারি ।
 খণে খণে বৈঠি উঠই নরহরি পহঁ করই যতন বৃতি ধরই না পারি ॥১৭॥



পুনরেতৎ ক্ৰমেণাহ । বন্দিমুখাৎ শ্ৰবণে যথা (ধানত্ৰী)

গৌরচন্দ্র বর পরম উদার । ভাবে বিভোর অখির অনিবার ॥
 ঘন ঘন ভগই বন্দিগণ-ভূপ । ভণই শ্ৰাম নব চরিত অনুপ ॥
 শুনইতে শ্ৰবণে প্রাণ হরি নেল । অব কি উপায় বিষম মোহে ভেল ॥
 ভগি ইহ বাণী মুদই নয়ান । বুঝব কি নরহরি মরম না জান ॥১৮॥

দূতীবক্ত্ৰাৎ শ্ৰবণে যথা—(গুৰ্জরী)

শচীর ছলান সুন্দর গোরা । অনুখণ কিবা ভাবেতে ভোরা ॥
 খণে ভণে দূতী কি কব তোরে । কেনে শুনাইলে সে কথা মোরে ॥
 কি হইল মনে কিছুই না ভায় । সে রসসায়রে ডুবিতে চায় ॥
 খণে কহে মুই অকাজ করু । কেনে সে কথাতে শ্রবণ দিহু ॥
 খণে কহে প্রাণ কি করে জানি । কহ কানুরূপ-মাধুরী শুনি ॥
 খণে কহে নারি প্রবোধ দিতে । শুনি নরহরি ভাবয়ে চিতে ॥১৯॥

সমীবক্ত্ৰাৎ শ্ৰবণে যথা— (ভোড়ী)

কি ভাব-আবেশে শচীসুত সদা ভাসয়ে আখির জলে ।

টলমল তলু	জলু হেমলতা	পবন-পরশে দোলে ॥
যুড়ি দুই কর	কহে ওহে সখি !	শুনাইলে নবীন নাম ।
আহা মরিমরি	অমিরার ধারা	কিবা এ আনন্দ ধাম ॥
লাথে লাথে যদি	হইত এ শ্রুতি	তবে সে জুড়াত হিয়া ।
ধিক ধিক বিধি	কি সিবি সাধিলে	এ দুটি শ্রবণ দিয়া ॥
ইহা বলি পুন	বাউলের পারা	সঘনে বোলয়ে বোল ।
ধৈরজ ধরিতে	নারে নরহরি	হেরি বেয়াকুল ভেল ॥২০॥

গীতে যথা—

(শ্রীরাগ)

সুন্দর সুখময় গৌরকিশোর । আজু কি অপরূপ ভাবে বিভোর ॥১॥
 খেণে খেণে চকিত নিরখে চহ পাশ । খেণে খেণে তেজই তীর্থিণ নিশাস ॥
 খেণে ভণে কি মধুর কান্ন-গুণ । শুনইতে জীউ কি করই না জান ॥
 বিষম মজ্জ ইহ বুঝলু বিচারি । নাশব সব ঘর ধরম হানারি ॥
 ঐছে ভণই পহঁ কত শত বার । লোচনকমলে গলই জলধার ॥
 হোত নীরব খণে খণে গতি মন্দ । নরহরি হেরি রহল তহি ধন্দ ॥২১॥

কিঞ্চ (সিদ্ধুড়া)—

গুণমণি গৌর অখিল সুখকারী ।

নিরজনে আজু কি জপই নিরন্তর অন্তর বুঝই না পারি ॥৩॥
 যুহু যুহু হাসই বদনবিধু গোপই নিরুপম নয়নতরঙ্গ ।
 চহঁ দিশ চাহি চকিত গতিবিরহিত পুলকবলিত প্রতি অঙ্গ ॥
 খণে ভণে ললিত নীপ নবকাননে বিলসই বংশীনিদান ।
 দূরে রহু অমিয় প্রবাহ ভুবন ভরু কো শুনি ধরব পরাণ ॥
 খণে ভণে ভবন তেজি বনে যায়ব মরু গুরুজন মতিমন্দ ।
 ষাকর বংশী তাহে অব ভেটব শুনইতে নরহরি ধন্দ ॥২২॥



অথ লালসাদৌ । তত্র লালসায়াং যথা (সিদ্ধুড়া)

পেথনু অপরূপ ভাবতরঙ্গ ।

ভগ্নই নয়ান কি শুনই পাতি শ্রুতি হসত মন্দ পুনঃ পুলকিত অঙ্গ ॥১৥
মন নহ পাশ পাশ নহ দোসর দোসর কি করব অধির অপার ।
নীপবিপিনে যুগ নয়ন সোঁপি পুন নীল কমল তুলি গাঁথই হার ॥
তিতৈ তিলে কত শত বেরি করত ঘর বাহির চহুদিশ চকিত নেহারি ।
ছোড়ই দীঘ নিশাস কাহে করু ত্রাস অধিক কছু বুঝই না পারি ॥
নব নব নিত নিপুণ পুন সাহসে লালস তীথিণ অমুপ গতি গোঁই ।
সোঁ করু বেকত দাস নরহরি পহঁ ভাবত যাক ভাব কিয়ে সোঁই ॥২৥

পুনঃ মাঘুর—

পহঁ মোর গৌরচন্দ্র গুণভূপ ।

নিরজনে নিরব ধিয়ান ধরয়ে কভু না পেথনু কৈহে ভাব অপরূপ ॥৩৥
শ্রামক মধুর নাম অমুসঙ্গত বচন তাক প্রথম বরণ থোর ।
দূর সঞে এক শ্রবণে শুনইতে উনমাদকি কৈছে বুঝব নহঁ ওর ॥
হেমদমন তনু কম্পই ঘন ঘন খঞ্জন নয়নে অগোরই বারি ।
চাহত পঙ্খ বিলোকি জলদ পুন গমন তুরিত ভুজুগল পসারি ॥
যুহু যুহু হসত বদন সুকুচায়ত কো জানই কি জপই অনিবার ।
ধরইতে ধুতি কত যতন করই নরহরি কি ভগব নব চরিত অপার ॥২৥

পুনঃ আশাবরী—

শচীর কোঙর গোরাচাঁদ মোর না জানি এমন কেনে ।
ঘরে নাহি মন রহে অমুখণ নবীন কদম্ববনে ॥
সদাই ভাবিত এবা কি চরিত না ভায় ভোজন-পান ।
থরহরি কাঁপে কিবা মস্ত্র জপে বদনে নাহিক আন ॥
পুছিতে বচন না কহে এমন না মানে আঁখির ধারা ।

ধূলায় ধূসর চাকর কলেবর কনক কমলপারা ॥
 আঁখি মেঘপাশে কিবা অভিলାষে খৈরজ ধরিতে নারে ।
 নরহরি ভাবে কিসে থির হবে এ কথা সুধাব কারে ॥৩

অথোদ্ধেগে যথা— (বেলাবলী)

পেখমু নিরঞ্জে গৌরকিশোর ।

নীলজলদ মৃগ- মদ দলিতাজন হেরইতে কঙ্কনয়নে বহে লোর ॥
 চিন্তিত হৃদয় সুহৃদগণে গোপই সঘনে নিশাস কি প্রলয়-সমীর ।
 জিনি অর জনিত কি বিয়ম কম্প ক্ষণে চপলাচপল অচল সম থির ॥
 চূয়ত ঘরম ছরম বিমু অমুখণ মেরু শিখর কি বরিষে জলধার ।
 মনমথ কোটি দমন ছাতি দমকই সো অব মলিন চিনই নাহি পার ॥
 দূরে রহ দহন- দাহ অতি উতপত শিরিষ কুসুম জিতি কোমল অক্ষ ।
 বিগলিত বেশ ধরণীতলে বিলুঠই নরহরি বুঝব কি কৈছন রঙ্গ ॥৪

পুনঃ মন্তার—

গৌরচরিত কিয়ে বুঝই ন যাত ।

চিন্তা জলধি- মগন মন আতুর ধরণী নিরখি রহ অবনত মাথ ॥
 ভোজন পান যতনে নাহি ভায়ত পল ছন শয়ন-স্বপন সম ভেল ।
 কেশর কনক কঙ্ক জিনি লাবণি তিলে তিলে অধিক মলিন ভই গেল ॥
 চলইতে চকিত থকিত পুন কম্পই বিগলিত বসন না সধরু তায় ।
 তিতই ঘরমে মরম নহ বেকত ঘনে নিশসই কর ধরই হিয়ায় ॥
 তপন-তাপ জিনি তমু অতি উতপত শাউন ঘন সম ঝরই নয়ান ।
 গদ গদ বাণী ভণই পুন নিশবদ নরহরি হেরি না ধরই পরাণ ॥৫

পুনঃ মন্তার—

(পঠমঞ্জরী)

আজু একি ভাবে ভাবিত এমন না দেখি কখন মেন ।
 গৌর সুবরণ বিবরণ হল দিনে নিশাকর যেন ॥

জলন্ত অনল	সম জলে হিয়া	ধৈর্য ধরিতে নারে।
কদম্বকানন	এ বাণী শুনিতে	ভাসয়ে নয়ান-নীরে ॥
কি কথা কহিতে	মনে করে তাহা	কহিতে বিষম হয়।
ঘন ঘন কাঁপি	নিশাম ছাড়িয়া	ভূতে পড়িয়া রয় ॥
অমুখণ তনু	আনছান করে	পুহিতে দ্বিগুণ বাড়ে।
নরহরি হেরি	ব্যাকুল কি জানি	পরান না রহে ধড়ে ॥৬৯২৮॥

অথ জাগর্যো—

(মালব)

কি কহব গৌরচরিত অনুপাম।

কনক ধরাধর-	গরবহারী তনু	পীড়িত অতিনয় নহত বিরামাঞ্জলি
অমল কমলদল-	দলন চারু যুগ	লোচনে অরুণ-উদয় বৃষ্টি ভেল ॥
যামিনী যাম	যাম কত যতন	করই উহ নিদ্র দরশ নাহি দেল ॥
শীতল নলিনী	শেষ শিখী সম পগ	পরশিল ধূরি ধূসর অনিবার।
ঘন ঘন পাণি	হানে উর পর	পরবোধত দ্বিগুণ দরদ পরচার ॥
সুহৃদির চাঁদ	বদন রস-বিরহিত	কহইতে বচন না নিকসত থোর।
মরি মরি অধিক	অবশ এ দশা হেরি	নরহরি রোই রজনী করু ভোর ॥১॥

পুনঃ স্মৃতি—

আজু মোর গোরা	চাঁদের অন্তরে	না জানি কি হল ব্যথা ॥
ছন্থানে বারি	ঝরে নিরন্তর	না কহে কোনই কথা ॥
শিরীষ কুমুম	জিনি যত তনু	সে ধূলি ধূসর ভেল।
তিলে তিলে এত	অবশ এবে সে	অলস কোথা বা গেল ॥
মরি মরি নব	তপসীর পারা	একাকী বিরলে বসি।
না জানিয়ে মনে	মনে কি জপিয়া	জাগিয়া পোহায় নিশি ॥
সুচারু শরদ	বিধু জিনি মুখ	সঘনে শুকায়া যায়।
নরহরি হিয়া	বিদরে তা হেরি	কি হবে উপায় হায় ॥২॥

পুনঃ শ্রীরাগ—

গোরা প্রাণধন জীবন মোর । মরি মেন আজু কি ভাবে ভোর ॥
 সঘনে জপিয়া কালিয়া নাম । জাগিয়া পোহায় বামিনী-বাম ॥
 কালা নাম শুনি শ্রবণ-পুটে । ফুকরি ফুকরি কাঁদিয়া উঠে ॥
 পাগলের পারা অখির হইয়া । এই কালা বলি চলয়ে ধাইয়া ॥
 সদা আনহান্ করয়ে তম্ব । বেড়ল বিধম পীড়ায় জম্ব ॥
 নরহরি নারে প্রবোধ দিতে । না জানি কি হবে ভাবয়ে চিতে ॥৩৩১॥

অথ তানবে—

(দেশী তুড়ি)

কি কহব পহঁকর চরিত অপার ।

অসিত চতুরদশী শশী সম পেখলু কনক নবনী জিনি তম্ব সুকুমার ॥
 মনমথ নিকর দরপভর-ভঞ্জন বামরু বদনে না নিকসত বাত ।
 বিরচিত চাঁচর চিকুর খসত নব ভূষণ বসন সম্ভার ন যাত ॥
 কি মধুর মধুর নাম জপহিতে অতি আতুর হিয় সুবী সকল বিসারি ।
 চনই ন শকতি চলত পুন সাহসে নিকট নীপবর যিপি ন হোরি ॥
 টলমল অমল কমলদল লোচন সুবই খণে জম্ব ধরই ধ্যান ।
 চাহি চকিত খণে রোরিত নরহরি কত পরবোধব বিদরে পরাণ ॥১

পুনঃ জাঝি গৌড়—

গোর বিধুবর পরন স্কন্দর কনক ভূষণ বেহ ।
 হোত ছল ছল ছিন জম্ব নব- দলিত কেশর রেহ ॥
 ধুরি ঢরকত নিয়ত দুবর দূর কর উরহার ।
 সহই শকত ন আন কছ পরি- ধেরব অধরভার ॥
 বৈঠি বহই না পারি অতিশয় চাহ চহ দিশ ফেরি ।
 জপই কৈছন মস্ত্র অম্বুখণ নীল উতপল হেরি ॥
 ধেহ নহ হিয় উমড়ি আরত নয়নে গল জলধার ।

দাস নরহরি রোই রহঁ মোন হোই কহু ন বিচার ॥২॥

পুনঃ ভূপালী—

মরি মরি গৌরভাব কহ কৈছন । তহু অতি খীণ খীণবিধু যৈছন ॥
বিগলিত কেশ নিন্দি ঘন ডামর । দোলত কনক দণ্ডে জহু চামর ॥
আপে পড়ই খসি ললিত ভূষণ সব । কুসুমবিহীন জহু রহই লতা নব ॥
অতি হুবহু পুন ভ্রমই নিরন্তর । নরহরি ধন্দ কি সমুখব অন্তর ॥৩॥

পুনঃ সিদ্ধুড়া—

আজু গোরাচান্দে যে রূপ দেখিছ কি কব সে কথা আর ।
না জানি এ ভাব কেবা সিরঞ্জিল কেমন পরাণ তার ॥
কি ছার কনক - কুচি সুরুচির কিবা সুকোমল দেহ ।
খেণে খেণে খীণ মলিনতা হেরি কেহ না বাধয়ে থেহ ॥
সিংহের গরব হরয়ে যে তার বসন পরিতে ভ্যার ॥
না জানিয়ে বল কে নিল হরিরা কি দোষ করল কার ॥
তাহাতে দারুণ ভ্রমণ কি আর পরাণ রহব ধড়ে ।
নয়ানের ধারা হেরি নরহরি অমনি মুকুছি পড়ে ॥৪॥

অত্র বিলাপে যথা

(ধানশী)

আজু গুণমণি গৌর অমুখণ অমুখ ভাবে বিভোর ।
ভণত ভাষুহুতা সমীপ অব লগত নন্দকিশোর ॥
নিন্দি জলধর অঙ্গ ভঙ্গী অনঙ্গমোহন হাস ।
বন্ধ লোচন চপল বলকত ললিত ভূষণ বাস ॥
বিবিধ কৌতুক - নিপুণ বিরহিত প্রিয়সখাগণ সঙ্গ ।
নীপ কানন- মাঝ রহি তিল আশ পেথহু বন্ধ ॥
দৈব দগধই থিপত কর মোহে কবহঁ সুখ নাহি দেল ।
ঐছে ভণি পুন নিরব অতিশয় ধন্দ নরহরি ভেল ॥৫॥৩৬

অথ জড়িমায়াং

(ভুজ্জরী)

পেথনু গৌর মরম নাহি জ্ঞানি ।

গর গর মদন- গরব ভয়হর তহু অলুখণ ভণত ভরমময় বাণী ॥৫॥
 মন রহ অনত ন বনত গতাগতি নিকসত দৃতিসম সখনে নিশাস ।
 সতত রচই হুকার অথির অতি স্নমধুর অধরে রহিত মুহ হাস ॥
 সুললিত লোচন- যুগল মুদি রহ নিমিখ না নিরখই কাহঁক ওর ।
 নিজজন নিকটে আলাপত কত কত সো ন শ্রবণপুটে পৈঠত থোর ॥
 করি কত ভাতি যতনে কহু পুছইতে শুনই না শুনই উত্তর নাহি তার ॥
 তিলে তিলে বিষম সশঙ্কিত হেরইতে নরহরি হৃদয় দহনে দহি যায় ॥৬॥

পুনঃ পঠমজ্জরী—

কিভাবে ভরল গোরা গা ॥	চলিতে না চলে আধ পা ॥
মুদই নয়ান অনিবার ।	নিঝরে ঝরই জলধার ॥
দূরে রহল মুহাস ।	তেজই সখনে নিশাস ॥
গুমরি গুমরি অবিরাম ।	জপই কি মধুরিম নাম ॥
শ্রবণে শুনই নাহি আন ।	অলুখণ অথির পরাণ ॥
ভণই ভরমময় বাত ।	শুনইতে হির আকুলাত ॥
পুছইতে উত্তর নাহি ।	কৈছে করই হিয় মাহি ॥
রচই সখনে হুকার ।	নরহরি বুঝইতে তার ॥৭॥

পুনঃ তৃত্বপা—

আহা মরি মরি	আজু গোরাচাঁদে	দেখিতে পরাণ কাঁদে ।
মুদিত নয়ান	নিঝরে ঝরই	থেণে না ধৈর্য বাধে ॥
ছাড়য়ে বিষম	নিশাস তাহাতে	পরাণ উড়িয়া যায় ।
নিজ প্রিয়জন	ভণে নানা ভাতি	তাহা না শ্রবণে ভায় ॥
সখনে হুকার	রচয়ে কি লাগি	এমন কহু না শুনি ।

কি কাজ করিতে কিবা করে পুন ভণয়ে ভয় বাণী ॥
 পুহিতে উত্তর না করয়ে কিছু ইহাতে বিদরে হিয়া ।
 না বুঝি কিরূপে নরহরি ইথে রাখিবে প্রবোধ দিয়া ॥৩৩৩॥

অথ বৈয়গ্ৰে— (নটনারায়ণ)

নদীয় ॥ নগর- পুরন্দর সুন্দর গৌরচন্দ্রবর পরম উদার ।
 নিরঞ্জে রহই না হসই কাহঁ সঞে শুনই ন আন অথির অনিবার ॥
 আপহি আপ ভণত ঘন ঘন শুন এ মন, নিকরুণ কি হোয়ব তোরা ॥
 অতিশয় মুরুধ সমুঝি নাহি সমুঝহ কাহে কঠিন দুখ দেয়হ মোয় ॥
 চঞ্চল শ্রাম শ্রামরু সো লম্পট বহুবল্লভ গুণ ভুবন-বিধার ।
 তেজহ তাহে বিষয়সে মাতহ যোড়ি যুগলকর করে ৷ পরিহার ॥
 ইহ নব বচন উচারি বিরমি পুন চহঁ দিশ চাহি নয়নে ঝরু লোর ৷
 বিসরিত সকল বিকল ইথে নরহরি তাবই কৈছে ভাবে ভেলভোর ॥১২০॥

পুনঃ স্মৃহই—

পেখলু গৌর অথির অনিবার । টলমল নয়নযুগলে জলধার ॥
 নিরঞ্জে নিবসই দোসর-হীন । আপন মনহি মানি অতি দীন ॥
 ঘন ঘন ভণই বিফল মঝু রোষ । দৈব কি করব ইহ করমক দোষ ॥
 থণে ভণে বুঝলু এ সকল বিরূপ । লোচন বিসরহ শ্রামরু রূপ ॥
 শ্রবণ না শুনহ তাক গুণগাম । হে রসনা, না জপহ তছু নাম ॥
 ভণইতে ঐছে নিরব পুনবেরি । কাতর নরহরি পহঁ মুখ হেরি ॥২১৫॥

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

শচীর ছলল গোরাচাঁদে আজু দেখিতে পরাণ বুঝে ।
 হাস পরিহাস বিবিধ বিলাস সে সব রহল দূরে ॥
 বাউলের পারা বিরলে রহয়ে সদাই ধূসর ধূলি ।
 অতিসুমধুর সুধামাখা বাণী না কহে বদন তুলি ॥

সুচারু অরুণ আখিকোণে কারু পানে না ফিরিয়া চায় ।
 আপনি আপনে ঘন ঘন ভণে বিহি কি করিলে হায় ॥
 পুন বারে বারে কতক প্রকারে প্রবোধ দেওয়ে মনে ।
 পুন মোন ধরি রহে নরহরি ভাবয়ে এমন কেনে ॥৩৪২

অর্থ ব্যাখ্যো— (অমরপঞ্চম)

পেখনু বিরলে গৌর দ্বিজরাজ ।

নীরজ নয়নে নীর বরু বর বর না বুল ঐছে কাহে ভেল আজ ॥৩৪৩॥
 দামিনী কুরুম কনক কজ জিনি মজু মুরতি অতি পাণ্ডুর ভেল ।
 তপনতাপ-দব দাহ দমন ঘন হৃদয়ক দাঠে দগধ ভই গেল ॥
 শুনহৈতে নিজজন বচন চাহ পুন ভণহৈতে কণ্ঠে বেকত নত ভাষ ।
 লাগই দশনে দশন শীতে কম্পই অবিরত খরতর বহই নিশাস ॥
 বিমূঠই ধরণী ধূরি-পরিমণ্ডিত কেশ খসল না সম্ভারল তায় ।
 তিলে তিলে অবশ এ বিষম দশা ইথে নরহরি কাতর না হেরি উপায় ॥১

পুনঃ বজ্ঞান—

আজু কিয়ে নব ভাব পেখনু মরম বুঝই ন পার ।
 নিরত নিরজন মাঝ নিবসই গৌর পরম উদার ॥
 বরজনাঙ্গর - চরিত শুনহৈতে চাহ হিয় অনিবার ।
 কহই কহই ন যাত অরুণিম নয়নে গলে জলধার ॥
 শীত অতিশয় কম্প ঘন ঘন চারু চিকুর বিখার ।
 নিরত বিষম নিশাস বহে দব দহই হৃদয় মাঝার ॥
 হোত তিলে তিলে নিপট পাণ্ডুর বরণ চিনহৈতে ভার ॥
 ধরণী নিপতিত নিচল-নরহরি নাথ সুধী ন সম্ভার ॥২॥

পুনঃ কর্ণাট—

অবভরে গৌরবর অখির অনিবার । সঘনে ঘমখাস যুগলয়নে জলধার ॥

হেমমদ-দমন ছাতি পাণ্ডুর বিথারি । দেহ দবদাহ সম দহই হুথ ভারি ॥
 শীতে কম্পই বচন ভণই বহু থোর । শ্রামন্ত-শুনত চিত চাহ নহওর ॥
 মূঠত ক্ষিতি নিরত মতিগতি বিষম হোয় । দাস নরহরি নিরখি রজনী দিন রোয় ॥৩

পুনঃ কামোদ—

আজু মোর গোরা	চাঁদে নিরখিয়া	হিয়া বিদরিয়া রাই ॥
না জানিয়ে কোন্	বিধি নিদারুণ	বিয়াধি ঘটাইল তার ॥
আনলের সম	দহে তলুখানি	নয়নে তপত ধারা ॥
কনক কেশর	জিনি কিবা রূপ	সে হ'ল পাণ্ডুর পারা ॥
আহা মরি-মরি	কি শীতে কাঁপনি	সঘনে নিশ্বাস বহে ॥
পড়ে ক্ষিতিলে	এধূলি ধূসর	ইহা কি পরাণে সহে ॥
অনুখণ আন-	ছান করে নিজ	জনে না চিনিতে পারে ॥
নরহরি-নাথে	ভাল যে করিবে	জীবন সোঁপিব তারে ॥ ৪।৪৬

অথোন্মাদে—

(কানড় গোড়)

সুন্দর গোরচন্দ্র পছঁ মোর ।

নিরত অথির মতি গতি অতি নব নব
 নিরুপম ভাব কি ভণই ন ওর ॥ ৫ ॥

কারণবিহু করু কর-অভিনয় খণে
 খল খল হসই বসনে মুখ ঝাঁপি ।

চলত না চলত খলত পদপঙ্কজ
 চরকি পড়ত ক্ষিতিলে তলু কাঁপি ॥

নিমিখ ন থোর থকিত যুগ লোচন-
 কোণে লখই কছু বুঝই ন পারি ।

খণে পুন বিষম নিশাস নিখেপই
 কুকরি রোই খণে রহই সজ্জারি ॥

থণে কহে কাম কদন ঘন শ্রামর
 অনখিত পৈঠি রহল হিম্ন মাহ ।
 থণে নরহরি-কর পকরি কহই ছিন্নে
 লেহ ন সমুঝে কপটা উহ নাহ ॥ ১

পুনঃ ভূপালী—

কি কহব গোর-চরিত । হেরইতে চমকই চিত ॥
 থণে চহঁ দিশ চনু ধাই । অনিমিত লোচনে চাই ॥
 থণে ক্ষিতি পড়ি গড়ি যাত । থণে ভণে কত কত বাত ॥
 হাসয়ে থণে থণে রোয় । থণে অতি আকুল হোয় ॥
 থণে ধরু ধৈরজ ভারি । বৈঠই বসন সজারি ॥
 থণে থর নিরত নিশাস । নরহরি হৃদয়ে তরাস ॥ ২

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

নদীয়া নগরে কেবা নাহি ঝুরে এ গোরাচাঁদের গুণে ।
 মরু মরু নিক- রুণ বিহি তারে এমন করিলে কেনে ॥
 কারে কি বলিব বুক বিদরয়ে বারেক তা' পানে হেরি ।
 শুনিতে রোদন মনে হস্ত হেন আনলে পুড়িয়া মরি ॥
 বাউলের পারা হাসে থণে থণে চকিত চৌদিকে ধায় ।
 থণে কি কহিরা অনিমিত আঁখি না জানি কা' পানে চায় ॥
 থণে ক্ষিতিতলে পড়ি বিয়াকুল বিষম নিশাস ছাড়ে ।
 আহা মরি নর- হরি পহঁ প্রাণ ইথে কি রহিব ধড়ে ॥ ৩

অত্রান্তেহনজলেখায়াঃ— (গাফার)

আজু গোর গুণধাম । তাবে বিবশ অবিরাম ॥
 নয়নবুগলে ঝরু নীর । কাঁপই সকল শরীর ॥
 তেজই সঘনে নিশাস । অবিরত বিষম হতাশ ॥

ধৈর্য ধরই না পারি ।

অস্থখ মনে কি বিচারি ।

কো সম্ভব নহ' অন্ত ।

লেখই লিখন ত্বরন্ত ।

কহি কত রস রসবাত ।

সে'পই নরহরি-হাত ॥ ৪

পুনঃ স্মৃতি—

নিরঞ্জে আজু গৌর সুকুমার ।

মুদি নয়ন কি জপই অনিবারে ॥

গদ গদ হৃদয় বিয়াকুল হোই ।

সহচর-পাণি পকরি কহে রোই ॥

যাহ তুরিত জীউ' ধরই না যায় ।

লেখনু লিখন পড়ায়বি তার ॥

আয়বি তুরিতে রহনু পথ হেরি ।

কহইতে ঐছে নিরব পুন বেরি ॥

চঞ্চল নয়নে নিরখি চহ' পাশ ।

তেজই ঘন ঘন তীখিণ নিশাস ॥

কহইতে পুন কি বেকত নহ বাণী ।

নরহরি ধন্দ এ মরম না জানি ॥ ৫ ॥

ভক্ত মাল্যার্পণে—

(ধ্যানশী)

গৌরা পহ' বসিয়া বিরলে ।

গাঁথিয়া ফুলের মালা ভাসে আঁখিজলে ॥

প্রিয় পরিকর-হাতে ধরি ।

তেজি দোষ নিশাস কহয়ে ধীরি ধীরি ॥

এই মালা পরাইহ তারে ।

এত কহি ধৈরজ ধরিতে নাহি পারে ॥

এভাবে ভাবয়ে নরহরি ।

নদীয়ার চাঁদ কিবা রাজার ঝিয়ারী ॥ ৬।৫২

অথ মোহে—

(বেলাবলী)

দেখনু আজু কি কহই না পারি ।

তিলে তিলে অতিশয় বিবশ প্রাণপহ' হেরইতে বিদরই হৃদয় হামারি ॥ ৬ ॥

শিরীষ কুসুম নব নবনী নিন্দি অতি কোমল স্নতম্ব অতম্ব গণভূপ ।

বিলুটই কঠিন ধরণী ধূলি মণ্ডিত নিচল ললিত করচরণ অমুপ ।

অরুণ কমলদল- দলন মঞ্জুতর লোচন যুগল মুদল গত লোর ।

মধুরিম বদনে বাণী-বর বিরহিত নাসা নিশাস ন নিসরই খোর ॥

নিজজন-নিকটে রহই নটবর ঘনশ্রামর নামে কাঁপি তম্বু তায় ।

নরহরি বুঝব কি মরম রোই রহ নহ উপশম কত করই উপায় ॥ ১

পুনঃ শ্রীরাগ—

যো দিরজিল ইহ নিকরুণভাব । দূরে রহ তাক নিয়রে নাহি যাব ॥
 কি কহব গৌর হোরল যছ ভাতি । কো ধরু ধতি হেরি বিদরই ছাতি ॥
 নিরুপন মতি গতি নহ পরকাশ । রোই নিরব পুন বিরহিত শ্বাস ॥
 লুঠত ধরনীতলে ললিত শরীর । কনক অচল সম রহলহি থির ॥
 যব নিজজন হরি কহই ফুকারি । তব উহ মুদিত নয়নে ঝরু বারি ॥
 কহইতে কণ্ঠে বেকত নহ ভাষ । ইথে কি প্রবোধব নরহরি দাস ॥২

পুনঃ ধানসা—

নদীয়ার শলী	শচীর দুলাল	পরান পুতলি মোর ।
অখিল ভুবন-	মোহন মুরতি	গুণের নাহিক ওর ॥
অনুখণ নানা	হাস পরিহাস	বিনে না কিছুই ভায় ।
তাহা দূরে বিধি	কি দিধি সাধিতে	এ দশা ঘটাইলে তায় ॥
আহা মরি মরি	দুঃস্থানে বারি	ধারা সঞ্চারিতে ভার ।
সবনে লুঠয়ে	ক্ষিতিতলে তমু	নিচল ইথে কি আর ॥
চারিপাশে প্রিয়	পরিকর তিল	আধ না ধৈরজ বাঁধে ।
নরহরি পছ	পানে নিরধিরা	কি হবে বলিরা কান্দে ॥৩॥৫৫

অথ মৃত্যুদশায়াং— (সিদ্ধুড়া)

পেখলু পছ কি ভাবে ভেস ভোর ।
 কবহি না ঐছে দশা অব সোসর চাহ রহিত মতি গতি নহ ওর ॥৬॥
 নিজকর রোপিত কচির কুসুমময় মাগতী মল্লী বল্লিকুল হেরি ।
 অরুণিম নয়ন-লোরে পরিপূরিত কহি কত তাহে পরশি পুনবেরি ॥
 প্রিয়জন-পাণি পকরি পরমাদরে ভণি বহু ভাতি বজর সম বাত ।
 মোতিম হার সোঁপি অতি তুরিতহি শ্রান নাম জপে জরজর গাত ॥
 নিকট হি নীপ বিপিনে অলি বঙ্কর মন্দপবন পরবেশল তাঁহি ।
 নরহরি রোয়ই কতহি সমুঝায়ত শুনই ন মূরছি পড়ল তিহিঠাই ॥১

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

আজু বেকত নব ভাব বিখারি । জানন্ পছঁ বৃষভানুকুমারী ॥৫৭॥
 আতুর অতি ধৃতি ধরই না বাত । নিজজনে হেরি কহই মৃদুবাৎ ॥
 তুহঁ সব কাহে রোগহ অনিবার । কমলি যতনহীন করম হামার ॥
 নিকরুণ কান্ন উপেখল মোয় । অব জীবইতে কি আশ জীয় হোয় ॥
 সোই সময়ে নিরবাহবি লেহ । সোঁপবি তরুতমালাে ইহ দেহ ॥
 ঐছে বচন ভণতহি বহু ভাতি । শুনইতে বিদরই নরহরি ছাতি ॥২

পুনঃ ধ্যানশ্রী—

আহা মরি মরি আজু বিপরীত কি আর বলিব হায় ।
 শচীর ছলাল প্রাণধন গোরা পরাণ ছাড়িতে চায় ॥
 নদীয়ানগরে কারে স্নানহইব এ বড় বিষম হ'ল ।
 না জানিয়ে কোন্ দেবতা পূজিলে এ দশা হইবে ভাল ॥
 মরু নিকরুণ বিহি কি করিলে তিলেক ধৈর্য নাই ।
 কদম্ব-কাননে প্রবেশয়ে গিয়া সে অতি বিরল ঠাই ॥
 তথা পরিকর- করৈ ধরি কত কহয়ে আতুর হৈয়া ।
 শুনি নরহরি হিয়া বিদরয়ে কাঁদয়ে ওমুখ চায়া ॥আ৫৮

ইতি দশা দশ

তথাগুদূতীগত্যাক্যাদৌ— (বেলাবলী)

দারুণ বিরহ- জলধি সঞে নিকসল, দহ দহ হৃদয়দাহ দূরে গেল ।
 সদয় দৈবে অব কত পরশংসই বিপুল উছাহ লহিমীময় ভেল ॥
 কি কহব পছঁ নবভাবে বিভোর ।
 ভূষণ বসন সম্ভারি হসই মৃদু মধুর তরল দিঠে হেরি চহ ওর ॥
 প্রিয় পরিকর- কর ধরই ধাই কত যতনে কহই দৃতি তুহঁ সে সেয়ানী ।

ମରି ମରି ତୋହେ ଆପନ ଜୀଉ ମୋ'ମନୁ । ମାଧବି କାଞ୍ଚ ମରମ ମନ୍ତ୍ର ଜାନି ॥
 ଶୁକ୍ରଜନ କାଳ କଟିନ କୁଳ କଟକ କେହେ ନିବାରି ଲେଖିବି ତହୁ ଠାମ ।
 ଐହେ କହଇ କତ ରହଇ ନିରବ ପୁନ ଶୁନିତେ ଅଧିକ ଧନ ଧନଶ୍ରାମ ॥୧୧॥
 ଅଥ ବେଶାଭିସାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂକ୍ଷୋଗେ— (ଯଜ୍ଞଳ)

ଆଜ୍ଞୁ କି ଭାବେ ଉତ୍ତମ ପହଁ ମୋର ।

ବିପୁଳ ପୁଲକ କୁଳ- ବଳିତ ଲଳିତ ତହୁ କନକପୁଞ୍ଜ ଜିନି ବରଣ ଉଜ୍ଜୋର ॥୧॥
 ହସତ ଅମଧୁର ଲସତ ମନନାବଳି ବିଷ୍ଣୁ ଅଧର କି ଅରୁଣ-ପରକାଶ ।
 ତାସୁଲ ବଦନେ ଦେତ କତ କୌତୁକେ କେ। ମଧୁରାବ ନବ ବଚନବିଳାସ ॥
 ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ରଚି କୁଚି-କୁଚିକର ଅରୁଚିର ଟାଚର ଚିତ୍ତର ମନ୍ତାରି ।
 ବାଲମଳ ବିବିଧ ବିଭୂଷଣ ଅପରୂପ ପହ୍ନିରା ନୀଳବସନ ମନୋହାରି ॥
 ଲୋଚନ କମଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଲହ ଲହ ଚଳିତେ ଲଖି ନିପବନବାଟି ।
 ଅମୁଖ୍ୟ ଢଞ୍ଜି ଭୁବନଜନ-ରଞ୍ଜନ ନରହରି କି ବୁଦ୍ଧବ ଇହ ନବ ଠାଟି ॥୨॥

ପୁନଃ କାୟୋଦ—

ପେଖନୁ ବର	ଗୌର ଅବର	ହୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାଧ୍ୟାମ ।
ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ପ୍ରେତି	ଅନ୍ଧ ପୁଲକ	ବାଳକତ ଅବିରାମ ॥
ପ୍ରକଟିତ ନବ	ନବ ସବ ଅ-	ସରାହି ଅଧିକ ଆଜି ।
କରୁ କତ କତ	ବେଶ ଲଳିତ	କେଶ କୁହୁମେ ମାଞ୍ଜି ॥
ପହ୍ନିତ ନବ	ବସନ ମରମ	ଭୂଷଣ ନହ ଅନ୍ତ ।
ଦରପଣ କରେ	ନିରଥତ ଛବି	ହସତ ଲଗତ ଦନ୍ତ ॥
ଭରମେ ଭଗତ	କାନ୍ଦ କପଟୀ	ଘଟିତ କି ଇତ ଆବ ।
ଶୁନି ପ୍ରେମୋଦିତ	ନରହରି ବାଳି -	ହାରି ବେକତ ଭାବ ॥୨॥

ପୁନଃ ଭୁପାଳୀ—

ଆହା ମେନ ମୋର	ପରାଣ ଛୁଡ଼ାହିଲ	ହେରିୟା ଗୌରାଞ୍ଜ ଶଶି ।
କତ ଅଧ୍ୟାଧ୍ୟାମ	ଧାମିୟା ପଞ୍ଜିଛେ	ଓ ମୁଖେ ମଧୁର ହାସି ॥

কনক কেশর দূরে রহ রূপে ভুবন করিহে আলো ।
 নয়ানচাহনি চারু তাহে মীন খঞ্জন-গরব গেলো ॥
 নিজ করে কেশ- বেশ বিরচিত কি দিব উপমা তার ।
 জিনি ঘন নীল বসন শোভয়ে কিবা সে গলার হার ॥
 নরহরি সহ গতি নব নব ভঙ্জিতে কি কব তা ।
 না জানি কি নিধি বিধি মিলাওল উলসে পুলক গা ॥৩৥৬২

অথ স্বাপ্ন সংক্ষিপ্ত সন্তোগে— (ধানশী)

রসের সাগর গোরা রায় । রূপে গুণে ভুবন মাতায় ॥
 পুলক-বলিত তনুখানি । হাসি কহে আধ আধ বাণী ॥
 স্বপনে পাইলু প্রাণনাথে । এত কহি নারে থির হৈতে ॥
 পুন সে আবেশে যাহা কয় । নরহরি তাহা না বুঝয় ॥১৥৬৩॥

অথ সংক্ষিপ্ত সন্তোগ রসোদগারে— (ত্রীরাগ)

মদনমোহন পহু গোরা । আহা মরি আজু কি নবীনভাবে ভোরা ॥
 পুলকে আবৃত প্রতি অঙ্গ । কি মধুর হাসি তায় লাজের তরঙ্গ ॥
 আধ আধ কহে মুহু বাণী । না জানি কিরূপে পিয়া পোহাইলে রজনী ॥
 এত কহি না কহয়ে আর । নরহরি কি বুঝব এ রস-পাথার ॥১৥৬৪॥

ইতি দ্বিতীয়ে বিশেষপ্রকারে প্রথম আশ্বাদঃ ॥

—:~:—

পুনরুতৎ সংক্ষেপেণাহ—তত্রাদৌ দর্শন-শ্রবণে যথা—(ত্রীরাগ)

ত্রীশটীতনয় গৌর পহু মোর । ভাবে বিবশ কত কহই ন ওর ॥৫॥
 থণে ভণে পেখলু নটবর শ্রাম । নীপনিকট তিরিভঙ্জিম ঠাম ॥
 ললিত চিত্রপটে বরজ-কিশোর । শীতল করল হরল দিটি মোর ॥
 স্বপনে সুকুঞ্জে রসিককুলচন্দ । দেয়ল দরশ পরম রসকন্দ ॥

ধণে ভণে বন্দি-বদনে উহ বাণী । শুনইতে জীউ কি করই না জানি ॥
 দূতী কহল কত তছু গুণরীতি । পৈঠল মরমে অধির ভেল চিত ॥
 সখীক বচন কহু কহই না হোয় । ডারল অমিয়-সিকুমধি মোয় ॥
 শুনইতে নীক নবীন গুণ গান । হোয়ল অবশ তমু হরল গেয়ান ॥
 বংশীসানে শ্রুতি অধিক বিভোর । তব্ সঞ্চে নিরত নয়নে বরু লোর ॥
 ভণইতে ঐছে নিরব হাসি মন্দ । নিরখি চরিত নরহরি রহু ধন্দ ॥ ১ ॥

যথা বা—

(কামোদ)

শগীর ছলল	বাউলের পারা	কিভাবে অধির হৈয়া ।
কহে ঘন ঘন-	শ্রামেরে দেখিলু	কদম্বকাননে রৈয়া ॥
চাকু চিত্রপটে	থাকি পুন প্রাণ	হরে সে মদনভূপ ।
স্বপনেতে আসি	দেখা দিল কিবা	ভূরনমোহন রূপ ॥
বন্দী-দূতী-সখী	শুনাইলে তার	অমিয়া চরিত বাণী ।
গুণিগণ গানে	গুণ শুনি হিয়া	কেমন করয়ে জানি ॥
ধেণে কহে কারে	কব এ মরম	কে মোর পূরাবে আশ ॥
এত কহি পুন	নিরব নিরখি	ভাবে নরহরি দাস ॥ ২

অথ লালসাদৌ যথা—

(ধানশী)

কি কহব পছ'ক চরিত নহু ওর ।

গৌর গৌরী কিয়ে	লখই না পারয়ে	অনুখণ নব নব ভাবে বিভোর ॥ ১ ॥
নিশসই নিরত	করই ঘর বাহির	উলসে পুলক দিঠি জলধর হেরি ।
হরিরব আধ	শ্রবণ পথগত তছু	কাঁপি কি বিরলে জপই বহু বেরি ॥ ১ ॥
চিন্তানিকর	নয়ন বার অবিরত	কাঁপই ঘন পুন সঘনে নিশাস ।
চরত স্বৈদ	কনকবপু বি-বরণ	সংজর জড়িম শিখিল কচ বাস ॥ ২ ॥
নিমিখ না লোচনে	নিন্দ পরশ করু	যামিনী জাগি জাগি পরভাত ।
শীড়িত চিত গতি-	রহিত কি সমুদ্রব	বচন বিরত মুহু বদন সুখাত ॥ ৩ ॥

কত কত মনমথ- মথন চারু তনু অসিত চতুরঙ্গী শশিসর স্বর্ণ ।
 ছবর বরণি না বাত অথির হির মরি মরি তাহে ভ্রমই নিশিদিন ॥ ৪ :
 পুছহিতে উতর না করই মুদই দিঠি রহই আনমনে শ্রবণ অভাব ।
 খণে বিরচই হকার শুভ্র ভ্রম ভণই কি নিশসি কোনে সমুদ্রাব ॥ ৫ :
 বিদিত গভীর ক্ষোভ ঘন ভণব কি ধর বিবেক কত কর নিরবেদ ।
 বিষম অহুয় ভূয় মতি গতি নব বিদরই ছাতি শুনত উহ খেদ ॥ ৬ :
 হেমদমন দ্রুতি পাণ্ডুর অতিশয় শীতল তনু উতপত জহু আগি ।
 শ্বাস না থকিত শীত খিতি বিলুঠই মোহ হোয়ই খণে চাহ কি লাগি ॥ ৭ :
 চহঁ দিশ নিরখি নিমিখগত লোচন মন গতি আন রোয়ত খণে হাসি ।
 অধিক বিষাদ দ্বেষ করু কা সঞে কহই বচন কত তরল নিশাসি ॥ ৮ :
 কৈছে করই হিয় কহই না কাহঁক করই যতন কত সহই না পারি ।
 নিপতিত ক্ষিতিতলে দেহ নিচল পুন শুনি হরিনাম নয়নে ঝরু বারি ॥ ৯ :
 বিপরীত মরম- কদন নহু অল্পভব করু প্রতিকার তবহ ত্যজি আশ ।
 মন্দ অনিল প্রবহত নীপবনে মুরুছই সোই কি শোচি প্রিয়পাশ ॥ ১০ :
 কাতর পরিকর নিয়রে হেরি হিয় রোকি ন রুকই রোই অনিবার ।
 নরহরি কতহি যতনে পরবোধত ধৈর্য ধরব কি অথির অপার ॥ ১১ ॥ ১০ :

যথা বা—

(ভূপালী)

গোরা চাঁদের এ লালসা কি বুঝি নহিলে এমন কেনে ।
 কি কব বিষম দশা উদ্বেগ ইহা কি সহয়ে প্রাণে ॥
 নয়ানে নিন্দ না পরশয়ে নিশি জাগয়ে ব্যাকুল হৈয়া ।
 স্নকুমার তনু খীণ অতিশয় দেখিতে বিদরে হিয়া ॥
 দারুণ জড়িমা না জানিয়ে ইথে জীবন করিবে শেষ ।
 একি ব্যগ্র কঁভু না শুনিয়ে কাণে হইল কঠিন ক্লেশ ॥
 আহা মরি মরি এক্রপ বেয়াধি বিধাতা ঘটালে কেনে ।

উনমাদে কিবা কহয়ে না জানি হাসয়ে রোদন খেণে ॥
 মোহ হেরি ধৃতি ধরিবে কে মেন জানি কি প্রমাদ হৈল ।
 মরিবারে চাহে এ কথা শুনিতে পরাণ উড়িয়া গেল ॥
 প্রিয় পরিকর চারি পাশে চাহি ঝরে সে নয়ানে লোর ।
 নরহরি নারে প্রবোধিতে আজু না জানি কি ভাবে ভোর ॥ ৪

ইতি দশা দশ ।

অথাপ্তদুঃখীগত্যাঙ্গাদো— (ধানশী)

আজু পেখলু পরম উছাহ । দূরে গেও সকল বিরহ-দবদাহ ॥ ১ ॥
 কিয়ে নবভাব বুঝই নাহি পার । নিরঞ্জে বৈঠি কি করবই বিচার ॥
 মৃহ মৃহ হাসি কহই মৃহ বাণী । এ দৃতি ! তুহঁ অতি চতুর সেয়ানী ॥
 রাখিল জীবন এ যতনে অনেক । যোই কহলি সো কয়লি পরতেক ॥
 চল চল ললিত কুঞ্জগৃহ-মাহ । রাখি আরলি যাহা বিদগধ নাহ ॥
 ঐছে ভণই পুন বিরহিত বাত । নরহরি শুনত ধন্দ ভই যাত ॥ ৫ ॥

অথ বেশাভিনাস সংক্ষিপ্ত সম্বোধে— (ভূপালি)

পেখলু গৌর উলস হিয় আজ ।

কৌতুক বচন উচারি মধুরতর যতনে করই নিজ সাজ ॥ ১ ॥
 রুচই ললাটে তিলক নব কুঙ্কুম মৃগনদ চন্দনবিন্দু ।
 কনক গগনমধি তড়িত মেহ সহ শোহে জম্বু শরদের ইন্দু ॥
 বাঁধই কেশ কুসুম পরিমণ্ডিত কত মনমথ মুকুছায় ।
 পহিরই বসন ভূষণ মন-রঞ্জন ভুবনে কি সমতুল তায় ॥
 তাহুল বদনে সোঁপি তহি পদ দুই চলইতে পুলকিত অঙ্গ ।
 অপরূপ ভাবে বিবশ মতি গতি নব নরহরি কি বুঝব রঙ্গ ॥ ৬ ॥

পুন্মঃ মঙ্গল—

আজু শচীসুত সুন্দর গোরা । বিরলেতে একা কি ভাবে ভোরা ॥ ৭ ॥

না জানিয়ে কত আনন্দে মাতি । বনায়ল বেশ বিবিধ ভাঁতি ॥
 পিঠে লোটারয়ে কুন্তলভারা । যেন হেনাচলে বমুন ধারা ॥
 ঝলমল নানা ভূষণ হেন । পীত লতা ফুলে মণ্ডিত যেন ॥
 নীলাম্বর্যবৃত্ত সে তনু সাজে । যেন বিধুবর মেঘের মাঝে ॥
 কিবা ভঙ্গিতে সে চলয়ে পথে । কি ছার কুঞ্জর উপমা তাথে ॥
 হাসে মৃদু মৃদু কি সাধ মনে । চারি পাশে চাহে লোচনকোণে ॥
 অঙ্গের দোলনি অনঙ্গ মোহে । নরহরি রহ নিছনি তাহে ॥৭॥

অথ স্বাপ্ন সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে— (ধানশী)

গোরা ওনা রসের আবেশে । হাসি কহে স্নমধুর ভাষে ॥
 ওহে সখি ! যে হৈল স্বপনে । কহিতে উপজে লাজ মনে ॥
 আহা মরি কিবা তার লেহা । এত কহি না বাঁধয়ে ধোঁহা ॥
 পুলক ঝলকে হেম গায় । নরহরি পানে পছঁ চায় ॥৮॥

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ-রসোদগারে— (শ্রীরাগ)

ভাবের আবেশে নিরঞ্জে । কহে গোরা মধুর বচনে ॥
 কে জানে এমন হবে সই । পুছিলে রজনী কথা কই ॥
 সে পিয়া পিরীতে মজাইল । এত কহি লাজ উপজিল ॥
 আধ হাসি চাহে চারি ভিত । নরহরি না বুঝে রীত ॥৯॥

কিঞ্চ— (গান্ধার)

সুন্দর গৌর মধুর রসকন্দ । অখিল ভুবন জন-লোচন-ফন্দ ॥
 অভিনব সুরধুনীতীর-বিহারী । প্রিয় পরিকর পরমানন্দকারী ॥
 অমুখণ প্রেমবিবশ নহ ভঙ্গ । কোঁ সমুঝব উহ ললিত তরঙ্গ ॥
 সুরগণ-জলহ চরিত অল্পপাম । এক বদনে কি ভণব ঘনশ্যাম ॥১০॥৭৪

ইতি দ্বিতীয়ে বিশেষপ্রকারে দ্বিতীয় আশ্বাদঃ ॥১৭৪



অথ তৃতীয় প্রকারঃ

তৎপ্রেমাবিষ্ট-শ্রীনবদ্বীপনাগরীগাং তত্তৎপ্রকারমাহ—

কাচিগ্নায়িকায়াস্তদশাং বিলোকা কাচিং সখী সখীং প্রত্যাহ—

(ধানশী)

সে বিধু বদনী রমণীর মণি এমন কেনে বা হৈল গো ।
 ধৈর্য ধরম লাজ কুল ভয় কেবা বা হরিয়া নিল গো ॥
 অলুপণ মনে মনে কি ভাবয়ে বিষম বাড়রী পারা গো ।
 লোচন-বারিজ়ে বারি নিবারিতে নারে সে সরিত-ধারা গো ॥
 চমকি চমকি উঠে বারে বারে চকিত চৌদিগে চায় গো ॥
 খসে কেশ-বেশ বসন ভূষণ পুন না সঙ্ঘরে তায় গো ॥
 স্বামে তিতে তনু অল্পপম ঘন কাঁপয়ে বিজুরী যেন গো ।
 নরহরি হিয়া বিয়াকুল হৈল না দেখি কখন মেন গো ॥১॥

পুনঃ ধানশী—

কি বলিব সখি ! কি হৈল তারে । তিল আধ ধুতি ধরিতে নারে ॥
 বিরতি আহারে কিছু না ভায় । হেম তনু খীণ মলিন তায় ॥
 করতলে বিধুবদন খুইয়া । অবনত মাথে রহে কি চাইয়া ॥
 সঘনে নিশাস অবশ অতি । কাঁপে খেণে খেণে বিজুরি জ্বিতি ॥
 সদা ছুটি আঁখি অঝরে ঝরে । তা' দেখিয়া কেবা পরাণ ধরে ॥
 নরহরি কহে মরম-কথা । সুধাইয়া ঘুচাই মনের ব্যথা ॥২॥

সখী লালিকান্ প্রত্যাহ— (আশাবরী)

আজু তুয়া পানে চায় গো । কেবা বা ধরিবে হিয়া গো ॥
 শুধায়ছে মুখখানি গো । তাহে গদ গদ বাণী গো ॥
 মলিন হৈয়াছে তনু গো । হেমাঙ্গনমাখা জন্ম গো ॥

ধৈর্য ধরিতে নার গো । সদা আনন্দান কর গো ॥
এ সখি ! এমন কেনে গো । কর না কি আছে মনে গো ॥
ইথে ভাবে নরহরি গো । না করিলে প্রাণে মরি গো ॥ ৩ ॥

পুনঃ বরাটি—

শুন শুন সই আন হেন নই কেবল তোমার আমি ।
দেখিয়া তোমারে পোড়য়ে অন্তরে জানিয়া না জান তুমি ॥
সখি ! স্বরূপে কহবি মোরে ।
আজি হেন কেন মলিন বয়ান বামরু দেখিয়ে তোরে ॥ ৫ ॥
নয়ন অরুণ বন্ধক বরণ তাহে ছল ছল লোর ।
দেখি গোরোচনা পাসরে আপনা সে দেহে বিয়াধি তোর ॥
না কর বিশাস ছাড়ত নিশাস আমারে কিসের ডর ।
বুঝিয়া বিয়াধি করবি ঔষধি তুমিত নহ ত' পর ॥
কহিয়া ত ব্যাধি করহ সমাধি না বুঝি করিয়ে ছন্দ ।
জানিয়া অন্তর কহয়ে শেখর বিয়াধি গৌরচন্দ ॥ ৪ ॥

পুনঃ ভূপালি—

এ নব রঞ্জিণী রমণীর মণি পরাণ সজ্জনী মোর ।
মরম কহিতে লাজ বাসো চিতে কেমন চরিত তোর ॥
তিল আধ নার ধৈর্য ধরিতে সদা বিয়াকুল দেখি ।
চম্পক কুসুম পানে নিরখিতে নিঝরে ঝরয়ে আঁখি ॥
এ ঘর বাহির কর অমুখণ এ তনু পুলকনয় ।
ভুবনমোহন গোর। চাঁদ ফাঁদে ঠেকিলা মনেতে লয় ॥
কহিয়া অন্তর খির কর হিয়া কি আর কণ্ট রাখি ।
তুয়া মনমত যতনে করিব ইথে নরহরি মাখি ॥ ৫ ॥

নামিকা সখীং প্রত্যাহ— (ধানশী)

কি বলিব সখি ! মরম তোরে । বিধি নিলজিনী করিল মোরে ॥
 বাড়াইলু কুলকলরু কাঁটা । এবে কেবা বা না দিবেক খোঁটা ॥
 সাধে মন দিলু তুলহ চাঁদে । পড়ি গেলু বড় বিষম ফাঁদে ॥
 নরহরি কহে কি লাজ এথা । বিবরিয়া বোলো সে সব কথা ॥ ৬

তত্রাদৌ দর্শনে— [শ্রীগৌরচন্দ্রস্য প্রথম-দর্শনে নামিকা-প্রশ্নঃ]
 বরাড়ী—

বোলো মোরে ও জনা কেলো সজনি !

কাঞ্চন জিনিয়া	অঙ্গ সুনির্মল	চাঁদ জিনি মুখখানি ॥ ৫ ॥
করিকর-জিনি	বাহু-সুবলনি	আজামূলধিত ভুজে ।
করধুগ পদ	হেরি কোকনদ	জলে লুকাইল লাজে ॥
ভাঙধুগ বর	দেখিতে সুন্দর	মদন ত্যজে ফুল ধনু ।
তেরছ চাহিয়া	হাসিয়া হাসিয়া	হরয়ে সভার তনু ॥
কটিতে বসন	অরুণ বরণ	গলে দোলে বনমালা ।
বাসুদেব গানে	হৈয়া সাবধানে	জগত করেছে আলা ॥ ১

পুনঃ আভীরী—

সই ও নব নাগর কে ?

ধকিত দামিনী	গোরোচনা জিনি	কিবা সে রসের দে ।
মুখ শশিপারা	হাসি সুধাধারা	অধরে অরুণ-ঘটা ॥
কুন্দকলি জিতি	দশনের পাঁতি	অতুল গণ্ডের ছটা ॥
দীঘল নয়ান	যেন কাম বাণ	বরিষে ভঙ্গিমা ছাদে ।
ভুরু ছাট যেন	মনমথ ধনু	কে হেরি ধৈরজ বাঁধে ॥
নাসা স্ফুটন	মুনিমনোরম	কপালে তিলক লসে ।
শ্রবণে কুণ্ডল	করে ঝলমল	ভুবন ভুলয়ে কেশে ॥

গলে নানা হার	দোলে অনিবার	কি দিব উপমা উরে ।
আজ্ঞাহুল্লিখিত	ভূজ সুশোভিত	কনক স্ফাল দূরে ॥
খীণ কটি মাঝে	চীন বাস সাজে	গমন কুঞ্জর তাতি ॥
কমল চরণে	নরহরি মন-	মধুপ রৈরাছে মাতি ॥ ২৮

সখ্যা উত্তরম— (মথুরাগ)

হেদে গো রঙ্গিণী	রমণীর মণি	এ তলু নিছনি তোর ।
এ তুয়া চরিতে	না জানিয়ে চিতে	কি সুখ উপজে মোর ॥
শুন বলি তোরে	দেখিলে যাহারে	সে নব নাগর গোরা ।
নানা রঞ্জে ফিরে	নদীয়া নগরে	নাগরী-পরান চোরা ॥
সাধে কোন্ বিধি	পাইয়া গুণনিধি	গড়িলে রসের দেহ ।
সে রূপ-মাধুরী	বারেক নেহারি	কেহো না ধরয়ে থেহ ॥
সে মুখেতে হাসি	ঢালে সুধারাশি	কৃতজ্ঞি বিশেষ ভাতি ।
নরহরি জানে	লোচন নাচনে	মজাইল যুবতী জাতি ॥ ১

শ্রীরাগ—

এ নব রঙ্গিণী	নিরখিলে যারে	সে নব রঙ্গিয়া গোরা ।
কিশোর বয়স	বেশ নিরুপম	সদাই সে রসে ভোরা ॥

কত বলিব তাহার কথা ।

নদীয়া নগরে	নাগরী বধিতে	নাগর স্বজিল খাতা ॥ ৫ ॥
ভুবনমোহন	তম্বুখানি নব	পিরীতি অমিয়ামাখা ।
বারেক তা' পানে	চাহিলে এ কুল-	ধরম না যায় রাখা ॥
গোকুলে গোকুল-	শশিসম সব	চরিত বৃক্ষিতে ভার ।
নরহরি মন	ঝুঁরে তার লাগি	গোরা সরবস যার ॥ ২

পুনঃ ভূপালী—

রঙ্গিয়া রমণী যে ।

মদনমোহন গৌরান্ধ বদন দেখিয়া জীয়ে কি সে ॥

যে ধনী বদ্বিতী হয় ।

ও ভাঙ ধনুয়া নয়ানের বাণে তার কি পরাণ রয় ॥

যে জানে পিরীতি ব্যাথা ।

সেহ কি ধৈরজ ধরয়ে গুনিয়া ও চাঁদ মুখের কথা ॥

বিলাসিনীর মনের দুখ ।

আজামুলশিত বাহু হেরি ঝরে পরিসর গোরা বুক ॥

কামিনী কামনা করে ।

গুরুদ্বা নিতম্ব বিলাস বসন পরশ পাবার তরে ॥

গোবিন্দ দাসের চিত্রে ।

গৌরাঙ্গ সুন্দর চরণ-নখর-চাঁদের মাধুরী পিতে ॥ ৩ ॥১১

দেশাগ—

ধনী শূনিয়া সহৈষের মুখে । হিরা ভরন কত না সুখে ॥

ভেল বেকত মরম কাজ । কিছ ঘুচিল অন্তর লাজ ॥

পুনঃ ধরিয়া সইয়ের করে । ধনী কহয়ে উনসভরে ॥

কিবা মধুর মাধুরী তার । সখি ! কহিতে নাহিক পার ॥

ওগো ভুবনমোহন সে । তারে কি দিয়া গড়িল কে ॥

নরহরি সে গুণেতে ব্যরে । তার দেখি কে ধৈর্য ধরে ॥ ১

ਸ੍ਰੁਨ: ਸੁਹੈ—

কিশোর বয়েস বয়েসবেশ । রতন ভূষণ ভূষণলেশ ॥

ললাটে তিলক চন্দন ঠাট । মুকুল তরুণী লাজের বাট ॥

কি খেণে সিনানে বাড়ানু পা। গৌরান্ধ দেখিয়া কি করে গা ॥৬॥

অধর যধুর দর্শন জ্যোতি । বাঁধুলি ভিতরে যেহেন মোতি ॥

ভাষাতে সন্ধান হাশির লেশ । জীয়ে কি রঙ্গিণী দেখিয়া কেশ ॥

পরিসর বৃকে মালতী মালা ।

যুবতীহিয়ায় মদনজালা ॥

উন্নত নিতম্ব মাঝারি খণি ।

যত্ কহে কুলহরণ চিন্ ॥ ২

পুনঃ ধানশী—

ঢল ঢল কাঁচা কাঞ্চন মণি ।

কি ছার চাঁপার কলিকা গণি ॥

থির বিজুরি করিয়া একে ।

সেহ নহে গোরী অঙ্গের রেখে ॥

সই সই মো মেন মৈলু ।

কি খেণে গৌরান্ন দেখিয়া আইলু ॥ ৩ ॥

সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে ।

শচীর কোন্ডর দেখিল বাটে ॥

হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে ।

কৈলে ঠারাঠারি কি রসরঙ্গে ॥

আঁখির চালনি ভাঙর দোলা ।

মোর হিয়া মাঝে করিহে থেলা ॥

চাঁপার ফুলে চুলের ঝোটা ।

যুবতী উমতি কুলের খোটা ॥

চাঁদ মলিন বদনচাঁদে ।

দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে ॥

তাহে তনসুক বসন পরে ।

গোবিন্দদাস তেঞি সে ঝুরে ॥ ৩

পুনঃ ধানশী—

লাথবাণ কাঞ্চন জিনি ।

রসে চরচর অঙ্গের মো যাঙ নিহনি ॥

কি কাজ শরদ কোটি শর্শী ।

জগত করিলে আলো গোরী মুখের হাসি ॥

দেখিয়া রঙ্গিমাঝর কাঁতি ।

মৈল মৈল অল্পরাগে এ নব যুবতী ॥

সুদশন শিখর-মুকুতি ।

মরমে ভরমে জাগে পিরীতি আরতি ॥

ভাঙ গঞ্জে মদন ধাহুকী ।

কুলবতী উনমত কৈলে ছুটি আঁখি ॥

অলকা তিলকা ভালে শোভে ।

রঙ্গিণী মনের রঙ্গ বাড়ে ওই লোভে ॥

চাঁচর চিকুরে কবরী ।

নানাফুল সাজে তায় হেরি হেরি মন্নি ॥

চন্দনকেশর মাথা তহু ।

রঙ্গিণীর প্রাণ বাটি লেপিয়াছে জহু ॥

মদন-বিজয়ী দোলে মালা ।

ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা ॥

রাঙ্গাপ্রাস্ত লীত পটবাস ।

পহিরণ নিতম্বিনী রস অভিনায় ॥

অরুণ চরণ-নখচাঁদ ।

পাসরি গোবিন্দদাসের চিতবাঁধা ফাঁদ ॥ ৪

পুনঃ মঙ্গল -

নিখল কাঞ্চন	জিতন বরণ	বসনে ভূষণে শোভা ।
সুগন্ধি চন্দন	তাহাতে লেপন	মদনমোহন দেবা ॥
উরের উপর	নানা মণিহার	মকর কুণ্ডল কাণে ।
মধুর হাসনি	তেরছ চাহনি	হানয়ে মরম থানে ॥
বিনোদ বন্ধান	ছলিছে লোটন	মল্লিকা মালতী বেড়া ।
নদীয়া নগরে	নাগরী গণের	ধৈরজধরম ছাড়া ॥
মদনমহুর	গতি মনোহর	তিলক কুন্দন বায় ।
ও নথকমল	চরণধূল	নিছনি শেখররায় ॥৫॥

পুনঃ ধানশী -

সন্ধ্যা কাঁকালি ভাসিয়া পড়ে ।	তাহে তনুহক বসন পরে ॥
কৌটার শোভায় মদন ভুলে ।	যুবতী জীবন ঘুরিয়া বলে ॥
শচীর তুলাল গৌরাক্ষ চাঁদে ।	বাকুল রঙ্গিনী ভুরুর ফাঁদে ॥
আখির লোলনি মুচকি হাসি ।	কুলবতীব্রত নাশিলে বাসি ॥
লবঙ্গ তুলাল চাঁপার ফুলে ।	কি দিয়া বাঁধল কুন্তলমূলে ॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি ।	কোন্ ধনী নিজ ধৈরজ রাখি ॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা ।	রসিয়া নাগরী-গরব-কাটা ॥
নিতম্বমণ্ডলে কাম রহি ।	ইছিয়া নিছিয়া পরাণ দি ।
তাহে কোন্ ছার যৌবন লাগে ।	গোবিন্দদাসের হিয়ায় জাগে ॥৬॥

পুনঃ পঠমঞ্জরী -

সজনি ! সে গোরা রসের নিবি ।	কি দিয়া কিরূপে গড়ল বিধি ॥
সে রূপ-ছটায়ে কেবা না ভুলে ।	লাজেতে মদন ঘুরিয়া বলে ॥
দেখিনু ওগো সে কত না ঠাটে ।	সিনায় এ না সুরধুনীর ঘাটে ॥
বাহ দোলাইয়া প্রবেশে জলে ।	কুলবতী লাজ না রাখে কুলে ॥

আউলাইয়া পড়ে কুন্তল ভায়া ।
চাহে চারিপাশে কিবা সে ছাঁদে ।

কি শোভা সে যেন কালিন্দীধারা ॥
তাহে নরহরি হিয়া না বাধে ॥৭॥

পুনঃ ভূপালি—

স্বরধুনী জলে সিনায় গোরা ।
লাবণি চাঁদের ছটায় ঘটা ।
শচীর কুমার দেখিলু জলে ।
আর অপরূপ চরণ-তলে ।
যখন সাঁতারে হুঁবাহ মেলি ।
নাহিয়া উঠয়ে সুন্দর তলু ।
মনে সে উপজ্ঞে কহিতে নারি ।

বিজুরী তরঙ্গ বহে উজোরা ॥
যাত কুলবতী হয় কুলটা ॥
তিলাজলি দিলু সকল কুলে ॥
রাতাউতপল বন সে জলে ॥
হেমনাগে বিধু-কমলকলি ॥
কনকমদন বেকত জন্ম ॥
যহু কহে ভাল নয়ানে বারি ।৮॥

পুনঃ আশাবরী—

যাইতে দেখিয়া সোণার গোরা ।
স্বরধুনীকূলে নাহিয়া উঠে ।
কি হৈল কি হৈল কি হৈল সই ।
একে সে দীঘল চাঁচর কেজ ।
আধেক বাঁধল মোহন চূড়া ।
গজেন্দ্রদমন গমন হেরি ।
হিয়ার দোলনি বাহর শোভা ।

নয়ানে অঝর ঝরয়ে লোরা ॥
অঙ্গের ছটায় তরুণী লুঠে ॥
সেই হৈতে আমি মাছুষ নই ॥
অধিক বাঁপল নিতম্বদেশ ॥
সে কুলকামিনী হু-কুল বুড়া ॥
তরুণী হু-কুল না চায় ফিরি ॥
এ যখনন্দন নয়ানলোভা ॥৯॥

পুনঃ ধানশী—

আর একদিন গৌরাজ সুন্দর
কোটি চাঁদ জিনি বদন সুন্দর
অঙ্গ ঢলঢল কনক কয়িল
নয়নের শর ভাঙ ধনুবর
কুটিল কুন্তলে গলে জলধারা

নাইতে দেখিল ঘাটে ।
দেখিয়া পরাণ কাটে ॥
অমল কমল আখি ।
বিষয়ে কাম-ধাতুকী ॥
যেন মুকুতার দাম ।

সকল অঙ্গে মুকুতা ফলন দেখি মুরছয়ে কাম ॥
 মোছে সব অঙ্গ নিচড়ে কুন্তল অরুণ বসন পরে ।
 বাসুদেব কহে মনে হেন লয়ে রহিতে নারিব ঘরে ॥১০

পুনঃ শ্রীরাগ—

ওগো সই গোরারূপে-সকলি ছাড়ায় । বারেক চাহিতে প্রাণ নয়ান জুড়ায় ॥
 আহা মরি কেবা নিরমিল কিবা দিয়া । সে চাঁদবদনে হাসে উথলে অমিয়া ॥
 নয়ানের কোণে কত রসের সন্ধান । তাহে কুলবতী কি ধরিতে পারে প্রাণ ॥
 চিকণ চাঁচর কেশে মালতীর ফুল । নরহরি জানে সে মজায় জাতি কুল ॥১১

পুনঃ সুরহই—

আজু মূই কি পেখিলু গোরার নটরায় । অদীম মহিমা গোরার কহনে না যায় ॥
 কেমনে গড়ল বিধি কত রস দিয়া । চরতর গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া ॥
 কত কত চাঁদ জিনি বদনকমল । রমণীর চিত্ত হরে নয়নবৃগল ॥
 বাসুদেব ঘোষ কহে হইয়া বিভোর । সুরধুনীতীর গোরা করিল উজোর ॥১২

পুনঃ সিদ্ধুড়া—

নিরুপম গোরাতনু কবিল কাঞ্চন জলু হেরইতে ভৈগেল ভোর ।
 তাড় ভুজঙ্গমে দংশল মকু মন অন্তর কাঁপয়ে মোর ॥

সজনি ! যব হাম পেখলু গোরা ।

আকুল দ্বিগু বিদিগ নাহি পাইয়ে মদন-মদালসে ভোর ॥১৩॥
 অরুণিত নয়নে তেরছ অবলোকনে বরিষে কুসুমশর সাথে ।
 জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পায়লু ডুবলু গঙ্গ অগাধে ॥
 মস্ত মহৌষধি তুহঁ জানসি যদি সো সব করবি উপায় ।
 বাসুদেব ঘোষ কহে কি কহব এ সখি গোরা বিহু প্রাণ মোর যায় ॥১৩

পুনঃ ধানশী—

যখন দেখিলু গোরাচাঁদে ।

তখন পড়িলু প্রেমকাঁদে ॥

তহুমন তাগারে সোঁপিনু । লাজকূলে তিলাঞ্জলি দিনু ॥
 গোরা বিহু না রহে জীবনে । গোরা মোর নিজ প্রাণধন ॥
 জীবন না রহে গোরা বিনে । বাসুদেব ঘোষ রস জানে ॥১৪ ॥

পুনঃ ভোড়ী—

গোরারূপ লাগিল মরমে । কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে-স্বপনে ॥ ৫ ॥
 যে দিকে পড়য়ে দিঠি সেই দিকে দেখি । শিছলিতে করি সাধ না পিহলে আঁখি
 কি তেখে দেখিনু গোরা কিবা মোর হ'ল । নিরবধি গোরারূপ নরানে লাগিল ॥
 চিত্ত নিবারণে চাহি নহে নিয়ারণ । বাসুদেব কহে গোরা রমণীমোহন ॥

পুনঃ স্নহই—

নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে কি করিব কি হবে উপায় ।
 না দেখিলে গোরামুখ বিদরয়ে মোর বুক পরাণ বাহির হইতে চায় ॥
 এ সখি! বোস মোরে কি বুদ্ধি করিব ।

গৃহপতি গুরুজন নাহি লয় মোর নন গোরা লাগি জীবন তেজিব ॥ ৬ ॥
 সব স্নেহ তেয়াগিনু কূলে তিলাঞ্জলি দিনু গোরা বিহু আন নাহি ভায় ।
 নিবরে বরয়ে আঁখি শুন গেল মরম সখি! বাসুদেব কি বলিব তায় ॥১৬।২৭

অথ চিত্তে— (নাম্নিকা প্রাহ) দেশাগ

গুণে কি কব সহস্রের কাজ ।

হাসি হাসি আসি	চারু চিত্রপট	দেখাঞা ভাঙ্গিলে লাজ ॥
আহা মরি মরি	পরাণ নিছিয়ে	কিবা সে মুরতি লেখা ॥
কনক কেশর	জিনি স্নমধুর	বরণ অমিয়া মাথা ॥
ভুরু ছুটি কিবা	কামের কামান	নয়ানে বরিষে বাণ ।
পরিসর বুক	মুখ নিরখিতে	অবলা ধরে কি প্রাণ ॥
আজ্ঞামূলধিত	ভুজয়ুগ যেন	পসারি করয়ে কোলে ।
নরহরি জানে	নারি নেহারিতে	ভাসিনু আঁখির জলে ॥১

পুনঃ স্মর্যই—

সই ! কিরূপ দেখিলু সেই পটে । ওই মদনমোহন মেন বটে ॥
জিনি কনক কেতকী রূপ ছটা ॥ যেন বরিষয়ে অমিয়ার ঘটা ॥
অতি অকাজ করিলু তায় চা'রা । ওগো হিয়ামাঝে রহিল সামায়া ॥
সদা পরাণ কেমন কেমন করে । বুঝি রৈতে নারিব এই ঘরে ॥
মনে জানিলু হইবে জানাজানি । হব নদীয়ানগরে কলঙ্কিনী ॥
এবে তা' বিম্ব ফিছুই না ভায় । বোল নরহরি কি হবে উপায় ॥২২২

অথ অগ্নে—যথা

(ললিত)

নায়িকা প্রাহ—

আপন মন্দিরে	পালঙ্ক উপরে	গুতিয়া আছিলু একা ।
কাঞ্চন বরণ	পুরুষ রতন	আসিয়া দিলেক দেখা ॥
অতি নিদ নহে	কিছু ঘোর হয়ে	শুনিছি লোকের কথা ।
হুয়ারে কপাট	আছে আধ পাট	ননদী গুতয়ে তথা ॥
নিশি দণ্ড ছয়	ইহা বই নয়	কহিল পহিল সাঁঝ ॥
সে সমে এমন	দেখিহেঁ স্বপন	জাগিছে হিয়ার মাঝ ॥
দেখিয়া বদন	মরয়ে মদন	শারদ পলায় লাজে ।
কোন্ সে যুবতী	না করে পিরীতি	দেখিলে তখনি মজে ॥
অরূণ নরান	জিনি পাঁচ বাণ	মদন ধমুয়া ভুরু ।
আজ্ঞাহুলধিত	বাহু স্নশোভিত	ও রাম কদলী উরু ॥
অঙ্গের ভূষণ	কপূর চন্দন	কণ্ঠে অরুণিম মাল ॥
জাল রীতে তার	না দেখিলু আর	ননদী হইল কাল ॥

সখি শপতি করিয়ে তোর ।

তখন হইতে থির নহে চিতে পুড়িছে অন্তর মোর ॥
ননদী-বচনে পাইলু চেতনে ভরমে কহিলু চোর ॥

এ কবিশেখর

পর্য্য চতুর

হাসিয়া করল গোল ॥১

পুনঃ বিভাষ—

ওগো সই নিশির স্বপন কই তোরে ।

কিশোর বয়েস নব	পুরুষ রতন গো	আসি প্রবেশিল মোর ঘরে ।
কত শত চাঁদ যেন	উদয় হইল গো	কিবা অপরূপ রূপছটা ।
কনক কেতকীদল	দলিত কুঙ্কুম গো	দূরে রহ দামিনীর ঘটা ॥
চাঁচর চিকুর চারু	আউলাইয়া পড়ে গো	মালতী কুম্ভমে বেড়া তায় ॥
কি দিব উপমা হেন	না দেখি জগতে গো	যুবতী-পরায় মুকুছায় ॥
নয়ান ভঙ্গিমা ভুরু	ভুবনমোহন গো	বদনে মদন-মদ হরে ।
ললাটে তিলক কুল-	কলঙ্ক বাড়ায় গো	নরহরি ধৈরজ না ধরে ॥২

পুনঃ রামকেরী—

ভাল মন্দ কিছু	না জানি কখনো	না চাহি কাহারু পানে ।
তাহে হেন দশা	কেন হৈল ইহা	সদাই ভাবিছি মনে ॥

হেদেগো পরায় সই ।

কুলবতী হৈয়া	হৈলু নিলজিনী	মরম তোমারে কই ॥
অলপ রজনী	নিদ্রা নহে জানি	শুতিয়া আছিহু একা ।
হেম তন্তু নব	পুরুষ সুন্দর	স্বপনে পাইলু দেখা ॥
হরিলে পরায়	নয়ানের কোণে	না চিনিযে কোন্ চোরা ।
কহে নরহরি	বুঝিলু সুন্দরি !	সে নব নাগর গোরা ॥৩

পুনঃ স্পষ্টমাহ -

(বিভাষ)

শয়ন-মন্দিরে আজু শুতিয়া আছিহু । নিশির স্বপনে গোরাচাঁদেরে দেখিহু ।
সেই হৈতে প্রাণ পোড়ে শুন গো সজনি ! গোরারূপ পড়ে মনে দিবস-রজনী ॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল অন্তরে । বসন তিভিল মোর নয়ানের নীরে ॥
আবেশে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায় । গোরাভাব মনে শুণি বাসুদেব গায় ॥৪৬৩

অথ শ্ৰবণে—তত্ৰাদৌ বন্দিবক্ত্ৰাৎ শ্ৰবণে (নায়িকা শ্ৰীহ)
আশাবরী—

সই ! বলিৰে গুপত কথা ।

গুরুজন সাথে	পথে দাঁড়াইতে	বিপাকে ঠেকিলু তথা ॥৫৭॥
বন্দীগণ নানা	রঙ্গে গৌরাগুণ	কহয়ে পরসপরে ।
শুনি কাণে শ্ৰাণে	না মানে ধৈরজ	ফিরিয়া আইলু ঘরে ॥
বসিলু বিৰলে	জলে হিয়া ঘন	নিশাস ছাড়িতে দায় ।
বিধি মিনাক্ষণ	কৈল কুলবধু	কি আর বলিব তায় ॥
না ভায় ভোজন	পান আন এবে	ঘরে না রহিতে পারি ।
নরহরি মন	মরম জানিয়া	বোলো কি উপায় করি ॥১

অথ দূতীবক্ত্ৰাৎ শ্ৰবণে— (ভূপালি)

সই বিপাকে ঠেকাইলে দূতী ।

তোমাদের ঘরে	করে গতাগতি	নহে সে চতুৰা অতি ॥৫৮॥
আনিতে যাইতে	বুঝি পথে গোরা-	চাঁদেৰে দেখিল সে ।
সে রূপ-মাধুরী	শুনাইল তাহে	ধৈরজ ধরিবে কে ॥
পশিল শ্ৰবণে	মনে অমুমানি	সে নব অমিয়া ধারা ।
সাথে সাথে পিয়া	হিয়া বিয়াকুল	হইলু বাউরী পাৰা ॥
নারি নিবারিতে	কত উঠে চিতে	সহিতে নাৱিয়ে আর ।
নরহরি জানে	মনের মরম	এ ঘরে রহিতে ভার ॥

অথ সখীবক্ত্ৰাৎ শ্ৰবণে— ত্ৰীরাগ

শুন শুন ওগো	প্ৰাণদম ভূমি	তোমাৰে মরম কই ।
অথল অবলা	জানি হেন কাজ	করিলে আমার সই ॥
কিবা সে মধুর	গোৱা রূপ-গুণ	মাধুরী অমিয়া ধারা ।
বিরলে বসিয়া	শুনাইলে মোরে	করিলে বাউরী পাৰা ॥

ঝর ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান না জানি কি হ'ল চিত্তে ।
সদা আনহান করে তিল আধ না পারি প্রবোধ দিতে ॥
এ ঘর করণ কিছু নাহি ভায় উপার না দেখি আর ।
নরহরি কহে কেন মন দিলে এখন ছাড়াতে ভার ॥৩

অথ গীতশ্রবণে—

(সিদ্ধুড়া)

কি বলিব ওগো গৌরান্ধ টাদের লীলা সুললিত গান ।
বারেক শুনিতে শ্রুতি উমড়ই ধৈরজ না ধরে প্রাণ ॥
তিল আধ চিতে পাসরিতে নারি সদাই পড়িছে মনে ।
আনু বাণী কাণে না শুনে না জানি কি শৃণ করিলে গানে ॥
গুরুজন পাশে বসিতে না পারি নিরত নয়ান ঝরে ।
ভোজন-শরন স্বপনের সম মন না রহয়ে ঘরে ॥
থেণে থেণে তহু অবশ এবা কি হইল বিষম জালা ।
নরহরি কহে অলপ বয়েসে ঠেকিলে কুলের বালা ॥ ৪।৩৭
ইতি দর্শন-শ্রবণং ।



আশাবরী—

গোরাচাঁদের প্রেমেতে মাতি । ধনী কহিল কতক ভাতি ॥
শুনি সহচরীগণ সঙ্গে । ভেল পুনিকিত প্রীতি অঙ্গে ॥
পুন প্রবোধ বচন ভণে । কত যুকতি রচয়ে মনে ॥
কেহো চলিল কাহারু পাশে । তাহে কহে সুমধুর ভাসে ॥ ১
অথ লালসাদর্শে—অত্র লালসায়াং নারিকা-চেষ্টা (সখী সখীং প্রত্যাহ)
ধানশী—

সই ! তোরে কি বলিব আর ।

সে নবীনা ধনী নারে সধরিতে কিবা সে লালসা তার ॥ ৫ ॥

দলিত কুহুম	গোরোচনা আনি	রচয়ে রুচির গায় ।
চম্পক কুহুমে	শেজ বিছায়ই	সঘনে শুভয়ে তায় ॥
গোরা হুঁ আখর	দূর সঞে শুনি	উছায়ে অন্তর ঘুরে ।
অলখিত পথ-	পানে নিরখয়ে	নয়ান-নিমিত্ত দূরে ॥
গুরুজন ত্রাসে	নিশাস তেজই	বিহিরে কহই মন্দ ।
সদাই চঞ্চল	চিত প্রবোধিতে	নারে নরহরি ধন্দ ॥ ২

পুনঃ আশাবরী—

ধনী হইল বাউরীপারা ।

নিরঞ্জে বণি	উলসিত খেনে	মুদিত নয়ানে ধারা ॥ ৬ ॥
গগনে দামিনী	হেরি হেরি কর	পসারি ধরিতে চায় ।
কনক ভূষণ	পরে বারে বারে	অধিক চঞ্চল তায় ॥
গোরোচনা বাণী	শুনে যার মুখে	তারে সে জীবন যাচে ॥
গোরা সহচরী-	গণে ঘন ঘন	যতনে বসায় কাছে ॥
চকিত চৌদিকে	নিরখয়ে চিতে	ধৈরজ ধরিতে ভার ।
নরহরি কহে	গোরাঙ্গে মজিল	না জানি কি হবে আর ॥ ৩

পুনঃ বঙ্গাল—

আজু রুজ্জী	রমণীমণি ধনী	গেহ রহই না পারি ।
চপল হিয় পির	গৌরসুন্দর	গমন-পন্থ নেহারি ॥
বিরচি ছল বহ	বিকল অলখিত	কত নিবারব চিত ।
তেজি সঘন	নিশাস নিরঞ্জে	রহই গুরুজন-ভীত ॥
কতহি বিনতি	বিধারি সখীমুখে	শুনই সো গুণগাম ।
হোত বিপুল	উছাই ছবি নব	পুলকি তহু অনুপাম ॥
কনক কেতকী	কুসুম কর গহি	ধরই উর কত ছন্দ ।
গহিল লেহ	দশা কি অপক্লপ	নিরখি নরহরি ধন্দ ॥ ৪।৪১

অথ উদ্বোধন—

[ধানশী]

সই ! কি আর বলিব যেন ।

সে নব রমণী	নারে খির হৈতে	না দেখি কখনো ছেন ॥ ১ ॥
অঞ্জনে রঞ্জিত	খঞ্জনিরা আঁখি	ঝরয়ে জলদ জিতি ।
করতলে রাখি	মুখ অবনত	নখেতে লিখয়ে ক্ষিতি ॥
কাঁপে ঘন ঘন	খসয়ে বসন	ঘরমে ভিজিয়া যায় ।
তিলে তিলে অতি	মলিন সূচাঝ	অঙ্গ উতাপিত তায় ॥
না কহে বচন	নিশসই ঘন	না জানি কি করু হিয়া ।
কহে নরহরি	করিলে অকাজ	সে গোরা-পানেতে চায় ॥ ১

পুনঃ তোড়ী—

যেদিন হইতে শুনিল সুন্দরী

নদীয়াচাঁদের কথা ।

সেই দিন হৈতে না জানি কি হৈল

দেখিয়া পাইয়ে বাধা ॥

সই কি কব তাহার রীতি ।

রহে নিরঞ্জে	কিবা ভাবে মনে	সদাই অখির গতি ॥
কাঁপে অমুখণ	নহে সম্বরণ	সবনে নিশাস ছাড়ে ।
নিরস অধর	আঁখি বাগিধারা	ধরণী বাহিয়া পড়ে ॥
বি-বরণ ঘন	ঘরমে নিষ্কিত	ধরিতে নারয়ে তহু ।
কহে নরহরি	না হবে সঙ্কিত	সে গোরা-পরশ বিহু ॥ ২

পুনঃ শুভগা—

আজু ধনী অনি-	বার নিরঞ্জন	মাহ রহই ন থেই ।
ভুবনমোহন	গৌরবিধু বিধি	গড়ল তা' সঙ্গে লেহ ॥
প্রবল নব অমু-	রাগ গতি অতি	চিন্তি অবনত মাথ ।
মলিন তহু ঘন	ঘরমময় মন	কম্প বিরহিত বাত ॥
চাকু চম্পক-	দাম বিগলিত	যতনে কণ্ঠ সজ্জারি ।

ମଞ୍ଜୁ ଥମ୍ବନ କଞ୍ଜ ଜିନି ବୁଞ୍ଜ ନୟନେ ଡରକଇ ବାରି ॥
 ସମୀପ ବହୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣସଖୀ ମୁଖ ନିରାଧି ତେଜଇ ନିଶାସ ॥
 ହୋତ ତିଳେ ତିଳେ ବିଷୟ ଇଥେ ଘନ- ଶ୍ରୀମ ହୃଦୟେ ତରାସ ॥ ୩୪୫

ଅଥ ଜାଗର୍ଥ୍ୟେ—

(ଗାନ୍ଧାର)

ସେ କୁଳ କାମିନୀ ରମଣୀର ମନି ମଞ୍ଜିଳ ଗୌରାଞ୍ଜ-ରସେ ।
 ଚମକି ଚମକି ଉଠେ ବାରେ ବାରେ ଚାହନ୍ବେ ସକଳ ଦିଶେ ॥

ସହି ! କତ ରାଧିବେ ପ୍ରବୋଧ ଦିୟା ।

ସଦାହି ମିଠିତ ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦାନ ଦେଖିତେ ବିଦରେ ହିୟା ॥୫୫॥
 ନିରମଳ ତନ୍ମୁ ମଲିନ ସଂସାର ଶୁଦ୍ଧାର ବଦନ-ଅଶୀ ।
 ଧରନ୍ତେ ଧିୟାନ ଯୋଗିନୀର ପାରା ଜାଗିୟା ପୋହାୟ ନିଶି ॥
 ଅରୁଣ ବରଣ ଆଖି ଛଳଛଳ କହିତେ ବଚନ ଆଧ ।
 ନରହରି ପ୍ରାଣ- ପିୟା ସେ ଛଳହ ବିଧି କି ପ୍ରବାସେ ନାଥ ॥୧

ପୁନଃ ମାଳବ—

ସେ ହୈତେ ଅପନେ ଦେଖିଲ ଅନ୍ଦରୀ ଅନ୍ଦର ନଦୀରୀଚାନ୍ଦେ ।
 ସେ ହୈତେ କି ଦର୍ଶା ବିଧି ଘଟାୟଳ ଗୁମରି ଗୁମରି କାନ୍ଦେ ॥
 ସହି ! ହୈଲ ବିଷୟ ତାୟ ।

ତିଳେ ତିଳେ ଅତି ମିଠିତ ଅନ୍ତର ସଂସନେ ଚୈଦିକ ଚାୟ ॥
 ଅରୁଣିମ ଆଖେ ନିନ୍ଦ ନା ପରଶେ ଶେଜେ ନା ଛୋଟାୟ ଗା ।
 ଉସସି ଉସସି ଜାଗେ ସବ ନିଶି ମୁଖେ ନା ନିମରେ ରା ॥
 ଅତି ଅଚତୁରା ପ୍ରିୟସଖୀ କତ ରାଧିବେ ପ୍ରବୋଧ ଦିୟା ।
 ନରହରି ପ୍ରାଣ- ନାଥେରେ ମୋଘରି ଧରିତେ ନାରରେ ହିୟା ॥୨

ପୁନଃ ଡୋଢ଼ି—

ରମଣୀ-ମନି ଧନୀ ଗୌରବର ଅହ- ରାଗଭରେ ଭେଳ ଭୋର ।
 ରହଇ ଭବନ- ଯାବାର ନିରଞ୍ଜନେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସଖୀକୋର ॥

ললিত কেশ সু- বেশ বিগলিত মলিন বিধুমুখ জ্যোতি ।
 তেজি সথনে নিশাস পুন কছু কহই শক্তি ন হোতি ॥
 অরুণ কমল- বিনিমি দিষ্টি দৌ লোরে ঢরকত যাত ।
 নিন্দ নিরদয় দিবস দূরে নিশি জাগি করু পরভাত ॥
 অতিহি পীড়িত প্রাণ ছলছল দেহ ধরই ন যায় ।
 বেগি উহ ঘন- শ্রাম পহু পয়ে কোন্ কহব বুঝায় ॥৩।৪৭॥

অথ তানবে—

(পঞ্চম)

সই ! ধনী না ধৈরজ বাধে ।

নবীন বয়েসে কুল মজাইল নিরখি নদীয়াচাঁদে ॥৫॥
 সে চারু চরিতে চিত বিদ্ধাকুল সদাই জপয়ে তায় ।
 ভ্রমে দিবারাতি অতি ছরবল স্বপনে কিছু না ভায় ॥
 অনিত চতুর- দশী শশিসম খীণ সুকোমল তহু ।
 লোচন জলজ জলে টলমল সজল জনদ জহু ॥
 আহা মরি মরি তারে নিরখিতে মুখে না নিদরে কথা ।
 নরহরি-নাথ ইথে নিরদয় না জানে মরম-ব্যথা ॥১॥

পুনঃ আশাবরী—

সে নব রমণীনাগি কি জানে । এমন হইবে গৌরানুগুণে ॥
 সাধে সাধে শুনি সইয়ের মুখে । এবে বারিধারা না রহে আঁখে ॥
 ভ্রমে অমুখণ মনে কি উঠে । তেজিয়া সে শেজ ধরণী লুঠে ॥
 খসে কেশপাশ না বাধে তায় । অতি ছরবল কিছু না ভায় ॥
 খেণে খেণে খীণ না যায় দেখা । সে তহু হইল চাঁদের রেখা ॥
 নরহরি কিবা বুঝাবে তারে । তিল আধ ধূতি ধরিতে মারে ॥২॥

পুনঃ দেশাগ—

খোরি বয়ঃ উহ গোরা ভোরি না ধরই ধৈরজ খোর ।

লোন লোচন	কল্প কাতর	হেরি সহচরী গুর ॥
বেশ বিগলিত	কেশ ভূষণ	বসন সহই ন গাত ।
মধু বয়ন-	মগন্ধ বিরহিত	হাস রসময় বাত ॥
কৌনে গড়ল	অমুপ ইহ নব	লেহ কুলভয় থোই ।
শিরীষ কুম্ভ	সমান মৃদু তনু	খীণ খণে খণে হোই ॥
করই কত কত	যতন অন্তরে	গৌর দরশ না দেলা ॥
নিপট নিবদ	বিচারি নরহরি	তুরিত তঁহি চলি গেলা ॥৩

অত্র বিলাপঃ—

(ধানশী—)

এ সনি ! সো বর নাী ।	বিনপত নিবত নয়নে বরু বারি ॥
থণে ভণে গৌর উদার ।	আয়ল নিয়রে পরাণল চার ॥
থণে ভণে গৌরশরীর ।	পেথলু বিহরই সুরধুনীতীর ॥
থণে ভণে নিরদয় নাহ ।	মোহই যুবতী ন কর নিরবাহ ॥
থণে ভণে জীবন মোর ।	কোটিবদন জিনি মুরতি কিশোর ॥
থণে ভণে এছে কি হোর ।	যছু গুণে নরহরি নিশিদিশি রোয় ॥৪।৫১

অথ ভড়িমায়া—

(সুহই)

ওগো কত প্রবোধিব তার ।

এ নব বয়েসে	হেন দশা ইথে	পরান উড়িয়া যায় ॥
হিতাহিত চিতে	না জানে সকল	পুছিলে কিছু না কহে ।
না দেখে নরানে	না শুনয়ে কাণে	অবশ হইয়া রহে ॥
নিশসই ঘন	ভ্রম বিরচই	ছাড়ার অনবসরে ॥
তিলে তিলে অতি	বিপরীত তাহা	হেরি কে খৈরজ ধরে ॥
নদীয়ার শলী	পশিল অন্তরে	তা' বিহু ধনী না জীয়ে ।
অরহরি কহে	সে অতি দুঃলহ	নহিলে আনিয়া দিয়ে ॥১

পুনঃ আশাবরী—

সই ! কি কৈলে নদীঘাটাদে ।

এ নব অবলা	কুল মজ্জিল	পড়িল বিষম ফাদে ॥
গুরুজনভয়	ভুলিল অমেতে	কিছু না রহিল লাজ ।
স্বপনে বারেক	নাহি হয় মনে	মে হেন ঘরের কাজ ॥
সখীসহ হাস	বচনবিলাস	সকল খুচিল তার ।
সঘনে নিশাস	থসে কেশপাশ	বসন সঘরা ভার ॥
কনক নবনী	জিনি তহুথানি	হইল জড়ের প্রায় ।
নরহরি জানে	চাহিতে তা পানে	বুক বিদরিয়া যায় ॥২॥

পুনঃ হিম্মোল—

সজনি ! ভগব কি	ধনীক ধৈরজ	ধরম ধরই না গেল ।
তরল মতি গতি	অতুল তিলে তিলে	অতি হি বিপরীত ভেল ॥
গৌরমুন্দর	সুঘর রসময়	পৈঠি হিয় অক্লাত ।
ধ্যান ধরি রহ	ভবনমধি পদ	আধ চলই ন যাত ॥
কছু না ভাগত	ভোরি গুরুভয়	লাজ ভাজি নিকেত ।
কোই কত কত	যতনে অবিরত	পুছই উত্তর না দেত ॥
বহই সঘন	নিশাস সহচরী-	পাশ দরশ-অভাব ।
হোত ভ্রম বহ	ভাতি অরু নর-	হরি কি ইথে সমুঝাব ॥৩

অথ বৈয়গ্ৰে—

(ভুপালি)

ওগো কি কব সইয়ের রীত ।

যে ঘর-করণ	বিষ সম বাসে	তাহে সে মজায় চিত ॥
যারে কত কত	যতনে তিলেক	মুনি না ঘি়ানে পায় ।
হেন গোরাচাঁদে	হিয়া মাঝে হৈতে	বাহির করিতে চায় ॥
সহচরীগণে	ভণে বারে বারে	কি আর ও সব কথা ।

দিবস-রজনী	আন বাণী ভণি	ছুঁহ সকল ব্যথা ॥
কনক ভূষণ	নারে নিরখিতে	নয়ানে ঝাঁপয়ে বারি ।
নরহরি জানে	চাহিতে তা পানে	বুক বিদরিয়া মরি ॥১॥

পুনঃ কামোদ—

কি কব সজনি !	সইয়ের রীতি ।	নিরুপম নব প্রেমের গতি ॥
থেণে কহে মুই কি কৈলু কাজ ।		খোয়াইলু গুরুগৌরব লাজ ॥
থেণে কহে কেনে হইবে সিধি ।		মোরে ছুখ দেই দারুণ বিধি ॥
থেণে কহে স্মৃথে ভাসয়ে বেঁহো ।		কি লাগি সদর হইবে তেঁহো ॥
এত কহি সখী কোরেতে করি ।		নিরারিতে নারে আশ্রির বারি ॥
নরহরি ধনী-পানেতে চাঞা ।		গৌরশশি-পাশে চলয়ে ধাঞা ॥২॥

পুনঃ হিন্দোল—

গৌরী নওল	কিশোরী নিরুপম	লেহ নিরত বিভোর ।
ভগ্নই ঘনঘন	কাহে নিরদয়	ছন্নয় পৈটল মোর ॥
যাহ যিহ নিজ	কাজ কুলবতী	নারী হাম অগেয়ান ।
ঝুট মঝু অভি-	লাব অব কথি	লাগি দগধ পরাণ ॥
দৈব দারুণ	দূর করলহি	ঐছে কুলভয় লাজ ।
মানি সহচরী-	বাণী ভরমহি	করল সকল অকাজ ॥
শুনত সখী ইহ	বাণী ধরি ধনী-	পাণি করু অবরোধ ।
নিয়রে নরহরি	নাহ ভেটি	মিটার বিপুল বিরোধ ॥৩॥৫৭॥

অথ ব্যাধো—

(স্বানশী)

নব সৌবনী	ধনী অনিবার	বিয়লে না বাঁধে থির ।
বিষম বিয়াধি	বিধি দিরজিল	নয়নে গলয়ে নীর ॥
খসয়ে বসন	সহরিতে নারে	আউল্যে কুন্তলভারা ।
কনক নবনী	জিনি তলুখানি	সে হল কেমন ধারা ॥

ৱহি ৱহি কহি	বচন চমকি	সঘনে নিশাস ছাড়ে ।
উতপত অতি	শীত ক্ষিতিলে	হালিফা হালিফা পড়ে ॥
সখী স্ৰুচতুৰা	কোৱে বসাইয়া	কহয়ে প্ৰবোধ বাণী ।
নৱহৰি নাথ	নদীয়া চাঁদেৱে	এখনি মিলাব আনি ॥১॥

পুনঃ আশাবৰী—

ওগো কি কৈলে নদীয়াশনী ।

বিষম বিষাধি	ঘটাইল মেন	বাৱেক অন্তরে পশি ॥
-------------	-----------	--------------------

সই কেবা প্ৰবোধিব তাৰ ।

কাহাৰু কচনে	নাহি পৱতীত	পৰাণ দহিয়া যায় ॥
-------------	------------	--------------------

পড়ি লোটায়ে ধৰণীতলে ।

সঘনে নিশাস	না নিসয়ে বাণী	ভাসয়ে আঁখিৰ জলে ॥
------------	----------------	--------------------

সেই নৱহৰি পছঁ বিহু ।

তিলে তিলে অতি	বিপৰীত ধনী	ধৰিতে নাৱয়ে তন্ত্ৰ ॥২॥
---------------	------------	-------------------------

পুনঃ গান্ধাৰ—

নবীন ধনী ধৃতি	শ্ৰৱণ ধ্বংসল	ঘটল বিষম বিষাধি ।
---------------	--------------	-------------------

হোত তিলে তিলে	প্ৰবল ঔষধ	বিহু কি বচনক সাধি ॥
---------------	-----------	---------------------

ভেল বি-বৰণ	বিমল তনু ঘন	তপত শীত বিখাৰি ।
------------	-------------	------------------

লুঠত ক্ষিতিলে	সজল লোচন	মুগলে বিগলত কাৰি ॥
---------------	----------	--------------------

কাছ কচনে	বিশ্বাস নছ উহ	নাহ মিলনে নিৰাশ ।
----------	---------------	-------------------

হানি শিৱে কৰ	বাণী গদগদ	তেজই দীঘ নিশাস ॥
--------------	-----------	------------------

দেই কত শত	গাৱি বিহি নশে	কাৱি হিৱ পৱন্ধ ।
-----------	---------------	------------------

কাই সখী তব	ধৰাই কৰ কৰ	কোৱে নৱহৰি ধন ॥৩॥৬০
------------	------------	---------------------

অখোজাদে—

(বীৰহামীৰ)

হেমেগো সজনি !	সইৱেৰ কাহিনী	কথিতে বিমন্ত্ৰে হিয়া ॥
---------------	--------------	-------------------------

বাউরীর পারা	হইল সে গোরা	রূপেতে নয়ান দিয়া ॥
কিবা দিবা রাতি	নাহি কিছু স্মৃতি	সদাই বিয়ান তায় ।
থসে কেশপাশ	না সম্বরে বাস	চকিত চৌদিকে চায় ॥
সঘনে নিশাস	কহে আধ ভাষ	পাসরা না যায় কেনে ।
যে অতি শীতল	সে হৈল আনল	দগধে পশিয়া প্রাণে ॥
আর কি কহিতে	নারে থির হৈতে	পড়য়ে ধরণীতলে ।
নরহরি কত	প্রবোধি রাখিবে	ভাসয়ে আঁখির জলে ॥১॥

পুনঃ ভূপালি—

সই ! একি উন্মাদ হৈল ।

সে যে কুলবতী লাজ কুল ভয় সকলি ভুলিয়া গেল ॥

গোরাচাঁদে কি করিলে তারে ।

তিলে তিলে মতি গতি কতি ভাতি কেবা তা বুঝিতে পারে ॥

বিধু মুখে না বচন সরে ।

অরুণ কমল- দল ছুটি আঁখি জলে টলমল করে ॥

বোল ইথে কি প্রবোধ দিয়ে ।

নরহরি পছ' তুরিতে মিলয়ে তবে সে এ ধনী জীয়ে ॥২॥

পুনঃ দেশাগ—

গৌরবিরহিণী গোরা মতি গতি থোরি বুঝই ন যাত ।

চাহি চহ' দিশ সঘনে নিশসই কহই লহ লহ বাত ॥

কনক কেশর কাঁতি মলয়জ- সম স্থণীতল মানি ।

পৈটে মন্ডু হিয় মাহ অলখিত ভেল দব অব্ জানি ॥

ঐছে কহি অতি থির রহি পুন চলই পদ ছই চারি ।

বিরস তহু অহু- পাম ক্ষিতিতলে লুঠই কবরী বিধারি ॥

হেরি সহচরী তুরিত ধরি করি কোরে করই বিচারি ।

দাস নরহরি নাহ বিহু পর- বোধে কি করব আর ॥৩॥

অত্র কামলেশ্বর্যাং— (ধানশী)

এ সখি ! সো সুকুমারী । যতনে না রহই সনারি ॥
গৌর-বিরহে জরি যাত । কাজর সম হেম গাত ॥
নিশসই দহন বিথারি । দিঠে ভরু উতপত বারি ॥
মন্দিরে রহ না সোয়াত । তিলে তিলে অতি অফ্লাত ॥
চৌকি চাহি চছভিত । লেখই লেখন তুরিত ॥
তঁহি গহি নরহরি-পাণি । সোপই কহি কত বাণী ॥ ৪

অথ মালাপর্ণে— (পঠমঞ্জরী)

দেখিলু বিরলে বসি বালা । গাঁথে সে মালতী ফুলমালা ॥
ধরিয়া সখীর হৃদি করে । কহে অতি গদ গদ স্বরে ॥
এ মালা গাঁথিলু বড় সাধে । পরাইহ নদীরার চাঁদে ॥
এত কহি থির নাই রয় । স্নমধুর আঁখিধারা বয় ॥
অবনী লোটারে হেম দেহা । বিধম হইল গৌরলেহা ॥
নরহরি কহে গোরাবিহু । কেমনে ধরিবে খনী তনু ॥ ৫॥৬॥

অথ মোহে— (হিন্দোল)

ওগো কেবা সিরঞ্জিল লেগা ।

নদীরার চাঁদে চিত মজাইয়া ধরিতে নারয়ে থেহা ॥
সেরূপ লাবণি সে দিঠে চাহনি সে মুখে মধুর হাস ।
সব গেল দূরে কি তার অন্তরে না কহে মধুর ভাব ॥
ভাসে আঁখিজলে লুঠে ক্ষিতিলে কনকপুতলি জহু ।
না সম্বরে বাস দেখিতে তরাস হইল নিচল তনু ॥
না বহে নিশাস ইথে কিবা আশ সে কৈলে বিধম বড় ।
কহে নরহরি গোরা নিরদয় অবলা বধিতে দঢ় ॥১

পুনঃ ভোড়ী—

কি বলিব সহ্যের চরিত । তিলে তিলে হয় বিপরীত ।
 ভাসে ছুটি নয়নের জলে । ঢলিয়া পড়য়ে ক্ষিতিতলে ॥
 বদনে না নিসরয়ে বাণী । নিচল হইল তম্বুখানি ॥
 না বহয়ে নাদায় নিশাস । সহচরী পাইল তরাস ॥
 গোরা গোরা করে তার কাণে । শুনি ধনী কাঁপয়ে সঘনে ॥
 নরহরি ভাবয়ে উপায় । কে আনি মিলাবে গোরারায় ॥২

পুনঃ ছুপালী—

কল্প লোচনী গোব্রী নবীন কিশোরী থোরি ন থেহ ।
 গৌরমুন্দর লাগি লোচন বরই যৈছন মেহ ॥
 ধরই কঠিন ধিয়ান শুনই ন আন বচন তেরাগি ।
 হোত অতি বিপ-রীত তিলে তিলে অলই তম্বু জম্বু আগি ॥
 চাহি সহচরী ওর অবনী-নাঝার পড়ি গড়ি যাত ।
 ভেলি নিচল নিশাস-বিরহিত হেরি সখী অকুলাত ॥
 শ্রবণে ভণে উহ নাম, শুনি উঠি চৌকি কিয়ৈ ঘুমে জাগি ।
 মোহ বিবম দশা কি নরহরি ভগব, জীয়ে বহু ভাগি ॥৩৬৮

অর্থ মৃত্যুদশায়াং

(ললিত)

হেনেগো সজনি! সে নব রত্নকী পরাণে না জীয়ে আর ।
 কুসুম-কাননে প্রবেশি, নয়ানে বহয়ে সলিল-ধার ॥
 ধরি সখী-করে কহে বায়ে বায়ে যতন করিলে যত ।
 সে নহিল নিধি বাদ কৈলে বিধি এ দেহে সহিব কত ॥
 উত্তর কালেতে যে উচিত তাহা করিবে বেখিত তুমি ।
 বিরল পাইয়া তারে জানাইবা কি আর বলিব আমি ॥
 এত কহি ধনী শাণী-বিরহিত মুকুছে ধরনীতলে ।

নরহরি সহ- চরী, চারি পাশে ভাসয়ে আখির জলে ॥১

পুনঃ আশাবরী—

কি বলিব ওগো যে দশা তার । জীবন উপায় না দেখি আর ॥
 সখী প্রতি কহে, এবা কি হইল । বিহি কৈল বাদ, মনে যে ছিল ॥
 তাহে মোর এই মালতী লৈয়া । বনাইহ হার যতন পা'য়া ॥
 বিরলেতে কিছু কহিয়া ছলে । পরাইহ গোরাচাঁদের গলে ॥
 মু এবে বিদায় তো সভাপাশে । যে উচিত তাহা করিবে শেষে ॥
 তোমরা বেথিত পরাণ হেন । সতত কুশলে থাকিহ মেন ॥
 এত কহি হিয়া ধরিতে নারে । সখী বিয়াকুল নিরখি তারে ॥
 নরহরি-সহ কাতরে ভণে । অবলা-মরম গোরা না জানে ॥২

পুনঃ দেশপাল—

সুন্দরী নিজ কুঞ্জ মন্দির- মাহ কাতর ভেলি ।
 কণ্ঠসঞে মণি হেমহার উতারি সখাকরে দেলি ॥
 ভণই পুন পুন গোর নিরদয় দরশ দেই ন মোয় ।
 করলি বিবিধ উপায় ইথে ইহ লাজকুল ভয় থোয় ॥
 ধরহঁ অব মকু বাত, সহই ন যাত জীবন এহ ।
 দেহ দহন জাগাই তুরিতহি ভসম করব এ দেহ ॥
 শুনত ঐছন বাণী শ্রবণহি পাণি দেই সখী কাঁপি ।
 হেরি বিষম দশা এ নরহরি লোরে লোচন কাঁপি ॥৩৭১

ইতি দশা দশ

ভক্ত দূতীগমনে— (ভোড়ী)

কি কহব এ সখি ! সো ধনী রীত । উপজল দশমী দশা বিপরীত ॥
 হেরহৈতে সহচরী অখির-পরাণ । ঘন ঘন নিশসই বরই নরান ॥
 কোই ধরই বৈরব হিয়-মাহ । রচই যুগতি দরশাইতে নাহ ॥

তুভঞ্চ জানি চলি পহঁ পাশ । নরহরি বতনে দেই আশোয়াস ॥১

অথ বেশাভিসার-সংক্ষিপ্ত সম্বোধনে—(ধানশী)

সৌ ধনী ধরনী-শয়নে রহ যাহি । সহচরী এক আয়ল তহি ঠাঁহি ।

পুহুপ-হার পরশায়ল সেহ । চেনন পাই পুঙ্কে ভরু এহ ॥

তুরিত করল তাঁহি বিবিধ শিকার । নিরঞ্জে চলত, লাজ অনিবার ॥

পায়ল নিধি কি হোয়ল ছুখ দুরি । নরহরি ভণ বুঝি মনোরথ পুরি ॥২।৭৩

অথ সংক্ষিপ্ত সম্বোধনান্তরে—[সখী সখীং প্রত্যাহ]

আশাবরী—

আজুকার কথা কি কব সজনি ! স্নেহের নাহিক পার ।

সে নব রমণী রসে ডগমগ কি দিব তুলনা তার ॥

বসন ভূষণ বেশ নিরুপম কিবা সে কেশের বেণী ।

অথরে মধুর হাসি, নাসা-আগে ছলিছে বেশরথানি ॥

দিস্মর অরুণ বিন্দু যুগমদ বলকে অলকা পাঁতি ।

খঞ্জনিয়া আঁখি অঞ্জে রঞ্জিত চাহনি কতক ভাঁতি ॥

গলে দোলে নব মালতীর মালা হেরি কে ধৈরজ ধরে ।

বুঝি নরহরি- পহঁ পরাইয়া দিয়াছে আপন করে ॥১

পুনঃ আশাবরী—

আজু পেঁথলু নয়ান ভরি ।

বলমল করে সেরূপ-লাবণি নিছনি লইয়া মরি ॥

ধনী স্নেহের সাগরে ভাসে ।

তাঁহু'লের রাগে অথর উজোর মধুর মধুর হাসে ॥

ওগো সে বেশে ভুবন ভুলে ।

মল্লিকা মালতী থরে থরে শোহে স্ফটাক চাঁচর চুলে ॥

কিবা ভক্তি তা কহিব কত ।

মনে করি নর- হরি পহঁ গোরা রনের আবেশে এত ॥২

পূনঃ বজাল--

আজু কুলবতী বিপুল পুলকিত অঙ্গ ধরই ন যায় ।
 হাস মিলিত ময়ঙ্কআনন বঙ্কলোচনে চায় ॥
 কুটিল কুন্তল বন্ধ-বন্ধুর দাম-বিলেপিত থোর ।
 ডাঙ ভঙ্গি অনঙ্গ মরদন গণ্ডযুগল উজোর ॥
 মঞ্জুর পরি- ধেয় অঘর- গঞ্জি জলধর কঁাতি ।
 অলস যুত লসদ- দেহহ্রাতি জন্ম থির বিহ্রাত পাঁতি ॥
 চারু করবুগে ঝলকে কঙ্কণ সঘন ঘুঁঘুট দেত ।
 বুঝল গৌর বিলাসে ইহ সব নিহনি নরহরি নেত ॥৩৭৬॥

অথ স্বাপ্ন সংক্ষিপ্তসম্বোধে [সখী নাগিকাং প্রত্যাহ]

ধানত্রী—

আজু এমন কেন বা দেখি । অতি অলসে উলস আঁখি ॥
 কিবা বিপুল পুলক গায় । ঘন বসনে কাঁপিছ তায় ॥
 ওগো এ তুয়া সখীর মাঝ । কহ মরম, না কর লাজ ॥
 ধনী শুনি স্নমধুর ভাষে । হাসি কহে নরহরি-পাশে ॥৪৭৭॥

ধানসী—

শুন শুন পরাণের সহ । নিলজী হইয়া তোরে কই ॥
 নিশির স্বপনে এক জনা । বরণ তাঁহার কাঁচা সোণা ॥
 কিবা চাঁদমুখের মাধুরী । দেখি জীয়ে, সে কেমন নারী ॥
 আঁখি-কোণে কি নব সন্ধান । হানে যেন মদনের বাণ ॥
 হাসি হাসি আদি আমা পাশে । কহে কত পরশের আশে ॥
 লাজভয়ে মো যাঙ মরিয়া । আলিঙ্গয়ে ভুজ পসারিয়া ॥
 না জানিয়ে কি না রসে কাঁপে । ঘন ঘন মুখে মুখ কাঁপে ॥

বিথারয়ে পিরীতি-পসার ।

নরহরি নিহনি তাহার ॥৫৭৮

অথ সংক্ষিপ্তসন্তোগ রসোদ্গারে—

ছুপালী—

পেঁখলু পরম মুদিত স্নকুমারী ।

ঝলমল অঙ্গকিরণ রুচিকারী ॥

নিরঞ্জে বৈঠি মুকুর লেই হাত ।

মুখ অবলোকনে অবনত মাথা ॥

সখী কহু পুছই যতনে হসি খোরি ।

শুনইতে লাজে রহই মুখ মোড়ি ॥

নয়নকোণে করু রস-পরকাশ ।

কি কহব নরহরি প্রেমবিলাস ॥৭৯

অত্র প্রার্থনা—

আহা মরি নদীয়া নাগরী গুণবতী ।

আনে কি জানিবে গোরাচাঁদে যে পিরীতি ॥

পরানুতুলি গোরা নয়ানের তারা ।

গোরা লাগি কুলের ধরম ছাড়ে যারা ॥

গোরা বিনে তিলেকে কলপসম বাসে ।

সদাই বিভোর সেই গোরা-প্রেমরসে ॥

নরহরি জনমে জনমে এই আশ ।

নিশিদিশি গাই যেন এ রসবিলাস ॥৮০॥

ইতি তৃতীয়-প্রকরণে প্রথম আশ্বাদঃ ॥



পুনরন্তঃ সংক্ষেপতঃ, ক্রমপূর্বং যথা [তত্রাদৌ দর্শনে]

সখী সখীং প্রতি—

(বিভাষ)

শুন গো সজনি

সে নবীনা ধনী

কখন না চিনে আনে ।

সহচরী-সঙ্গে

বিলসয়ে রঙ্গে

ভালমন্দ নাহি জানে ॥

যেদিন হইতে

চিত্ত, স্বপ্ননেতে

সাক্ষাতে, দেখিল গোরা ।

সেই দিন হৈতে

নারে নিবারিতে

নয়নে বহয়ে ধারা ॥

ঘরে নাহি মন

সদা উচাটন

তিলেক কিছু না ভায় ।

রহয়ে বিরলে

কত কত ছলে

স্বরধুনী-তীরে যায় ॥

হেম আভরণ

পরে অনুখণ

মরম বেকত তাহে ।

নরহরি পুন

পুছিলে গোপন

লাজে না কিছই কহে ॥১॥

অথ শ্রবণে যথা

(ভোড়ী)

কি বসিব ওগো	সে কুল-জ্বলা	ধরম রহিল দূরে ।
বন্দী-দুতী-সখী-	মুখে গীতে গোরা-	চরিত শুনিয়া বুঝে ॥
কত না যতনে	বিধি আরাধিয়া	অনেক শ্রবণ মাগে ।
শয়নে স্বপনে	সদা সেই কথা	হিয়ার মাঝারে আগে ॥
ধৈরজ ধরিতে	নারে নিরন্তর	অতুল আখির ধারা ।
ঘরের বাহির	যে নহে কখন	সে হৈল বাউরী-পারা ॥
সে বেশ ভূষণ	সব বিস্মিত	কাহ না ফিরিয়া চায় ।
নরহরি পছ	বিনে সে বিষম উপায় না দেখি তায় ॥২৮২	

অথ দশদশায়াম্—

(ভূপালী)

আহা মরি মরি	সে নব রমণী	সে রসে মজাইলে চিত ।
বাড়রে লালসা	তিলে তিলে	অতি বিষম দেখিয়ে রীত ॥
গদগদ হিয়া	উদ্বেগে ধনী	ধরিতে নারয়ে ধৃতি ।
আনছান প্রাণ	নিদ নাহি আখি	জাগিয়া পোহায় রাতি ॥
কিবা সুকোমল	তুহুথানি খীণ	যেন সে চাঁদের রেখা ।
নানা ভাতি মতি	গতি কি কব সে	জড়িমা না যায় দেখা ॥
দূরে সে আগ্রহ	বাগ্র অগ্রে সখী	করয়ে যতন কত ।
দারুণ বিরোধি	দশা ওগো তাহে	সকলি করিলে হত ॥
উনমাদে সদা	দগধে অন্তর	কেবা প্রবেশিবে তারে ॥
মোহ খেণে খেণে	ধরণী লুঠয়ে	তাহা কে দেখিতে পারে ॥
মরণ-উত্তম	করে কুলবতী	বুক বিদরিয়া যায় ।
নরহরি গোরা-	চাঁদে জানাইতে	আতুর হইয়া ধায় ॥২৮৩

অথ বেশাভিসারে

(ধানশী)

আজু সে রমণী-	মণি শোভা মেন	দেখিছ আপন আঁখে ।
--------------	--------------	------------------

না জানি কি কথা সখীমুখে শুনি ভাসয়ে মনের স্নেহে ॥
 কোন সখী আসি বসি নিরঞ্জে বেশ বিরচয়ে তার ।
 নিরপম ছাঁদে বাধে কিবা চারু চাঁচর চিকুর ভার ॥
 পরাইল কত ভাঁতি আভরণ সিন্দূর সাজাইয়া সিঁথে ।
 কোন সখী এনা বেশ নিরখিতে মুকুর সেঁপিল হাতে ॥
 শুভক্ষণে ধনী পথে অনখিতে চলয়ে চঞ্চল হিয়া ।
 নরহরি ভণে মনে হেন গোরা-চাঁদেরে মিলিব গিয়া ॥১৮৪

অথ সংক্ষিপ্ত সন্তোকে... (গাফার)

সখি ! সে নব রমণীমণি ।

সুখের পাথারে সাঁতারয়ে অঙ্গ ঝলকে দামিনী ঘিনি ॥৩৭॥
 কিবা সে শিখিল বেশ সুশোভিত কি দিবে তুলনা তার ।
 পিঠের উপরে লোটাইয়া পড়ে ললিত কুন্তলভার ॥
 সে বিধুবদনে স্নমধুর হাসি হাসিয়া কহয়ে কথা ।
 শ্রবণ-চলকে সে অমিয়া পিয়া যুচয়ে হিয়ার ব্যাধা ॥
 কত ভঙ্গি করি বসে সখী মাঝে আজু এ এমন কেনে ।
 নরহরি কহে বুলি বিলসিল সে গোরানাগর সনে ॥১৮৫॥

অথ আপ্ত সংক্ষিপ্ত সন্তোকে—[সখী নামিকাং প্রত্যাহ]

ওহে, সুবদনি ! আজু কি রঙ্গ । সঘনে বসনে বাঁপিছ অঙ্গ ।
 অমুখণ মন উনমত দেখি । রসে ডুবুডুবু হইছে আঁখি ॥
 হিয়া গর গর বুঝিয়ে কাজে । স্বপনে ভেটিল নাগররাজে ॥
 শুনী বাণী ধনী উলস মনে । নরহরি পহঁ চরিত ভণে ॥১৮৬

নামিকা প্রাহ— (বিভাষ)

কি কহব রে সখি ! স্বপনক ভাব । অবতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ ॥
 একাকী আছিলি হাম বনাইতে বেশ । মুকুরে নিরখি মুখ বাঁধলু কেশ ॥

তৈথণে মিলল গোরা নটরাজ । ধৈর্য ভাঙ্গল কুলবতীলাজ ॥
দরশনে পুলকে পূরল তম্ব মোর । বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর ॥১

পুনঃ ললিত—

রজনী-স্বপন	শুন গো সজনি !	বলিয়ে নিলজী হইয়া ।
ধীরে ধীরে গোরা	মন্দিরে প্রবেশে	চকিত চৌদিকে চাইয়া ॥
হাসিয়া হাসিয়া	রসিয়া আসিয়া	বসিয়া সিথান-পাশে ।
নিজ করে মোর	অধর পরশি	সুখের সাগরে ভাসে ॥
স্বমধুর বাণী	ভণি নানা ভাতি	মাতিয়া কোতুক-হলে ।
ভুজে ভুজ দিয়া	হিয়া মাঝে রাখি	ভিজয়ে আঁখির জলে ॥
আপনার মনে	মানে পাই নিধি	তিলেক ছাড়াইতে ভার ।
নরহরি-প্রাণ	পিয়া পিরীতের	মুরতি কি কব আর ॥২

পুনঃ ধানত্রী—

শুন গো পরাণ সহ ।	নিশির স্বপন কই ॥
কিবা সে রঙ্গিয়া গোরা ।	অবলা পরাণ চোরা ॥
মধুর মধুর হাসি ।	ঘরে সামাইল আসি ॥
মদনে বিভোর হইয়া ।	মো-পানে রহয়ে চাইয়া ॥
উরজ-পরশ আশে ।	কত না আদরে তোষে ॥
সখীর ইঙ্গিত পাঞা ।	কাঁপয়ে কোলেতে লঞা ॥
বদনে বদন দিতে ।	না জানি কি হৈল চিতে ॥
নরহরি কহে ভাল ।	কুলের ধরম গেল ॥৩ ॥

পুনঃ ললিত—

হেমেগো সজনি !	রজনী-স্বপন	বিরলে বলিয়ে তোরে ।
রসিকশেখর	গোরা রসভরে	অখির হেরিয়া মোরে ॥
হাসি হাসি আসি	কুচ পরশিতে	তরসি ঠেলিলু পাণি ।

মনরে উলাসে	পাশে বসি কত	কহরে কাকুতি বাগ্নি ॥
নয়ানের কোণে	চাহিলু তা পানে	তখনি নাগররাজ ।
বদনে বদন	ঝাঁপি কাঁপে ঘন	অমনি পাইলু লাজ ॥
নরহরি পছ	পর্যণ পুতলি	এত বা জানয়ে রঙ্গ ।
সাধে করি কোলে	অলপে অলপে	তলপে গড়ায় অঙ্গ ॥৪

পুনঃ বিভাষ—

স্বপনে বধুয়া মোর পালকে বসিয়া গো বারেক চাহিলু তার পানে ।
 পিরোতি মুরতি গোরা কত আদরিয়া গো আপনা অধীন করি মানে ॥
 সে চাঁদ বদনে মোরে বারে বারে কয় গো পর্যণ অধিক মোর তুমি ।
 ইহা বলি কোলেতে করিয়া স্থপে ভাসে গো লাজেতে মরিয়া যাই আমি ॥
 সাজায়া তাধূল মোর বদনে সেঁপিয়া গো মদনে বিভোর হইয়া চায় ।
 সে কর-পল্লবে পুন আর পরশি গো পর্যণ নিহিয়া দেই তায় ॥
 মধুর মধুর হাসি অনিয়া বরষে গো কিবা বা সে সুরসিকপল্লা ।
 নরহরি প্রাণপিয়া হিরার পুতলি গো যুবতী মোহিতে একজনা ॥৫১১

অথ সংক্ষিপ্তসন্তোগরসোদগারে (বিভাষ)

সহচরী পরম উলাসে । পুহে কত স্নমধুর ভাষে ॥
 কহ গোরাচাঁদের বিলাস । কেমনে পূরিল অভিলাষ ॥
 শুনি ধনী আনন্দে সঁতারে । লাজে কিছু কহিতে না পারে ॥
 নরহরি না বুঝে এ রঙ্গ । অপরূপ প্রেমের তরঙ্গ ॥১১২

অত্রাপি প্রার্থনা— (তোড়ী)

নদীয়া নাগরী চরিত যত । একমুখে তাহা কে কবে কত ॥
 রসে ডগমগ সতার হিয়া । গড়াইল বিহি জানি কি দিয়া ॥
 গোরা প্রেম-সুধাসায়রে নিতি । সঁতারয়ে সভে কে বুঝে রীতি ॥
 কহে নরহরি মরম-কথা । গাই যেন সদা এ গুণগাথা ॥২৩৥

ইতি তৃতীয় প্রকরণে দ্বিতীয় আন্বাদঃ ॥

ওহে বজ্রগগ আশ্বাদহ সানহিতে । গাইল দ্বিবিধ গৌর-গীত ক্রমমতে ।
 ত্রীরাধিকা-পূর্বরাগ প্রথমে এ ত্রয় । গাইব গায়ক সবে যেই ইচ্ছা হয় ॥
 নরহরি কহে কৃপা কর শ্রোতাগণ । ক্ষুরক এ পূর্বরাগ রসের গারন ॥
 শ্রীরাধারমণ শ্রীমদ্ভানুসুধানিধে !

শৃঙ্গারবীণ মাং পাতু ললিতাদিপ্রিয় প্রভো ! !

মোহিনী ছন্দঃ ।

জয় জয় শ্রীউজ্জল রস সুন্দর । যো রসময় রাধানাগরবর ॥
 সকলরসাকর পরম মনোরম । রসিকবৃন্দ-মুদবর্দ্ধন নিকুপন ॥১

দোহা—

শ্রীমদ্রাধাকৃষ্ণ রস অমিয় পরম অনুপাম ।

রসিক সঙ্গ অমুরাগ জির কব পৌরব ঘনশ্রাম ॥০॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হইয়া সন্তোষ । ক্রমভঙ্গে মু অজ্ঞে না লইবে দোষ ॥
 অপূর্ব শৃঙ্গার রস হরে সব খেদ । বিপ্রলস্ত সন্তোগ—শৃঙ্গার দুই ভেদ ॥

উজ্জলে—

স বিপ্রলস্তঃ সন্তোগ ইতি দ্বৈধোজ্জলো মতঃ ॥

বিপ্রলস্ত চতুর্বিধ উজ্জলে প্রকাশ । পূর্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্র্য প্রবাস ॥

তথাহি উজ্জলে—

পূর্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্র্যমিত্যপি ।

প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলস্তচতুর্বিধঃ ॥

চতুর্বিধ সন্তোগ কহিয়ে মুখ্যাখ্যান । সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান ॥
 স্বপ্নপূর্ব এই চারি গৌণ সংজ্ঞা হয় । সন্দর্শন জল্প স্পর্শাদি আর কত হয় ॥

তথাহি উজ্জলে—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামাহুকূল্যান্নিবেবয়া ।

যুনোরুপাসমারোহন ভাবঃ সন্তোগ ঐধ্যতে ॥

মনীষিত্তিরিয়ং মুখ্যো গোঘাশ্চতি দ্বিষোদিতঃ ॥

মুখ্যো জাগ্রৎস্বহ্মায়াং সন্তোগঃ স চতুর্বিধঃ ।

তান্ পূর্ব'রাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ ।

জাতান্ সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্নক্ৰিমতো বিদুঃ ॥

স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোহস্ত হরে গৌণ ইতীর্ষ্যতে ॥

অথৈতেষু নিরূপ্যন্তে তদ্বিশেষাঃ সুপেশলাঃ ।

যেহ্মুতাবদশামস্যাঃ প্রাপ্ণুবন্তি রতে স্মৃটং ॥

তে তু সমদর্শনঃ জরঃ স্পর্শনং বস্ত্র'রোধনমিত্যাবয়ঃ ॥

সন্তোগ পুষ্টিতা বিপ্রলস্তে বিলক্ষণ । পূর্ব'রাগক্রমে ইহা কর আশ্বাদন ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

যূনোরযুক্তয়ো ভাবো যুক্তয়ো ব'থ যো মিথঃ ।

অভীষ্টালিঙ্গনাগীনা'ননবাস্তৌ প্রকৃষ্যতে ॥

স বিপ্রলস্তো বিজ্ঞেয়ঃ সন্তোগোন্নতিকারকঃ ।

ন বিনা বিপ্রলস্তেণ সন্তোগঃ পুষ্টিমশ্নু তে ।

কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগৌ বিবর্দ্ধতে ॥

শ্রীরাবিকা-পূর্ব'রাগ রসের পাঠ্য । প্রথমে গাইয়ে শ্রীউজ্জ্বল-অহ্মদার ।

তথাহি উজ্জ্বলে—

অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবতাপি ।

আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তে স্মাচ্চাক্রুতামিকা ॥

দর্শন শ্রবণাদিতে জন্মে যেই রতি । সঙ্গমের পূর্ব' সেই পূর্ব'রাগ খ্যাতি ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

রতি ধা সঙ্গমাৎ পূর্ব'ং দর্শন-শ্রবণাদিজা ।

তয়োরুন্মীলতি প্রাক্তৈঃ পূর্ব'রাগঃ স উচ্যতে ॥

সাক্ষাৎ চিত্রপট স্বপ্ন আদি যে দর্শন । বন্দীদৃতী সখীমুখে গীতাদি-শ্রবণ ॥

লালসাদি দশা—কানলেখা মাল্যার্পণ । সংক্ষিপ্ত সন্তোষ আদি ইহাতে বর্ণন ॥
আদি শব্দে সম্পন্ন স্পর্শিবি সংক্ষিপ্তেতে । জানো সে কচিৎ মহাপ্রেমবিহ্বলেতে ॥
শ্রীউজ্জলক্রমত কহি তার পরে । কব সে সংক্ষেপে আর ক্ষুরে যে অন্তরে ॥
পূর্বরাগে রাইদশা দেখি সখীগণ । পরস্পর কহে নানা বিতর্কবচন ॥
করয়ে লালসা ব্যক্ত ভাসি প্রেমরসে । নরহরি গায় তাহা মনের উল্লাসে ॥

শ্রীরাধিকার্য শুদ্ধশাং বিলোক্য কাচিৎ সখী সখীং প্রত্যাহ—

ধানশী—

চন্দ্রবদনী ধনী রঙ্গিণী রাধা । মাধুরী নিরুপম চরিত অগাধা ॥
পেখলু আজু কি অপরূপ রঙ্গ । ঘন ঘন মোড়ই সুললিত অঙ্গ ॥১॥
মধুরিম খঞ্জন নয়ন পদারি । অমুখণ চৌদিক চকিত নেহারি ॥
হিয় অতি অখির হোয়ই অবিরাম । কি ভেল কছু না বুঝই ঘনশ্যাম ॥২

পুনঃ বালা ধানশী—

রাইয়ের চরিত বুঝিতে ভার । এমন কথন না দেখি আর ॥
কানড় কুসুম করেছে লইয়া । অনিনিথ আঁখে রহয়ে চায়া ॥
তিল আধ ধুতি ধরিতে পারে । অমুখণ মনে মনে কি করে ॥
কি হৈল অন্তরে কিছু না ভায় । নরহরি কত সুধাবে ভায় ॥২

পুনঃ তোড়ী—

শুনহিতে কাণে আন শুনতহি অরু বুঝহিতে বুঝত আন ।
পুছহিতে গদগদ উত্তর না নিকসই কহহিতে সজল নয়ান ॥
সখি হে ! কি ভেল এ বর নারী ।
করহি কপোল থকিত রহ ঝামরি জন্ম ধনহারি জুয়ারী ॥৩॥
বিছুরল হাস রভস রসচাতুরি বাউরী জন্ম ভেলি গোৱী ।
ঘন ঘন দীঘ নিশাসি তনু মোড়ই সঘন ভরম ভেলি ভোৱী ॥
কাতর কাতর নয়নে নেহারই কাতর কাতর বাণী ।

না জানি কোন্‌ তুখে দারুণ বেদন বর বর কমলনয়ানি ॥
ঘন ঘন নয়ানে নীর ভরি আয়ত ঘন ঘন অধরহি কাঁপ ।
বলরাম দাস কহ জাননু জগমাহ প্রেমক বিষম সন্তাপ ॥৩০॥

পুনঃ স্মৃহই—

আজ্ঞু এ চন্দ্রবদনী সুকুমারী । কাহে ঐছে ভেল লখই ন পারি ॥
প্রেম কি কবহি করই ইহ রীত । লাগল দেব-দিঠি ন পরতীত ॥
নিকরুণ বিহি কি করল নাহি জান । হোয়ল বিষম দশা অল্পমান ॥
নরহরি কহই সখীক মুখ হেরি । পুছহ শপথ দেই পুনবেরি ॥৩১॥

সখী শ্রীরাধিকার প্রত্যাহ— (স্মৃহই)

রাই ! এমম কেনে বা হইলা । কিরূপ দেখিয়া আইলা ॥
মরম কহ না মোয় । বিয়াধি ঘুচাঙ তোর ॥
না পারি বুঝিতে রীত । সব দেখি বিপরীত ॥
সোনার বরণ তনু । কাজর ভৈ গেল জহু ॥
নয়ানে বহয়ে ধারা । কহিতে বচন হারা ॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ । কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥৩২॥

পুনঃ ধানশী—

নয়নক নীর থির নাহি বাঁধই পুন পুন মেটসি তায় ।
এ মুখমণ্ডল কাহে নিরস ভেল কহ কাঁহা দৌদল গায় ॥
সম্বিহে ! না বুঝিয়ে তোহারি চরিত ।

নিজ মনোরথ তুহঁ নিজজনে বঞ্চসি কিয়ে কঠিন তুমি চিত ॥৩৩॥
খণে খণে অঙ্গহি প্লবক মুকুল ভর বসনহি গোপসি তায় ॥
সচকিত লোচনে জলদ নেহারসি মানসি হাথ বাঢ়ায় ॥
ইহ ঘর বাহির করসি নিরন্তর খণে খণে দশ দিশ হেরি ।
অন্তর ময়ূরী সহ হাসি সন্তাসসি কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি ॥

কেলি কদম্ব বিপিন পুন হেরসি ঘন ঘন তেজসি শাস ।
কালিন্দী নামে ৰোই উতৰোগসি ভগ ঘনশ্ৰামিৰ দাস ॥৬

এতৎ শ্ৰদ্ধাপি মৌনং লক্ষ্যতে, পুন স্তত্ৰাহ (বেলাবলী)

সুন্দরি ! কি কহব কহই না হোৱ ।

জাননু কঠিন কপটমতি অতিশয় কো কহ সুখদ সরলমতি তোয় ॥৭
গোপসি মৰম না কহসি কাছ সঞে নিজজন মৰম না সম্বাসি ধোৱি ।
তোহে কাতর হেরি কাতর অতিশয় সহই না পাৱি ৰহই দিঠি মোৱি ॥
তুয় মুখ মলিনে মলিনমুখী সখী কছ কহইতে বদনে না নিকসই বাণী ॥
তেজসি তুহ বব চমকি শাস তব ঘন ঘন নিশসি ধৰই উৱে পাণি
তুয় বৃগ নয়ন- কমলে জল গলইতে গলয়ে নয়ন জলু স্বৰযনী ধাৱা
দহই হৃদয় তুয় লাগি দিবস নিশি নৱহৰি সহ কৰু যুগতি অপাৱ ॥৮

পুনঃ ধানশী—

এ ধনি ! পুছইতে না কহসি বাত । সহচরী জীবন সঘনে জয়ি যাত ॥
তুহ তেলি বিকল তোহে সখি হেরি । শিৱে কৰ হানি ৰোৱয়ে বহুবেৰি ॥
শুনইতে তুয়মুখ বচনহি খেম্ৰি । , দেবে মানায়ই কৰবুগ যোড়ি ॥
অমুখণ হুখিত সকল সখী তোৱ । কৰু কত খেদ কহই নাহি ওৱ ॥
কহইতে যদি তুহ কৰবি বিয়াজ । হোৱব বিবম বুঝলু সখীমাঝ ॥
তাহে ভগহ নিজ বচনবিশেষ । নৱহৰি সাখী না ৰহ হুখলেশ ॥৯

পুনঃ বেলাবলী—

এধনি ! পুন পুন কহব কি তোয় ।

তুয়া বেদন কভু সহই না পাৱই অবনত মাথ সঘনে সব ৰোয় ॥১০
কহ সখী মাঝ শুনি কি মুখ মোড়ব জীবন পণ এক কৰব নিৰ্ভাৱ ॥
চটব অচলে পুন পড়ব ধৱণি পৱ পীয়ব বিবম গৱল অনিবাৰ ॥
বজৱ-নিপাতে ছাতি তাঁহি পাতব দহদহ লহনে কৰব পৱৰ্শ ॥

বুড়ব অধিক অগাধ সিন্দূরধি যোগিনীবেশে ভ্রমব সবদেশ ॥
 গলব হিনালয়ে করব কঠিন তপ বৈঠব নিপট বিকট বনমাঝ ॥
 শিখব মন্ত্র মর্হোষধি নরহরি যৈছে হোয়ব সিধি করব সে কাজ ॥২

পুনঃ বেলোয়ার—

এনব রমণী-শিরোমণি গোরী ।

হোয়সি ছুখিত দুখায়সি পরিজনে মরম না বুঝসি বুঝল বুধি থোরি ॥৩
 যদি কেহ কহি কি কাজ সিধি হোয়ব ইহ সংশয় চিতে না কর বিচার ॥
 ভগবতী চরণ প্রতাপে স্থলভ সব এ তুয় সখী ন কি করই না পার ॥
 রোকব তপন করব কর শীতল লজ্যব মেরু করব পুন চুর ॥
 বিষংরে অমিয় বমায়ব অম্বুধি পিয়ব দহন দরপ করব দূর ॥
 কালিম হরব করব বিধু পূরণ বাধব পবন বহায়ব মন্দ ।
 শেতিম মোট অশিত ঘনে দামিনী থির করব নরহরি পরবন্ধ ॥১০॥

পুনঃ সুহই—

এধনি ! কাহে না কর বিশোয়াস । বুঝি কহু দোষ করলু তুয়া পাশ ॥
 কিয়ে ইহ ভাগ হোয়ল অতিহীন । কিয়ে সখীগণে তুলু জানসি ভিন ॥
 কিয়ে কৌ নন্দব ইহ অতুমানি । না কহসি মরমক বেদন বাণী ॥
 নরহরি না বুঝই কিয়ে হিয় মাঝ । নিজজনে গোপন অহুচিত কাজ ॥১১॥

শ্রীরাগ—

শুনইতে সহচরী-বাণী । নিশসই কমলনয়ানী ॥
 নিঝরে ঝরই দিঠি লোর । অবনত বয়ন উজোর ॥
 উমড়ই হিয় নবলেহ । যতনে না বাধই থেহ ॥
 নরহরি সহচরী পাশ । কহে ধনী গদগদ ভাষ ॥২১

শ্রীমত্যা—

(শ্রীরাগ)

কি জানি বিয়াধি মোর হতচিতে উপজল কিছুই না পাইয়ে থেহ ॥

বুঝিতে না পারি হাম কিবা হয় পরিণামে কৈছনে হোয়প এহ ॥
 ইহ মঝু বেদন হিয়ে হয় ষেছন সান্নিহে কহিয়ে বিশেষ ॥
 উপশম লাগি যদি করি তছু ঔষধি নিন্দব দেশ বিদেশ ॥
 সই ঘুচয়ে মরনক দাহ ।

যাহাতে নাহিক লাজ যদি হয় অছু কাজ ঐছে উপায় হান চাহ ॥৫৥
 যখনন্দনে কহে শুনিলে সে ভাব নহে না করো মরমে তুহঁ আন ॥
 তোমার অন্তরে যাহা তেজি লাজ কহ তাহা তবহঁ সে করিয়ে বিধান ॥১৩

পুনঃ শ্রীমত্যাহ—

(সুহই)

কি পুছহ এ সখি ! করনু অকাজ । কহইতে অন্তরে উপজয়ে লাজ ॥৬৥
 কোই সুপুরুষ সরসতমু শ্রাম । বুঝি ব্রজমাঝ রহই কো গাম ॥
 পৈঠল অলখিত হিয়মাহা মোরি । ধৈরজ ধরন না রাখল খোরি ॥
 পলছন মন না রহয়ে মঝু ঠাম । ভেল বিপরীত জানয়ে ঘনশ্রাম ॥১৪

ততঃ সখী আহ—

এ ধনি পছনিনী গোরী ।	জানলু তুহঁ অতি ভোরী
চতুর সখীক সমাঝ ।	কহইতে বাসহ লাজ ॥
ইথে উপজয়ে মঝু হাস ।	অবহ না কর বিশোয়াস ॥
কহ কহ বিবরি বিশেষ ।	না রহব ইহ দুখলেশ ॥
তুয়া লাগি তেজব পরাণ ।	করব তোহারি মনমান ॥
শুনি স্থখে উমড়য়ে রাই ।	কহে নরহরি মুখ চাই ॥১৫৥



যত দর্শন, তথাহি উচ্চলে—

সাক্ষাৎ কৃষ্ণ চিত্রে চ স্ত্রীং স্বপ্নাদৌ চ দর্শনং ।

সাক্ষাৎ কথা—

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমদর্শনে শ্রীরাধাপ্রভঃ—

বেলাকণী—

এ সখি ! কো উই নব স্বরাজ ।

নীল নিকট নট

বর তিরিভগ্নিম মনমথদমন ভুবনজয়ী সাজ ॥৩

মরকত তিমির

জলদ দলিতাজন পুঞ্জ দরপভর ভঞ্জন কাতি ।

কুঙ্কিত কচ-রচ

নাতি রুটির শিখি- পিঙ্গু কুসুম তহি মধুকর ভাতি ॥

ভাল তিলক রঙ্গ

কত প্রতি কুণ্ডল গণ্ড স্বর্গগন মুকুর রহ দূর ।

অতুলিত মোতি

জ্যোতি লস নাসিক খগপতি চক্ষু গরব করু চুর ॥

শরৎ স্বধাকর-

নিকর নিম্নি মুখ মধুরিম অমির বরত মৃদুহাস ।

সোচন চপল-

চোর কুলদত্তী চরিত কিস সুখবন রহরি দাস ॥১৬

পুনঃ শ্রীরাগ—

ইন্দীবর উদর সহোদর মেহর শোভা ।

কাঞ্চননিভ অম্বর পরিধান ভুবন লোভা ॥

পরিসর বস্ত্র-বক্ষ লসত মুক্তা মণিহার ।

নীলাচ্চলশিখরোপরি জম্বু জাহ্নবীধারা ।

চঞ্চল অলকাবৃত মুখ মঞ্জুল ছবি ভারি ।

বিকসিত কমলে জম্বু ভ্রমরাবলি বলিহারী ॥

খঞ্জন যুগলোচন ধৃতিমোচন ঘনশ্রাম ।

জগদনঙ্গময় করু সখি ! কো যুবাভিরাম ॥১৭

ততঃ সখ্যা উত্তরং—

(ধানসী)

রাই কত কব তুয়া কাছে ।

জলদ বরণে কেউ আছে ॥

যে বায়েক চায় তার পানে ।

সে কহু না লাজ ভয় মানে ॥

কুলে শীলে তিলাঞ্জলি দিয়া ।

রাই রহয় বাউরী হইয়া ॥

হেন কুলবধু নাই আর ।

সদা না বুয়ে হিয়া যার ॥

সে শোভা-সায়রে রয়ে ভাসি ।

মদনে মাতরে দিবানিশি ॥

কিরূপ দেখিলে কালাচাঁদ ।

কেমন তাহার প্রেমফাঁদ ॥

দেখিতে কেমন হৈল হিয়া ।

কহ কহ লাজ তিয়াগিয়া ॥

অমিয়া ঝরয়ে তুরামুখে ।

পিয়া হিয়া উমড়য়ে স্নেখে ।

নরহরি নিছনি পরাণে ।

শুনিত কত না সাধ মনে ॥১৮

পুনঃ ধানশী—

এ ধনি ! সমুখল শুভদিন আজ ।

মরম উঘারি কহবি সখীমাঝ ॥

শুনি সখী-বচন রমণীমণি গোরী ।

পুলকিত তহু অমুপম রস ভোরি ॥

ঝাঁপি বসনে মৃদু অধর উজোর ।

করু দিঠে ভাঙ্গি ভুবন মনচোর ॥

নরহরি সহ সহচরী মুখ হেরি ।

অধিক উজ্জ্বাহে কহই পুনবেরি ॥১৯

শ্রীমত্যাহ—

(তোড়ী)

মত্ত ময়ূর

শিখণ্ডক-মণ্ডিত

চূড়য়ে মালতী মাল ।

পরিমলে মাতি

পাঁতি মত্ত মধুকর

গুঞ্জরে ততহি রসাল ॥

সজনি ! পেঁখলু বরজকিশোর ।

পিবইতে বদন-

সুধাকর মাধুরি

ভুলল নয়নচকোর ॥২০

নীল জলদ তহু

তাঙ মদন ধহু

নয়নকমল ফুলবাণ ।

জরজর লাজয়ে

গুরুকুল গৌরব

সংশয় রহল পরাণ ॥

মদন মকর জহু

মণিময় কুণ্ডল

টলমল দোলত কাণে ।

হেরইতে কুলবতী-

মীন গরাসয়ে

গোবিন্দ দাস পরমাণে ॥২০

পুনঃ সিদ্ধুড়া—

অঙ্গে অঙ্গে মণি

মুকুতা খিচনী

বিজুরি চমকে তার ।

ছিছি কি অবলা

সহজে চপলা

মদন মুকুতা পায় ॥

মরি সহি ! ওরূপ নিহনি লৈয়া ।

কে জানে কি খেণে	কো বিধি গড়ল	কিরূপ মাধুরি দিয়া ॥৫৭॥
চুন্ চুন্ ছুটি	নয়ান কোণেতে	চাহনি মোহন বাণে ।
তেরছ বন্ধানে	বিষম সন্ধানে	মরমে মরমে হানে ॥
চন্দন তিলক	আধ ঝাঁপিয়া	বিনোদ চূড়াটি বাধে ।
হিয়ার ভিতরে	লোটায়া লোটায়া	কাতর পরাণ কাঁদে ॥
আধ চরণে	আধ চলন	আধ মধুর হাস ।
এই মে ঝান্সিয়া	ভালে সে ঝুরিয়া	মরে বলরাম দাস ॥২০

পুনঃ কামোদ—

নাগরানোহন ফাদ কপালে চন্দন চাঁদ আধ টালিয়া চূড়া বাঞ্চে ।
বিনোদ ময়ূর পাখে লোক ভয় নাই রাখে মোপুন ঠেকিলু ওনা ফাঁন্দে ॥
সই কি আর কি আর বোলো মোরে ।

জাতি কুল শীল দিয়া ওরূপ নিহনি লৈয়া পরাণে বাঁধিয়া থোব তারে ॥৫৮॥
নয়ানকোণের বাণে হিয়ার ভিতরে হানে কিবা ছই ভুরুর চালনি ।
বেথিরা ও মুখহান্দ কান্দে পুণিমক চান্দ লাজ ঘরে ভেজাল্যে আগুণি ॥
আই আই মৈলু মৈলু কি রূপ দেখিয়া আইলু কালা অঙ্গে পড়িছে বিজুরি ।
স্বরূপে দড়ালু মনে এ নব যৌবন ধনে আপুনি সাজায়া দিব ডালি ॥
না জানি কি কৈলে মোরে কি খেণে দেখিছু তারে এ আটপ্রহর প্রাণ ঝুরে ।
বলরাম দাসে বোলে ও না রূপ নিরখিলে কোন বা পামরী রহে ঘরে ॥২১

অথ চিত্রে যথা—

(বেলাবলী)

এ সখি এ সখি বহু করল অকাজ ।

মোহে অসিয়ানি ?	জানি নিরদয় মতি	ডারল অতিশয় সঙ্কট মাঝ ॥৫৯॥
চাতুরি করি কত	যতনে আনি পট	লেখি পুরুষবর নিরুপম সাজ ।
দেখল গুপতে	চকিত নয়নাঞ্চলে	লখাইতে পৈঠি বহল হিয়মাঝ ॥

সুবলিত তরু জম্বু জলদপুঞ্জ রুচি বরষয়ে নিরত পিরীতিময় বারি ।
কোটি কুসুমশর- গরব বিমোচন লোচন ভাঙ ভুজগ-মদহারি ॥
চান্দবদনে মৃদু মধুর হাস রস অমিয় তরঙ্গ যুবতি উমতায় ।
বিলসত বংশী অবর কর পরশত নরহরি ভণ্ড ভুবন মুকুছায় ॥২৬

পুনঃ ধানশী—

কিয়ে হাম পেখলু শশধর-বয়না । ধিরজ লাজ গেও কুল-ভয়-দহনা ॥
এ সখি ! চিত্রক মুরতি করলা । হেরই আনন্দ পরশ না হোরলা ॥২৭॥
কুঙ্কিত অধরহি মুরলী ধরেলা । অঙ্গ ত্রিভঙ্গিম অনঙ্গ রসেলা ॥
পরশিতে চাঙ করে নাহি পাঙ । ও রূপ যাহা পাঙ তাঁহা মুই যাঙ ॥
বিজাপতি ভণে সুকুমারি ! রাজা শিবসিংহ লছিমা বলিহারি ॥২৮

পুনঃ আশাবরী—

কি বলিব সখি ! বিশাখা এমন করিলে বিষম কাজ ।
ঘুচাইলে মোর এগুরু গৌরব ধৈর্য ধরম লাজ ॥
চাকু চিত্রপট চাতুরি করি সে সোঁপিল আমার হাতে ।
কি দিব তুলনা অতি-অপরূপ পুরুষ বিলসে তাথে ॥
প্রতি অঙ্গে কত অনঙ্গ মুকুছে সুচারু বদনশরী ।
সাধে সাধে মেন তা'পানে চাহিতে হিয়ার রহল পশি ॥
ছাড়াইব বলি • বিচারিতে চিতে পরাণ ছাড়িয়া যায় ।
কহে নরহরি ঠেকিলে সুন্দরি ! ছাড়াইতে নারিবে তার ॥২৯॥

অথ স্বপ্নে যথা—

(ললিত)

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি ! বলিয়ে মরম বেথা ।
রাখিবে গোপনে না কহিবে আনে এ অতি লাজের কথা ॥
অলপ রজনী কি জানি কি থেণে শুতিলু অলস দে ।
কিবা অপরূপ স্বপনে দেখিলু না জানি নাগর কে ॥

কিশোর বয়স	রসময় বপু	জলদ জিনিয়া রূপ ।
চাঁদমুখে হাসি	খসয়ে অমিয়া	কি নব মদন ভূপ ॥
বরিষয়ে খর-	তর শর অতি	চঞ্চল লোচন-কোণে ।
নরহরি রহ	নিছনি তাহাতে	যুবতি জীয়ে কি প্রাণে ॥২৫

পুনঃ মল্লার—

কিশোর বয়স কত বৈদগম্বি ঠান । মুরতি মরকত অভিনব কাম ॥
 প্রতি অঙ্গ কোন্‌ বিধি নিরমিল কিসে । দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
 মৈলু মৈলু কিনা রূপ দেখিলু স্বপনে । থাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥
 অরুণ অধর যুহ মন্দ মন্দ হাসে । চঞ্চল নয়ান কোণে জাতি কুল নাশে ॥
 দেখিয়া বিদরে বুক ছুটি ভুরু ভঙ্গি । আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী ॥
 মস্থর চলন থানি আধ আধ যায় । পরাণ কেমন করে কি কহিব কায় ॥
 পাষণ নিলিয়া যায় গায়ের বাতাসে । বলরাম দাস বোলে ওরস-পরশে ॥২৬

পুনঃ বিভাষ—

সজনি ! স্বপনে	দেখা দিল মোরে	না জানি নাগরকে ।
দামিনী-দমন	বসন বিলাসে	জলদ জিনিয়া দে ॥
মদন-কদন	বদন মাধুরী	শরদ শশির ঘট ।
হাসিতে খসয়ে	সুখা রাশি রাশি	কিবা সে দশন ছটা ॥
ময়ূর চন্দ্রিকা	চারু শিরে শোছে	মকর কুণ্ডল কাণে ।
ভুরু কামধনু	রমণী-মরম	ভেদরে নয়ান-বাণে ॥
রুচির চিবুক	বুক পরিসর	গলায়ে মোতিম হারা ।
মরকত গিরি	শিখরে সে যেন	বহে সুরধনী ধারা ॥
ভুজ ভুজঙ্গম	জিনি যুগকর	কমল ললিত অতি ।
ভাঙ্গিয়া পড়য়ে	মাজাখানি খিণ	নবীন কেশর জিতি ॥
আম রক্তা দুয়ে	উরু নিরুপম	মঞ্জুল যুগল জাহ্ন ॥

কোন্ বিধি নির-	মিল পনতল	যেন প্রভাতের ভাঙ্গু ॥
কুঞ্জর গমনে	আইসে আমা পানে	ভক্তিতে ভুবন ভুলে ॥
সে তহু মৌরভে	মধুকর গণ	মাতিয়া চৌদিকে বুলে ॥
তার পানে চাহি	চমকি জাগিলু	আঁখে অগোরল বারি ।
নরহরি সাথী	সেই হৈতে চিতে	ধৈরজ ধরিতে নারি ॥২৭

অথাপি-পদে যথা— (ধানসী)

এ সখি ! কি কহব তোয় ।	বিহি কি ঘটায়ল মোয় ।
শ্রাম বরণ যুবরাজ ।	আপে উয়ল হির মাঝ ॥
অপরূপ তছ মুখচন্দ ।	জন্ম কত মনমথ ফন্দ ॥
মধুর মধুর মুহু হাস ।	করু কত রস-পরকাশ ॥
বক্সিম নয়ন উজোর ।	যুতি ধিরজ ধন চোর ॥
পিঙ্কখচিত বরকেশ ।	বালমল নিরুপম বেশ ॥
কো উহ নহ অহুমান ।	বিসরিতে বিকল পরাণ ॥
নরহরি করব কি থির ।	অমুখণ বিরস শরীর ॥২৮

পুনঃ বালা ধানসী—

কি বলিব সখি ! মরম তোরে ।	না জানি বিহি কি করিলে মোরে ॥২৯
সে নব কালিয়া কোথা না ছিল ।	হিয়ার মাঝারে উদয় হৈল ॥
না দেখি না শুনি না জানি কে ।	সদাই নয়ানে নাচিছে সে ॥
মুখে হাসি সুধা খসয়ে তাথে ।	যেন কথা কহে আমার সাথে ॥
পাশরিতে নারি কি হৈল দায় ।	ভাবিতে ভাবিতে পরাণ যায় ॥
নরহরি কহে বুকিলু মনে ।	মজিলে সুন্দরি ! উহারি সনে ॥৩০

ইতি দর্শনং

অথ শ্রবণং — তথাহি উজ্জ্বলে —

বন্দী-দূতী-সখীবক্তাদ্ গীতাদেশ্চ শ্রুতি উবেৎ ।

তত্র বন্দিবক্তাদ্ যথা— (তোড়ী)

বেশ বিরচি	বিশেষ সখি ! মনু	ভেল হিয়কি ছলাস ।
তুরিত নিরঞ্জে	যাই বৈঠলু	রহি ন দোসর পাশ ॥
হেরি তহি নব	বল্লবীচয়	চপল অন্তর মোর ।
তোড়ি কুসুম সু-	হার গুথন	লাগি কৌতুক জোর ॥
সেই সময় সু	দূর রছ বর	বন্দীগণ মন মাতি ।
পরসপর উহ	শ্রামসুন্দর	চরিত ভণ কত ভাঁতি ॥
তাক তনক এ	শ্রবণ পরশত	হরল সকল গেয়ান ।
হোয়ল অতি বিপ-	রীত অন্তর	মরম নরহরি জানি ॥৩০

অথ দূতীবক্তাদ্ যথা— (ললিত)

কি কব সজনি !	মেঘঘটা পানে	চাহিতে উলস হিয়া ।
অতি তরাতরি	নিরঞ্জে ওগো	একাকী বসিলু গিয়া ॥
চাঁপাফুল কলি	তুলিয়া কত না	বতনে গাঁথিয়ে হার ।
সে সময়ে আমা	পাশে আইসে মোর	দূতী সূচরিত তার ॥
মধুর মধুর	হাসি ভাষি সুখে	মো সহ কহয়ে কথা ।
এই মেঘপারা	মুকুতি সুন্দর	জনেক আছয়ে এথা ॥
ইহা শুনি মন	অবশ হইল	তারে না জানিলু কে ?
নরহরি ভণে	মনে অনুমানি	রমণীমোহন সে ॥৩১॥

অথ সখীবক্তাদ্ যথা— (ধানসী)

কি বলিব ওগো	দিবা-অবসানে	হৈল কি চঞ্চল হিয়া ॥
অতি তরাতরি	বেশ বনাইতে	বিরলে বসিলু গিয়া ॥
সাধে সাধে সখী	কেশ খসাইয়া	কুসুমে কবরী বান্ধে ।

কুঙ্কুম কঙ্করী চন্দনেতে চিত্র রচয়ে বিচিত্র ছান্দে ॥
 অঞ্জনে রঞ্জই আঁখিযুগ গলে দিয়া নীলমণি হার ।
 ধীরে ধীরে কহে তার গুণগণ অঞ্জন বরণ যার ॥
 আহা মরি মেন হেন নাহি শুনি কিবা সে অমিয়া ধারা ।
 নরহরি জানে কাণে সামাইয়া করিলে বাউরী পারা ॥৩২॥
 অথ গীতাদ্ যথা— (সিদ্ধুড়া)

কো উহ শ্রাম স্নজান ।

কি মধুর মধুর তাক গুণমাধুরি কো শুনি ধরব পরাণ ॥৩৩॥
 গায়ক সুর পর- বীণ বীণসহ গায়ত কত কত ভাঁতি ।
 লাগল কুবুধি সাধে কত যতনহি দূরে গুননু শ্রুতি পাতি ॥
 চলইতে চরণ অচল চিত চঞ্চল ধৈরজ রহব কি মোর ।
 লোচন বারি নিঝরে ঝরু ঝরঝর নহই নিবারণ থোর ॥
 হোয়ল বিষম কি করব প্রাণসখি ! আন শ্রবণ নাহি ভায় ।
 নরহরি ভণ তহু ঐছে রীত ধনি ! তা বিহু বিকল উপায় ॥৩৪॥
 অথাদি-পথে— (আকস্মিক শুকমুখবংশীতাদি)

অকস্মাদ্ যথা— (স্নহই)

কো উহ নব যুবরাজ । জলদবরণ নট সাজ ॥
 গুনইতে তহু পরসঙ্গ । অবণ হোয়ল সব অঙ্গ ॥
 বিদরলু গুরুজন কাজ । খোয়লু কুলভয় লাজ ॥
 ধৈরব রহল ন থোর । নগনে অগোরল লোর ॥
 যাহা রহ সো নটরায় । তাহা চলইতে চিত ধায় ॥
 নরহরি যতনে নেবারি । রহই না শকতি সত্তারি ॥৩৫॥

শুকমুখাদ্ যথা— (আশাবরী)

গুনহ সখি ! মঝু মরম কাহিনী কহই নিরঞ্জে তোয় ।

ভবন নিকট	নিকুঞ্জে পৈঠলু	দৈব লাগলি মোয় ॥
তাহি নিরখলু	তুঙ্গ তরু পর	বৈঠি রহ শুকপাখী ।
কৃষ্ণ-শব্দকি	মধুর উচরই	কত সুধা সঞে মাখি ॥
নিপট চপলন	রহল চলু মঝু	প্রাণ লেই নিজ সাথ ।
নিরদয় বিহি কিয়ে	করল অন্তর	তনক ন হোই সোয়াথ ॥৩৫॥

বংশীশ্রবণাদ্ যথা—

(তোড়ী)

কি শুনলু ললিত নাপবন মাঝ ।	খোরলু কুলশীল ধৈরজ লাজ ॥
চলইতে তাহি চললু পথ যোয় ।	তুরিতহি ধাই ধরল সখি ! মোয় ॥
লেই চলল গৃহ যতনে নেবারি ।	উমড়ই হিয় পুন রহই না পারি ॥
তব উহ সকল কহল সমুঝায় ।	বায়ই বংশী শ্রাম নটরায় ॥
ঐহে বচনে মন অধিক অধির ।	ঝরই নয়ন ঘন অবশ শরীর ॥
যাকর নাম শ্রবণ মনহারি ।	সো জনি কৈহে কতহি গুণধারী ॥
কোই ন করহি কহল ইহ বাণী ।	বিহি মোহে আজু ঘটায়ল আনি ॥
অব কি উপায় করব কহ মোয় ।	ভণ ঘনশ্রাম ধিরজে সব হোয় ॥৩৬॥

ইতি শ্রবণং

পুনঃ শ্রীমত্যা—

(ধানশী)

সখি ! কি আর বলিব তোরে ।	বিহি বিপাকে ঠেকাইলে মোরে ॥
মুই অলপ বয়স বালা ।	মোরে সহে কি এতেক জালা ॥
ইহা আনে জানাইতে নারি ।	সদা অন্তরে গুঁমেরা মরি ॥
বুঝি না রবে এ কুল লাজ ।	ইবে কলঙ্ক ভুবন মাঝ ॥
মনে হৈতে যে ছাড়াইতে পারে ।	এই পরাণ সেঁপিয়ে তারে ॥
নরহরি কহে ইহা ভার ।	প্রাণ ছাড়িলে না ছাড়ে আর ॥৩৭॥

পুনঃ ধানশী—

ওহে সখি ! কি উপায় বোলো ।

সদা ভাবিতে পরাণ গেলো ॥

মোর মনেতে আছয়ে যাহা । বুঝি সকল না হবে তাহা ॥
 এত কহি বিনোদিনী রাই । ভেল নীরব চৌদিগে চাই ॥
 তিন আধ হৈতে নায়ে থির । ছুটি নয়ানে ঝরয়ে নীর ॥
 সহচরী কত প্রবোধ দিরা । করে যুগতি যতন পাইয়া ॥
 কেহো কহে নরহরি দাসে । বেগে গাইতে শ্রামের পাশে ॥৩৮॥

অথাস্তদূতী-গমনঃ কথা—

অথাগ্রিতসহায়ানাং কৃষ্ণসঙ্গমতৃষ্ণা ।
 এতাসাং পূর্বরাগাদৌ দূত্যযুক্তি বিলিখাতে ॥
 দূতী স্বয়ং তথাশ্রু চ দ্বিধাত্র পরিকীর্তিতা ।

অথ স্বয়ংদূতী—

অতোংস্রক্যত্রটদ্ভীড়া বা চ রাগাতিমোহিতা ।
 স্বয়মেবাভিষুঙ্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা ॥
 স্বাভিযোগাগ্নিধা প্রোক্তা বাচিকাক্ষিকচাক্ষুধাঃ ।

তথাশ্রুদূতীলক্ষণমাহ—

ন বিশ্রান্তস্ত ভঙ্গং বা কুর্যাৎ প্রাণাত্যয়েষপি ।
 স্নিগ্ধা চ বাগ্নিনী চাসৌ দূতী শ্রাদ্ গোপস্রজবাং ॥
 অমিতার্থা নিম্নষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা ।
 তাঃ শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকা ॥
 ধাত্রেয়ী বনদেবী চ সখী চেত্যানদয়ো ব্রজে ।

তত্র সখী—

স্বাত্তনোহপ্যধিকং প্রেম কুর্বাণামন্তোন্তমচ্ছলম্ ।
 বিশ্রান্তিণী বয়োগেশাদিতিস্থল্যা সখী মতা ॥
 বাচ্যং ব্যঙ্গমিতি দ্বৈধা তদ্যমুভয়োঃরপীতি ।

সখীনাং মাহাত্ম্যমাহ—

প্রেমলীলাবিহারাণাং সমাগ্ বিস্তারিকা সখী ।

বিশস্তরত্নপেটী চেতি ।

অথ সখীনাং ক্রিয়া—

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীৰ্ত্তিত্ত্বয়োরাসক্তিকারিতা ।

অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমৰ্পণং ॥

নম'স্বাসন-নেপথ্যং হৃদয়োদ্বাটপাটবৎ ।

ছিদ্রসংবৃত্তিরেতস্তাঃ পত্যাং পরিবন্ধনা ॥

শিক্ষা সজমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ ।

তয়ো দ্বয়োৰূপালম্ব্যঃ সন্দেশ-প্রেষণং তথা ।

নায়িকাপ্রাণসংরক্ষাপ্রযত্নাভ্যাঃ সখী-ক্রিয়াঃ ॥

ইয়ং দূতী অমিতার্থা ।

কামোদ—

রাইক নিরখি দশা অমুপাম ।

দূতী অতি তুরিত চলই বাঁহা শ্যাম ॥

মনহি মনোরথ করু অনিবার ।

উলসে ধরই পগ ধরণি-রাঝার ॥

পৈঠল ললিত কুঞ্জবনমাহ ।

নাগরবর বিলসই তিহি ঠাহ ॥

নরহরি সহ উহ শুভখন জানি ।

ভেটি কহই কছু মধুরিম-বাণী ॥৩২

ভক্তাদৌ দর্শন-প্রকারমাহ—

(গাছার)

শুন শুন এ মনোমোহন কান ।

সো বিধুবলনী

চকিত তুম মাধুরি

হেরুইতে হরল গেয়ান ।

বিগলিত বেশ

বদন নাহি সম্বর

পুলকবলিত প্রতি অঙ্গ ।

সখীসহ আন

বচন নাহি অমুখ

কহই তুম্ভা পরসঙ্গ ॥

ধরই মিয়ান

প্রাণ নিরমহই

বিঘটল কুলভর লাজ ।

খণে কত বেরি

করই ঘর বাহির

বিসন্নিত গুরুজন-কাজ ॥

খঞ্জন নয়ন করই দিন যামিনী উপজল নিরুপম লেহ ।
নরহরি কতহি যতনে পরবোধই তবহি না বাঁধই থেহ ॥৪০

ততশ্চ শ্রবণ-প্রকারং— (বেলাবলী)

শুনহ সুখড়বর বরজকিশোর ।

সো নব রমণী রমণীমণি স্নন্দরী তুয়া গুণনাম-শ্রবণে ভেল ভোর ॥৪১॥
কনক নবনি জিনি কোমল তম্ব ঘন পুলক বলিত অতি অতুলিত কাঁপি ।
ধৈরজ ধরইতে করই যতন কঁত ঝরই নয়নবুগ অঞ্চলে ঝাঁপি ॥
সহচরী পাশ হাসরস-বিরহিত নিরঞ্জে বসই বিসরি সব কাজ ।
গুরুজন-বচন বজ্রসম মানই তিলে তিলে হোত শিখিল কুল লাজ ॥
লাগই গেহ বিপিন সম অবিরত উমড়ই হিয় কি গঢ়ল বিহি প্রীত ॥
চাতক-জলদে কোন গতি ভাখব নরহরি ধন্দ নিরখি উহ রীত ॥৪২



অথ দশদশাঃ—

তথাহি উচ্ছলে—

লালসোধেগজার্ঘ্যাতানবং জড়িমাত্র তু ।
বৈয়গ্রাং ব্যাধিক্রমাদো মোহো মৃত্যু দশা দশ ॥

ভক্ত লালসা—

অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়গৃহ্যতা লালসো মতঃ ।
অত্রোৎসুক্যং চপলতা ঘূর্ণা স্বাসাদয়ন্তথা ॥

তদ্ যথা—

(তোড়ী)

হেদেহে রসিকরাজ ।

হরিলে হরিণী- নয়নীর মন করিলে বিষম কাজ ॥৪৩॥
অচপল মতি ধৃতি অতিশয় কেবা না আদরে তারে ।
চপলার পারা চঞ্চল হইল সকল তেজিল দূরে ॥
নানা মণিগণে খচিত যে হেন আকিনা পানে না যায়

সে নব কদম্ব বনপানে চায় পাগলী হইয়া যায় ॥
 সখীগণ সহ কোতুকেতে যার লোচনকমল হাসে ।
 এবে সে নয়ন-বারি নিবারিতে নারে নরহরিদাসে ॥৪২

পুনঃ ধানশী—

ওহে কাল্য কাহ্ন কি করিলে কিছু না বুঝি তোমার রীতি ।
 খঞ্জননয়নী রমণীর মণি ধরিতে নারয়ে ধুতি ॥
 তুয়া নামে নাম ভশে আনে তার প্রথম আখর তায় ।
 দূর হৈতে শুনি উনমাদে তম্বু কাঁপয়ে দামিনীপ্রায় ॥
 তাহে গদগদ বাণী ঘন ঘন ভণে সে কান্দনমাথা ।
 তিল আধ ঘরে না পারে রহিতে প্রবেশি না যায় রাখা ॥
 দৈবে দূর গগনে অতি অসিত জলদ উদয় দেখি ।
 মনের উছাহে ইচ্ছে ছুটি পাখা ইথে নরহরি সাখী ॥৪৩

অথোদ্বেগঃ—

উজ্জ্বলে—

উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিঃশ্বাস-সংজরো ॥

স্তম্ভশ্চিস্তাশ্চ-বৈবৰ্ণ্য-শ্বেদাদয় উদীরিতাঃ ॥

তদ্ যথা—

(বেলাবলী)

কি কহব শ্রাম স্মৃধামুখী রীত ।

ভুলল কুলভয় বিপুল লেহ নব তুয়া গুণচরিতে মজায়ল চিত ॥৪৪॥
 অতুখণ বিষয় কম্প মন ভণই কি ধরতর শাস নিসরে অনিবার ।
 উতপত অঙ্গ অশ গতিবিরহিত ভূষণ বসন সম্ভারই ভার ॥
 চিন্তা-জলধি মাঝ ভেল নিমগন অনন্ত মাখ নখি খিতি লেখি ।
 বারিজ্ঞ নয়ন-যুগলে জল ঝলকই ঘন ঘন নিয়রে নীপবন দেখি ॥
 চুম্বত ঘরম-ছরম বিম্ব অবিরত সহচরী পবন করই দিন রাত ।
 দামিনী দাম-দমন হুতি বি-বরণ হেরইতে বিবরই নরহরি ছাতি ॥৪৫

পুনঃ ধানশী—

মাধব ! কি কহব বয়নে । যাই নিরিখ নিজ নয়নে ॥৩৭॥
সো ধনী সহচরী পাশে । দগধরে মদন-হতাশে ॥
যতনে না ধৈরজ ধরই । বরবার লোচন ঝরই ॥
কহইতে বাত না কহয়ে । নিশসি মোন গহি রহয়ে ॥
তহু রুচি কনক-কসেনা । সো কাজর-সম ভেনা ॥
ইথে ঘনশ্রাম সন্দেহ । কৈহে ধরব অব দেহা ॥৪৮

অথ জাগৰ্ঘ্যং—

তথাহি উজ্জ্বলে—

নিদ্রাক্ষয়ন্ত জাগৰ্ঘ্যো বৃন্তশোষণাদিক্রুৎ ।

তদ্ যথা—

(সুহই)

এ মনমোহন বরজকিশোর । তুয়া গুণ গুণি গুণি গোরী বিভোর ॥
পীড়িত মদনে সদন নাহি ভায় । চমকি চমকি চহ দিশ ঘন চায় ॥
মুখশশী সরস নিরস ভই গেল । অরুণিম নয়ন পলক নাহি দেল ॥
সহচরী কহি কত চাতুরী বাণী । কুসুমিত শেজে শুভায়ই আনি ॥
তাকর পরণ দহন সমু লাগি । উদসি উদসি সব নিশি রহ জাগি ॥
কাতর হৃদয় ধরণি গড়ি যার । নরহরি কত আশোয়াসব তার ॥৪৯

পুনঃ ধানশী—

তুহ মনমোহন কি কহব তোয় । মুগধিনী রমণি তোহারি লাগি রোয় ॥
নিশি দিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম । খরহরি কাঁপি পড়ই মোই ঠাম ॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয় । বিগলিত লাজ উঠয়ে তব রোয় ॥
সখীগণ যত পরবোধই তার । তাপিনী তাপ তততি নাহি ভায় ॥
ইহ কবিশেখর তাহে উপায় । রহইতে তবহি রজনি বহি যায় ॥৫০

অথ তানবং—

উজ্জ্বলে—

তানবং ক্লান্তা গাত্রো দৌৰ্বল্য-ভ্রমণাদিক্রুৎ ।

তদ্ যথা—

(ধানশী)

মাধব ! কি কহব সো বিপরীতে ।

তমু ভেল জরজর ভাবি নিরন্তর চিত রহল তছু ভীতে ॥৫০॥
 নিরগ কমল মুখ করে অবলম্বই সখীমাঝে বৈঠলি রাই ।
 নয়নক নীর থির নাহি বাধই পঙ্ক কয়ল মহি রৌই ॥
 মরমক বোল বয়নে নাহি বোলত তমু ভেল কুহ শশি ক্রীণা ॥
 অগনি উপরে ধনী উঠই না পারই ধরলি ধজা করি দীনা ॥
 তপত কনয়া তমু কাজর ভেল জমু অতিশর বিরহ-ছতাসে ।
 কবি বিতাপতি মনে অভিলাখত কানু চলহ তছু পাশে ॥৫১

পুনঃ বারাটি—

মাধব ! বিরহে বিকল স্নকুমারী । সখী পরবোধ সহই নাহি পারি ॥
 বারিজনয়নে গলই জলধার । মনমথ দাহ দহই অনিবার ॥
 ভ্রমহিতে ভূরি অবশ নিশি দিন । অসিত চতুরদশী শশিসম খীণ ॥
 তিলে তিলে বিষম কি কহ ঘনশ্রাম । না সহে বিলম্ব চলহ তছু ঠাম ॥৫২

অথ জড়িমা—

(উজ্জ্বলে)

ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রপ্নেষমুত্তরং ।

দর্শনশ্রবণাভাবো জড়িনাংসৌভিধীয়তে ॥

অত্রাকাণ্ডেহপি হৃদ্যার-স্তুভ-স্বাস-ভ্রমাদয়ঃ ॥

তদ্ যথা—

(ধানশী)

কাঞ্চন গোরী ভোরি বৃন্দাবনে খেলই সহচরী মেলি ।
 তুষাদিঠে মিঠি গরলে তমু জারল তৈথণে শ্রামরি ভেলি ॥
 মাধব ! সো অবিলল কুলরামা ।
 মরমহি গোই রোই দিনবামিনী গুণি গুণি তুষা গুণনামা ॥৫৩॥
 গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন অলখিত বিষম বিয়াধি ।

কি করব ধনী মণি মন্ত্র মহৌষধি লোচনে লাগল সমাধি ॥
 খেণে খেণে অস- ভঙ্গ তনু মোড়ই কহত ভরমময় বাণী ।
 শ্রামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥৫৩

পুনঃ স্মৃতি—

চল চল মাধব ! কি কহব তোয় । ঐছন কাজ উচিত নাহি হোয় ॥
 সো অবলা বিলসয়ে সখী সঙ্গ । কবহি না জানই রস পরসঙ্গ ॥
 বিষম কুসুমশর হানলি তায় । ধৈরজ ধরম দেয়লি উলটায় ॥
 অসময় সঘনে রচই হুত্কার । ধরই ঘিয়ান নয়নে জল ধার ॥
 অঙ্গ অবশ ভ্রম উপজ্জই তায় । দীঘ নিশাসে হৃদয় দহি যার ॥
 কহ যনশ্রাম বিলস অচুচিত । তিলে তিলে বিরহ বাঢ়ই বিপরীত ॥৫৪

অথ বৈয়গ্রাং— (উজ্জ্বলে)

বৈয়গ্রাং ভাবগান্ধীর্থ্যবিকোভাসহতোচ্যতে ।

তত্রাবিবেকনির্বোধেদাস্তদ্যদয়ো মতাঃ ॥

ভদ্ যথা— (বরাড়ী, স্মৃতি)

ওহে নিকরুণ কহিব কত । অবলা-পরানে সহে কি এত ॥
 না জানি কি কৈলে আখির ঠারে । সে সব কাহিনী কহিতে নারে ॥
 হিয়ার মাঝারে করিয়া থানা । দিলে নিরমল কুলেতে হানা ॥
 আহা মরি মরি কি হৈল তারে । দেখি কে ধৈরজ ধরিতে পারে ॥
 নিরঞ্জে নিজ সখীরে লইয়া । না জানি কি কহে শপথ দিয়া ॥
 নিরবেদে ধনী না বাধে থেহা । নরহরি কহে বিষম লেহা ॥৫৫॥

পুনঃ ধ্যানসী—

মাধব ! অব কহু কহই না যায় । তোহে বিসব্ব ধনী করই উপায় ॥
 সহচরী সহ আন বচন আলাপি । তোহারি নাম শুনইতে শ্রুতি ঝাঁপি ॥
 নিজগৃহ কাজ বিষয়ে রহ চাহ । গুরুজন-সেবনে রচই উছাহ ॥

ভরমহি নীপ বিপিন নাহি হেরি । ঘরসে বাহার না চলু একুবেরি ॥
পেশি আকুল হাম ঐছন রীত । তিলে তিলে কি হোয়ই নহ পরতীত ॥
নরহরি রুচনে করহ কিশোয়াস । তুরিতে চলহ তুহঁ তাকর পাশ ॥৬৬

অথ ব্যাধিঃ—

তথাহি উজ্জ্বলে—

অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোভাপ-লক্ষণঃ ।

অত্র শীতস্পৃহাঃ মোহ-নিঃশ্বাস-পতনাদয়ঃ ॥

তদ্ যথা—

(বজাল)

নিয়মল কুলশীল কাঞ্চন গৌরী । পাণ্ডুর কয়ল বিরহজ্বর তোরি ॥
অমুখং খলখল নিগদই রাই । নিশি দিশি রোয়ই সখীমুখ চাই ॥
শুন শুন গৌল মঙ্গল শ্রাম । কথি লাগি তাক মরমে ভেলি বাম ॥৬৭
তুয়া রূপ জগজনলোচন শোহ । একল তাহ নয়ন মনমোহ ॥
রসবতী নিরিখয়ে নয়ন পসারি । সোঙরিতে তাক নয়নে বরু বারি ॥
আন ধনী বিছরি করত আন কাম । তাকর মনহি না ভায়ই আন ॥
তুহঁ বর নাগর রসিক সৃজান । যত্ননন্দন তোহে কি কহব আন ॥৬৮

পুনঃ স্মরট—

এ মাধব ! তুহঁ মনমথভূপ । কুলবতী-ধরম-বিনাশন রূপ ॥
নয়নাঞ্চলে কি কয়লি তুহঁ তায় । মদনদহনে ঘন তম্বু দহি বায় ॥
থণে থণে মোহ নয়নে বরু বারি । চোকি উঠয়ে থণে শীত বিথারি ॥
জীবই ধনী তুয়া দরশন আশ । অরু কি কহব তোহে নরহরি দাস ॥৬৯

অথোদ্যানঃ—

উজ্জ্বলে—

সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মনস্কভগ্না সদা ।

অতশ্চিস্তদিতিল্পাপ্তিকুন্মাদ ইতি কীর্ত্যতে ॥

অত্রেষ্টদেবনিঃশ্বাস-নিমেঘবিরহাদয়ঃ ।

তদ্ যথা—

(সোহিনী)

থণে হাসয়ে থণে রোয় ।	দিশি দিশি হেরই তোয় ॥
থেণে আকুল থেণে থির ।	থেণে ধায়ই থেণে গির ॥
থেণে থেণে হরি হরি বোল ।	সহচরী ধরি কর কোল ॥
ঐছন হেরি অগেয়ান ।	সবছ দগধ কর প্রাণ ॥
গুরুজন ভয়ে সখী মেলি ।	মন্দির মাঝি নেলি ॥
তাহি সোয়াধ নাহি পায় ।	যছনন্দন মুখ চায় ॥৫০॥

পুনঃ বাল্য ধানসী—

মাধব ! ধনী উনগাদিনী ভেলি ।	যব ধরি স্বপনে দরশ তুহঁ দেলি ॥
তোহারি নামগুণ সঘনে আলাপি ।	চছদিশ চাহি চৌকি ঘন কাঁপি ॥
বিষম নিশাস তেজই থণে ধন্দ ।	থণে মহি গিরই ঝরই দিঠি মন্দ ॥
থণে উহ নীপবিপিনে চলি যায় ।	সহচরী যতনে রোকি রহ তায ॥
খলখল হাসি বয়নে দেই বাস ।	মৌন গহই থণে মানই তরাস ॥
নরহরি পেখি আগল পরমাদ ।	তিলে তিলে বাঢ়ই বিরহ বিবাদ ॥৬০॥

অত্র কামলেখস্রগাদি-গীতং কেচিদ্ গারম্ভি—তব্রাহ—উজ্জ্বলে

পূর্বরাগে প্রহীয়েত কামলেখস্রগাদিকমিতি ।

কামলেখঃ—

(ধানসী)

রাইক রীত কহব কত কান ।	লেখন লিখন করহ অবধান ॥
নিশি দিশি ঝিক্সি হৃদয় নিশঙ্ক ।	অতি অবিচার এ মদনে কলঙ্ক ॥
দিশই সকল দিশা অনিবার ।	কতিহ না দিশই মদন উনার ॥
নরহরি অরু কি জানায়ব কাজ ॥	করহ উচিত ইথে না কর বিয়াজ ॥৬১

মাল্যার্পণঃ—

(কামোদ)

খঞ্জননয়নী রমণীমণি রাই ।	রোয়ত নিশি দিশি তুয়া গুণ গাই ॥
রোপি যতনে নবমালতি বেলি ।	নয়নবারি সঞে সিক্তন কেলি ॥

ধোরি দিবসে উহ কুসুমিত ভেল । মরমক বাত বেকত ভই গেল ॥
 নিচই বিরহজরে জীবন যাব । তব ইহ পুত্ৰপ কৈছে পহিরাব ॥
 ঐছে বিচারি কুসুম তহি তোড়ি । বিরচল মাল দেয়ল করে মোরি ॥
 পহিরহ এ ঘনশ্রামর নাহ । তেজহি নিরদরপন মনমাহ ॥৬২

অথ মোহঃ—

তথাহি উজ্জ্বলে—

মোহো বিচিন্ততা প্রোক্তা নৈশ্চল্য-পতনাদিকৃৎ ।

তদ্ যথা—

(তিরোতিয়া ধানশী)

তোহারি বিরহময় বাধা । মুরছলি মুগধিনী রাধা ॥
 বরজমঙ্গল তুরা নাম । মোহে অব বিপরীত ভাগ ॥
 নবমী দশা অব ভেল । গদ গদ নিশবদ কেল ॥
 তিরি-বধ লাগব তোয় । সমুঝি করহ অব সোয় ॥৬৩

পুনঃ ধানশী—

মাধব ! কহই না যায় । বিরহ বিষম ভেল তায় ॥
 দগধই সকল শরীর । খিতিতলে পড়ি রহ থির ॥
 তোহারি নাম যবঃনেল । তব কছু চেতন ভেল ॥
 ঐছন পুন পুন হোয় । সহচরী চহুদিশে রোয় ॥
 চলহ রমণীমণি পাশ । অবহ পূরহ অভিলাষ ॥
 নরহরি কহল বিশেষ । দশমী দশা পরবেশ ॥৬৪

অথ মূতিঃ—

উজ্জ্বলে—

তৈস্তৈঃ ক্লুতৈঃ প্রতিকারৈর্ধদি ন স্রাৎ সমাগমঃ ।

কন্দর্পবাণকদনান্ত্রস্তান্নরগোত্তমঃ ॥

ভৃঙ্গনন্দানিলজ্যোৎস্নাকদধামুভবাদয়ঃ ॥

তদ্ যথা—

(ভূপালী)

মাধব ! অ কি কহব তুয়া পাশ । সো বিরহিণী ধনী হৌওল নিরাশ ॥

জানি এ নিকরুণ চরিত তোহার । তেজব দেহ করল নিরখার ॥
 তুরিত কণ্ঠসঞ্চে হার উতারি । সোঁপল সখীক করহি কর ধারি ॥
 নিজকর রোপিত মল্লী নব বেলী । কহি কত তাহে আলিঙ্গন দেলি ॥
 চলি একেলি নীপবনকুঞ্জ । যহি মৃদু পবন চলই অলিপুঞ্জ ॥
 মুরুছব সময়ে ভগই তুয়া নাম । নরহরি রোই রহল তিহি ঠাম ॥৬৫॥

পুনঃ তিরোতিয়া ধানশী—

মাধব ! ধনী তুয়া বিরহ না সহয়ে । ধরি সখীকর কছু নিরঞ্জনে কহয়ে ॥
 তেজব জীবন যতনে সোই কালে । রাখবি মৃততমু তরুণ তমালে ॥
 করবি যতন জহু চিরদিন রহই । ভণি ইহ বাণী মোন পুন গহই ॥
 পেখলু পলছন নহ বিশোয়াসে । অরু কি কহব নরহরি তুয়া পাশে ॥৬৬॥

ইতি দশ দশাঃ ।



সুহই—

রাইক দশমী দশা শুনি কান । চৌকি চপলমতি বিকল পরাণ ॥
 লোচনকমলে গলয়ে জলধার । ধিক ধিক জীবন ভণই অনিবার ॥
 সো কুলবতী সতী অতি অমুরাগী । তাকর মিলন মানি বহুভাগি ॥
 নরহরি যুগতি বিরচি অব ভাল । ভেজব তুরিতে আপন বনমাল ॥৬৭॥

ধানশী—

মাধব ধরি প্রিয় সহচরী-পাণি । নয়নে নীর ভরু ভণইতে বাণী ॥
 নিজকর-প্রথিত ললিত বনমাল । সোঁপি যতনে কহি বচন রসাল ॥
 গোপনে চতুরী দ্বীতী লই গেল । অচেতনী রমণীমণিক পলে দেল ॥
 চমকি উঠল তহি ধনী অমুরাগী । ভণ বনশ্রাম নিন্দে জহু জাগি ॥৬৮॥

ভোড়ি—

সুন্দরী-হির

হরষ বিপুল

পুলক ভরল গার ।

কাহ্নক বন-	মাল পরশে	পরশল জন্ম তায় ॥
দূরে রহল	ধৈরজ প্রিয়	সহচরী মুখ হেরি ॥
বিলসত কহ	কৈছে নাহ	পুহত কত বেরি ॥
দুতী ভণই	ভণব কি ধনি !	উমড়ই মঝু ছাতি ।
শুনইতে তুরা	মরম তাক	হোয়ল ইহ ভাঁতি ॥
ঐছে বচনে	চঞ্চল চিত	লোচনে জলধার ।
নরহরি কহ	বেগি বিরলে	বিরচহ অভিসার ॥৬৯

কামোদ—

কাহ্ননিলনে চন্দ্ৰ রঞ্জিণী রাধা ।	পূরল সকল সখীক মনসাধা ॥৬৮
কাঞ্চন বেলি কুটির ছবি জান ।	লপটব কিয় নব তরুণ তমাল ॥
দিশি দিশি চঞ্চল নয়নে নেহারি ।	নীলকমল কিয় জগতে বিথারি ॥
ঝলমল মধুর বদনে মুহু হাস ।	কিয় কত শরদ চাঁদ পরকাশ ॥
রাতুল চরণে নুপুর রব ভেল ।	শুনইতে মদন মুরুছি রহি গেল ॥
ললিত অঙ্গ-পরিমলে অলি ভোর ।	শুধই পুঞ্জ ভ্রমই চহ ওর ॥
পহিল মিলনে মঙ্গল পরচার ।	গায়ই পিকু পঞ্চম অনিবার ॥
ভণ ঘনশ্রাম কি নিরুপম সাজ ।	শুভক্ষণে পৈঠল কুঞ্জক মাঝ ॥৭০

ধানশী—

সুন্দরী কাহ্ন কুঞ্জ চলি যাহি ।	কাহ্নক বিষম দশা ভেল তাঁহি ॥
কি কহব ইহ পরসঙ্গ ।	অভিনব নিরুপম প্রেমতরঙ্গ ॥৬৯
দুতী কহল যব ধনী তহু শেষ ।	তব না রহল পহু ধৈরজ-লেশ ॥
পহিলি তুরিত ভেজি বনমাল ।	পাছে চলল গতি চঞ্চল ভাল ॥
উহ অমুরাগ গুণত মন মাহ ।	রোয়ত পশ্বে মুরুছি পড়ু নাহ ॥
তৈথণে ধনী নুপুরবর থোর ।	শুনইতে চৌকি চাহি চহ ওর ॥
পেখল বিধুমুখী পৈঠত কুঞ্জ ।	ঝলকত তহু জন্ম দামিনী পুঞ্জ ॥

উসসে আগুয়া চলু ঘনশ্রাম । নরংরি বুঝব কি চরিত ললাম ॥৭১

অথ সন্তোগঃ— উজ্জ্বলে—

দর্শনালিঙ্গনা দীনাশাহুকুণ্ডারিষেবয়া ।

যুনোক্লাসমারোহন ভাবঃ সন্তোগ ঈর্ষাতে ॥

মনীষিভিরয় মুখ্যো গোপশেচতি দিখোদিতঃ ।

মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়ঃ সন্তোগঃ স চতুর্বিধঃ ॥

তান্ পূর্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ ।

জাতান্ সংক্ষিপ্ত-সংকীর্ণ-সম্পন্নক্লিমতো বিহুঃ ॥

অত্র সংক্ষিপ্ত সন্তোগঃ—তথাহি উজ্জ্বলে—

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধবস-ব্রীড়িতাদিভিঃ ।

উপচারারিষেবেত স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥

তদ্ যথা— (কেদার)

কাহু বদন হেরি উছলিত অন্তর লাজে বসনে মুখ ঝাঁপি ।

ঈবদবলোকনে লোচন ছল ছল কেলি-সমাগমে কাঁপি ॥

দেগু সখি ! রাধামাধব রঙ্গ ।

কাহুক অদরশে খণে বিয়াকুল দরশনে ঐছন রঙ্গ ॥৭২॥

রাই বদন হেরি লুবধল মাধব কোরে বৈঠায়লি গোরী ।

কুচকরপরশনে চমকি উঠয়ে ধনী চুধনে বহ মুখ নোরি ॥

ভুজে ভুজ বন্ধন দৃঢ় পরিরন্তণ অধরে অধর রস নেল ।

গোবিন্দদাস পহঁ পুরল মনোরথ নব নব সঙ্গম ভেল ॥৭২

মহই—

আজু কি আনন্দ ভেল প্রথম মিলনে ।

তিলে তিলে কত অভিলাষ উঠে মনে ॥

কত না মিনতি করি ধরি ধনী পায় ।

হিয়ার মাঝারে রাখি চাঁদমুখ চায় ॥

অধরে অধর দিতে অবশ হইল।

রাই কোলে করি কান্ন অঙ্গ গড়াইল ॥

নিকুঞ্জ মন্দিরে কিবা শব্দে মাধুরী।

নরহরি ইহা কি দেখিব আঁখি ভরি ॥৭৩

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসাম্যতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগ-বর্ণনং নান প্রথম আশ্বাদঃ ॥১॥



পুনস্তদ যথা — [সখী শ্রীরাধিকার প্রত্যাহ]

বালা ধানশী—

আজু কেনে ধনি ! এমন ধারা । অলুখণ দেখি বাড়রীপারা ॥
 পুছিব কিছ না শুনহ কাণে । বারেক না চাহ কাহার পানে ॥
 থির হৈতে নারো রজনি দিবা । মনে মনে সদা জগহ কিবা ॥
 নরহরি কহে এবা কি হৈল । শ্রবণ-নয়ন-মন কে নিল ॥১

শ্রীমত্যাহ— [তত্রাদৌ শ্রবণং] (কামোদ)

সই ! মরম কহিব কত ।

না জানিয়া	নামে কেবা আছে	সে কৈলে সকলি হত ॥২॥
বন্দিগণ নানা	ভাঁতি তার কথা	কহয়ে পরসপরে ।
শুনিয়া পরাণ	করে আনছান	রহিতে নারিয়ে ঘরে ॥
দুতী পশি পাশে	স্বমধুর ভাষে	কহিল তাহার কাজ ।
মনে হেন বাসি	অমিয়া কলসী	চালিলে শ্রবণ-মাঝ ॥
প্রিয় সহচরী	করিয়া যতন	সে নব চরিত কয় ।
কাণে প্রবেশিতে	কিবা হৈল চিতে	ছাড়াইলে কলঙ্ক ভয় ॥
গুণিগণ গান	করে তার গুণ	আসিয়া সামাইল কাণে ।

সে হইতে তিলেক থির নহে হিরা হানয়ে মদন-নাণে !
 ভাবিতে ভাবিতে তনু ভরষর সে সব ভুলিতে ভার !
 নরহরি ভণে নরানে দেখিলে কি জানি কি হবে আর ॥২
 অথ দর্শনং যথা— (আসাবরী)

ওগো কহিতে বানিয়ে লাজ ।

কুলবতী কুল- ধরম না রাখে কালিয়া নাগররাজ ॥৩॥
 যমুনা ঘাইতে কদম্বতলাতে মো মেন দেখিলু তারে ।
 কি মোহন নব ভঙ্গী ভালে ভালে বাচিয়া আইলু ঘরে ॥
 পুন প্রাণসখী লেখি পটে তারে দেখাইলে যতন করি ।
 সামান্য হিয়াতে নারি নিগারিতে সদাই ভাবিয়া মরি ॥
 স্বপনে সে আসি পাশে বসি হাসি হানিলে নয়নবাণ ।
 কৈলে জর জর নরহরি ইথে বাঁচে কি অবলা প্রাণ ॥৩

বালা ধানশী—

ওগো সে কালিয়া চান্দ । কেবল মদন ফান্দ ॥
 মো মেন ঠেকিলু তায় । ছাড়াইতে হইল দায় ॥
 সে বসি হিরার ঝাঝ । ভাঙ্গিলে কুলের লাজ ॥
 কত না বসিব আর । পরাণ ধরিতে ভার ॥
 শুনি সূচতুর দূতী । চলিল তুরিত গতি ॥
 নরহরি স্থান পাশে । কহয়ে মধুর ভাষে ॥৪

অথ দশ দশাঃ—

[দূতী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ]

ধানশী—

কি বলিব এহে নাগররাজ । ভাঙ্গিলে অবলা কুলের লাজ ॥৫॥
 উদ্বেগে ধনী না রহে থির । সদা দুটি আঁখে ঝরয়ে নীর ॥
 জাগিয়া জাগিয়া পোহায় নিশি । মলিন সূচাক বদনশী ॥

তিলে তিলে তন্নু হইল খাঁণ ।
 সঘনে নিশাস জড়িমা তাহে ।
 ব্যগ্র দশা আসি ঘটিল তায় ।
 বিয়াধি বিষম না রহে থেহ ।
 উনমাদে সখী পানেতে চায় ।
 খিতিতলে তন্নু নিচল মোহে ।
 তুরিতে কনককাননে বাই ।
 নরহরি তেঞি আইল ধাইয়া ।

ভ্রময়ে ভবনে রজনী দিন ॥
 পুছিলে কাছকে কিছু না কহে ॥
 করে কত খেদ, কিছু না ভায় ॥
 উতপত অতি পাণ্ডুর দেহ ॥
 কহে কত কথা কাতর হইয়া ॥
 তুয়ানামে একা জীবন রহে ॥
 মরণ-উত্তম করয়ে রাই ॥
 না সহে বিলম্ব দেখহ বাইয়া ॥৫

আশাবরী—

রাইর দশা দশা শুনি ।
 দূতী অতি তুরিতে যাইয়া ।
 কহয়ে কালিয়া কথা শুনি ।
 অগুনি করিলা অভিসার ।
 রাই আইলা কান্নুরে কহিল ।
 দেখয়ে সকল সখী সাথে ।
 আগুসরি চলিলা মাধাই ।
 শুভখনে দোহার মিলন ।

মুরুছয়ে কান্ন গুণমণি ॥
 দেখে রাই পড়ে মুরুছিয়া ॥
 চমকি উঠিল বিনোদিনী ॥
 আগে দূতী চলে পুনবার ॥
 দূরে দুখ, আনন্দে ভাসিল ॥
 আলো করি আইসে কুঞ্জপথে ॥
 দূরে থাকি দেখিলেন রাই ॥
 নরহরি করে নিরীখন ॥৬

অথ সংক্ষিপ্তসম্ভোগঃ— (ধানশী)

হৃদয়ে আরতি রহ ভরে তন্নু কাঁপি ।
 ভুখিল চকোয় তুখা পিবইতে আশ ।
 পহিলহি সমাগন রস নাহি জান ।
 কুচযুগ পরশিতে করে কর ঠেল ।
 পরিরন্ত আরম্ভে উঠয়ে তরাস ।
 ভগ্নে বিভাপতি ইহ নাহি ভয় ।

নওলী হরিণে জন্ম হরি করু কাঁপি ॥
 ঐছে সময়ে মেঘ নাহি পরকাশ ॥
 কত কত কাকুতি করতহি কান ।
 নাহক আরতি অতিশয় ভেল ॥
 লাজে নাহি বচনে পরকাশ ॥
 যো রসবন্ত সেই ইহ পায় ॥৭॥

পুনঃ তিরোতিয়া ধানশী—

পহিল বয়স ধনী পহিল বিলাস । আরতি অতি চিতে উপজে তরাস ॥
নাগর চপল চরণে ধরি পাশি । কহই অমিরময় কাকুতি বাণী ॥
লাঞ্জে কমলমুখী আনত হোই । কুঞ্চিত নয়নে কানুমুখ বোই ॥
তৈধণে বিধুমুখ মুখে মুখ ঝাঁপি । কুচন্দর পরশে হরব ঘন কাঁপি ॥
কোরে অগোরি অবশ নহ থেহ । সুললিত শেজে গড়া ওল দেহ ॥
কো বরণব নব রস পরকাশ । হেরব কব নরহরি সখী পাশ ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ বর্ণনং নাম

দ্বিতীয় আশ্বাদঃ ॥২॥৮।৮।১॥



পুনস্তদ যথা— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

বরাড়ী—

নিশাসি নেহারসি ফুটল কদম্ব । করতলে বদন সঘনে অবলম্ব ॥
থণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ । অবিরত পুলক মকুল ভরু অঙ্গ ॥
এ ধনি ! মোহে না কর অঁকু ছন্দ । জাননু ভেটলি শ্রামর চন্দ ॥৩॥
ভাব কি গোপসি গোপত নাহি রহই । মরমক বেদন বদনে সব কহই ॥
যতনে নেবারসি নয়নক লোর । গদগদ শবদে কহসি আধবোল ॥
আনহলে আঁজন আনহলে পছ । সঘনে গতাগতি কহসি একন্ত ॥
দূরে রহ গুরুজন গৌরব লাজ । গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ ॥১

ধানশী—

সুন্দরী সুনহিতে সহচরী বাত । আঁচরে ঝাঁপি পুলকময় পাত ॥
ধৈরজ ন হই রহই পুন থির । যতনে নেবারই নয়নক নীর ॥
সহচরী-কর করসঞে গহি নেসি । কহইতে মরম সরমে রহি গেলি ॥

ভগ্ন ঘনশ্যাম ভগ্নহ সখীপাশ । করব উপায় পূর্ব অভিলাষ ॥২

অত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রথমদর্শনে শ্রীরাধাপ্রসঙ্গ :— (বেলাবলী)

শরদ-সুধাকর- দরপ বিভঞ্জন মঞ্জুল বদনে মধুর মৃদুহাস ।

চন্দন তিলক ভাল সুলসত ভরু নিরুপাম খঞ্জননয়ন-বিলাস ॥

সখি ! উহ কো নব জনধর অঙ্গ ।

দামিনী দমন বসনমণি অভরণ ঝলমল করু হেরি মুরছে অনঙ্গ ॥৩॥

শিরে শিখিপিন্ধ- খচিত শ্রুতি কুণ্ডল কষুকাঁড় ভুজ ভুজগ রসাল ॥

মরকত রতন- কপাট নিম্নি অতি পরিসর বক্ষে তরল বনমাল ॥

নাভিকমল অলি লোম লসত নব কেশরী দূরে কটি নিপট ললাম ।

উরুযুগ জাহ্নু জঙ্ঘ জনরঞ্জন পাদনখমণিক নিহনি ঘনশ্যাম ॥৩

সখ্যা উত্তরং— (স্বহই)

কুলভর লাজ ধরম দেই আগি । কো অছু জগতে নহই অহুরাগী ॥

এ সুবদনি ! উহ বরজকিশোর । কহইতে তাক চরিত নহু ওর ॥৪॥

সো রসময় তনু ভরইতে ছাতি । কত শত যুবতি কুরই দিনরাতি ॥

বহু ঘনশ্যাম নিছনি তছু পায় । কহে পুন কৈছে দেখলি তুহু তায় ॥৪

শ্রীরাধিকা প্রাহ— (কামোদ)

চূড়ে শিখণ্ডি- শিখণ্ডক মণ্ডিত মানী মধুকর মাল ।

সৌরভে মধুমত্ত ভ্রমর ভ্রমরী কত চৌদিকে করত ঝঙ্কার ॥

সজনি ! কো কহু কাম অনঙ্গ ।

কেলি কদম্বতলে সো রতিনারক পেথনু নটবর ভঙ্গ ॥৫॥

বিষম কুসুমশর নয়ন তূন ভরু সঞ্চরু ভাঙ কামান ।

নাগরী নারী- মরম নাহা হানই লখই না পারই আন ॥

শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণির কুণ্ডল দোলত মকর-আকার ।

গোবিন্দ দাস অতএ অহুমানল মদনমোহন অবতার ॥৫

ধানশী—

শ্রামর মুকুতি অমিয় সঞে মিঠা । ভগইতে গোরী অঝরে ঝরু দিঠ ॥
তবহি চললি সহচরী হরিপাশ । গদগদ নিগদে মধুরতর ভাষ ॥
বুঝলু সুজনপণ কয়লি অকাজ । ভাঙলি কুলবতী কুলভয় লাজ ॥
হেমতড়িত জিতি ধনৌতহু-কাঁতি । সো ভেল মলিন গুণত দিনরাতি ॥
নয়নক নীর কবহুঁ নহু থির । হেরত দশা হিয় ভই চউচির ॥
শুনইতে মাধব তেজই নিশাস । নরহরিসহ চলু সুবদনী-পাশ ॥৬

বালা ধানশী—

নওল নিকুঞ্জভবনে নব গোরী । শ্রামর মুকুতি দরশ রসে ভোরি ॥
তড়িতপুঞ্জ জিনি ধনৌতহু কাঁতি । হেরইতে কান উলসে ভরু ছাতি ॥
মানল সকল ভাগ ভয়ে ভোর । রাই নিয়রে চলু চপলকিশোর ॥
লহ লহ হাসি বচন কছু বোলি । চুষই বদন ঘুঘুটপট খোলি ॥
সুন্দরী বিপুল লাজভয়ে কাঁপি । ভুজগহি নাহ উরহি উর ঝাঁপি ॥
প্রেমজলধি মধি নিমগন ভেলি । ভগ ঘনশ্রাম কি নব নব কোলি ॥৭

কামোদ—

আজুঁ উলস অভঙ্গ ।

গোরী শ্রামর নবীন সঙ্গমে উপজে নব নব রঙ্গ ॥

কুহকে কোইল কীর ।

দেত সুখ অলি পুঞ্জ গুঞ্জত বহত মলয় সমীর ॥

চতুর সহচরী মেলি ।

কুঞ্জ শয়ন বিনোদ অলখিত হেরি হিয় ভরি নেলি ॥

ভগত নরহরি দাস ।

সফল হোয় কব এ লোচন হেরব ঐছে বিলাস ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম তৃতীয় আশ্বাদঃ ॥৩৭৮৯॥



পুনস্তদ্ব যথা—

[শ্রীরাধিকার প্রতি কাচিদাহ]

সৌরাষ্ট্র—

রাধে ! নিগদ নিজং গদমূলং ।

উদয়তি তন্মু মনু	কিমিতি তাপকুল	মনুকৃত বিকট ককূলং ॥৩৥
প্রচুর পুরন্দর	গোপবিনিন্দিত	কাস্তি পটলমনুকূলং ।
ক্ষিপসি বিদূরে	মূলং মুহুরপি	সংভূতমুরসি হুকূলং ॥
অভিনন্দসি নহি	চন্দ্রজোভর-	বাসিতমপি তাহূলং ।
ইদমপি বিকিরসি	বরচম্পক কৃত-	মনুপমদাম সচূলং ॥
ভজদনবাস্তিতি-	মখিল পদে সখি	সপদি বিভূষিততূলং !
কলিত সনাতন-	কৌতুকমপি তব	হৃদয়ং স্মরতি সশূলম্ ॥১৥

ধানশী—

সহচরী বচন শুনত স্নকুমারি !	অবনতমাথ রহই দিঠি বারি ॥
সমুখি চতুর সখী কহে পুন বারি ।	বিদরই হৃদয় বিরস মুখ হেরি ॥
কহইতে পরিজনে অনুচিত লাজ ।	জীবন দেই সমাধব কাজ ॥
পুন পুন ঐছন ভণইতে রাই ।	কহই মরম নরহরি-মুখ চাই ॥২৥

সৌরাষ্ট্র—

কুটিলং মামব	লোক্য নবাস্বজ-	মুপরি চুচুষ স রঙ্গী ।
তেন হঠাদহম	ভবং বেপথু-	মণ্ডল-সঞ্চলনঙ্গী ॥
ভাবিনি ! পৃচ্ছ ন বারং বারং ।		

হস্ত বিমুহুতি	বীক্ষ্য মনো মম	বল্লবরাজকুমারং ॥৩৥
দাড়িম লতিকা	মনু নিস্তল ফল	নমিতাং স দধে হস্তং ।
তদনুভবান্মম	ধর্মোজ্জলমপি	ধৈর্য্যধনং গতমন্তং ॥

অদশনশোক-

লতা পল্লবময়

মতনু সনাতননর্মা ।

তদহমবেক্ষ্য

বভূব চিরং বত

বিস্মৃত কাণ্ডিককর্মা ॥৩

ধানশী—

এ সখি ! কি কহব তাকর রীত ।

অলখিত চাহি চোরায়ল তিত ॥

বিসরণ লাগি করত অমুবন্ধ ।

হোয়ই হৃদয়ে উদয় মুখচন্দ ॥

চাহিতে চহঁ দিশ দিশই তায় ।

জীবহিতে সংশয় কি করু উপায় ॥

শুনি নরহরি চল দেই আশোয়াস ।

কাহ্ন নিকটে কহে গদগদ ভাষ ॥৪

ধানশ্রী—

অনধিগতা

কন্য়িক গদ কারণ

মর্পিত-মন্ত্রোষধি-নিকুরস্বং ।

অবিরত রুদিত-

বিলোহিত লোচন

মহুশোচতি তামখিলকুটুস্বং ॥

দেব হরে ভব কারুণ্যশালী ।

সা তব নিশিত

কটাক্ষ শরাহত-

হৃদয়া জীবতি কুশতমুরালী ॥৫॥

হৃদি বলদবিরল-

সংজ্ঞর পটলী

ফুটুজ্জ্বল মোক্তিক-সমুদ য়া ।

শীতল ভূতল-

নিশ্চল তমুরিরমবসীদতি

সম্প্রতি নিরুপায়া ॥

গোষ্ঠজনভয়-

সত্রমহাব্রত-

দীক্ষিত ভবতো মাধব বালা ।

কথমহিতি তাং

হস্ত সনাতন !

বিষমদশাং গুণবৃন্দবিশালা ॥৬॥

কামোদ—

দূতী কহল শুনি ধনী অমুরাগ ।

মাধব মুদিত মানি বহু ভাগ ॥

যাকর দরশ যতনে নাহি হোয় ।

সো কহ কৈছে সদয় ভেল মোয় ॥

দূতীক কর গহি কহি কত বাত ।

চলগতি দূতী সঙ্গে লই যাত ॥

রাখল কুঞ্জভবনে সমুঝাই ।

বেগি আয়ল যাহা আকুল রাই ॥

কহল সকল শুনি উলস হিয়ার ।

অবিরল পুলক ভরল সব গায় ॥

তৈথণে সখী বিরচল নব বেশ ।

চলইতে নরহরি করু উপদেশ ॥৭॥

আশাবরা—

হস্ত ! ন কিমু মধুরয়সি সন্ততমভিজন্ম ।

দন্তরোচিরন্তরয়তি সন্তনসমনন্ম ॥

রাধে ! পথি মুঞ্চ ভূরি সন্তমমভিসারে ।

চারয় চরণাধুরহে ধীরং স্নকুমারে ॥৬॥

সন্তনু ঘনবর্ণমতুল-কুন্তলনিচয়াস্তং ।

ধ্বাস্তং তব জীবতু নথকাস্তিভিরতিশাস্তং ॥

স সনাতনমানসাত্ত যাত্তী গতশঙ্কং ।

অদৌকুরু মঞ্জু কুঞ্জ-বসতেরলমঙ্কং ॥৭

গাঙ্গার—

সহচরী বচনে চৌকি চলু গৌরী ।

হাসি মধুর দিগ্টি কুক্ষিত থোরি ॥

মঞ্জু নিকুঞ্জ ভবনমধি গেল ।

হেরইতে কান্ন সশঙ্কিত ভেল ॥

কৌ সমুঝাব নবলেহ তরঙ্গ ।

অদরশে বিষম দরশে ইহ রঙ্গ ॥

রাইক মুরতি স্নধারসসিক্ত ।

ভাসল তাহে রসিক-কুলইন্দু ॥

আদরে কর গহি করইতে কোর ।

কাঁপি রমণীমণি মদনে বিভোর ॥

ভগ ঘনশ্রাম কি লসিত বিলাস ।

কান্নক ইহ পুন নধুরিম ভাষ ॥৮

গৌরী—

সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদন্ম ।

বিলিখাম্যদুত-মকরাকন্ম ॥

ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজনয়নে !

বেশং তব করবৈ রতিশয়নে ॥

রাধে দৌলয় ন কিল কপোলং ।

চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলং ।

তব বপুঃ সনাতনশোভং ।

জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভং ॥৯

আশাবরী—

কান্ন বেকত কর কত অভিলাষ ।

ঝরই অনিয় কহইতে মৃদুভাষ ॥

শুনইতে লজিত রমণীমণি রাই !

হাসি ঘুঘটে বিধুবদন ছাপাই ॥

ঝাপই বসনে পুলকময় দেহ ।

উমড়ই হির ধনী ধরই ন থেহ ॥

নরহরি দূতী নিরখি নিজপাশ ।

ভণই ভঙ্গি সঞে স্নমধুর ভাব ॥১০

আশাবরী—

তব চঞ্চলমতিরয়মবহস্তা ।

অহমুত্তমধৃতিদিগ্ধদিগন্তা ॥

দুতি ! বিদুরয় কোমলকথনং ।

পুনরভিধাস্তে নহি মধুমথনং ॥১১

শঠচরিতোহয়ং তব বনমালা ।

মৃদু হৃদরাহং নিজকুলপাশী ॥

তব হরিরেষ নিরঙ্কুশনর্মা ।

অহমলুব্ধক্লান্তনধর্মী ॥১২

সুহৃৎ—

দূতিক বদন নেহারি ।

কতহি কহই স্নকুমারী ॥

নিরুপম রসময় বাত ।

শুনইতে উলসিত গাত ॥

অরু যত কৌতুক ভেল ।

সো সব কহই না গেল ॥

নরহরি হির অভিলাষ ।

হেবব কি ঐছে বিলাস ॥১২

ইতি শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসঙ্কোচ বর্ণনং নাম চতুর্থ অঙ্কাদ ॥৪॥১০০॥

পুন স্তব্ধ যথা—

[সখী রাধিকাং প্রত্যাহ]

তুড়ী—

অঙ্গ পুলকিত

ঈদ্রমসহিত

অবরে নয়ন ঝরে ।

বুঝি অনুমানি

কালারূপখানি

তোমাং করিল ভোরে ॥

দেখি নানা দশা

অঙ্গ যে বিবশা

নহেত এ বড় ভারে ।

সো বর নাগর

গুণের সাগর

কিবা না করিতে পারে ॥

শুন শুন রাই

কহি তুয়া ঠাই

ভাল না দেখিয়ে তোরে ॥

সতী কুলবতী

তুয়া যে থেয়াতি

আহয়ে গোকুল পুরে ॥

ইহাতে এখন

দেখিয়ে কেমন

নাহি লাজ গুরুতরে ।

কহে চণ্ডীদাসে

শ্রামনবরসে

বুঝিলে বুঝিতে নারে ॥১

পুনঃ ধানশী—

রাই তুনি কেমন হইলা । লাজভন্ন সব বিসরিলা ॥
 ধারা বহে এ দুটি নরানে । বুঝিলু মজিলা কান্না সনে ॥
 সে কথা বোলহ বিবরিয়া । মিলাইব যতন করিয়া ॥
 শুনি অতি উলসে সুন্দরী । কহে নরহরি পানে হেরি ॥২

ত্রীরাগঃ—

কি হেরিলু কদম্বতলাতে ।

বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ যেমন করে জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ॥১॥
 কপালে চন্দন চাঁদ কামিনীমোহন ফাঁদ আধারেতে করিয়াছে আঁলা ।
 মেঘের উপরে চান্দ সদাই উদয় করে নিশি দিশি শশিঘোল কলা ॥
 কিশোর বরেন্স বেশ আর তাহে রসাবেশ আর তাহে ভাঁতিয়া চাহনি ।
 হাসির হিলোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে দিতে চাই এ তল্প নিছনি ॥
 যে দেখয়ে এক আর সে কি পাসরয়ে আর শুধুই সুধার তল্প খানি ।
 অনন্তদাসেতে বোলে রূপ হেরি কেনা ভুলে জগতে আছে কি হেন প্রাণী ॥৩

পুন বালা ধানশী—

সই কি আর বলিব তোরে । সে যে বাড়রী করিল মোরে ॥
 ঘন অঞ্জন বরণ তার । আখো লাগিল ছাড়াইতে ভার ॥
 ওগো দেখিয়া অকাজ কৈলু । ছেলে কুল লাজ হারাইলু ॥
 দিন রজনী কিছু না ভায় । মনে পড়য়ে সদাই ভায় ॥
 ঘরে রঙিতে বিঘন হৈলো । তাহা ভাবিতে পরাণ গেলো ॥
 ইহা বলিতে বলিতে রাই । কান্দে নরহরি মুখ চাই ॥৪

ভূশালী—

রাইয়ের দশা দেখি চতুর প্রিয়সখী কত না পরবোধি ভায় ।
 তরল তল্লমন জানিয়া শুভখণ নাগর-পাশে চলি যায় ॥

এথা বরজ শশী	তরুণাতলে বসি	রাইয়েরে করয়ে ধিয়ান ॥
সঘনে নিশগই	অস্তর উমড়ই	নিঝরে ঝরই নয়ান ॥
হেনই কালে সখী	আয়ল তাহে দেখি	কহয়ে কি ভেল হামারি ।
যমুনাতীরে গেলু	সে পথে নিরিখিলু	রমণীমণি এক নারী ॥
তড়িত হেম জিতি	কিবা মধুর কীতি	পিরীতিরসে মাখা দে' ।
পশিল হৃদয়েতে	না পারি নেবারিতে	না চিনি বোল উহ কে ॥
শুনিয়া সখী কহে	কত না কব তুহে	সে ধনী গুণবতী রাই !
মজিল তুরা সনে	বুঝি না জীয়ে প্রাণে	তুরিতে নিরিখহ যাই ॥
কালিয়া উলসিত	বিপুল পুলকিত	শুনিয়া পুছে পুন বেরি ।
ধরিতে নারে ধৃতি	অতুল প্রেমগতি	নিছনি নরহরি হেরি ॥৫

ধানশী —

গোরী গুণ অমু-	রাগ নব নব	শুনত সুন্দর শ্রাম ।
হোত অধিক	উছাহ অমুখণ	পুলক তম্ব অমুপাম ॥
শরদ শশধর	নিন্দি সুন্দর	বদনে মুহুর হাস ।
সজল লোচন	কুমল প্রফুল্লিত	ললিত বচন বিলাস ॥
কত মনোরথে	তরল মন, তিল	আধ রহই না পারি ।
জানি শুভখণ	গমন করু চহ	ওর চকিত নেহারি ॥
মদনভরে যব	মঞ্জু বঞ্জুল	কুঞ্জ করল প্রবেশ ।
যাই তব ধনী-	পাশে নরহরি	যাই ভণত বিশেষ ॥৬॥

শ্রীরাগ—

এ বনি ! বব্	ভেটলু তব্	আকুল উহ শ্রাম ।
তোহে সুমরি	গুমরি গুমরি	রোয়য়ে অবিরাম ॥
মোহে নিরখি	হরখিত পুন	শুনইতে তুম্ব বাত ।
মানল নিজ	ভাগ বিপুল	পুলকিত ভেল গাত ॥

বেগি চলল	কুঞ্জে পুঞ্জ	গুঞ্জত অলি ষাহি ।
কত কত পর-	বোধি ছোড়ি	আয়ল হাস তাহি ॥
মরি মরি তুহ	বৈছে তৈছে	তাকর অল্পরাগ ।
নরহরি ভণ	পরসপরয়ে	হোয়ত বহ ভাগ ॥৭॥

ভূপালী—

কামুক কুঞ্জগমন শুনি গোরী ।	পুলকিত দেহ থেহ নহ থোরি ॥
সমুখি চতুর সখী বিরচই বেশ ।	বাধই যতনে স্নকুঞ্চিত কেশ ॥
সিন্দুর সীথে দেয়ই স্নুথে মাতি ।	মৃগমদ চিত্র রচই বহ ভাঁতি ॥
অঙ্কনে রঞ্জই যুগল নয়ান ।	মাজই কুঙ্কুমে বিমল বয়ান ।
মণিময় হার কণ্ঠে পহিরায় ॥	কটি কিকিণী মণিনুপুর পায় ॥
সাজলি নিরুপম বলকয়ে অঙ্গ ।	হেরি মুরুহয়ে কত কোটি অনঙ্গ ॥
চহঁ দিশে আলি বিলসে রসভোরি ।	শ্রামলিনে চলু নওলকিশোরী ॥
তৈথণে সহচরী কহয়ে বিশেষ ।	এ ধনি ! তোহে দেয়ব উপদেশ ॥
যব উহ নাহ পুছব কছু বাত ।	তব গহি মোন রহবি নত মাথ ॥
লোচনকোণে হেরব পুন থোরি ।	পরসিতে তরসি রহবি মুখ মোরি ॥
শুনি মৃদুহাসি রমণীমণি রাই ।	পৈঠল কুঞ্জে চকিত দিঠে চাই ॥
শুভথণে ছহ ছহ দরশন ভেল ।	নরহরি ভণ স্নুথ কহই না গেল ॥৮॥

কেদার—

অবনত নয়নী না কহে কছু বাণী ।	পরশিতে তরসি ঠেলই পহঁ পাণি ॥
স্নুচতুর নহে করে অল্পরোধ ।	অভিনব নায়রী না মানয়ে বোধ ॥
পিরীতি বচন পুন কহয়ে বিশেষ ।	রহিক হৃদয়ে দেখয়ে লব লেশ ।
পহিরণ বসন ধরল যব হাত ।	তব ধনী দিব্ দেই নিজ মাথ ॥
রস পরসঙ্গ কমল কত রঙ্গ ।	নিজ পরথাব্ নামে দেই ভঙ্গ ॥
নাহক আদর অধিক বাড়ায় ।	জ্ঞানদাস কহ ইহ না জুয়ায় ॥৯॥

ভূপালী—

মাধব মধুর হাসি রস বয়সে । কনক কমলকলি কুচ করে পরশে ॥
নব নব ভঙ্গি কুটিল হুই নয়নে । যন যন কাঁপি বয়ন ধরু বয়নে ॥
কোরে অগোরি রভসে ধনীরতনে । কুমুদিত শেজে শুতই কত যতনে ॥
শোহত দুহ ছবি কো অছু কহিতে । হেরব কব নরহরি সখী সহিতে ॥১০

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম পঞ্চম অধ্যায়ঃ ॥ ৫।১১০ ॥



পুন স্তদ যথা—

[কাচিদাহ]

কল্পণ—

তথনি বলিনু তোরে যাইন্ না যমুনাতীরে চাইসনা লো কদম্বের তলে ।
তাহা না শুনিলা কাণে এখন বলহ কেনে গা মোর কেমন কেমন করে ॥
রান্ধা হাত রান্ধা পা মেঘের বরণ গা রান্ধা সে দীঘল দুটি জাঁখি ।
কাহার শকতি উহার দিঠিতে পড়িলে গো ঘরে আসে আপনাকে রাখি ॥
কাণের কুণ্ডল তার অস্ত্রা মানুষ গিলে কাচা পাকা কিহুই না বাছে ॥
আমরা উহার ডরে বাড়ীর বাহির নহি ঘরের বাহির নাহি নাছে ॥
মধুর মধুর চাঁদ মুখের হাসিতে গো অবলার জাতি কুল নাশে ।
এ গুরু গোরব লাজ ছাড়ায় সকল কাজ ভালে ভালে জানে জ্ঞানদ্বাসে ॥১

শ্রীরাধিকাহ—

(কল্পণ)

আলো মুই জানিনা জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে ।

চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥৩৩৥

রূপের পাথারে জাঁখি ডুবিয়া রহিল ।

ষৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥

ঘরে বাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ ।

অন্তর বিদরে কি জানি কি করে প্রাণ ॥
 চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্দা ।
 তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা ॥
 কটি পীতবসন রসনা তাহে জড়া ।
 বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোড়া ॥
 জাতিকুলশীল বুঝি সব মোর গেল ।
 ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥
 কুলবতী হইয়া ছকুলে দিলু ছুথ ।
 জ্ঞানদাস বোলে দঢ় করি থাক বুক ॥২

ধানশী—

রাই পুন কহে ধীরি ধীরি ।	কালিয়া করিলে চিতচুরি ॥
কুলের ধরমে কিবা করে ।	তাহা বিনে পরাণ বিদরে ॥
এত কহি হির সে উথলে ।	বদন পাখালে আঁখি-জলে ।
নরহরি সে দশা দেখিয়া ।	কহয়ে কালিয়া পাশে গিয়া ॥৩

দুতী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

তুয় অপরূপ রূপ	হেরি দূর সঞে	লোচন মন দৌ ধাব্ ।
পরশক লাগি	আগি জন্ম অন্তর	জীবন রহ কিয়ে যাব্ ॥

মাধব ! তোহে কি কহব করি ভঙ্গি ।

প্রেম অগেয়ান	দহনে ধনী পৈঠলি	জন্ম তনু দহত পতঙ্গী ॥
কহত সন্বাদ	কহই নাহি পারই	কাহে বিশোয়াসব বালা ।
অচুখণ ধরণী-	শয়নে কত নেটব	সুতনু অতনুশর জালা ॥
কালিন্দী কুল-	কদম্বক কাননে	নামে নয়নে ঝরু বারি ।
গোবিন্দদাস	কহই অব মাধব !	কৈছে জীয়াব বর নারী ॥৪

ধানশী—

ধনী অমুরাগ শ্রবণে নব নাহ ।
পুন পুন শুনইতে সজল নয়ান ।
ললিত নিকুঞ্জ ভবনে রহ রাই ।
হেরইতে লাজে সকুচে সুকুমারী ।
সহচরী কোরে করই পরবেশ ।
সখী সোঁপি কতহি সমুঝাই ।

পায়ল নিধি কি উলস হিয় মাহ ॥
তুরিত দ্বীপসহ কয়ল পয়ান ॥
মনমথে মাতি মিলল তাঁহি যাই ॥
বাঁপি ঘুঘটে মুখ অলপ উবারি ॥
পহঁ কাহুতি করই অশেষ ॥
ভণ ঘনশ্রাম কি উলস মাধাই ॥৫

ধানশী—

কুচপর ধরল হাত বলী ।
অধরে অধর কিঘে লাগল দ্বন্দ ।
এত বুঝি কিঙ্করী করয়ে পূকার ।
দৃঢ় পরিব্রজ্যেণ হিয়ে হিয়ে লাগে ।
শ্রমজলে পূরিত ভেল দুহঁ দেহ ।
কহে হরিবল্লভ আর কি বিচার ।

কমল গরাসল কমল কলি ॥
কমল গিয়ে কি কমল-মকরন্দ ॥
রাজা মদন না করয়ে বিচার ॥
টুটল হার, লাজ ভয় ভাগে ॥
জন্ম ঘন বিজুরি ভিজল নব লেহ ॥
এ দুহ মুরতি রস অবতার ॥৬

কানড়া—

আজু কি শুভদিন ভেলি ।
ঘন রসময় দুহ দেহ ।
অলখিত সখী চহঁ ওর ।
নরহরি ভণ মম আণ ।

নব নব দুহঁ কর কেলি ॥
ঝলকে তড়িত জন্ম মেহ ॥
নিরখত ঘুগলকিশোর ॥
রহব কি সহচরী পাশ ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীরাধিকার্যাঃ পূর্বরাগে

সম্পন্নস্পর্শি-সংক্ষিপ্তনস্তোগবর্ণনং নাম

ষষ্ঠ আশ্বাদঃ ॥৬১১৬



ମୁନ ସୁଦ୍ଧା—

[ସଖୀ ଶ୍ରୀରାଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାହ]

ବାଳା ସାନନୀ

ରାଈ ଏମନ ହଇଲା କେନେ ।

କୁଳଭର ନା ବାସହ ମନେ ॥

ଛୁଟି ଅଂଧି ବହେ ଜଳଧାରା ।

ହେମତଭୁୟେ ଅଞ୍ଜନପାରା ॥

ସଦା ଯମୁନା ସାହିତେ ଚାଓ ।

ବୋଲୋ, ସେଥାନେ କି ନିଧି ପାଓ ॥

ସୁନି ଧନୀ ସଲଞ୍ଜିତ ହଇସା ।

କହେ ନରହରି ପାନେ ଚାହିସା ॥୧॥

ଶ୍ରୀମତ୍ୟାହ—

(ତୋଡ଼ି)

ସହି ! କି ପେଥିଲୁ ଯମୁନାର ତୀରେ ।

କାଳିନ୍ଦୀ ବରଣ ଏକ ମାଛୁଷ ଆକାର ଗୋ ବିକାହିଲୁ ତାର ଅଂଧିଠାରେ ॥୧॥

ନିତିନିତି ଆସି ସାହି ଏମନ କହୁ ଦେଖି ନାହିଁ କେନେ ବା ବାଟାଲୁ ପା ଘରେ ।

ଘୁରୁର ଗରବ କୁଳ ନାଶାହିଲେ କୁଳବତୀର କଳଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଫିରେ ॥

କାମେର କାମାନ ଜିନି ଭୁରୁର ଭଞ୍ଜିମା ଗୋ ହିଞ୍ଜୁଲ ବେଢ଼ିସା ଛୁଟି ଅଂଧି ।

କାଳିନ୍ଦୀ ନୟାନ ବାଣ ମରମେ ହାନିଲ ଗୋ କାଳାମୟ ସବ ଆମି ଦେଖି ॥

ଚିକ୍ତବଳ କାଳାର ରୂପେ ଆକୁଳ କରିଲ ଗୋ ଧରଣେ ନା ସାୟ ମୋର ହିସା ।

କତ ଚାନ୍ଦ ନିଞ୍ଜାଢ଼ିସା ମୁଁଥାନି ମାଞ୍ଜିଲ ଗୋ ସଦ୍ କହେ କତ ସୁଧା ଦିସା ॥୨॥

ଶ୍ରୀରାଗ—

ରାଈ କହେ କି ଆର ବଳିବ ସହି ! ତୋରେ । ରାଧହ ପରାଣ କାଳା ମିଳାହିସା ମୋରେ ॥

କହିତେ ନାୟରେ ଆର ଝରେ ଛୁଟି ଅଂଧି । କତ ନା ସତନେ ପ୍ରବୋଧରେ ପ୍ରିୟସଖୀ ॥

କାଳିନ୍ଦୀ ନିକଟେ ଦୂତୀ ଚଳସେ ତୁରିତେ । କତ ନା ଉପାୟ ଚିତେ ଭାବିତେ ଭାବିତେ ॥

ଏଥା ନିରଞ୍ଜନେ କାହୁଁ ସୁବଳେର ପ୍ରୀତି । କହେ କି ଦେଖିଲୁ ଆଜି ମଧୁର ମୁରୁତି ॥

ଆହା ତା ବିଛୁ ଧରିତେ ନାରି ହିସା । ଏତେକ କହିତେ ଦୂତୀ ମିଳିଲ ଆସିସା ॥

ଦୂତୀ ନିରସିସା କାହୁଁ କି ଆନନ୍ଦ ଚିତେ । ନରହରି କହେ ବେନ ଚାନ୍ଦ ପାହିଲ ହାତେ ॥୩॥

ଶ୍ରୀରାଗ—

ଦୂତୀ କହେ କି ଆର କଥାର ।

କି କରିଲା କଦସତଳାର ॥

অবলা ধরিতে নারে হিয়া । কত না রাখিব প্রবোধিয়া ॥
 লইতে তোমার নাম কান্দে । তারে ফেলাইলা এনা ফান্দে ॥
 তোমার পরশরস বিনে । বুঝি ধনী না জিয়ে প্রাণে ॥
 শুনি কালা চলয়ে ধাইয়া । রাষ্ট্ররূপ হৃদয়ে ভাবিয়া ॥
 শুভথণে কুঞ্জ-পরবেশ । নরহরি করে উপদেশ ॥৪

ধানসী—

শুনহে নাগররাজ । বুঝিয়া করিবে কাজ ॥
 ধরিবে ধৈরজ হেন । কেহো না হাসয়ে যেন ॥
 কহিয়া কাকূতি কথা । যুচাবে মদন বেথা ॥
 সে অতি অবলা নারী । বুঝাবে যতন করি ॥
 দূতীর বচন শুনি । উলস রসিকমণি ॥
 নরহরি করি সঙ্গে । রাইয়েরে মিলিল রঞ্জে ॥৫

আশাবরী—

দেখ কিনা অপরূপ রঙ্গ ।

হরিণনয়নী হরি হেরইতে হরষে অবশ অঙ্গ ॥৬
 কত ছলে কালা চকোর নিরখি রাইয়ের বদনবিধু ।
 চঞ্চল নয়ন- কোণে ঘনঘন ঢালয়ে পিরীতি মধু ॥
 স্নমধুর হাসি ভাসি কত রসে পশারি যুগল বাহু ।
 যতনে ধরিয়া করে আলিঙ্গন যেন চান্দে ঝাঁপে রাহু ॥
 অধরে অধর ধরইতে ধনী অমনি রহয়ে লাজে ।
 নরহরি পহ বিলসে ললিত কেলিতলপের মাঝে ॥৭

সুহৃৎ—

রাই কানু নবীন পিরীতি । তিলে তিলে বাঢ়য়ে আরতি ॥
 নিরুপম নিকুঞ্জ মন্দিরে । শোভা করে পালক উপরে ॥

হেরইতে যুগলকিশোর ।

সখীগণ আনন্দে বিভোর ।

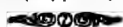
নরহরি হেন দশা হবে ।

দেখি অঁখিযুগল জুড়াবে ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসামুদ্রে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম

সপ্তম আস্বাদঃ ॥৭॥১২৩



পুনশ্চ যথা—

[কাচিং সখী সখীং প্রত্যাহ]

ধানসী—

এ ঘর বাহির

দণ্ডে দশবার

তিলে তিলে আইসে যায় ।

মন উটান

নিখাস সঘন

কদম্বকাননে চায় ॥

রাই কেনে বা এমন হৈল ।

গুরু ছরজন

ভয় নাহি মনে

কোথা কি দেবে পাইল ॥ধ্রু॥

সদাই চঞ্চল

বসন-অঞ্চল

সম্বরণ নাহি করে ।

বসি থাকি থাকি

উঠয়ে চমকি

বসন খসায় পরে ॥

বয়সে কিশোরী

রাজার কিয়ারী

তাহে কুলবধু বাল্য ।

কিবা অভিলাষে

বাড়য়ে লালসে

না বুঝি তাহার ছলা ॥

তাহার চরিতে

হেন বুঝি চিতে

হাত বাঢ়াইল চান্দে ।

চণ্ডীদাস কয়

বুঝি অনুন্নয়

ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে ॥

ধানসী—

পিরীতে মজিলা বিনোদিনী ।

সঙ্গীসব করে কাণাকণি ॥

মনের উলাসে পাশে গিয়া ।

কহে কত যতন করিয়া ॥

নবীন বয়েসে একি রঙ্গ ।

সদাই পুলকময় অঙ্গ ॥

ভিলেক রহিতে নারো ঘরে ।

চাহি মেঘপানে অঁখি ঝরে ॥

নিজজনে মরম কহিতে ।

একি কাজ লাজ বাস চিতে ॥

শুনি ধনী মুহু মুহু ভাষে ।

কহে কিছু নরহরি-পাশে ॥২

তোড়ী—

আলো সহি কি হইল মোরে প্রেম জ্বালা ।

মো মেনে আপনা থানু কেনে বা যমুনা গেলু শয়নে স্বপনে দেখোঁ কালা ॥
 সাত পাঁচ সখী সঙ্গে নানা আভরণ অঙ্গে সাধে গেলু জল ভরিবারে ।
 তেমাঁথা পথের ঘাট সেইখানে ভুলিলু বাট কালামেঘে কাঁপেছিল মোরে ॥
 যমুনা বাইতে পথে দোদারি কদম্ব তাথে বনচারী সে কোন দেবতা ।
 তার গলের মালা দিতে আচহিতে মোর গলে সে হইতে মরমে হইল বেথা ॥
 বংশীবদনে কয় যুবতি জিবার নয় দেখিলে মরমে দেয় হানা ।
 সে কালা কালিয়া শ্রাম কালিয়া তাহার নাম কালিন্দী কদম্বতলে থানা ॥৩

ধানশী—

ভগো সেই শ্রাম পানে চায়া ।
 প্রাণ কান্দে নারি নেবারিতে ।
 শুনি সখী কান্ধু-পাশে গিয়া ।
 নিরমল কুলে দিলে হানা ।
 অবলা পরাণে নাই জ্বরে ।
 সোণার বরণ সেনা তহু ।
 আপন নয়ানে দেখ গিয়া ।
 শুনি কালা বিকল হিয়ায় ।

আলো জাতিকুল মজাইয়া ॥
 করহ উপায় যাহা চিতে ॥
 কহে একি করিলে কালিয়া ॥
 না বুঝি কেমন সাধুপনা ॥
 আঁখি ঝরে যদি প্রেবোধিয়ে ॥
 হইল কাজরপারা জহু ॥
 সে দশা কহিতে ফাটে হিয়া ॥
 নরহরি সহ বেগে ধায় ৪৪

ধানসী—

কান্ধুক গমন নেহারি ।
 তবহি তরল দিঠি হোই ।
 মাধব চপল-চরিত ।
 ধৈরজ ধরই না থোরি ।
 সহচরী করি চতুরাই ।

উলসিত সব স্নকুমারী ॥
 লাজ বসনে তহু গোই ॥
 নিরখি মুদিত ধনী-রীত ॥
 পরশিতে তরসই গোৱী ॥
 সৌপল কত সমুখাই ॥

নাগর করগছি গোরা । ভুজলরি কোরে আগোরি ॥
নহি নহি ভাখত রাই । চুষনে বদন ছাপাই ।
ভগ ঘনশ্রাম কিশোর । ধনী নর পিরীতি-বিত্তোর ॥৫

ধানশী—

শ্রাম রমণীমণি সঙ্গ । পহিল মিলন কিয়ে রঙ্গ ॥
ছরমে ঘরমে দুহঁ মেহ । ভীগল জন্ম নব লেহ ॥
সহচরীচয় চহঁ ওর । দুহঁ মুখ নিরখি বিভোর ॥
ভগ ঘনশ্রাম সুভাতি । রহব কি ইহ স্থখে মাতি ॥৬

ইতি শ্রীশ্রীভক্তচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাবিকারঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সন্তোগবর্ণনং নাম

অষ্টম আশ্বাদঃ ॥৮।১২২



পুনশ্চদ্ যথা—

[নান্দীমুখী গ্রাহ]

বরাড়ী—

দিন দুই চারি নারি আখি মেলাইতে । তোমরা আসিয়া দেখ একি আচম্বিতে ॥
কেহ কিছু জানে তার পায় কারো সেবা । না জানিয়ে রাইয়েরে পাইয়াছে কোন্ দেবা ॥
কদম্বের তলে কিবা মুকুতি দেখিয়া । গীঘ মুড়ি মুড়ি রাই পড়ে মুকুছিয়া ॥
বংশীবদনে কয় সেইখানে নিরে । চাঙিতে চিত্তিতে রাই পাছে বা না জীয়ে ॥১

আশাবরী—

[কাচিদাত]

ওঝা বেঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা । কাঁপি ঝাপি উঠে এই বুঝামুহুরতা ॥
কালী কুমর হিরণ-বসন যবে পড়ে মনে । মুকুছি পড়িয়া কান্দে ধরি ভ্রমখানে ॥
রক্ষা অক্ষা পড়ে মস্ত ধরি ধনীচলে । সতে বোলে আনি দেহ কালী গলার ফুলে ॥
চেতন পাঈয়া তবে উঠিবেক বাল । ভূত প্রেত যাইবেক যুজিবে অঙ্গজালা ॥
চণ্ডীদাস কহে তুমি যারে বোলো ভূত । শ্রাম চিকন সে নন্দের যরে পুত ॥২

ততঃ পৌর্ণমাসী প্রাহ—

[গুজ্জরী]

বুঝিনু ভানিনীর ভাব, নহে দৈত্যদানো । কনকতরু দেখতারে কিছু মানো ॥
কালিয়া কুমর বৈসে কদম্বের ডালে । সুকুমারী দেখিরা পাইয়াছে নিশিকালে ॥
সব দেব হাকারি কহিনু শ্রুতিপুটে । কালিয়া কুমর নামে কাপি কাপি উঠে ॥
নিরবধি কালো ছায়া ফিরে সাতে সাতে । কি করিবে মণিময় কাল অপঘাতে ॥
মনে কিছু না ভাবিহ প্রাণে না মরিব । নিজ পূজা পাইলে আপনি ছাড়ি বাব ॥
বংশীবননে কয় এই কথা দঢ় । পূজা না করিলে হবে পরমাদ বড় ॥৩

ধানশী—

কেহো কহে কি আর কথায় ।

পাইয়াছে বিকস দেবভায় ॥

কেহো কহে কে ছাড়াইতে পারে ।

সদা আছে হিয়ার মাঝারে ॥

কেহো কহে ঘটিল পিরীতি ।

নহিলে এমন কেনে রীতি ॥

নরহরি কহয়ে তাহার ।

সুধাইরা করহ উপায় ॥৪

ততঃ শ্রীমুখরা রাধিকাং প্রত্যাহ—

[তোড়ী]

সোণার নাতিনী

এমন যে কেনি

হইলা বাড়রী পারা ।

সদাই রোদন

বিরস বদন

না বুঝি কেমন ধারা ॥

যমুনা যাইতে

কদম্বতলাতে

দেখিলে সে কোন জনে ।

ঘুবতী জনার

ধরম-নাশক

বসি থাকে সেই থানে ॥

সে জন পড়ে তোর মনে ।

সতীর কুলে

কলক রাখিলে

চাহিয়া তাহার পানে ।

একে কুলনারী

কুল আছে বৈরী

তাহে বড় রার বধু ।

কহে চণ্ডীদাসে

কুল শীল নাশে

কালিয়ার প্রেম-মধু ॥৫

ততঃ সখ্যাহ—

(আশাবরী)

এ বিধুবদনি রঞ্জিণি রাই ।

প্রাণ কান্দে তুরা পানেতে চাই ॥

হইল মলিন কনকদেহা ।

তিল অম্বাচিতে না রাখি খেদা ॥

যন যন চাহ কদম্বপানে । তেজহ নিখাস কালিন্দী নামে ॥
সদা আনমন, না কহ কথা । না বুঝি অন্তরে এবা কি বেথা ॥
মরম কহিতে আপন জনে । ইথে কিবা লাজ বাসহ মনে ॥
নরহরি আগে কহিবে যাহা । পরাণ নিহিয়া করিব তাহা ॥৬

ধানশী—

বিরলে পুহয়ে বারে বারে । রাই কিছু কহিতে না পারে ॥
কাল নাম আনিতে বয়নে । কত ধারা বহে হনয়নে ॥
বুঝিয়া চতুর সহচরী । কানু পাশে চলে তরাতরি ॥
নিরুপম রাইয়ের পিরীতি । নরহরি কহে কানুপ্রতি ॥৭

দ্বিতী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ—

[তিরোতিয়া ধানশী]

লোটাই ধরণী ধরণী ধরি সোই । খণে খণে দীণ নিশ্বসি খণে রোই ॥
খণে খণে মুরুছই কণ্ঠে পরাণ । ইহ পর কোগতি দৈবে সে জান ॥
এ হরি পেখলু সো বর নারী । ন জীবই বিনে কর পরশ তোহারি ॥৮॥
কেহো কেহো জপয়ে দেব দিঠি জানি । কেহ নবগ্রহপুজে জ্যোতিষ আনি ॥
কেহো কেহো কর ধরি খাতু বিচারি । বিরহ বিঘন কোই লখই না পারি ॥
শেষ দশা যব সো সব জান । কহই গোপাল কি হয় পরিণাম ॥৯॥

সুহই—

রাইক বিষম বিরহ শুনি কান । সহচরী সহ কর তুরিতে পয়ান ॥
দেখল নয়ন মুদি রহ গোরী । সিঁচই অমিয়া কর পরশই খোরি ॥
চমকি উঠল ধনী চহঁ দিশ চাই । ছাপি রহল ধনী নিয়রে মাধাই ॥
ধনী কহ অব এ কোন গতি ভেলি । পরশল কানু স্বপন ভই গেলি ॥
দগধই মদন সহই না পারি । মরগ উচিত ইথে বুঝলু বিচারি ॥
শুনি পহঁ সমুখে রহল মুখ চাই । হোয়ল কি উলস অবধি নাহি পাই ॥
কানুবয়নে ধনী ধরইতে দিঠ । উপজল লাজ পলটি বহ পীঠ ॥

কি নব লেহ গতি লখই না পারি ।

ভণ ঘনশ্রাম দুহক বগিহারি ॥৯

কামোদ—

পহিল মিলন দুহ অপরাধ কেলি ।

কুচে কর ধরিতে করে কর তৈলি ॥

চুধনে রহই কমল মুখ মোরি ।

মাতল কানু-মধুপ নাহি ছোরি ॥

দৃঢ় পরিবস্ত্রে টুটই হার ।

কিকিনি ঘন ঘন করই ফুকার ॥

শরমে ঘরময় নিচল শরীর ।

দামিনী জলদ রহল জলু থির ॥

কুমুদিত শেজে গড়ারল অঙ্গ ।

বাঢ়ই তিলে তিলে মদন-তরঙ্গ ॥

শোহই শিখিল বেশ অনুপাম ।

হেরইতে আশ করই ঘনশ্রাম ॥১০

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসামুদ্রে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে:

সংক্ষিপ্তসন্তোগবর্ণনং নাম

নবম আশ্বাদঃ ॥৯:৩৯॥



পুনস্তম্ যথা—

[মুখরা নান্দীমুখ্যং প্রত্যাহ]

সিন্ধুড়া—

রাধায় কি হৈল অন্তরে বেথা ।

বসিয়া বিরলে

থাকয়ে একলে

না শুনে কাহারু কথা ॥১॥

সদাই থিয়ানে

চাহে মেঘপানে

না চলে নয়ানতারা ।

বিরতি আহারে

রাঙ্গা বাস পরে

যেমত যোগিনীপারা ॥

আউলাইয়া বেণী

ফুল যে গাঁথনী

দেখয়ে খসাইয়া চুলি ॥

হসিত বদনে

চাহি মেঘপানে

কি কহে দুহাত তুলি ॥

এক দিষ্টি করি

ময়ূর ময়ূরী-

কণ্ঠ করে নিরিখণে ।

চণ্ডীদাসে কর

নব পরিচয়

কালিয়া বধুর সনে ॥১২

পুনঃ ধানশী—

না বুঝি রাধার এনা রীতি ।

ঘটিল বা কালার পিরীতি ।

দেখিয়ে কেমন মেন ভারে ।

তিলেক রহিতে নাহে ঘরে ।

সদাই নরানে জলধারা ।

হৈল যেন বাউরীর পারা ॥

নরকরি কহে মনে গুণি ।

সুখাইলে জানিবে এখনি ॥২

মুখরা ত্রীরাগিকাঃ প্রভাষ— [ধানবী]

সোণার নাতিনি কেন

আসি যাও পুন পুন

না বুঝি তোমার অভিপ্রায় ।

সদাই কান্দনা দেখি

অঝর ঝরে ঝরে অঁখি

জাতি কুল সব পাছে যায় ॥

বদুনার জলে যাও,

কদম্বতলা পানে চাও

না জানি দেখিলে কোন জনে ।

শ্রামল বরণ পীত পিঁধন

বসি থাকে যখন তখন

সে জনা পড়িছে বুঝি মনে ॥

ঘরে আসি নাহি খাও

সদাই তাহারে চাও

বুঝিলাম তোমার মনের কথা ।

এখন শুনিলে ঘরে

কি বোল বলিবে তোরে

বেড়াইয়া ভাবিবে তোর মাথা ।

অকস্মিৎ কুলের নারী

কুল আছে তোমার বৈরি

তাহে আর বড়ুয়ার বধু ।

কহে বিজ চণ্ডীদাসে

কুল শীল সব নাশে

লাগিলে কালিয়া প্রেম-মধু ॥৩

সবী ভাং প্রভাষ—

(ত্রীরাগ)

রাই তুরা পানে নিরখিয়া ।

সদাই কেমন করে হিয়া ॥

মোরা সব মটাইলু মনে ।

পিরীতে মজিল। উহা মনে ॥

বোল বোলি কি আর কথা ।

কিঙ্গপ দেখিলা শ্রামরার ॥

শুনি ধনী নরহরি-পাশে ।

কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥৬

ভূপালী—

জলব বরণ কাঙ্ক্ষা দলিত অঙ্গন ভ্রম উদগিহে শুধু স্বপ্নময় ।
নয়ান চকোর মোর শিতে করে উত্কলণ নিমিখে এখিল নাহি হয় ॥
শ্রামরূপ দেখিনু যাইতে জলে ।

ভালে সে নাগরী হৈয়াছে পাগলী সকল লোকেতে বোলে ॥৭॥
কিবা বা চাহনি ভুবন-ভুলনি দোলনি গলাক মাণ ।
মূলোভে কত ভ্রমরা বোলয়ে বেড়িয়া তাঁহি রসাল ॥
হুইটি লোচন মদনের বাণ দেখিতে পরাণে হানে ।
পশিয়া মরমে ঘৃণার ধরমে পরাণ সহিতে টানে ॥
চণ্ডীদাসে কয় ভুবনে না হয় এমন রূপ যে আর ।
যে জন দেখিল সেই সে ভুলিল কি তার কুলে বিচার ॥৮

পুনঃ কানড়া—

কি থেণে গেলাম সাথে যমুনার জলে । দেখিল কালিয়াচাঁদ কদম্বের তলে ॥
আলো মুই জাতিকুল সব খোয়াইলু । জনমের মত এ পরাণ সোপিলু ॥
এমন মোহনরূপ কভু নাহি দেখি । মনে হেন সদাই আখির মাঝে রাখি ॥
কহিতে কহিতে থির হৈতে নারে রাই । বুঝে ছুটি আখি নরহরিপানে চাই ॥৯

ধানসী—

সখী ধনীরে প্রবোধ দিয়া । কহে কালিয়া নিকটে গিয়া ॥
ওহে কি কৈলে আখির ঠারে । সে যে পরাণ ধরিতে নাহি ॥
শুনি উলস রসিকরাজ । চলে নিকুঞ্জ ভবন-মাঝ ॥
হেরি ভুবনমোহিনী রাধা । কহে সকল হইল সাধা ॥
অতি আখির মদন ভরে । হাসি বৈসরে পালক পরে ॥
ধনী মনে মনোরম ধানসী । নরহরি কি বুঝিবে তাহা ॥১০

স্বরূপ—

আজু কি নব মিলন রঙ্গ ।

হাসি শশিমুখী বসনে রাপয়ে পুলক আবৃত অঙ্গ ॥

লাজে না বৈসে শ্রামের পাশে ।

করি কত ছল কালিরা চঞ্চল ডুবায় পিরীতি রসে ॥

সখী ইঙ্গিতে বিভোর হৈয়া ।

ঘন ঘন মুখ- চুখন করয়ে হিয়ার মাঝারে থু'য়া ॥

ভালে বিলসে পালক 'পরি ।

সে শোভা মাধুরী কিরে নাহরি হেরিব নয়ান ভরি ॥৮

ইতি শ্রীভক্তদ্রোণে গৌরকৃষ্ণরসামৃত শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম ।

দশম আস্বাদঃ ॥১০১৪৭



পূনস্তদ্যথা—

[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

ধানসী—

এ সুবদনি ! ধনি ! কি ভেল তোয় । অমুখণ রহনি আনমন হোয় ॥

মোড়নি অঙ্গ পুলক-পরকাশ । হেরসি চহঁ দিশ তেজসি নিশাপ ॥

চঞ্চল নিরত না বাধসি থেহ ॥ কাহক সঞে কি বাঢ়ায়লি লেহ ?

নরহরি নিররে কি কহইতে লাজ । সাধব জীবন দেই তুয় কাজ ॥১

শ্রীমত্যাহ—

(কান্দোদ)

সই ! তো মারে বসিতে কি । বড় বিপাকে তৈকিমাছি ॥

নিজমন্দিরে সঙ্গিনী সঙ্গে । ওগো বসিয়া আছিল রঙ্গে ॥

সেই পথে সে চিকণ কালা । রূপে করয়ে ভুবন আলা ॥

রঙ্গে হিলি ছলি চলি যায় । সেহো নানা আভরণ গায় ॥

তারে চাহিতে নয়ান কোণে ।

সব ভুলিলু এ ঘেন মনে ॥

নরহরি কহে কিবা আর ।

কুল কাথিতে হইবে তার ॥২

ধানসী—

সই রে বলি কি আর কুল ধরমে ।

দীঘল নয়ান বাণ হানিলে মরমে ॥

সই রে বলি না রহে পরাণ ।

জাগিতে ঘুমাইতে দেখে ॥ বাঁশিয়া-বদান ॥

সই রে বলি কি তার সন্ধান ।

তাকিয়া মারাহে বাণ বেখানে পদান ॥

সই রে বলি কি রূপ দেখিলু ।

দেখিয়া মোহনরূপ আপনা নিছিলু ॥

সই রে বলি কিরূপ-সাজনি ।

যাচিয়া যৌবন দিব শ্রামের মিছনি ॥

সই রে বলি মনেতেই আগ্রে ।

গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে ॥৩

পঠমঙ্গরী—

এ সখি ! শ্রাম মরমে পশি গেল ।

লোচনকোণে সকল হরি নেল ॥

ধৈর্য লাজ দেয়ল উলটায় ।

তা বিহু নিরত হৃদয় দহি যায় ॥

ঐহুন ভণইতে অবনত মাথ ।

নয়নবারি মুখ বুক বহি যাত ॥

সখী আশোয়াসি তবহি চন্ তুঁহি ।

গোকুল রমণীরমণ রহ যাহি ॥

হেরইতে দূতী চপল নব নুহ ।

চন্ আশ্রয়ান মুদিত মনমাহ ॥

গহি তছু পাণি পুছই তছু ঠাম ।

নরহরি ভণ কি ভণব ঘনশ্রাম ॥৪

ধানসী—

রঙ্গিণী সঙ্গে

তুঙ্গমণি মন্দিরে

দশ দিশ হেরইতে রামা ।

কো জানে কি খেণে তুরা দিঠি লাগল

মুখুছি পড়ল সোই ঠামা ॥

মাধব ! কি তুরা নয়ান-সন্ধান ।

কুল গিরিরাজ

লাজ বন কঙ্কু

ভেদি মরম পথে হান ॥৫॥

বিরহ বিষানলে

অলত কলেবর

সঘনে লুঠয়ে মহীপকা ।

তুহু স্পুরুষমণি

তোহে চড়য়ে জনি

ধনী-বধ-বিপুল-কলকা ॥

সব সখী মেলি

কতহি আশোয়াসই

বেদন কোই না জান ।

গোবিন্দদাস ভণ

তোহরি পরশ বিন

কৈছনে রহত পরাণ ॥৬

সামশী—

রাইক নবীন প্রেম শুনি দৃতিমুখে মনহি উলসিত কান।
মনোরথ কতহি হৃদয়ে পরিপূরণ আনন্দে হরল গেয়ান ॥

সজনি ! বিহি কি পূরায়ব সাধা ।

কত কত জনমক পূর্ণকলে মিলব সে হেন গুণবতী রাধা ॥৫৥
এত কহি মাধব তুরিত গমন করু পথ বিপথ নাহি মান ।
অন্দরী মনে করি দৃতি-বদন হেরি মনমথে জরজা প্রাণ ॥
ঐছন কুঞ্জে মিলল নব নাগর সখীগণ সঞ্চে বঁতা রাই ॥
হুহু হুহু বদন হেরি দোহে আকুল বিছাপতি কবি গাই ॥৩

ভূপালী—

অন্দরী লাজে রহই যুহু হাসি । হেরইতে কাহু রভসরসে ভাসি ॥
পরশিতে কুচ কর রহই না থির । চুষন-বেরি অধরে ধরু চির ॥
স্বমধুর বচন বিরচি নব নাহ । আনল কতহি যতনে হির মাং ॥
দৃঢ় পরিরঞ্জে উপজল রঙ্গ । শ্রমজলে ভরল পুলকনয় অঙ্গ ॥
মাধব ধনীক বদনবিধু হেরি । আচরে পবন করই বহু বেরি ॥
কুসুমিত শয়নদেজে হুহু সাজ । হেরব কি নরহরি হেরি সখী-মাং ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সন্তোগবর্ণনং নাম

একাদশাস্তাদঃ ॥১১১৫৪



পুনস্তদ যথা—

[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

গাঙ্গার—

এ ধনি কি হইল কহনা মোরে । কি করে পরাণ দেখিয়া তোরে ॥
একাকী বিরলে বসিয়া থাকো । সদা খিতিতলে কিবা বা লেখো ॥

অনিদিথ আখ্যো দেখহ কারে ।

আপনারে পুন সোঁপহ তারে ॥

নরহরি কহে কি আর লাজে ।

শুনি ধনী কহে সখীর মাঝে ॥১

বঙ্গালী—

শুন শুন ওগো

পরান সজনি !

না জানি কি হৈল চিতে ।

যমুনার জলে

যাইতে কালিয়া-

চান্দরে দেখিলু পথে ॥২॥

মু অতি অবলা

না বুঝিয়ে কিছু

আছিলু ননদী পাছে ।

নানা ছলে আসি

ছায়া ছোয়াইয়া

দাঁড়ায় আমার কাছে ॥

অতি অপক্লপ

ভঙ্গি করি পুন

কদম্বতলাতে যায় ।

হাসি হাসি রসে

ভাষি আমা পানে

রহিয়া রঙ্গিয়া চায় ॥

নয়ানের কোণে

জানে কি মোহিনী

হানয়ে বিষম বাণে ।

নরহরি সাখী

রাখিবে কে ধৃতি

পরান-সহিতে টানে ॥২

পুনঃ মালব—

সই কেনে গেলাম জল ভরিবারে ।

যাইতে যমুনা ঘাটে সেইখানে কলঙ্ক উঠে তিমিরে গয়াস্তা ছিল মোরে ॥

রসে তরু চরচর তাহে নব কৈশোর আর তাহে নটবর বেশ ।

চুড়ার টালনি বামে ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে ললিত লাবণ্য কিবা কেশ ॥

ললাটে চন্দন পাঁতি নবগোরোচনা তথি তার মাঝে পূর্ণিমক চান্দ ।

অলকাবলিত মুখ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ কামিনীগণের মনফান্দ ।

লোকে তারে কালো কয় সহজে সে কালো নয় নীলমণি মুকুরের জ্যোতি ।

চাহনি চঞ্চল বাঁকা কদম্ব গাছেতে ঠেকা ভুবনমোহন শোভা ভাতি ॥

সঙ্গে ননদিনী ছিল সে সকল দেখি গেল অঙ্গ কাঁপে নরহরি ডরে ।

জ্ঞানদাসেতে কয় তারে তোমার কিবা ভয় সে কি সতী ভুলাইতে পারে ॥৩

ধানসী—

যে হউক সে হউক সই না সহৈ পরাণে । জরজর হৈল হিয়া নরানের বাণে ॥

কালিয়া কমল মুখে যুহ যুহ হাস । কুলের ধরম মোর সব কৈলে নাশ ॥
 এমন হইবে ইহা কহু নাহি জানি । আগিতে ঘুমাইতে দেখি কালারূপ থানি ॥
 কহিতে কহিতে রাই ছই আঁখি মুদে । ধরিয়া সখীর গলা 'কালী' বলি কঁাদে ॥
 দ্বুতী অতি যতনে রাইরে প্রবোবিয়া । কালিয়া নিকটে গিয়া কহে মুখ চায়া ॥
 হেদেহে নাগর তুমি কিছু নাই মানো । কুলবতী সতী ভুলাইতে ভালে জানো ॥
 কিবা রস পিয়াইয়া নয়নের কোণে । মাতাইলা অবলা না জিয়ে তোমা বিনে ॥
 শুনি নরহরি সহ নিকুঞ্জে গমন । শুভথণে রাইকান্ত দোহার মিলন ॥৪

কামোদ—

আজু কি নব মিলন রঙ্গ ।

থঞ্জন নয়নী কান্দু পানে চাহি লাজে ছাপায়ল অঙ্গ ॥

তাহা দেখি স্তম্ভুর হাসি ।

কালিয়া চঞ্চল চাকু চাতুরীতে চুষয়ে বদন শলী ॥

কুচকমল কাপয়ে করে ।

সুখের সাগরে নিমগন ঘন কাঁপয়ে মদনভরে ॥

ছহঁ বিলসে পালক' পরি ।

নরহরি কিরে অপরূপ শোভা হেরি নয়ান ভরি ॥

ইতি শ্রী ঐতচ্ছন্দোদয়ে গৌরকৃষ্ণসামুদ্রে শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বাদশাধ্যায়ঃ ॥১০১১৫২॥



পুনস্তম্ভ যথা— [সখী রাধিকার প্রতাহ]

ভোক্তা—

কহ কহ এ ধনি ! মরমক বাত । অমুখণ কাহে পুলকময় গাত ॥

লোচন চঞ্চল চহদিশ হেরি । করনি গতাগতি কত শত বেরি ॥

মরকত হার উরহি উরঝাই । নীল বদন ঘন পহিরি থাই ॥

না বুঝিয়ে কান্দ লাগায়লি দিঠ । ভন ঘনশ্রী কৈছে রসমিঠ ॥১

শ্রীমত্যাঃ—

(ধানশী)

এ সখি ! মরকত বাত । লাজে কহইতে নাহি যাত ॥
 হাম অবলা কুলনারী । তাহে গুরুজন ভয় ভারি ॥
 স্বপনে লহই মন যোই । দৈবে ঘটায়ল সোই ॥
 পেখলু নবব্রাজ । বিপরীত তাকর কাজ ॥
 কো অছু ঐছে নিশক । গণই ন কাহ কলঙ্ক ॥
 নরহরি হেরইতে তায় । ধৈরজ ধরই না যায় ॥২

পুনঃ ধানশী—

কুঙ্কিত অলক উপরে অলি মাতল মৌলিক মালতী মালে ।
 চুড়া চিকুর চারু শিখিচন্দ্রক- অর্কক চারু কপালে ॥
 সখি ! বড়ই বিনোদিয়া কান ।
 কুটিল কটাধে লাখ লাখ কুলবতী ছাড়ল কুল-অভিমান ॥৩॥
 মরকত মণ্ড মুকুর মুখমণ্ডল কাম-কামান ভুরুভঙ্গি ।
 মলয়া চন্দন ভালে বিলেপন বাহা দেখি চান্দ কলঙ্কী ॥
 পীতবসন মণি অঁরগ ভূষিত উরে লঙ্ঘিত বনমালা ।
 গোবিন্দদাস কহ অপরূপ হেরলু বিজুরী তরণ তমালা ॥৩

পুনঃ ভোড়ি—

রসভরে মম্বর লহ লহ চাহনি কি দিঠি ঢুলায়লি ভাতি ।
 গরল মাখি হিরে শেল কি হানল জরজর কর দিন রাতি ॥

সজনি ! ইথি লাগি কান্দয়ে পরাণ ।

কত কত জননক পুণকলে নিলন দিঠে ভরি না হেরিলু কান ॥৪॥
 কত যে অমিয়া শ্রুতি বচনে উগারই কুলবতী মোহন মন্ত্র ।
 সো হির লাগি রজনী দিন জারই ডহি ডহি জীউ কর অন্ত ॥
 নিশি দিশি সোঙরি সোঙরি চিত আকুল ওগতি আঁধ আঁধ-পায় ।

হঠ করি মরমে মরমে মমু পৈঠল বিছুর বিছুরি নাহি যায় ॥
কো দেউ চন্দন তিলক বনারল সো ভেল স্দয়ক ফান্দ।
বলরাম দাস কহ অব্ আর না রহ কুলজা-কুল মরিয়াদ ॥৪

আশাবরী—

এ সখি ! কুলশীল সব রহ দূর । জীউ কি করই কহন নাহি ফুর ॥
গুণহীতে বিধম হোয়ল হিয়মাঝ । কৈছে মিলব উঠ নাগররাজ ॥
ঐহন ভগইতে সখী উহ বেরি । গদগদ ভাষে কহয়ে মুখ হেরি ॥
এ ধনি ! তোহে নিরখি কউ ভাতি । না বুঝিরে কান্ন কোন রসে মাতি ॥
তুরিতহি দেহ দরশ তহি যাই । সহচরী-বচনে গমন করু রাই ॥
নরহরি ভণ যব ভেটবি নাহ । রাখবি মান বাঢ়ায়বি চাহ ॥৫

ধানশী—

পৈঠ নিকুঞ্জে রমণীমণি বালা । উলসে ভরল হিয় হেরইতে কালা ॥
ঘুঘটে বদন ঝাঁপি মুছ হসয়ে । কুলদশনকি মধুরতর লসয়ে ॥
চলই না চলই ললিত গতি বন্ধা । নাই নিয়রে উপজত কত শঙ্কা ॥
আধ উলটি সহচরী কর ধরই । তৈথণে চতুর কান্ন ভুজ ভরই ॥
যতনহি কেলিতলপে লই গেলা । মনমথ মাতি কতহি স্নেহ ভেলা ॥
পহিল সমাগম সকুচই শয়নে । ভণ ঘনশ্রাম হেরব কিয় নয়নে ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্ব-রাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগ-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশাঙ্কঃ ॥১৩॥১৬৫



পুনশ্চ যথা—

(ধানশী)

কালিয়া বরণ হিরণ বসন যখন পড়য়ে মনে ।
মুহুছি পড়িয়া কান্দয়ে ধরিয়। সব সখী জনে জনে ॥
কেহো কহে মাই ওঝারে ঝাড়াই রাইয়েরে পাইয়াছে ভূত।

কাঁপি ঝাপি উঠে কহিলে না টুটে সে যে বৃষভানুভূতা ॥
 রক্ষামস্ত্র পড়ে নিজ চূড়ে ঝাড়ে কেহো বা কহয়ে ছলে ।
 আনি দিব তোহে কছিল নিচয়ে কালার গলার ফুলে ॥
 কহে চণ্ডীমাসে আন উপদেশে কুলের বৈরি কাল ।
 দেখাও যতনে পাইবে চেতনে ঘুচিবে অদ্বৈত জালা ॥১

সুহৃৎ—

সখীগণ বেড়ি চারি পাশে । কান্ধগুণ কহে মৃদুভাষে ॥
 শুনিতে কানিয়ানাম থানি । চমকি উঠয়ে দিনোদিনী ॥
 অলখিত চায় চারিপাশে । নয়ানের জল বৃক ভাসে ॥
 বারেক দেখিয়া শ্রাম-দেহা । ঘটিল কি অপক্লপ লেহা ॥
 তিলেক নারয়ে খির গৈতে । কারে কিছু না পারি কহিতে ॥
 ঘন ঘন তেজয়ে নিশাস । সখীগিয়া কহে শ্রামপাশ ॥
 অবলা বধিতে ভালো জানো । নয়ানের বাণে প্রাণ হানো ॥
 করিলা আপন অমুরাগী । নিরমন কুলে দিলা আগি ॥
 যে হইল হিরার মাঝারে । তাহা কেহ বুঝিতে না পারে ।
 কেহো গ্রহগণেরে পূজয়ে । কেহো কত দেবে আরাধয়ে ॥
 কেহো যায় ওঝা আনিবারে । কেহো বা গগায় গণকেরে ॥
 করে কত যুচাইতে বেথা । পুছিলে না কহে কিছু কথা ॥
 যে দশা হইল রাধিকার । দেখি প্রাণ কাঁদয়ে সভার ॥
 নরগরি কহে বেগে গিয়া । রাখহ পরাণ পরশিয়া ॥২

ধানশী—

সখীমুখে শুনি রাই কথা । ঘুচিল কানিয়া-হিরার-বেথা ॥
 তিলে খির হইতে না পারে । উলাসে কহয়ে বারে বারে ॥
 পাইলু পাইলু প্রাণ রাখা । বিহি পুরাইল মোর সাধা ॥

এত কহি চলে তরাতরি । দেখে রাই রূপের মাধুরী ॥
 বিপুল গুরুকে তরে গায় । মদনে বিভোর জ্বাম রায় ।
 নরহরি ভণে শুভথণে । জ্বামের মিলন রাই সনে ॥৩

ধামশী—

দেখ দেখহ রাইয়ের কাজ ।
 যারে দেখিবারে কুরে দিবারাতি তারে নেহারিতে লাজ ॥
 যার বচনে নিছয়ে প্রাণ ।
 সে ভণে কাকুতি বাণী কত মত তাহে না পাতয়ে কাণ ।
 যার পরণ লাগিয়া কান্দে ।
 একে সে পরশে বাসে কত ভয় ভাবিতে পড়িলু ধাক্কে ॥
 আর সে কথা কি কাজ কৈয়া ।
 নরহরি রহ নিছনি এ নব প্রেমের বালাই লৈয়া ॥৪

কামোদ—

রাই কাহ্ন রসের মুকুতি । তাহে কিবা নবীন পিরীতি ॥
 তিলে তিলে কত সাধ মনে । বিলসয়ে কুসুম-শয়নে ॥
 বলমল করে হুঁ তহু । জলবিজুরী থির জহু ॥
 ভালে সে ঘরমবিন্দু সাজে । মুকুতা মলিন হয় লাজে ॥
 সূচাকু শিখির কেশ বেশ । না রাখে মদন হুতিলেশ ॥
 সখীর সমীপে নরহরি । শোভা কি দেখিব আখি ভরি ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদরে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগ-বর্ণনং নাম চতুদশাধ্যায়ঃ ॥১৪১৭০



পুলকপদ্য-

(দেশী তোড়ী)

রাই সমীপে সকল সখী । কহে এমন কভু না দেখি ॥

এই একে কুলবতী বালা । তাহে এবা কি হইল জালা ॥
 তিল আধ নারে ধির হৈতে । একি হৈল না বুঝিয়ে চিতে ॥
 নরহরি কহে শুধাইয়া । কর উপায় যতন পাঞা ॥১

সখী রাধিকাং প্রত্যাহ (ধানশী) .

এ ধনি ! কা' সনে করিল লেহ । তিল আধ চিতে না বাঁধে থেহ ॥
 উতপত ঘন নিশাস তায় । থসয়ে বসন না রহে গায় ॥
 থেণে হাসো থেণে নয়ানে ধারা । চারিপাশে চাহো বাউরীপারা ॥
 শুনি ধনী অতিতরল হিয়া । কহে নরহরি-পানেতে চায়া ॥২

শ্রীরাগ—

কিরূপ দেখিছ	মধুর মুরতি	পিরীতি রসের সার ।
হেন লয় মনে	এ তিন ভুবনে	তুলনা নাহিক তার ॥
বড় বিনোদিয়া	চুড়ার টালনি	কপালে চন্দন চাঁদ ।
জিনি বিধুবর	বদন সুন্দর	ভুবনমোহন ফাঁদ ॥
নব জলধর	অঙ্গ ঢরঢর	বরণ চিকণ কালা ।
অঙ্গে অভরণ	রতন কাঞ্চন	মণি মুকুতার মালা ॥
জোড়া ভুরু যেন	কামের কামান	কেনা কৈল নিরমাণ ।
ও রাঙ্গা নয়নে	তেরছ চাহনি	বিষম কুসুম বাণ ॥
কি কালা কাজর	কি কালিন্দী জল	কি কালা উৎপল দাম ।
নীল নব ঘন	নহে নিরূপণ	বরণ চিকণ শ্রাম ॥
কত পরকারে	দেখিলু তাহারে	লখিতে নারিছ কি ।
মোর বোলে যদি	নহে পরতীত	চল দেখাইয়া দি ॥
মণি অভরণ	রতন নুপুর	পিঁধন পিয়ল বাস ।
রাতা উতপল	চরণ যুগল	নিছনি গোবিন্দ দাস ॥৩

পুনঃ শ্রীরাগ—

চল চল কাঁচা	অঙ্গের লাবণি	অবনি বাহিয়া যায় ।
ঈষত হাসির	তরঙ্গ-হিলোলে	মদন মুকুছা পায় ॥
কিবা সে নাগর	কি থেণে দেখিলু	বৈরজ রহল দূরে ।
নিরবধি মোর	চিত বিয়াকুল	কেন বা সদাই বুঝে ॥
হাসিয়া হাসিয়া	অঙ্গ দোলাইয়া	নাচিয়া নাচিয়া যায় ।
নয়ান কটাথে	বিষম বিশিথে	পরায় বিধিতে যায় ॥
মালতী ফুলের	মালাটি গলে	হিয়ার মাঝারে দোলে ।
উড়িয়া পড়িয়া	মাতল ভ্রমরা	ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলে ॥
কপালে চন্দন	ফোটার ছটা	লাগিল হিয়ার মাঝে ।
না জানি কি ব্যাধি	মরমে বাঁধল	না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন	নারীর পরায়	বাহির নাহিক হয় ।
না জানি কি জানি	হয় পরিণামে	দাস গোবিন্দ কয় ॥৪॥

পুনঃ ভূপালী—

ওগো সই পিরোতি মুকুতি কালো সোনা । দেখিয়া তাহার রূপ জিয়ে কোন্ জনা
নেবারিতে নারি রূপ হিয়ায় পশিল । কুলের ধরম মোর সব ঘুচাইল ॥
কত না উঠে মনে কি হইল জালা । অবলা বধিতে বিধি সিরজিল কালো ॥
মজিলু মজিলু মেন মজিলু তা'সনে । নরহরি জানে প্রাণ কান্দে রাতিদিনে ॥৫

ধানশী—

কাহ্ন অমরাগিণী রাই । কহল নরম প্রিয়সখীমুখ চাই ॥
সহচরী করি আশোয়াস । তুরিতে আয়ল মনমোহন-পাশ ॥
কহ নাহি রাইক রীত । মাধব শুনি অতি উলসিত চিত ॥
নরহরি সহ চলি গেল । শুভথণে কুঞ্জে মিলন দুহঁ ভেল ॥৬

শ্রীরাগ—

মাধব মধুর হাসি ধরু হাত । লাজে কমলমুখী অবনতমাথ ॥
 হেরইতে ভঙ্গি অধির পহুঁ ভেল । ঘৃষট খোলি অধর রস নেল ॥
 কুচযুগ পরশে অবশ ভেল নাই । যতনহি আনি ধয়ল হিয় মাই ॥
 শুতল তলপে মিলন দুহ রঙ্গ । ভণ ঘনশ্রাম হেরব কিয়ৈ রঙ্গ ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাবিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগ-বর্ণনং নাম পঞ্চদশাখ্যদঃ ॥১৫।১৭৭



পুনস্তদু যথা—

[সখী শ্রীরাবিকাং প্রত্যাহ]

শ্রীরাগ—

এ কলাবতি নব চপলনয়ানি ! হেরি চরিত জীউ করই কি জানি ॥
 জলদ বসনে তনু অনুখণ ঝাপি । দামিনী জিনি তাহে ঘন ঘন কাঁপি ॥
 শীতল পবন বহই অবিরাম । তবহি নিরত তনু চুষত ঘাম ॥
 ভণহ মরম তোহে শপথ হামারি । শুনি ধনী ভণে ঘনশ্রাম নেহারি ॥১

শ্রীমত্যাহ—

(ভূপালী)

কানু হেরব বলি ছিল বহু সাধ । কানু হেরিয়া অব্ ভেল পরমাদ ॥
 তব ধরি অবুধী মুগধি হাম নারী । কি করি কি বলি কিছু বুঝই না পারি ॥
 শাউন-ঘন সম এ ছুই নয়ান । অবিরত ধক ধক করই পরাণ ॥
 উতপত তনু ঘন, ভবন না ভায় । বিছাপতি কহ ইথে কি উপায় ॥২

পুনঃ বালা ধানশী—

কাহে লাগি সজনি ! দরশন ভেলা । বরুকি আপন জিউ পরহাতে দেলা ॥
 না জানি কি করু মোহে মোহন চোরা । হেরইতে প্রাণ হরি লেই গেও মোরা ॥
 এত রস আদর গেও দরশাই । যত বিছুরিয়ে তত বিছুরি না যাই ॥
 বিছাপতি কহ শুন বরনারি ! ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥৩

ধানশী—

সখী শুভধণে চলু পরসি নিখাস । মাধবে ভেটি ভণই যুত্ভাষ ॥
এ বর বরজ্জভুজঙ্গম নাহ । অলখিত দংশলি ধনী-হিয় মাহ ॥
সো কুলবতী সতী হরল গেয়ান । তুষ বিম্ব শয়নে স্বপনে নাহি আন ॥
তিলে তিলে কৈছে হোরই নাহি জানি । তোহে ঘটব অপযশ অনুমানি ॥
শুনি অতি অধির কহই গহি রাহ । কাহা রহ রাই তুরিতে দরশাই ॥
তব সখী গোরী নিয়রে লই যাত । ভণ ঘনশ্রাম পুলকিত গাত ॥৪

ধানশী—

গোরীবদনবিধু দরশন ভেল । অদরশ তাপ তম হি দূরে গেল ॥
মাধব মদনমোদ মদে মাতি । রসময় বচন ভণই কত ভাঁতি ॥
সুন্দরী উলসে অবশ সব গাত । হরিমুখ নিরখি রহই নতমাথ ॥
নয়নকোণে সখী অমুমতি দেল । ভুজতরি কানু অধররস নেল ॥
রতসে রুচির কুচ কঙ্কু উবারি । ধনী যুত্ভ হাসি করহি কর বারি ॥
ধরইতে নয়নে নয়ন সকুচাই । ভণ ঘনশ্রাম মিলন বলি যাই ॥৫

সুহই—

অভিনব পিরীতি মুকুতি নব নাহ । ধনী নবমিলনে কি নবীন উছাহ ॥
নব নব হেরইতে হরিণ-নয়ানী । লোচনবৃগল সফল করি মানি ॥
তিলে তিলে নবীন মনোরথ বাঢ়ি । হিয়ে হিয় বরই নিমিত্ত নাহি ছাড়ি ॥
নব নব রস বরকত নহ ভঙ্গ । কব ঘনশ্রাম হেরব ছহঁ রঙ্গ ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূব রাগে

সংক্ষিপ্তসঙ্কোচ-বর্ণনং নাম ষোড়শাধ্যায়ঃ ॥১৬॥১৮৩



পুনশ্চ বধা—

[শ্রীরাধিকা-বাক্যং]

তন তন প্রাণ বেথিত সই ।

পুছিলে মরম গোপনে কই ॥

মু' একে অবলা বুলের বহ । ঘরের বাহির নাহিরে কহু ॥
 মাধে গেলু ফুল তুলিতে যথা । কালা কলানিধি উদয় তথা ॥
 হরিলে পরাণ আখির ঠারে । নরহরি জানে যে হইল মোরে ॥১

ত্রীরাগ—

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি । আগিতে ঝপানে দেখেঁ কালাবরণ খানি ॥
 আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে । পরাণ হরিলে রাধা নয়ন নাচনে ॥
 কি থেণে দেখিলু সই ! নাগরশেখর । আখি বুঝে, ত্রাণ কান্দে, পরাণ ফাঁসিয়া ॥
 সহজে মুকুতিখানি বড়ই মধুর । মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর ॥
 আর তাহে কত কত ধরে বৈদগ্ধ্যি । কুলেরে যতন করে কোন্ বা মুগ্ধি ॥
 দেখিতে সে চাঁদমুখ জগমন হরে । আধ মুচুকি হাসি কত সুখ করে ॥
 কালা কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে । বলরাম বোলে তার সদাই পরাণ কাঁকে ॥২

পুনঃ সিদ্ধুড়া—

সই ! সে জনা মানুব নয় ।

তার সঙ্গে যদি	করিয়ে পিরীতি	না জানি কি জানি হয় ॥
হাসি হাসি মোর	মুখ নিরখিয়া	মনে মনকথা কয় ॥
ছায়ার সহিতে	ছায়া মিশাইতে	পথের নিকটে রয় ॥
সহজে রসের	আকার, কত	ভাবের অঙ্কুর তার ॥
বাতাসে বসন	উড়িতে আপন	অঙ্গে ঠেকাই বাই ॥
ও গীম-দোলনি	ঠামক চলনি	রমণী-মানসচোর ।
জ্ঞানদাস বোলে	ভালই বোইলে	মরমে নাগর মোর ॥৩

পুনঃ মল্লার—

সই কি আর কথার বাদে । মো' মেন ঠেগিয়া গেলু ও নরাম কান্দে ॥
 কুন্দে কুন্দাইল দেহ বিদগ্ধ বিধি । বাছিয়া থুইল নাম শ্রাম শুশুমিধি ॥
 চুড়ায় চন্দ্রিকা দিয়া কুঞ্জ মল্লিকা ! চান্দের অধিক মুখচান্দের চন্দ্রিকা ॥

আবেশে অবশ গা, চলে বা না চলে । পাবাণ নিলায়া যায় ও মধুর বোলে ॥

নীলশণি হেন গায় মুকুতা খিচনি । আই আই নৈরা যাই রূপের নিহনি ॥

কাল পাট গলে দোলে কটিতে প্রবাল ।

তমাল শ্রামল সূতে নব গুঞ্জামাল ॥

নাসাহলে দোলে কত মূলের মুকুতা ।

জ্ঞান কহে ভালে খুর বৃষতানুসূতা ॥৪

ধানশী—

কালিরাচান্দের অমুরাগে ।

রাই কত কহে সখী আগে ॥

হুটি আখ্যে বহে প্রেমধারা ।

কহিতে বচন হয় হারা ॥

সহচরী কত প্রবোধিয়া ।

কাহুপাশে মিলিল ধাইয়া ॥

নরহরি কহে ধীরে ধীরে ।

অবলা বধিলা আঁখিঠারে ॥৫

পুনঃ গাঙ্কার—

কুঞ্জ মন্দির মাধা

বৈঠলি স্তন্দরী

দিনকর হুপহর ঠানে ।

যব হাম পুছলু

পিরীতি সম্ভাষণ

প্রেমজল ভরল নয়ানে ॥

মাধব ! তুয় অমুরাগিনী রাখা ।

তুয়া পরসঙ্গে

অঙ্গ সব পুলকিত

না মানয়ে গুরুজন-বাধা ॥৬॥

ভাবে ভরল তনু

পুন পুন কাঁপই

পুন পুন শ্রামর গোরা ।

পুন পুছত পুন

দিগ নেহারত

ভূমে শুতই পুন বেরি ॥

ফুল কবরী

উঠিহি লোচায়ত

কোরে করত তুয় ভানে ।

জ্ঞানদাস কহে

তুহ ভালে সমুদাত

সমুচিত করহ বিধান ॥৭

আশাবরী—

শুনইতে কাহু কনকমুখী-বাত ।

ছলছল নয়ন পুলক ভরু গাত ॥

চলল তুরিত চিত মুদিত মাধাই ।

ভেটল কুঞ্জভবনে ধনী রাই ।

খঞ্জন-নয়নী কাহু মুখ হেরি ।

মৃদু মৃদু হাসি অঙ্গপ দিঠে ফেরি ॥

ঘুঘটে বদন ঝাঁপি রহ আধ ।

নরহরি পহঁক পরশ রসদাধ ॥৭

ধানশী—

নাগর গরগর তরল-নয়ান ।

নিরখই কর গহি গোরী-বয়ান ॥

চুখন করইতে করু কত ছন্দ ।

কমলে কমলে জম্ম লাগল দ্বন্দ ॥

কুচযুগ পরশিতে ধরহরি কাঁপি ।

হাসি রমণীমণি অঞ্চলে কাঁপি ॥

দৃঢ় পরিরম্ভণে হুহঁ ভেল এক ।

দামিনীঘন জম্ম ভেল পরতেক ॥

তিতল ঘরমে পুলকযুত দেহ ।

মদন চতুর দরশাওল লেহ ॥

কুসুমিত কেলি-তলপে ইহ রঙ্গ ।

হেরব কিয়ে নরহরি সখী-সঙ্গ ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম সপ্তদশাঙ্ক্যদঃ ॥১৭॥১২১



পুনস্তদ যথা—

[শ্রীমত্যাহ]

ধানশী—

কিরূপ দেখিলু সই ! কনধের তলে । যর যাইতে না লয় মন পরাণ কেমন করে ॥

নয়নে লাগল রূপ কি আর রসিব । নিতি নব অমুরাগে পরাণ হারাব ॥

নেবারিতে নারি চিত বুঝে রাতি দিনে । আকুল করিলে মোরে কালার বরণে ॥

কালিয়া বরণ কিয়ে অমিয়ার সার । জ্ঞান কহে না জীয়ে যে পিয়ে একবার ॥১

পুন শ্রীরাগ—

ছটি ভুরু কামের কামান ।

নষ্ট কৈল কুল অভিমান ॥

কত ছান্দে নয়ান চুলায় ।

মনের সনে পরাণ দোলায় ॥

সে মোহন নাগর কিশোর ।

মরমে পশিয়ে রৈল মোর ॥২॥

কত না নাগরপনা জানে ।

চাহনি সে আধনয়নে ॥

আধ মুচুকি কথা কয় ।

অবলার প্রাণে কত সয় ॥

কে না কৈলে মনোহর বেশ ।

সেই সে মজাইলে সব দেশ ॥

ভিত্তিরে তারে নাহি ভয় ।

বলরামের মনে হেন লয় ॥২

পুনঃ তোড়ি—

জীবন্ত হাসিতে কত অমিয়া উথলে । ধরম করম হরে আধ আধ বোলে ॥
রূপ দেখি কি শেল করিলু । বল করি জাতি প্রাণ পর হাতে দিলু ॥৩॥
নানা ফুলে চাচর চুলে চূড়ার কাছনি । কত না ভঙ্গিমা ছুটি নয়ান-নাচনি ॥
কিসের লোকের লাজ কিবা গুরুলাজে । ও মধুর মুরতি লাগিল হিয়া মাঝে ॥
অলকা আবৃত মুখ শ্রবণে কুণ্ডল । বলমল বলমল করে তিলক উজ্জল ॥
চৌদিকে ফাগু বিন্দু মাঝে চন্দন চান্দ । বলরাম বোলে ওই সে পিরীতির ফান্দ ॥৩

হিন্দোল—

ওগো সহ ! কি আর কথায় । পিরীতি মুরতি কালা পশিল হিয়ায় ॥
লাজ ফুলে কি করিব আর । তাহা বিনা পরাণ ধরিতে হৈল ভার ॥
চল চল কদম্ব-কাননে । ভুবনমোহন কালা দেখিলু যেখানে ॥
এত কহি নারে থির হৈতে । ছনয়ানে খারা বহে কত উঠে চিতে ॥
সহচরী চাহিয়া তা' পানে । আঁচরে মোছায় মুখ প্রবোধি যতনে ॥
কান্দুপাশে তুরিতে যাইয়া । কহে গদ গদ বিধুবদন চাহিয়া ॥
অবলা ববিলা অাখিকোণে । ছাড়াইলা ভবন বসতি কৈলে বনে ॥
যে দেখিলু কহিতে না পারি । না জীয়ে পরশ বিনা কহে নরহরি ॥৪

ভূপালী—

কান্দু গুনিয়া রাইয়ের কথা ।
একাকী তুরিতে উলসিত চিতে চলয়ে সুন্দরী যথা ॥
নব নিকুঞ্জ নাকারে গিয়া ।
মাধবী লতার তলে রহে রাই সমীপে গোপন হৈয়া ॥
ধনী দূতীরে একাকী দেখি ।
সদ্বীপাশে কহে কালা উপেখিল দেখত তাহার সাথী ॥

ওগো এবে দড়াইল চিতে ।

কালিন্দীর জলে এ তনু তেজিব কি কাজ জীবন জিতে ॥

আহা কিবা এ প্রেমের গতি ।

মরিবারে চাহে নবীন কিশোরী তিলে না ধরয়ে ক্ষতি ॥

হেন সময়ে রসিকরায় ।

কি নব ভক্তিতে লতাতলে হৈতে রাইয়ের সমুখে যায় ॥

ধনী আনন্দে উমড়ে হিয়া ।

তেরছ নয়নে চাহে কান্ন পানে বদনে ঘুঘট দিয়া ॥

লাজে লুকার সখীর কোলে ।

নরহরি পছঁ সে শোভা নিরখি ভাসয়ে আনন্দ-জলে ॥৫

খানশী—

আজু কি নব কৌতুক ভেলি ।

সখী স্ন্যতনে ধরি ধনী করে শ্রামেরে সোঁপিয়া দেলি ॥

সে যে লাজে না বৈসয়ে পাশে ।

তেরছ নয়ানে -চাহি সখী পানে মধুর মধুর হাসে ॥

নব কিশোর রসিক রায় ।

কত না মধুর বাণী ভণে শুনি কে ধরে ধৈরজ তায় ॥

রাই উমড়ে পিরীতি রসে ।

পুলক-বলিত হেম তনু ঘন গোপয়ে নীলিম বাসে ॥

কান্ন দেখিয়া মদন-ভরে ।

করক কমল কলি দরি কুচ বাপয়ে কোমল করে ॥

চান্দ বদনে বদন দিয়া ।

নরহরি পছঁ পরাণ নিছয়ে ধরিতে নারয়ে হিয়া ॥৬

ধানশী—

আজু কিবা নিকুঞ্জ ভবনে । বিলসে কালিয়া রাই সনে ॥
 তিলে তিলে কি সাধ অন্তরে । আলিঙ্গন করে বারে বারে ॥
 কুম্ভম শেজেতে বসাইয়া । তনু তনু রহে মিশাইয়া ॥
 লাজে কিছু না কহয়ে রাই । রহয়ে তেরছ আখো চাই ॥
 কিবা সে দৌহার অঙ্গহটা । যেন মেঘ দামিনীর ঘটা ॥
 নরহরি রহি সখী-পাশে । দেখিব কি মনের উলাসে ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে
 সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম অষ্টাদশাস্তাদঃ ॥ ১৮।১৯৮ ॥



পুনঃ স্তব্ধ যথা—

[সখী শ্রীরাধিকার প্রত্যাহ]

ধানশী—

গুনগো মরম সহি । কালিয়া-কাহিনী কই ॥
 নয়ানে দেখিলু যাহা । কহিতে কি আর তাহা ॥
 ভুবনমোহন রূপ । পিরীতি রসের কূপ ॥
 পশিয়া হিয়ার মাঝে । বিপতি পাড়য়ে লাজে ॥
 মনেতে সদাই করি । রাখিয়ে হিয়ার ভরি ॥
 কিবা সে উহার শোভা । ঘনশ্রাম-মনলোভা ॥১

পুনঃ শ্রীরাগ—

সজল জলধর অঙ্গ মনোহর ছটা যে চাহিল নহে ।
 ঈষত হাসিয়া মনের আকুতে অরুণ নয়ানে চাহে ॥
 কি পেখিলু বর- বিনোদ নাগর কেলিকদম্বের তলে ।
 রূপ নিরখিতে আখের লাজে ভাসিলু আনন্দ-জলে ॥প্র॥
 মালতি মালা দিয়া কুন্তল টানিয়া ময়ূর পুচ্ছের চান্দে ॥

রঙ্গিনী লোচন- খঞ্জন বাঁধিতে পড়িলে বিধম কান্দে ॥
মকর কুণ্ডল অনঙ্গ দোলয়ে গগু দরপণ ভানে ।
ভালে সে মদন দেখি প্রতিবিম্ব গোবিন্দ দাস অহুমান ॥২

পুনঃ ভাটিয়ালী—

মুখ নিরখিতে বুক বিদরয়ে কে তাহে পরাণ ধরে ।
ভালে সে কামিনী দিবস যামিনী ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥

সই ! কি জানি কদম্বতলে ।

দেখিতে ও রূপ কুলে তিলাঞ্জলি দিহু যমুনার জলে ॥৩॥
বঙ্কিম নয়ানে ভঙ্কিম চাহনি তিলেক পাসরিতে নারি ।
এতদিনে সই জানিহু নিশ্চয় মজিল কুলের নারী ॥
চাঁচর চূলে ফুলের কাচনী সাজানি ময়ূর পাথে ।
বলরাম বোলে কোন বা দারুণী কুলের ধরম রাখে ॥৩

পুনঃ ধানশী—

ওগো সই জাতি কুল যাউক ছারে ধারে । অবলা কি জীয়ে প্রাণে সে নয়ান ঠারে ॥
বোলে কি উপায় এবে বোলে কি উপায় । জীবন থাকিতে কি মিলিব শ্রামরায় ॥
পাসরিতে নারি চিতে না বাঁধয়ে থেহ । দারুণ বিধাতা ঘটাইলে একি লেহ ॥৪॥
কহিতে কহিতে রাই ভাসে আঁখিজলে । নরহরি প্রবোধি কালিয়া-পাশে চলে ॥৪

কামোদ—

দূতী গিয়া গদ গদ ভাষে । কহয়ে কালিয়াচান্দ পাশে ॥
ওহে কালা কি কাজ করিলা । কুলবতী সতী মাতাইলা ॥
সদাই তাহার কুলভয় । ঘরের বাহির কভু নয় ॥
না জানি কি সাধে সখী-মেলে । গিয়াছিল যমুনার জলে ॥
তুমি ছিলে কদম্ব-তলায় । চাহিল সে সখীর কথায় ॥
তুমি নাকি মুচুকি হাসিয়া । কি কহিলা আঁখি-কোণে চায়া ॥

তিলেক ধৈরজ নাহি বাধে ।
 তিলে তিলে উপজয়ে যাহা ।
 সে তুম্ব তড়িত হেম-জিতি ।
 নরহরি কহে দেখ গিয়া ।

ধানশী—

রাইয়ের চরিত দূতীমুখে ।
 ধরিয়া দূতীর ছাটি করে ।
 কদম্বতলায় দাঁড়াইয়া ।
 জুড়াইলু তনু মন আঁখি ।
 সামহিল সে মোর হিয়ায় ।
 বিহি এবে পূরাইল সাধা ।
 এত কহি চলে কুঞ্জপথে ।
 দূতী কহে ওই দেখ রাই ।
 ভণে ঘনশ্যাম শুভধণে ।

ধানশী—

কাঁহুপানে চায়া বিনোদিনী ।
 উলসে হাসয়ে লহ লহ ।
 উপজয়ে পরশের তয় ।
 সে নব ভঙ্গিমা নিরখিয়া ।
 সখী অঁখিকোণে নিদেশিতে ।
 হাসি ভুজে ভুজে আরোপয়ে ।
 আঁখি মুদে মুখে চুম্ব দিতে ।
 কি আনন্দ রসের বানরে ।
 নিজ হিরা ধরিয়া হিয়ায় ।

সদাই কি জানি কেনে কান্দে ॥
 মুখে না কহিতে আইসে তাহা ॥
 সে হৈল মগ্নিন ক্ষীণ অতি ॥
 রাখহ পরাণ পরশিয়া ॥৫

শুনিয়া উথলয়ে সুখে ॥
 কালিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥
 জনম সফল কৈলু চায়া ॥
 হেনরূপ কভু নাহি দেখি ॥
 মো মেন বিকালু রাজা পায় ॥
 আমারে সদয় হইল রাখা ॥
 রাইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ॥
 মদনে বিভোর কান্ধ চাই ॥
 হুঁ কি কোতুক-দরশনে ॥৬

লাজতে গোপয়ে তনুখানি ॥
 যেন বরিষয়ে প্রেম-মহ ॥
 সখীকোলে সামাইয়া রয় ॥
 থির হৈতে নারয়ে কালিয়া ॥
 উনমত ধনী আনিজিতে ॥
 রাই কিছু কহিতে নারয়ে ॥
 চমকয়ে কুচ পরশিতে ॥
 তিলে তিলে কত না আদরে ॥
 আপনা নিহয়ে ওনা পাশ ॥

নরহরি রহি সখাপাশ ।

দেখিব কি এ নব বিলাস ॥৭

হতি শ্রীমীতচন্দ্রোদয়ে গোরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকারাঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং-নাম উনবিংশ আশ্বাদঃ ॥১০২০৫



পুনস্তদ যথা—

[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

ধানশী—

ওহে বিনোদিনি ! এমন কেনে ।

দিবানিশি কিবা ভাবহু মনে ॥

বুঝিলু যাইতে যমুনাজলে ।

দেখিলে কালিয়া কদম্বতলে ॥

লোকে শুনি তার চরিত যত ।

মনে করি কহি কহিব কত ॥

যমুনার তীরে সদাই থানা ।

নিরমল কূলে দেয়য়ে হানা ॥

অবলা ভয়ে না নিকসে নাছে ।

চাহনিতে জানি কি গুণ আছে ॥

নরহরি মনমোহন হাসি ।

শুনি খনী কহে সে রসে ভাসি ॥১

শ্রীমত্যাহ—

(ভূপালী)

জলদবরণ কান্ন

দ্রলিত অঞ্জন জহু

উদয়িছে শুধু সুধাময় ।

নন্দন চকোর মোর

পিতে করে উতরোল

নিমিখে লখিল নাহি হয় ॥

শ্রীমরূপ দেখিলু যাইতে জলে ।

ভালে সে নাগরী

হৈরাছে পাগলী

সকল লোকেতে বোলে ॥৩॥

কিবা বা চাহনি

ভুবন-ভুলনি

দোলনি গলার মাল ॥

মধু লোভে কত

অমরা বুলয়ে

বেটিয়া ততি রসাল ॥

দুইটি লোচন

মদনের বাণ

দেখিতে পরাণে হানে ।

পশিয়া মরমে

ঘুচায় ধরমে

পর্যাণ-সহিতে টানে ॥

চণ্ডীদাসে কয়

ভুবনে না হয়

এমন রূপ যে আর ।

যে জন দেখিল

সেই সে ভুলিল

কি তার কুলবিচার ॥২

পুনঃ ধানশী—

সই ! সে কালিয়া রনের নিধি । কিরূপে গড়িল কেমন বিধি !!
 ভুবনবোদ্ধন রূপের ছটা । তাহে কি উপমা জলদ-ঘটা ।
 কিবা সে চাঁচর কেশের সাজে । কত না মদন মরয়ে লাজে ॥
 সে চান্দবদনে মধুর হাসি । সসাই বরিবে অনিবারাশি ॥
 সে দীঘল বঁকা আখির ঠারে । অবলা কি প্রাণ ধরিতে পারে ॥
 কথনু না দেখি এমন জনা । নিরমল কুলে দিলেক হানা ॥
 মরম কহিতে মরিষে লাজে । সামায়া রৈয়াছে হিরার মাঝে ॥
 তিলেক রহিতে নারিষে ঘরে । নরহরি জানে যে হৈল মোরে ॥৩

শ্রীগাক্ষার—

কালি অমুরাগে রাই নাহি বাঁধে থির । কহিতে কালিয়া-কথা অবশ শরীর ॥
 সখী কত প্রবোধিয়া স্তমধুর ভাষে । এ দশা কহয়ে গিয়া কালিয়ার পাশে ॥
 রাই অমুরাগ শুনি নাৱে থির হৈতে । কত না মনের সাধে চলে নিকুঞ্জেতে ॥
 দেখিয়া রাইষ্টের রূপ নয়ান জুড়ায় । আনন্দের নদী কত উথলে হিয়ায় ॥
 কালিয়া আইলা পাশে দেখি বিনোদিনী । প্লক বসনে সে ঝাপয়ে তনুখানি ॥
 নরহরি কি বুঝিবে প্রেমের তরঙ্গ । প্রথম মিলন কিয়ে অপরূপ রঙ্গ ॥৪

শ্রীরাগ—

কালিয়া রসিক-শিরোমণি । জানে কত পিরীতি কাহিনী ॥
 মধুর মধুর মুহু ভাষে । কত না আদরে পরিতোষে ॥
 শুনি ধনী কালিয়ার কথা । লাজেতে করয়ে ছোট মাথা ॥
 কালিয়া পসারি হুঁটি বাহ । ঝাপয়ে সে চান্দে যেন রাহ ॥
 কুসুমশেজেতে শোয়াইয়া । মুখে মুখে রহে শিশাইয়া ॥
 অপরূপ এ নব বিলাস । দেখিব কি নরহরি দাস ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম বিংশ অঙ্কাদঃ ॥২০॥২১॥



ধানশী—

ওহে রাই কেমন হইলা । বোলো কোথা কিবা হারাইলা ॥
এ ঘর বাহির আইসো যাও । সঘনে বিপিন-পানে চাও ॥
মলিন সূচাকু চান্দ মুখ । আখিজলে ভাসি যায় বুক ॥
না কহ কাহকে কোন কথা । ইহাতে পাইয়ে মনে বেথা ॥
শুনিলে উপায় মোরা করি । তুষা হুথ দেখিতে না পারি ॥
শুন ধনী লাজ তেয়াগিয়া । কহে নরহরি নিরখিয়া ॥১

গান্ধার—

সাথে গেলু বমুনীর জলে । দেখিলু কি অপরূপ কদম্বের তলে ॥
ভুবনমোহন তনু তার । কেবা নিরমিল কিবা রসের পাথার ॥
চান্দনুখে কি নধুর হাসি । আখিকোণে বরিষে বিশিখ রাশি রাশি ॥
ওগো সই মোরে কি হইল । কালিয়া রূপের বনে মন হারাইল ॥
ঘরে আইলু হইয়া বাউরা । পাসরিতে চাই পাসরিতে নারি ॥
কুলের ধরন গেল দূরে । তার লাগি সদাই পরাণ মোর ঝুয়ে ॥
সখা কহে কি কাজ করিলু । ধরিতে ছলহ চাঁদ হাত বাড়াইলা ॥
বিহি যদি করয়ে ঘটনা । তবে সে সফল হয় মনের বাসনা ॥
মো সভার স্কৃতি থাকিলে । অচিরে দেখিব ছহ কেলি কুতূহলে ॥
এত কহি গিয়া কাছপাশে । নরহরি কয় কিছু স্তমধুর ভাষে ॥২

সখা শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যা—

(তিরোতিয়া ধানশী)

শুন শুন হে রসিকরাজ, একি করিলা বিষম কাজ ।
কুলবতী সতী মতি মাতাইলা ভাদিলা খৈরঙ্গ লাজ ॥
তারে চাহিয়া নয়ান কোণে, হিন্ময় বিধিলা মদন বাণে ।
ঈষত হাসিতে কি বিষ ঢালিলা অবলা না জীয়ে প্রাণে ॥
সে যে হইল বাউরী পারা, আখ্যে সদাই বহিছে ধারা ।

উসসি উসসি তেজয়ে নিখাস সঘনে বচন হান্না ॥
 তরু তরুণ তমালে চার, তিলে তিলে সে মুরুছায় ।
 নরহরি কহে না সহে বিলম্ব তুরিতে মিলহ তাই ॥৩
 সুহই—

কান্ন শুনি সুবদনী রীতি ।
 আখ্যে বারি বারে ধরি দূতী-করে ধরিতে নারয়ে ধৃতি ॥
 কহে যে হইতে দেখিছু তারে ।
 সেই হইতে বিধি আরাধি যতনে মনে যে কহিব কারে ॥
 আজু সফল হইল সে সাধা ।
 তপত এ আখি- যুগ জুড়াইব দেখি সে রঙ্গিনী রাধা ॥
 এত কহি নরহরি সাথে ।
 স্নানরী মিলিতে নরহরি সাথে চলে সে নিকুঞ্জ পথে ॥৪

ধানশী—

রাই নিজ নিকুঞ্জ ভবনে । চাহিয়া আছেয়ে পথপানে ॥
 দেখিল কালিয়া আইসে হেন । নজল জনদণ্ডটা যেন ॥
 গেল তাপ সে তনু-বাতাসে । লাজভয় উপজে উল্লাসে ॥
 নিকটে আইলা শ্রামচান্দ । যেন কত মদনের ফান্দ ॥
 রাই রূপ সুরা আখ্যে পিয়া । জুড়াইল উতাপিত হিয়া ॥
 দোহার মিলন শুভথণে । নরহরি নিহনি পরাণে ॥৫

বাল্য ধানশী—

আজু কি নব রভস রঙ্গ ।
 লহ লহ হাসি রসিকশেখর পরশে রাইয়ের অঙ্গ ॥
 সে যে লাজে না বৈসয়ে কোলে ।
 শ্রাম নবধনে ধনী সোদামিনী থকিত সখীর বোলে ॥

কানু অধরে অধর দিতে ।

হাসি শশিমুখী মুখ ফিরায়ে কত না উলস চিতে ॥

দুহঁ নিছনি লইয়া মরি ।

নরহরি দূরে রহি কি এ স্মৃথ দেখিব নয়ান ভরি ॥৬

ইতি শ্রীগীতচম্পোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীরাধিকার্নাঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগবর্ণনং নাম একবিংশ অঙ্কাদঃ ॥২১॥২১৬



পুনস্তত্থা— [সখী সখীং প্রত্যাহ] ধানশী—

পেথলু হাম অতি অপরূপ আজ । ভুলল কুলবতী কুলভয়-লাজ ॥

কি কহব সো নিজ সহচরী মেলি । কোঁতুকে কুসুমচয়নে চলি গেলি ॥

হাসি হরষে রহ চহুদিশে চাই । তহি দিঠি পথগত হোয় না মাধাই ॥

তব ধরি অন্তরে ধরই ন থেহ । নরহরি ধনু ঘটল কিয়ে লেহ ॥১

পুনঃ শ্রীগাঙ্গার—

হরি হরিচন্দন মারুত-পিকরুতমমুতমুরতমুবিহারং ।

তিরয়িতুমিব সা কতি কতি সহসা রচয়তি ন শিশুবিহারং ॥

উপনত-মনসিজ-বাধা ।

অভিনবভাবভরানপি দধতী শিব শিব সীদতি রাধা ॥৩॥

অবিষয়নিশ্চল নয়নযুগল-গলদ্বিকৃপণানমুবারং ।

রহসি হঠাৎপষাতি সখীমমু রচয়তি সৌহৃদসারং ॥

গজপতিরুদ্র-মনোহরমহরহরিদমমু রসিকসমাজং ।

রামানন্দরায়-কবিভণিতং বিহরতু হরিপদভাজং ॥২

আশাবরী—

সহচরী কোঁউ ভণই কিয়ে ভেল ।

বিষম-কুসুমশর সব হরি নেল ॥

ছথিন পবন পিকু অলিকুলরাব ।

করই তরল চিত কত সমুঝাব ॥

পেখই চহঁ দিশ তেজই নিশাস ।

ঐছে ভগত আয়ল ধনী-পাশ ॥

তৈথণে নরহরি নিয়রে নেহারি ।

মরম উবারি কহয়ে সুকুমারী ॥৩

ভোড়ী বরাড়ী—

বিদলিত-সরসিজ-দলচয়-শয়নে ।

বারিত-সকল-সখীজন-নয়নে ॥

বলতি মনো মম সত্তর-বচনে ।

পূরয় কামমিমং শশিবদনে !!

অভিনব বিশ-কিশলয়দল-বলয়ে ।

মলয়জ-রস-পরিষেচিত-নিলয়ে ॥

সুখয়তু রুদ্রগজাধিপ-চিত্তং ।

রামানন্দরায়-কবি-ভণিতং ॥৪

গাঙ্গার—

সুন্দরী কহি কত গদগদ বাণী ।

নখে লিখু লিখন কুসুমরস আনি ॥

বাঁধয়ে হৃদয় মদন অনিবার ।

তাকর দুরূষ হোয়ল বিথার ॥

মদন না দিশয়ে মরম না জান ।

দিশহ সকল দিশে তুহু কান ॥

ঐছন লিখন লেই চন্ কোই ।

দেয়ল তুরিতে শ্রামমুখ যোই ॥

পড়ইতে পাতি ছাতি করু থির ।

সধরি রহ যুগনয়নক নীর ॥

অন্তরে উলস অবধি না পাই ।

নরহরি হেরি কহু কহয়ে মাধাই ॥৫

সাম গুজ্জরী—

গোপকুমার-সমাজমিমং সখি পৃস্থ কদাম্বুগতোহং ।

কথমিব মামপি পশ্রুতি দিগ্ধি দিশি কথমিব কলয়তি মোহং ॥

সখি ! পরিহর বচন-বিলাসং ।

গোপশিশূনাং বিদিতমিদং মম জনরতি গুরু পরিহাসং ॥৬॥

যদি চ কুলাচলয়াপি কুলস্থিতিরনয়া পরিহরণীয়া ।

কিমিতি তদা ময়ি রতিরতি বিকলা বালে ! কিমু করণীয়া ॥

গজপতি রুদ্রমুদে মধুসূদন-বচনমিদং রসিকেষু ।

রামানন্দরায়-কবি ভণিতং জনরতু মুদমথিলেষু ॥৭॥

পুনঃ মল্লার—

শশিনি ন রাগে ভজতে নলিনী ।

রবিমহু নৈব হৃষ্যতি রজনী ॥

কুলবলিতানামিনমাচরিতং ।

পরপুরুষাগমে গুরু হুরিতং ।

শশিমুখি বারয় বারিজবদনাং ।

অহুচিত-বিষয়-বিকস্মরমদনাং ॥৬॥

স। যদি গণয়তি ন কুলচরিত্রং ।

কিমিতি বয়ং কলয়াম ন চিত্রং ॥

উদয়তু রুদ্রগজাধিপ-হৃদয়ে ।

রামানন্দ-ভণিতমতিসদয়ে ॥৭॥

ধানসী—

শুনহৈতে মাধব-বাণী ।

চললহি দৃতী সেয়ানী ॥

রাইক সমীপহি যাই ।

কহল যো কহল মাধাই ॥

শুনি ধনী-হৃদয়ে হতাশ ।

তেজই তপত নিশাস ॥

সজলনয়নো স্নুকুমারী ।

কহে নরহরি নেহারি ॥৮॥

সাম গুজ্জরী—

কুল বনিতাজন-ধৃতমাচারং ।

ভূগবদগণয়ং গলিতবিচারং ॥

শিব শিব কিধা চরিতমশস্তং ।

বিধিরধুনা বদ বশয়তু কস্তং ॥

শিশুরপি যুবতিরিবাহিতভারা ।

বিগলিত-লজ্জিতমহমিব কা বা ॥

গজপতি-রুদ্র-মুদে সমুদীতং ।

রামানন্দ রায় কবি-গীতম্ ॥৯॥

ভোড়ী—

হরি-অম্বরগিণী রাধা ।

না গণই কুলভয়-বাধা ॥

মদন বেদন নাহি সহই ।

সখীকর ধরি কত কহই ॥

ঝামরু ভেল মুখ-চন্দা ।

হেরহৈতে সহচরী ধন্দা ॥

নরহরি গদগদ ভাষে ।

কহে কছু রাইক পাশে ॥১০॥

সুহই —

হীনং পতিমপি ভজতে রমণী ।

কেশরিংগ কিমুকলয়তি হরিনী ?

রাধিকে ! পরিহর মাধব-রাগময়ে ॥১১॥

ক্ষীণে শশিনি চ কুমুদবনীয়ং ।

ভজতি ন ভাবংকিমু রমনীয়ম ॥

সুখয়তু গজপতিরুদ্রনরেশং ।

রামানন্দরায়-গীতমনিশম্ ॥১১

গাছার—

হরি-অমুরাগ তেজহ—সখী কহয়ে । শুনি ধনী আতুর ধিরজ না রহয়ে ।

বারিজনয়নে অঝরে ঝরে ঝরই । যন যন তপত নিশ্বাস নিসরই ॥

পুন ভণতহি যব গদ গদ হৃদয়ে । তব ভগবতী অতিলেহে নিগদয়ে ॥

তোহে কামু-অমুরাগ কি কহিতে । কয়লহ অমুভব নরহরি-সহিতে ॥১২

দেশাগরাগ—

সরস-কথাসু কথং পুলকাচিতমাননকমলমজস্রং ।

কলয়তি চারু হসিত নববলিতং পরিহৃত-কেলিসহস্রং ॥

মুগ্ধে ! পরিহর শঙ্কিতমধিকময়ে ॥৩৥

আদর মধুরমিনামমুবেলং কথমালপতি সগারং ॥

সুমুখি ! সখীং তব তদপি মনো বত কলয়তি কিমু ন বিচারং ॥

গজপতিরুদ্র-নরাধিপ-হৃদয়ে বসতু চিরং রসসারে ।

রামানন্দরায়-কবিভণিতং পরিচিত-কেলিবিচারে ॥১৩

বারাটী—

হরি-অমুরাগ জানায়ল যবহি ।

ধৃতি অবলম্বি ভণই ধনী তবহি ॥

বালা মৃগী দাবানলে জরই ।

জলধরে জল অমুমা'নে কি করই ॥

ভণইতে ঐছন ভেজল পছ-পতরা ।

ভাস্কব প্রেমান্কুর ইথে সতরা ॥

মাধবী লেই আয়ল ধনী পাশে ।

পড়ই বিশাখা সখী মৃচ্ ভাবে ॥

পহিল মুকুল কুমুদিনী সুখ দেয়ই ।

কো অছ ভ্রমর গন্ধ নাহি লেয়ই ॥

উপজায়ল শঙ্কা শশিবদনে !

ইহ অপরাধে পীড়ই নব-মননে ॥

শুনি-ধনী সব সংশয় দূরে গেলা ।

মিলব কামু—এ পরতীত ভেলা ॥

উপনীত সময় উলাসিত হৃদয়ে ।

নরহরি হেরত মরম নিগদয়ে ॥১৪

কর্ণাট—

মঞ্জুতর-গুঞ্জদলি কুঞ্জমতিভীষণং । মন্দমকুদন্তরগ-গন্ধকৃত-দূষণং ॥
সকলমেতদীরিতং । কিঞ্চ গুরু পঞ্চশর-চঞ্চলং মম জীবিতং ॥
মন্তপিকদন্তরুজ্জমুতমাধিকরণং বনং । সঙ্গস্থখমঙ্গমপি তুঙ্গভয়ভাজনং ॥
রুদ্রনৃপমাণ্ড বিদধাতু স্থখসঙ্কলং । রামপদধাম কবিরায় কুতমুজ্জলং ॥১৫

ধানশা—

চন্দ্রবদনী ধনী গোৱী মরম কহত রসভোরি ॥
সহচরী পরম সেয়ানী । উলসিত শুনি মৃদু বাণী ॥
কান্ন বিকল রহ যাহি । দেবী গমন করু তাহি ॥
তহি হেরি নাগররাজ । নরহরি কহে কি এ কাজ ॥১৬

মালব—

বদনমিদং বিধুমণ্ডল-মধুরং বিধুরং বত স্মৃতিরেণ ।
কলয়দনঙ্গশরাহতিমনিশং মলিনমিবেন্দুকরেণ ॥
মাধব বপুরতিথেদং । কলয়তি চেতসি শতধা ভেবং ॥১৭॥
পল্লিততহারং হৃদয়মুদারং ধূষরিতং বিরহেণ ।
মরকতশৈল-শিলাতলনাহতমহহ কিমিন্দুকরেণ ॥
গজপতিরুদ্রং স্কৃতসমুদ্রং শশিকিরগাদপি শীতং ।
রামানন্দরায়-কবিভণিতং স্থথয়তু রুচিরং গীতং ॥১৮

ধানসী—

বকুলকুঞ্জে বর বরজকিশোর । লোচন চপল হেরই চহঁ ওর ॥
বামরু বদন বিগত মৃদু হাস । তেজত অনুখণ তপত নিখাস ॥
ঘন ঘন ভণই সো স্নুকারী । সফল করব কিয়ৈ নয়ন হামারি ॥
হাসিতে জন্ময়ে রতন অনুপাম । হাহা দৈব হোয়ল মোহে বাম ॥
ঐহন ভণইতে ভগবতী গেল । তাহে নিরখিয়া উলসিত ভেল ॥

পুছই কুশল কুশল দরশায় । তহি মধু-মধুর বচন কহ তায় ॥
সো অম্বর্যাপি নিরুপনরীত । তা সঞে ঘটয়ে ভাগ সঞে প্রীত ॥
তাহে পরিহরি নরহরি-পহঁ কান । অব'উতপত না সহই ফুলবাণ ॥১৮

পুনঃ বরাড়ী—

নলিনবনঃ বনমালিকুতে কৃতমুজ্জিত-কুসুম-পলাশং ।
পল্লবমপি বৃন্দাবনমশ্রু কলয়সি ললিত-বিকাশং ॥
সরলে ! পশুসি কিমু নহি কৃষ্ণং ?
অয়ি নিহিতাশং গলিত-বিলাসং চাতকমিব ঘনতৃষ্ণং ॥৫৥
বিধুমিব বীক্ষ্য বিধুস্তুদমানয় চপলমিতি প্রতিবেশং ।
বদতি কথং বদ যদি মদনো হৃদি ন বসতি বিরচিত-খেলং ॥
গজপতিরুদ্ধমুদং তনুতামিতি রামানন্দ-রায়-সুগীতং ।
নিভৃত-মনোভব-বিশিখ-পরাভব-হরিবিরহেণ সমেতং ॥১৯

গৌরবী—

মধু যব বেকত কহল—শুনি কান । বারই ঘন ঘন তরল নয়ান ॥
ভগবতী কহে কাহে গোপহ মোয় । আজু হাম কৈছে নেহারিয়ে তোয় ॥
ঐছে বচনচ্ছলে মরম উষারি । শুনি উলসিত হিয় ধরই না পারি ॥
কামুক বিরহে বৈছে রহ রাই । সো সব কহ ঘনশ্রাম-মুখ চাই ॥২০॥

লাম ভোড়ী—

শিববধি নয়ন-সলিলভব-সাদে । পততি কুশা পরিচলতি চ পাদে ॥
মাধব ! গুরুতর-মনসিজ বাধা । হরি হরি কথমপি জীবতি রাধা ॥৫৥
নিবসসি চেতসি কথমিব বামং । শিব শিব শময়সি তদপি ন কামং ॥
গজপতিরুদ্ধ নৃপতিমবিগীতং । সুখমতু রামানন্দ-রায়-সুগীতং ॥২১

গোব্বী—

ভগবତী কহল বিশেষ ।

তুনি পছ' উলস অশেষ ॥

অপরূপ প্রেমভরঙ্গ ।

କି କହବ ସୋ ପରମହ ॥୫॥

କାନ୍ଧୁ କତହି ମୟୁଧାହି ।

ଭଗବତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହା ବ୍ରାହ୍ମି ॥

ସୁନ୍ଦରୀ ରହଇ ଏକାନ୍ତ ।

হেরই ভগবতী-পন্থ ॥

প্রিয় সহচরী মুখ চাই ।

মুহু মুহু ভাথয়ে রাই ॥২২

স্বাম্যকেনি—

ভিমির-তিরোহিত-সরগী ।

गिरिषु दरीषु समेव हि धरणी ॥

চিরয়তি কিং সখি দেবী ।

विधिर्नपि मयि किमु न हि हितसेवी ॥

কি মিত্র করণীয়ময়ে ।

ଅରଣ୍ୟ ଯାମି କମଳ ଭଦ୍ରେ ॥୩॥

অতিবাহিতমতিভীমং ।

विफलमिदं किम् ग्रहनममौमः ॥

সুখয়তু রুদ্রগজেশঃ ।

রামানন্দ-রায়কৃতমনিঃ ॥২৩

দেব গাছারি—

ଓନି ମୁଖାଁ ମୁନ୍ଦରୀ-ବାଣୀ ।

করু আশোয়াস সময় ভেল জানি ॥

তৈথণে ভগবতী গেলি ।

হেবইতে গোরী উলস হিয় ভেলি ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਕਿ ਕਰੁ ਭੈ ਨਾਹ ॥

ভগবতী কহই কি কহব উছাই ॥

অনুথগ তোহারি ধিয়ান ।

ਤਧਾ ਵਿਨੇ ਤਿਨੇਕ ਨਾ ਭਾਧੈ ਆਨ ॥

শুনি ধন্য করু অভিসার ।

কান্ন হেরই পথ কুঞ্জ-মাঝারি ॥

निरूपय नवीन सुलेह ।

উপজাত কত শঙ্কানহু থেহ ॥

শুনহিতে নপূর-বাদ ।

দূরে গেও নারুণ হৃদয়-বিষাদ ॥

ভগ ঘনশ্রাম কিশোরী ।

পৈঠই কুঞ্জ পৰম ব্রহ্মভোৱি ॥২৪

ଆମର ଶ୍ରୀ—

চিকুরতরঙ্গকফেনপটলমিব কুম্ভমং দধতী কামং ।

নটরপসব্যাদশা দিশতীব চ নতিতুমতম্বমবামঃ ॥

রাধা মাধব বিহার। হরিশূপগচ্ছতি মধুর-পদগতি লঘু লঘু তরলিত-হার। ॥৫॥

শঙ্কিত-লজ্জিত-রসভর-চঞ্চল-মধুর-দৃগন্ত-লবেন।

মধুমথনঃ প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়দামরসেন।

গজপতিরুদ্রনরাধিপ-মধুনা তন-মদনং মধুরেণ।

রামানন্দরায়-কবিভণিতং সুখরত্ন রস-বিসরেণ ॥২৫

শ্রীরাগ—

কি কহব অপরূপ রঙ্গ।

দুহঁ দুহঁ দরশে উলস দুহঁ অঙ্গ ॥

কুঞ্জভবনে পরবেশ।

নব নব ভঙ্গি বরণি নহ লেশ ॥

শোভা দুহঁক অপার।

জহু ঘনতড়িত ঝলকে অনিবার ॥

ভগবতী গুপতে একেনী।

নিরীথয়ে দুহঁকর নিরুপম কেলি ॥

পূরল সব মনকাম।

হেরব কব ইহ সুখ ঘনশ্রাম ॥২৬

ধানশী—

ভগবতী মনোরথ-পূরণ ভেল।

গুপতে নেহারি কুঞ্জসঞ্চে গেল ॥

যামিনী জাগি অলসে ভরু অঙ্গ।

ভেটল তাহি বিশাখিকা সঙ্গ ॥

পুছই বিশাখা সুখে পগলাগি।

নয়ন নিন্দকিয়ে অবহ না ভাগি ॥

শুনি কহে রঙ্গনী উজাগরে ভেলি।

পেখনু অপরূপ দুহঁকর কেলি ॥

পুন ইহ কহই কৈছে ভেল রঙ্গ।

ভগবতী ভণই সোই পরসঙ্গ ॥২৭

আভিরী—

মুহু মঞ্জীর-রবাক্সগতং গতমনয়া শয়ন-সমীপং।

মধুরিপুণাপি পদানি কিয়ন্ত্যপি চলিতং কিয়দধুগুপং ॥

শশিমুখি ! কিং তব বত কথয়ামি।

রাধামাধব-কেলিভরাদহমদ্রুতমাকলয়ামি ॥৫॥

মিলিতমিদং কিল তল্লঘুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং।

বিষমশরাগুগ-কীলিতমিব সখি ! গলিত-চিরস্তনখেদং ॥

নথর-রদাবলি-খণ্ডিতমপি গুরু নিব্বসিতায়তভীতং ।

रुद्रगजाधिप-युद्धमातन्त्रतां रामानन्दराय-सूगीतम् ॥२॥

गाकार—

ভগবତী কহল যুগল রসকেলি । শুনত বিশাখা উলসিত ভেলি ॥

পুন কহে দেবি ! এ অপরূপ বাত । ঐছন সুরত কৈছে ভেল জাত ॥

ভগবতী উলসে কহই পুনবার । অগ্নি সরলে ! শুন ইথে কি বিচার ॥২২

উপদিশতি গুরু গুরুপ্রযত্নাৎ, তদপি কালবশাৎ প্রযাতি পাকং ।

ইতি কিল নিয়তাঃ সমস্তবিদ্যাঃ, সুরতকলাঃ স্বত এব সম্ভবন্তি ॥

[ଅଗ୍ରାଧିକାର ୧୨୮]

धानी—

তুনি সখী কহই কি ললিত বিহার । হেরত জন্ম হাস মুরত শিকার ॥

ଐଚ୍ଛେ ବଚନ ଭଣିତେ ରସଭୋରି । ନିକମଳ କୁଞ୍ଜଭବନସଞ୍ଚେ ଗୋରୀ ॥

নাগর অদরে দরশ তহি' দেল । কোতুকে দেবী নয়ন ভরি' নেল ॥

কহই বিশাখা সখীমুখ চাই । পেখহ শ্যাম ব্রজগীমনি রাই ॥২০॥

ଲଳିତ ରାଗ—

অভিমত-গাঢ়মনোরথ-সমুচিত-রতিপতি-সমরবিশেষে ।

বিজয়-পরাজয়-পরিচয়-বিমুখিত-চেতসি বলদভিলাষে ॥

লুণিত-মনোহর-দেহা ।

কথয়তি পরিচয়মিয়মতিনিপুণং যুত্পদ-কমন-নবেহা ॥৫৭॥

কুসুমশরাসন-শরনিকর-ধ্বনি-মণিত-মনোহর-ঘোষে ।

গুণপরিপাটিতয়া পরিকল্পিত-নখদশনক্ষতদোষে ।

গজপতিরদ্রনরাধিপ-বিদিতে রসিকজনাহিততোষে ।

রামানন্দরায়-কবিভণিতে হৃদয়ং কুরত বিদোষে ॥৩১

কামোদ—

শ্রামর গৌরী মধুরতর গাত। নিরখত সখী সূখ কহই না যাত ॥
ভগবতী পরম হরষ হিয় ভেলি। তুরিতহি গৌরী-নিয়রে চলি গেলি ॥
পহিল মিলনভয়কাতর জানি। পুহত কুশল কলিত-মৃদুবাণী ॥
সম্মুখে ধনী অবলোকত তায়। নেত চরণ-ধূলি লজ্জিত হিয়ায় ॥
গোপত বসনে বয়ন অল্পপাম। কিয় নবনীত নিছনি ঘনশ্রাম ॥৩২

গাঙ্গার—

কামু কিঞ্চিত দূর সঞে শশিবদনী তমু অবলোকি।
করত কত অভিলাষ তিলে তিলে তরল মন রহ রোকি ॥
সোই সময় অদূর কলকল শবদ অতিহি বিশাল।
খণত খিতি খুর গরজি আওত অরিট অস্বর করাল ॥

তব এ সব নব-	কুঞ্জ কুহরে	প্রবেশহি রহল ছাপি।
সখীক কর গহি	গৌরী করু বাত	খেদ তমু মন কাঁপি ॥
বরজ রাজ-কুমার	রণ-মদমত্ত	মারল তায়।
নিরখি কোতুক	রমণী-মণিগণ	সহ কি হরষ হিয়ায় ॥
বকুল পাদপবীথি-	বিলসত	ষুদ্ধজয়ী ব্রজবীর।
শিখিল ললিত	সুবেশ শ্রমজল	বলকে সকল শরীর ॥
বিধুরি বাহুবল	কালি-অলিমুখ	কমল ছবি বলিহারি।
দেবী উলসে	বিলোকি ঘনতমু	পরশি বচন উচাৰি ॥
কমলি দুক্ষর	কর্ম বৎস	কি পারিতোষিক দেব।
কামু কহ তুম	মদভিরুচি হাম	সোই শিরপর নেব ॥
তবহি ভগবতী	ভূরি কোতুকে	নিরখি হরিণনয়ানী।
নেত নাগর-	নিয়রে কর গহি	গদত মধুরিম বাণী ॥
পেথি পিয়তমু	ক্রুর সহ পরি-	ছরমে ঘরম চুয়ায়।

লাজ পরিহরি	ঘরম হর নিজ	বসন অঞ্চল বায় ॥
রাই বরন-	ময়ঙ্ক মঞ্জুল	বন্ধনরনে নেহারি ।
পুলক বলিত	স্বললিত তন্ত ঘন	ধিরজ ধরই না পারি ॥
দেবী তব হসি	কহই ইহ পর	প্রিয় কি কহুড় তোয় ।
শুনত ভগ ঘন-	শ্রাম ইহ পর	প্রিয় না দিশই মোয় ॥৩৩

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং— (মঙ্গল শুভজরী)

পরিণত-শারদ-শশধরবদনা ।	মিলিতা পাণিতলে গুরুমদনা ॥
দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং ।	বহুতর-সুকৃত-ফলিতমহুদিষ্টং ॥৩৪॥
পিক-বিধু-মধু-মুপাবলি-চরিতং ।	রচয়তি মামধুনা সুখভরিতং ॥
প্রণয়তু রুদ্রনৃপে সুখমমৃতং ।	রামানন্দভণিতং হরিরমিতং ॥৩৫

ধানশী—

মাধব কহ কত ভাতি ।	শুনি ভগবতী অতিশয় সুখে মাতি ॥
সহচরী সহ সুকুমারী ।	কৌতুক কত কো কহই না পারি ॥
শোহত সরস নিকুঞ্জ ।	গুঞ্জত মধুর মধুর অলিপুঞ্জ ॥
পিকুকুল পঞ্চম ভাব ।	নরহরি হেরব কব এ বিলাস ॥৩৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়তে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগবর্ণনং-নাম দ্বাবিংশ অঙ্কাদঃ ॥২২॥৩৫১



পুনস্তদ্ যথা—

[সখী শ্রীরাধিকায় প্রত্যাহ]

কামোদ—

বরণ দেখিলু শ্রাম জিনিয়াত কোটি কাম বদন জিতল কোটি শশী ।
 ভাঙ ধনু ভঙ্গি ঠাম নয়নকোণে পুরে বাণ হাসিতে খসয়ে সুধারামি ॥
 সহি ! এমন সুন্দর বর কান ।

হেরিয়া সে মুকুতি সতী ছাড়ে নিজ পতি তিয়াগিয়া লাজ ভর মান ॥৩৭॥

বড় কাৰিগৰে	কুন্দিলে তাহাৰে	প্ৰত্যক্ষ মদনশৰে ।
ধুবন্তি গৰম	ধৈৰ্য্য ভুজঙ্গম	দমন কৰিবাব তৰে ॥
অন্তি স্নশোভিত	বক্ষ বিস্তাৰিত	দেখিলু দৰ্পণাকার ।
তাঁহাৰ উপরে	মালা বিৰাজিত	কি দিব উপমা তার ॥
নাভিৰ উপরে	লৌমলতাবলি	সাপিনী আকাৰ শোভা ॥
ভুৱৰ বলনি	কাম-কদনি	ইন্দ্ৰধনুক আভা ॥
চরণ-নখৰে	বিধু বিৰাজিত	মণিৰ মঞ্জীৰ তায় ।
চণ্ডীদাস হিয়া	সেৱক দেখিয়া	চঞ্চল হইয়া ধায় ॥১॥

পুনঃ ভোড়ী—

	অগ্নি সেৱক অমিয়া ধাৱা ।	
কুলশীল লাজে	ভেজায় আগুনি	বাৱেক পিয়য়ে ধাৱা ॥
	কেবা কি দিবে উপমা তাৰে ।	
কমল-শৰ	গৰ্ব্ব হৱয়ে	বন্ধিম আঁখিৰ ঠাৱে ॥
	চান্দ বদনে মধুৰ হাসি ।	
অবলা বধিতে	কত ভঙ্গি কৰি	বাঁয়য়ে মোহন বাঁশী ॥
	সোই ভৱনে কি কৰে আৱ ।	

নৱহৰি জানে	মজিলু তা' বিনে	পৰাণ ধৰিতে ভাৱ ॥২
------------	----------------	-------------------

ধানশী—

সখা স্নম্ভী-বচন শুনি ।	সুখে কহয়ে মধুৰ বাণী ॥
ওগো জগতে দুলহ সেহ ।	তুয়া তা' সঞে ঘটল লেহ ॥
ইহে উপাধি ৰসিছে তোহে ।	লেখি লিখন ভেজহ তাহে ॥
কলী শুলিয়া বিলসে ৰসি ।	আঁখি কাজৰে কৰিল মসী ॥
নখে লিখিয়া নলিনীদলে	ভেজি আঁখি আঁখিৰ জলে ॥
কলীৰ পদ-পাশে গিয়া ।	দেখে শ্ৰাম বিয়াকুল হিয়া ॥৩

শ্রীকৃষ্ণে কামলেশ্বৰপৰ্ণং

ভিরোভিয়া ধামিনী —

দুতী উলসিত ছাতি, কহ কি কহই ন যাতি ।
 কাহু যব সব কুশল পুছত তবহি দেয়ল পাতি ॥
 পাতি করসঞে নেল, পরশে কত সুখ ভেল ।
 নিরখি আখর নয়ন বরু, কহু পড়ত পড়ই না গৌল ॥
 বিরমি রহ ঘড়ি আধ, উপজে তিলে কত সাধ ।
 ভগই মনমথ দোষ পরিহরি মোহে দেই অপবাদ ॥
 ঐছে কহি রস ভোরি, রহই শকতি না খোরি ।
 জানি শুভখন গমন কর ঘনশ্রাম সহজহি গৌরী ॥৪

কামোদ—

কাহু গমন যব কেল ।	তব কোঁ গৌরী নিয়রে কহি দেল ॥
হৃন্দরী ধিরজ উপেখি ।	পথগত নাহ নয়ন ভরি পেখি ॥
যব ভেল নিকট কিশোর ।	তব ধনী লাজে রহল সখীকোর ॥
মাধব বিধুদুখা তেজি ।	তহু মন নিছনি করই কত বেরি ॥
ভগই মধুর মুহু ভাষ ।	উপজত তিলে তিলে কতহি উলস ॥
রসময়ী সমুখ না হোই ।	যুখটে বদনকমল রহ গোই ॥
যতনে সোঁপি সখী দেলি ।	মনমথ ভূপ অধররস নেলি ॥
নরহরি সহচরী-পাশ ।	অলখিত লখব কি পহিল বিলাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাবিকাশাঃ পূব ভাগে

সংক্ষিপ্তসত্তোগ-বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ॥২৩২৫৬



পুনস্তদ্ যথা— [শ্রীরাধিকা সখীং প্রতাহ] (কামোদ)

সজ্জনি ! পেখন্	বরঙ্গ-সুন্দর	তরণি-তনয়াক তীর ।
নবীন বয়েস বর	বলিত ভূষণ	বিলসে জলন শরীর ॥
চাকু চন্দন-	তিলক ঝলকত	মাথে ময়ূর-শিখণ্ড ।
শ্রবণ কুণ্ডল	মঞ্জু মরকত	মুকুর জহু যুগ গণ্ড ॥
কমল-দল দলি	ললিত লোচন	ভাণ্ড ভ্রমর উজ্জোর ।
অলক-আবৃত	বদনবিধু মুহু	হাস অমিয় হিলোর ॥
মধুরতর কর-	বংশী নিরুপম	বাহুভঙ্গি বিশাল ।
বক্ষ পরিসর	সিংহ গাম, গলে	কলিত মালতীমাল ॥
উদর দর রোমা	বলী ফণধর	মধুর কটিতট খীণ ।
পীত অংগুক	সরস পহিরণ	ভেল জহু তম্বুলীন ॥
উরু কদলীমদ-	কদন পদতলে	তরুণ অরুণ প্রকাশ ।
অখিল ভুবন-	বিনোদ কর গুণ	নিছনি নরহরি দাস ॥১

দাক্ষিণাত্য তোড়ী—

সখি ! জলদবরণ কিশোর ।	হেরি মরমে পৈঠলি মোর ॥
কুলধরম সব হরি নেল ।	মোহে বিষম বাউরী কেল ॥
অব জীবন রহব কি যাব ।	বুঝি পুন ন দরশন পাব ॥
হাম পোয়ন্ পুহপক হার ।	লেহ কঠে সোঁপবি তার ॥
কছু কহবি মরম বিচারি ।	ইহ ভণত বরু দিঠি বারি ॥
খনশ্রাম দেই আশোয়াস ।	বেগে চলল কানুক পাশ ॥২

শ্রীকৃষ্ণে মাল্যার্পণং— (আশাবরী)

চম্পক তরুতলে কান ।	করই রমণীমণি-মুকুতি বিদ্যান ॥
তুঁহি প্রিয় স্রবলে বিলোকি ।	ভাখই মরম নয়নজল রোকি ॥
পেখন্ নওল কিশোরী ।	দামিনীদাম-দমন-তম্বু গোরী ॥

সো চলি গেও নিজ গেহ । মনমথ-দহনে দহই মধু দেহ ॥
 তাক দরশ পুন হোয় । তবহি রহব জীউ কহল মু' তোয় ॥
 ভণইতে ইহ মধু বাণী । আয়ল দূতী নিরখি গহে পাণি ॥
 পুছই কহ কি উপায় । দূতী কহই উমতায়লি তায় ॥
 তুষ তম্ব চকিত নেহারি । তেজল কুল শীল সো সুকুমারী ॥
 জীবইতে সংশয় জানি । ভণই মরম নিজশিরে কর হানি ॥
 গুঁথি কুসুমময় হার । মোহে দেয়ত দিঠে বরু অনিবার ॥
 পহিরি পুরহ অভিলাষ । শুনইতে উপজল কতাই উলাস ॥
 ঘনআমর গলে দেল । হার-পরশে সো পরশ জমু ভেল ॥৩

ধানশী—

কামু চলল তাঁহি ধাই । পৈঠল কুঞ্জভবনে ঝি রাই ॥
 অলখিত দুহঁ দোহা চাহি । কো কহ কৈছে হোয়ল হিয় মাহি ॥
 শ্রাম সমুখ যব্ গেল । তব ধনী চৌকি চপল মতি ভেল ॥
 মাধব মনসিজ মাতি । কর গহি কোরে কয়ল কোঁ ভাঁতি ॥
 বলকত দুহঁক শরীর । জলধর তড়িত রহল জমু থির ॥
 তিলে তিলে নব নব রঙ্গ । হেরব কি নরহরি সহচরী সঙ্গ ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্ব রাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম চতুর্বিংশ অঙ্কাদ ॥২৪৥২৬০



পুনস্তদ্ যথা—

সখী শ্রীরাধিকান্ প্রত্যাহ— (তোড়ী)

কেনে এমন হইলা রাই । আধি কানে তুষাপানে চাই ॥
 মুখ সদাই মলিন তোয় । ইহা সহে কি পরাণে মোয় ॥
 কহ মরম-কাহিনী মোরে । এই মাথার শপথ তোরে ॥

ধনী শুনি নরহরি-পাশে ।

কহে কিবা সে কাতর ভায়ে ॥১॥

অিরোতিয়া ধানী—

হাস সে অরলা

অথনহৃদয়া

ভানমদ নাহি জানি ।

বিরলে বধিয়া

পটে ত লিখিয়া

বিশাখা দেখাইলে আনি ॥

হরি হরি এমন কেনে বা হইল ।

বিষম আনল

গড়ের মাঝারে

আমারে ভারিয়া দিল ॥২॥

বয়েস কিশোর

বেশ মনোহর

অতি সুমধুর রূপ ।

নয়নযুগল

করয়ে শীতল

বড়ই রসের কুপ ॥

নিজ পরিজন

সে নহে আপন

বচনে বিশ্বাস করি ।

চাহিতে তা' পানে

পশিল পরাণে

বুক বিদরিয়া মরি ॥

চাহি ছাড়াইতে

ছাড়া নহে চিতে

এখন করিব কি ।

কহে চণ্ডীদাসে

শ্রাম নবরসে

ঠেকিলে রাজার কি ॥৩॥

সুহৃৎ—

সই তোকে বলিতে কি লাজ ।

বিশাখা করিলে এই কাজ ॥

কিছু রূপ পটে দেখাইলে ।

জাতি কুল সব মজাইলে ॥

হিসাব খসিরা স্নে মাধুরী ।

তিল আধ পাসরিতে নারি ॥

তা'বিহ্ন জীবন নাই রহে ।

আঁখি ভরি দেখিব কি তাহে ॥

সখী কহে সে রাজকুশার ।

না মিলে বিরলে দেখা তার ॥

নরহরি কহে এই বেলে ।

দেখ গিয়া কদম্বের তলে ॥৩॥

তোড়ী—

সখীর সহিতে চল রাই ।

দাঁড়াইলা কথো দূরে যাই ॥

কেহো কহে—ওই দেখ কালা ।

কৈরাছে কদম্বতলা আলা ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা বেণু হাতে ।

ভুবনমোহন চূড়া মাথে ॥

বদনে মধন মুকুটায় ।

শুনি ধনী চমকিয়া চায় ॥

ওনা রূপ বারেক দেখিতে ।
চিত্রের পুতুলীপারা রয় ।
পুলকিত তনু প্রেমভরে ।
নরহরি এ দশা দেখিয়া ।

নারয়ে নয়ান ফিরাইতে ॥
অনিমিত্ত আখ্যে ধারা বয় ॥
কহিতে বচন নাই সরে ॥
বহুয়ে শ্রামের পাশে গিয়া ॥৪

কামোদ—

কি বলিব ওহে কালা সোণা ।
তুয়া রূপ পটে নিরখিয়া ।
রহি নিজ গুরুজন-পাশে ।
ভুবনমোহিনী ধনী রাধা ।
তিলে তিলে কিবা উঠে মনে ।
আইলু কত না প্রবোধিয়া ।
এ বাণী শুনিয়া দূতীমুখে ।
তুরিতে চলয়ে সে না বেশে ।

সুবতী মোহিতে তুমি হও এক জনা ॥
লাজভয়ে দূরে সে ধরিতে নারে হিয়া ॥
কি করিতে কি করে আখির জলে ভাসে ॥
তোমাতে দেখিতে তার চিতে কত সাধা ॥৫॥
হইল এমন যেন না জীয়ে জীবনে ॥
মিলহ তমালকুঞ্জ-ভবনে যাইয়া ॥
ভগ্নয়ে কি ভাগ হিয়া উমড়য়ে স্নুখে ॥
নরহরি আগে গিয়া কহে রাইপাশে ॥৬

কামোদ—

রাই কিছু কহই না পারি ।
তুয়া নামে আছে কিবা মধু ।
ওই দেখ আইসে বিনোদিয়া ।
বিনোদিনী রসের আবেশে ।
কিবা নব প্রেমের তরঙ্গ ।
নরহরি সখীর আদেশে ।

তুয়া রূপ গুণের বালাই লৈয়া মরি ॥
বারেক শুনিতে উনমত ব্রজবিধু ॥
তুয়া অনুরাগে না ধরিতে পারে হিয়া ॥
কানুপানে চাহিতে কতনা স্নুখে ভাসে ॥
লাজে নিজ বসনে ঝাঁপয়ে সব অঙ্গ ॥
আগুসরি কানুরে আনয়ে রাই পাশে ॥৭

ধানশী—

কানু ধনী পানে নিরখিয়া ।
কহে কত রসময় বাণী ।
বহন ঝাঁপিয়া নিজবাসে ॥

রহিতে নারয়ে থির হইয়া ॥
শুনি না শুনে বিনোদিনী ॥
সহচরীপানে চাহিয়া হাসে ॥

রসিকশেখর শ্রাম ছলে ।

ছ'বাহ পসারি করে কোলে ॥

কুচবুগে কর আরোপিয়া ।

পিয়ে সাধে অধর-অমিয়া ॥

সখীর সঙ্গেতে নরহরি ।

দেখিব কি এ রঙ্গ মাধুরী ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সঙ্গোগবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশ আশ্বাদঃ ॥২৫।২৬৭



পুনস্তদ যথা—

[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

সুহৃৎ—

এ সুবদনি সুকুমারি !

কহ কহ মরম উবারি ॥

আজু কাহে ঐছন ভেলি ।

কো তুয়া সরবস্ব নেলি ॥

কা'সঞে কয়লি কি লেহ ।

পলক ন দিশই থেহ ॥

গুনি ধনী নরহরি-পাশ ।

কহই মধুর মুছভাষ ॥১

ললিত—

আজু মরম-গতি বুঝন না গেল ।

শুতলু খোরি রজনী যব তেল ॥

পেখলু স্বপন সজনি ! কহি তোয় ।

নীলকমল জিনি কোমল সোয় ॥

মরকত-মণি জিনি বরণ উজোর ।

শীতল জিনি নব জলধর ঘোর ॥

অবহ না তেজই নয়নপথ সেহ ।

ভগ ঘনশ্রাম কি আচরজ এহ ॥২

মল্লকত মণি

জিনিয়া বরণ

কিবা সে নবীন বেশ ।

মল্লিকামালতী-

মালে বেড়া ভালে

আউলায়া পড়িছে কেশ ॥

ভুরু ভুরু জিনি

খঞ্জন লোচন

অমিয়া বরিবে হাসি ।

হিলি তুলি কত

ভঙ্গিতে চলয়ে

অধরে বিলসে বাঁশী ॥

সই না চিনি নাগর কে ?

স্বপনেতে দেখা

দিয়া হিয়া মাঝে

সামান্য রহিল সে ॥৩॥

নরহরি জানে না যায় পাসরা ধৈরজ ধরিতে তার ।
এ নব বয়েসে এবা কি হইল কি দোষ করিলু কার ॥৩

পুনঃ বিভাষ—

আমি ত অবলা তাহে এত জালা বিষম হইল বড় ।
নেবারিতে নারি গুমরিয়া মরি তোমায়ে কহিল দড় ॥
সহজে আপন বয়স যেমন আন নাহি হাম জান ।
স্বপনে কালিয়া সে রূপ ভাবিয়া না রহে আমার প্রাণ ॥

সই ! মরণ নিশ্চয় ভাল ।

সে নব নাগর না জানি কাহার ভাবিয়া হইল কাল ॥৫৥
কহে চণ্ডীদাসে বাণুলী আদেশে এইত রসের কূপ ।
এক কীট হয় আর দেহ পায় ভাবিয়া তাহার রূপ ॥৬

পুনঃ ভোড়ী—

সই ! ভাবিতে বিষম হৈল । এই স্বপন জানি কি কৈল ॥
কিবা দেখিছ রসের দে' । তারে না চিনি নাগর কে ॥
মরি কিবা সে রূপের ছটা । জিনি নবীন মেঘের ঘটা ॥
মুখে মধুর মধুর হাস । কুল ধরম করয়ে নাশ ॥
সে যে তেরছ আখির ঠারে । কে বা ধৈরজ ধরিতে পারে ॥
কত সাথে কে গড়িল তায় । মুই বিকাইলু উহারি পায় ॥
নরহরি সে মরম জানে । আর না সহে অবলা-প্রাণে ॥৭

সুহই—

শুনি ধনী বচন-মাধুরী । কহে কত সুখে সহচরী ॥
যারে তুমি দেখিলা স্বপনে । সে অতি চলহ ত্রিভুবনে ॥
পিরীতি মুকুতি সেই কাল । গুণেতে জগত করে আলা ॥
যত কুলবধু ব্রজপুরে । তার লাগি নিরবধি রায়ে ॥

ওগো তার নাগরালি বেশে ।
 স্বপনে পাইলা সাথী তার ।
 হেন জন সহ যার লেহা ।
 বিধি অতি সদয় তোমায়ে ।
 বিরচিয়া বিবিধ উপায় ।
 এত কহি কান্ন-পাশে গিয়া ।

যুবতির জাতি কুল নাশে ॥
 কি কব সে রসের পাথার ॥
 সে কৈল সফল নিজদেহা ॥
 স্বপনেতে দেখাইল তারে ॥
 তুরিতে মিলাব আনি তাঁয় ।
 কহে ঘনশ্রাম মুখ চায়া ॥৬

সুহৃৎ—

ওহে শ্রাম আ'লু জানাইতে ॥
 সে যে কুলবতী মনোরমা ।
 সে ছলহ তোমায় মজিল ।
 কালা কহে কি কথা কহিলে ।
 যে হৈতে শুনিলু নাম তার ।
 বিধি সে সদয় এতদিনে ।
 এত কহি ছলছল আঁখি ।
 নরহরি উলসিত হিয়া ।

স্বপনে দেখিয়া তোমা নারে থির হৈতে ॥
 রূপে ঙুণে জগতে নাহিক তার সন্না ॥
 হেন লাজ-কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিল ॥
 তনু মন শ্রবণ পরাণ জুড়াইলে ॥
 সে হৈতে থিয়া কি করয়ে অনিবার ॥
 সে রূপ-মাধুরী-সুধা পিব এ নরনে ॥
 চলে মনোরথে সে যৈরজ দূরে দেখি ॥
 কহে গিয়া রাইপাশে আইল কালিয়া ॥৭

শানশী—

শ্রামের গমন-কথা শুনি ।
 পুলক ভরল সব গায় ।
 সখীমুখে স্নমকুর ভাবে ।
 কালিয়া আইলে মৃদু হাসি ।
 আধিকোণে বারেক চাহিবে ।
 কত কথা ক'বে রসে মাতি ।
 পরশিতে নিরখিয়া মোরে ।
 তোমায়ে সঁপিব করে তার ।

উলসে দিলসে বিনোদিনী ॥
 হাসি সহচরী-পানে চার ॥
 কহয়ে রমণীমণি-পাশে ॥
 আঁচরে ঝাপিবে মুখশশী ॥
 আখ্যে আখি দিতে মেবারিবে ॥
 শুনি না শুনিবে ধরি ধৃতি ॥
 তরসি সামাবে মোর কোরে ॥
 না মানিবে বচন আমার ॥

রাইয়েরে এ ঃব শিখাইতে ।

কালিয়া আইলা আচহিতে ॥

রাইরূপ রহের সাগর ।

দেখি স্নেহে ডুবিল নাগর ॥

আপনা নিছয়ে বারেবারে ।

চরণ পরশে ছুটি করে ॥

মদন-কৌতুক ভেল যাহা ।

নরহরি দেখিব কি তাহা ॥৮

গাঙ্গার—

রাই কাহ্ন প্রথম মিলনে ।

কি নব আনন্দ বৃন্দাবনে ॥

কুসুমিত তরুলতাগণ ।

করয়ে কুসুম-বরিষণ ॥

নানা পক্ষগণ পুলকিত ।

গায় শারী শুক স্নললিত ॥

নাচে মিলি ময়ূর ময়ূরী ।

শোভা কি দেখিব নরহরি ॥৯

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম ষড়্বিংশ অঙ্কাদঃ ॥২৬৥২৭৬



পুনশ্চুদ্ যথা—

সখী নায়িকাং প্রত্যাহ— (সিকুড়া)

রাই কিছু না বঝিয়ে আনি ।

এমন হইলা কেনে তুমি ॥

মনের সহিতে কথা কও ।

কারে দেখি দাঁড়াইয়া রও ॥

কে তোমায় করিলে পাগলী ।

বিবরিয়া বোলহ সকলি ॥

না কহ শপথ মোর লাগে ।

শুনি কহে নরহরি আগে ॥১০

গুজ্জরী—

ওগো সখি ! একি হইল আলা ।

হিয়ায় বসিয়া করয়ে খেলা ॥

কোথা হইতে আইল বৃষ্টিতে নারি ।

কেণা ঘটাইল কিরূপ করি ॥

না চিনি কখন এ জনাকে ।

নববনাজ্ঞান জিনিয়া দে' ॥

পাসরিতে মনে করিয়ে যবে ।

মনে সামাইয়া রহয়ে তবে ॥

যখন চকিত চৌদিগে চাই ।

তা' বিহু কিছু না দেখিতে পাই ॥

যদি বা মুদিয়ে এ ছুটি আঁখি । আখির মাঝারে সেরূপ দেখি ॥
 না জানি কি হবে ভাবিয়া মরি । তিলেক ধৈর্যজ ধরিতে নারি ॥
 নরহরি কহে বিধম বটে । না জানি পাছে বা কলঙ্ক রটে ॥২

পুনঃ ধানশী—

কি বলিব সখি ! মরম তোরে । না জানি বিহি কি করিলে মোরে ॥
 সে নব কালিয়া কোথা না ছিল । হিয়ার মাঝারে উদয় হৈল ॥
 না দেখি না শুনি না জানি কে । সদাই নয়ানে নাচিছে সে ॥
 মুখে হাসিসুখা খসয়ে তাথে । যেন কথা কহে আমার সাথে ॥
 পাসরিতে নারি কি হৈল দায় । ভাবিয়া মরিয়া কিছু না ভায় ॥
 নরহরি কহে বুঝি মনে । মজিলে সুন্দরি ! উহারি সনে ॥৩

পুনঃ সুহই—

ওহে সই ! যেবোলো সে বোলো । ভাবিতে ভাবিতে মোর তনু খীণ হৈল ॥
 রহিতে নারিয়ে একঠাই । না-ভায় ভোজন পান আঁখি নিন্দ নাই ॥
 না দেখি না শুনি একি দায় । কালিয়াবরণ যুবা জাগয়ে হিয়ায় ॥
 নরহরি কহে মনকথা । পাইল তোমারে সেই কালিয়া দেবতা ॥৪

পুনঃ দেবগাজ্য—

ওহে সখি ! কি আর কথায় । বধিব অবলা সে কালিয়া দেবতায় ॥
 যদি হেন হয় প্রাণ জীয়ে । তবে তার মনের উচিত পূজা দিয়ে ॥
 গুরুজনে নাই কোন ভয় । জানিলেই এখনি যাই যে তার ঘর ॥
 নরহরি কহে আছে জানা । কালিয়া দেবতা সে কদম্বতলে থানা ॥

ধানশী—

রাই অতি অখির-হিয়ায় । কালিয়া দেবতা পূজিবারে বেগে যায় ॥
 সখীরে পুছয়ে বারেকারে । কি দিয়া ভেটিব দেবে বোলহ আমারে ॥
 সখী সে জানায় হৃদভাষে । যা দিয়া ভেটিবা তা আছে তুষাপাশে ॥
 শুনি ধনী চৌদিকে নেহালে । কহে ঘনশ্যাম ওই দেখ নীপমূলে ॥৬

আশাবরী—

দলিত অঞ্জন জিনি কাল। রূপের ছটায় ত্রিভুবন করে আলা ॥
 বারেক চাহিয়া বিনোদিনী। সখীরে कहয়ে এই দেবশিরোমণি ॥
 যদি এই শেব দয়া করে। তবে আর কোন্ বা পামরী যায় ঘরে ॥
 সখী কহে থির কর হিয়া। নরহরি আনি দিব দেব আরাধিয়া ॥৭

শ্রীরাগ—

বকুলকুঞ্জেতে রহে রাই। অলখিত কালিয়া নাগর পানে চাই ॥
 দূতী অতি চতুরা তুরিতে। কহে গিয়া শ্রাম-পাশে আ'লু তোমা নিতে ॥
 তোমার গুণের সীমা নাই। কিবা না করিতে পার, শুনি সব ঠাই ॥
 দেব দিঠি হইল রাখায়। বুঝিলু তাহার তুমি জীবন-উপায় ॥
 রাখানাম শুনিতে শ্রবণে। পুলকিততনু কান্ন উলসিত মনে ॥
 कहয়ে দূতীর করে ধরি। পিয়াইলা কি নব অমিয়া শ্রুতি ভরি ॥
 এত কহি নারে থির হৈতে। চলিল বকুলকুঞ্জে দূতীর সহিতে ॥
 সখী কহে রাইয়েরে যতনে। আইল কালিয়া দেব পূজো যেবা মনে ॥
 ধনী লাজে বদন ছাপায়। কালিয়া পরশি রসসায়রে ভাসায় ॥
 কিবা রঞ্জে প্রথম মিলন। নরহরি দেখি কিয় জুড়াব নয়ন ॥৮

কামোদ—

কি নব বয়স রাই কান্ন। পিরীতি অমিয়ামাখা তনু ॥
 কত না ভঙ্গিমা রসাবেশে। তিলে তিলে কত সুখে ভাসে ॥
 কুসুম-শেজেতে বিলসয়। অলখিত সখী নিরিখয় ॥
 নরহরি অভিলাষ মনে। দেখিব কি শোভা সখীগনে ॥৯

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসঙ্কোগবর্ণনং নাম সপ্তবিংশ অঙ্কাদঃ ॥২৭২৮৫



শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ— [ধানশী]

ওগো নন্দের নন্দন কে ?

জগজন মন-	রঞ্জন অঞ্জন	জিনিয়া তাহার দে' ॥১॥
বন্দীগণ ভণি	সে রূপ-মাধুরী	আনন্দে ভাসয়ে যেন ।
যে শুনে বারেক	তার মজে জাতি	সে হয় বাড়ুরী মেন ॥
ভুবনমোহন	গুনগণ তার	তুলনা না দেয় আনে ।
নিজ সঙ্গী সহ	সিনায়া আসিতে	সে কথা সামাইল কাণে ॥
সকল ভুলিহু	পথহারা হনু	চলিতে কাঁপয়ে পা ।
নরহরি জানে	যে হইল মনে	কহিতে নারিয়ে তা ॥২

সুহৃৎ—

সখী কহে কি আর জানাব রসবতি ! নন্দের নন্দন কাহু পিরীতি মুকুতি ॥
 রূপগুণ গুনিয়া না পারো থির হৈতে । দেখিলে কি দশা হবে তাই ভাবি চিতে ॥
 পাসরিতে বলি চিতে পাসরা না যাবে । আপন বয়েসে কুলে কলঙ্ক ঘটাবে ॥
 রাই কহে—কুল মোর যাউ ছারে থাকে । না রহে জীবন ওগো না দেখিলে তারে ॥
 হেন বেলে কালিয়া সে পথে দিল দেখা' । কি মোহন বেশ ওরূপের নাই লেখা ॥
 নরহরি কহে—ওই দেখ বিনোদিনী ! নন্দের নন্দন যায় মাতায় কামিনী ॥২

গজ্জরী—

ভুবনমোহন রূপচূটা ! করয়ে শীতল দিঠি জিনি ঘন ঘটা ॥
 কাহু পানে চায়া বিনোদিনী । ফিরাইতে নায়ে আঁখি মজিল অমনি ॥
 চিত্রের পুতলীপারা রয় । দেখি দশা সখী শ্রাম-পাশে গিয়া কয় ॥
 তুয়া রূপগুণে কি মাধুরী । গুনি নিরখিতে থির নহে সুকুমারী ॥
 ওহে কালা যে আহিল মনে । সফল হইল চল নিকুঞ্জভবনে ॥
 উলসে চলয়ে শ্রামরায । নরহরি আগে গিয়া রাইয়েরে জানায় ॥৩

শ্রীরাগ—

ওই দেখে সুবদনি রাগে ! আইসে তোমার প্রাণপিরা কত সাধে ॥
 তুমি মেন পিরীতের ফান্দ । নহিলে কি মজে হেন গোকুলের চান্দ ॥
 গরগর তুয়া অমুরাগে । কহিতে এতেক কাল আইলা রাই-আগে ॥
 লাজে ধনী সখীপানে চার । দেখি সে ভঙ্গিয়া উলসিত শ্রামরায় ॥
 কহি কত কথা রসে ভাসি । করে ধরি চিবুক চুষয়ে মুখশরী ॥
 কুচের কাঁচুলি পরশিতে । করে কর করে ধনী নারে নেবারিতে ॥
 কাঁপয়ে কালিয়া আলিঙ্গনে । তিলে তিলে কত না কোঁতুক উঠে মনে ॥
 কিবা ছহঁ অঙ্গের মাধুরী । সখীর ইন্দ্রিতে কি দেখিব নরহরি ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসামুতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে

সংকিশ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশ অঙ্কাদঃ ॥২৮॥২৮৯



পুনস্তদ যথা—

নায়িকা সখীং প্রভ্যাহ—

(তোড়ী)

ওহে সজনি ! বিরল পদয়া । তোহে বলিয়ে নিলাজ হৈয়া ॥
 মুই অলপ বয়স বালা । কভু না জানি কোনই জালা ॥
 ভুলি না যাই বাতির নাছে । জানি কলঙ্ক রটয়ে পাছে ॥
 মনে স্বপনে না হয় যাহা । মোরে দূতী ঘটাইলে তাহা ॥
 এই নগরে আছয়ে কে ? কালা মেঘের বরণ দে' ॥
 সে যে বয়সে নবীন যুবা । যুবতির জাতিফুল-ডুবা ॥
 তার চরিত অমিয়ারাশি । দূতী কঙ্কি নিকটে বসি ॥
 শুনি অন্তরে হইল যাহা । মুখে কহিতে না আইসে তাহা ॥
 তিল আধ পাসরিতে নারি । বোলো ইথে কি উপায় করি ॥
 ইহা শুনি নরহরি তণে । তারে পাসরা না যায় মনে ॥১

কামোদ—

সই কত নেবারিব চিতে । ভুলিলু কুলের লাজ নারি থির হৈতে ॥
 সখী কহে—ওহে বিনোদিনি ! না রহে তরুণী থির তার কথা শুনি ॥
 সে মুরতি সদাই ধিয়ায় । জাতি কুল জীবন নিছয়ে তার পায় ॥
 দূতী শুনাইল তোহে সাথে । তার রূপ গুণের তুলনা নাই রাখে !!
 সে হয় রসিক শিরোমণি । তোমায় তাহায় ভাল সাজে হৃদয়দনি !!
 তুমি হও রাজার কুমারী । সে রাজকুমার ব্রজবিপিনবিহারী ॥
 শুনি ধনী উথলে উল্লসে । লাজে না কহয়ে কিছু মুচকিয়া হাসে ॥
 সহচরী জানি মনকথা । তুরিতে চলিল সে কাগিয়াচান্দ যথা ॥
 সখীপানে চাহি আশ্রয় । আগুসরি পুছিতে পুলকভরে গায় ॥
 সখী কহে করহ গমন । মিলহ তুরিতে এবে অতি শুভক্ষণ ॥
 এই কৈরো গিয়া রাই-পাশে । ধরিহ ধৈরজ যেন কেহো নাই হাসে ॥
 শুনি কত মনোরথ মনে । নরহরি-সহ চলে নিবুজ্ঞ ভবনে ॥২

পঞ্চম—

কাল কৈল কুঞ্জে পরবেশ ।

অলখিত রাই- রূপ নিরখিয়া সুখের নাহিক শেষ ॥
 ধনী না জানে কামুর গতি ॥
 চাহি চারি পাশে স্তমধুর ভাবে কহয়ে সখীর প্রতি ॥
 ওগো বুঝিতে নারিয়ে মেন ।
 তরু লতা খগ পশু দিশা সব নীলিম হইল কেন ॥
 সখী কহয়ে কহিব কত ।
 বরজসুন্দর তম্বুচি ছটা- কণিকা করয়ে এত ॥
 ওই আইসে দেখ দেখ তায় ।
 শুনি অনিমিত্র আঁখি নিরখিতে পুলক ভরল গায় ॥

লাজে তহু স্রবদনে কাঁপে ।

শ্রামশণীরসে ভাসি আসি হাসি কোরে অগোরিতে কাঁপে ॥

মুখ ঘুঘট ঘুচার আধে ।

চুষয়ে চতুর চাক চাতুরিতে না জানি মনে কি সাধে ॥

আহা কি নব মিলন-রঙ্গ ।

নরহরি আঁখি জুড়াব কি দেখি রহি সে সখীর সঙ্গ ॥৩

ধানশী—

রাই কামু কি নবীন লেহা । একই পরাণ ভিন্ন দেহা ॥

কিবা হুঁ রূপের মাধুরী । হুঁ মন হুঁ করে চুরি ॥

কুসুমশেজেতে বিলসয় । সখী হুঁ শোভা নিরিখয় ॥

হুঁ গুণ গায় শুক শারী । তাহা কি শুনিব নরহরি ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম উনত্রিংশত্তম অঙ্কাদঃ ॥২০২২৩



পুনস্তদ্ যথা—

[কাচিৎ সখী নায়িকাং প্রত্যাহ] (ধানশী)

রাই ! সদা রহ আনমনে । এমন হইলা তুমি কেনে ॥

আপন জনেরে করো লাজ । এ অতি বিধম তুয়া কাজ ॥

যদি পাই মরম শুনিতে । উপায় করিয়ে নানা মতে ॥

শুনি নরহরি-কর ধরি । বিনোদিনী কহে ঘীরি ঘীরি ॥১

গাঙ্গার—

ওগো এ বরজ-মাঝ । কে আছে নাগররাজ ॥

ভুবনমোহন সেহ । মেঘের বরণ দেহ ॥

মরি কি চরিত তার । বেন সে অমিয়া-ধার ॥

সখী শুনাইতে মোরে ।	ভাসিহু আঁখির লোরে ॥
এ তনু অবশ হৈলো ।	ধৈরজ ধরম গেলো ॥
অন্তর করয়ে যাহা ।	কহিতে না আইদে তাহা ॥
কি হৈল আমার প্রাণে ।	প্রবোধ নাহিক মানে ॥
কি আছে বিখাতা চিতে ।	কেনে কৈলে হেন রীতে ॥
তা' বিহু কিছু না ভায় ।	কেমনে দেখিব তায় ॥
শুনি নরহরি ভণে ।	দেখাব কুসুমবনে ॥২

ভোড়ী—

কুসুম-কাননে চলে রাই ।	ঘন ঘন চারিদিকে চাই ॥
সহচরী রহি রাই-পাশে ।	ওই দেখ—ক'হ মুহুভাষে ॥
দেখে ধনী বরজ-অনঙ্গ ।	তরুতলে ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
মোহন মুরলী বাজ করে ।	মদন মোহয়ে পীতাম্বরে ॥
ময়ূর-চক্রিকা চূড়া সাজে ।	বনমালা গলায় বিরাজে ॥
দোলে তাল শ্রবণে কুণ্ডল ।	ললাটে তিলক বলমল ॥
নয়ান-চাতনি চারু ছান্দে ।	তাহাতে বা কেবা শির বান্ধে ॥
হাসিমাখা মুখের মাধুরী ।	অবলা পরাধ করে চুরি ॥
পীন উর উদর সুন্দর ।	খীন কটিদেশ মনোহর ॥
উরুতে কদলী-মদ দলে ।	অরুণ উদয় পদতলে ॥
শ্যামল বরণ নিরখিতে ।	নারে রাই আঁখি কিরাইতে ॥
নরহরি কহে কত কত ।	কালিয়া করিলে উনমত ॥৩

ধানশী—

কুসুমকাননে বসি কালা ।	গাঁথয়ে সে কুসুমের মালা ॥
না জানি কি ভাবে মনে মনে ।	মুদয়ে নয়ান খেণে খেণে ॥
খেণে কহে কি শুভ ঘটিল ।	কি শৃগন্ধ নাসায় পশিল ॥

খেণে কহে দেখি একি ধারা ।	বিপিন হৈল হেম-পারা ॥
এত কহি পদ ছুই যাই ।	কুসুমকাননে দেখে রাই ॥
মুনীর পুতলি তনু খানি ।	বরণ বিজুরী থির জিনি ॥
চাচর চিকুর বেণী ভালে ।	বেড়িয়া সে মালতীর মালে ॥
সিঁথায় সিন্দূরবিন্দু সাজে ।	তা' দেখি অরুণ মরে লাজে ॥
ভুরু জিনি কামের কামান ।	নয়ান-চাহনি হানে বাণ ॥
শ্রবণে তাটক শোভা করে ।	নাসার বেশরে প্রাণ হরে ॥
হাসিমাখা মুখের ছটায় ।	নিরসয়ে চান্দ্রের ঘটায় ॥
গলে মণি মুকুতার হার ।	ভুবনে তুলনা নাই তার ॥
কুচ হেমকমলের কলি ।	চাকিরাছে অমিত কাঁচুলি ॥
বলয়া কঙ্কণ চাকু করে ।	চাহিতে ধৈরজ কেবা ধরে ॥
রসনা-জটিত কটি খিণ ।	কিবা স্তবলনি জানু পীন ॥
বাজয়ে নূপুর দুটি পায় ।	শুনিতে মোহিত শ্রামরায় ॥
সাঁতারয়ে রূপের পাথারে ।	কত সাধ করে মিলিবারে ॥
নরহরি কহয়ে বিরলে ।	মিলে সে অনেক পুণ্যফলে ॥৪

সুহৃৎ—

রাই কানু অতি অলখিত ।	দোহে দোহা হেরি উলসিত ॥
দোহার ধৈরজ গেল দূরে ।	কহে কত ধরি দূতী করে ॥
দোহে প্রবোধিয়া ছুই দূতী ।	চলয়ে কৌতুকে বেগগতি ॥
দোহার সমীপে দোহে গিয়া ।	কহে ছুই দশা বিবরিয়া ॥
শুনি দোহে দোহারে মিলিতে ।	প্রবেশয়ে নিকুঞ্জ-গৃহেতে ॥
নরহরি কহে শুভথণে ।	কিবা রঙ্গ দোহার মিলনে ॥৫

কামোদ—

বিনোদিনী কত সুখে ভাসে ।

আসিতে কালিয়াচাঁদ পাশে ॥

পরশিতে কত সাধ হয় ।

পরশে উপজে লাজ ভয় ॥

রাই-তনু-পরশের আশে ।

কালিয়া চঞ্চল রসে ভাসে ॥

সাধ করি যে মালা গাঁথিল ।

রাই গলে ছলে পরাইল ॥

কহি কত কথা মৃদু হাসি ।

চুষয়ে সুচারু মুখশলী ॥

কুচের কাঁচুলি খনাইতে ।

কত সাধ উপজয়ে চিতে ॥

করয়ে নিবিড় আলিঙ্গন ।

পুলকে পূরয়ে তনুমন ॥

তনু তনু ভিন নাহি হয় ।

কুসুমশেজেতে বিলসয় ॥

ছরমে ঘরম দুহু গায় ।

সখী সুখে নিবারয়ে বার ॥

এ নব কোতুক নিরখিয়া ।

নরহরি জুড়াব কি হিয়া ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগ-বর্ণনং নাম ত্রিংশত্তম আখ্যায়ঃ ॥৩০।২২২



পুনস্তদু যথা—

[নারিকাসখীং প্রত্যাহ]

ধানশী—

এ সখি ! তানুপূজনে মন ভেল ।

গুরুজন তৈথণে অনুমতি দেল ॥

চলইতে পশ্বে ধরনু পদ আধ ।

গায়ত গুণী শুনইতে ভেল সাধ ॥

কি মধুর মধুর সে শ্রাম-চরিত ।

পৈঠল শ্রবণে হরল মনু চিত ॥

তব ধরি আন শ্রবণ নাহি মোর ।

জীউ কি করই না সমুঝই থোর ॥

বিরলে বৈঠি হাম করনু বিচার ।

ধৈরজ ধরম না রহব হামার ॥

ভণ ঘনশ্রাম হোয়ব পরমাদ ।

রাখবি যতনহি কুল-মরিষাদ ॥১

পুনঃ শুজ্জর—

গেহ গহন সম ভেল ।

কুল মরিষাদ দহনে দহি দেল ॥

দাক চরিতে মতি মাতি ।

সো কহ কৈহে লখব কিহি ভাঁতি ॥

তনক ন হই মঝু থেহ ।

নিরদয় সোই অবশ করু দেহ ॥

তিলে তিলে হরয়ে গেয়ান ।

নরহরি তা বিম্ব না রহ পরাণ ॥২

সখী আহ—

(সুহই)

এ ধনি ! সো ব্রজরাজকিশোর ।

মদন-দমন গুণ গণই ন ওর ॥

অঞ্জন-বরণ পিরীতিময় দেহ ।

গিরিবর-কুঞ্জহর-রসমেহ ॥

পহিরণ তড়িত বসন বরবেশ ।

নিরুপম ভুবনে ভূলায়ল দেশ ॥

ভণ ঘনশ্রাম ছলহ নটরায় ।

গৌরীপূজন-হলে নিরিখহ তায় ॥৩

ধানশী—

সহচরী-বচন শুনত রসভোরি ।

গৌরীপূজন-লে চললি গৌরী ॥

গিবিবরনিরয়ে নিরিখে নবনাহ ।

সো দিঠি পথহি পৈঠি হিয় মাহ ॥

কম্পই তম্বন লখই না পার ।

মনমথ-দহনে দহই অনিবার ॥

নরহরি তবহি কাহু গয়ে যাই ।

সুন্দরী-চরিত কহল সমুঝাই ॥৪

পঠমঞ্জরী—

ধনীগুণরূপ শুনত নব নাহ ।

মোদ-জলধি মধি করু অবগাহ ॥

গিরিবর কুঞ্জনিরয়ে চলি পেল ।

অলিখিত গৌরী দরশ তহি কেল ॥

রূপ-অনিয় পিবইতে মতি মাতি ।

ভুলত পথ পগ ডগমগ ভাঁতি ॥

ঘুমত নয়ন বয়ন মুসিকাত ।

চুঘই কমলকলিক গহি হাত ॥

কাহু ধনোক দিঠি পথগত ভেল ।

চৌকি বদনে বসনাঞ্চল দেল ॥

ভণ ঘনশ্রাম কি রস-পরতাণ ।

ধৈরজ গত ছহঁ পহিল মিলাপ ॥৫

ধানশী—

সো বিধুবদনে বদনবিধু ঝাঁপি ।

কুচযুগ কমলে কমল কর আপি ॥

মাধব মনমথে ভোর ।

কম্পই ঘনঘন করইতে কোর ॥৬

রাখব কাঁহা না হোই নিরধার ।

নিরুপম লেহ উথলে অনিবার ॥

উরে উর যাতি খণহি বিরম্বায় ।

থণে উরুপর ধরি অনিমিখে চায় ॥

কত অভিলাষে পুছই কহু বাত । লাজে হসই ধনী কহই না যাত ॥

ললিত বিলাস লখই সখী মেলি । নরহরি তহি কি রহব উহ বেলি ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসামুতে শ্রীরাধিকার্যঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগবর্ণনং নাম একত্রিংশ অঙ্কাদঃ ॥৩১।৩০৫



পুনস্তদ্ব যথা—

[শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ]

সুখই—

সই কেবা শুনাইলে শ্রাম-নাম ।

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিলে মোর প্রাণ ॥১॥

না জানি কতেক মধু শ্রামনায়ে আহে গো বদনে ছাড়িতে নাই পারে ।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে ॥

নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো অঙ্গুর পরশে কিবা হয় ।

যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো যুবতি ধরম কৈছে রয় ॥

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যার গো কি করিব কি হবে উপায় ।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতীর কুল নাশে আপনারে যৌবন যাচায় ॥১

গুণঃ ধানশী—

সজ্জনি ! স্তমধুর মধুর উহ নাম ।

অনিয়-জলধি কিয়ে আনন্দ-ধাম ॥

কো কহু কৃষ্ণ দৌআখর আধ ।

শুনইতে মনে বহু বাঢ়ল সাধ ॥

পৈষ্ঠল অবশপড়ে বব খোর ।

ধৈরজ ধরম তবহি গেও মোর ॥

অগণিত প্রবণ নয়নে ভেল চাহ ।

বিসরব বচনে উপজে হিয়দাহ ॥

সো রসময় বুঝি নাগররাজ ।

ধাকর নামে করই ইহ কাজ ॥

তাকর দরশ ছলহ অমুমানি ।

ভণ ঘনশ্রাম মিলায়ব আনি ॥২

আশাবরী—

শ্রাম-সমীপে সখী যাই ।	গদগদ বাণী ভণই মুখ চাই ॥
জগভরি সুযশ তোহার ।	তাহে তুয় নাম কয়ল অবিচার ॥
সো কুলবতী বয় ধোরি ।	তাকর ধিরজ রতন করু চোরি ॥
নামে আশ তোহে দেল ।	হাসি ধরয়ে সতে শুনি দুখ ভেল ॥
তবহি যুচব ইহ লাজ ।	যব ধনী সাধি ধরবি হিয়মাঝ ॥
সো যদি ইথে নাহি মানি ।	তৈথণে তাক গহবি পগপাণি ॥
সো যৈছে পরশ ন হোই ।	কহলুঁ তোহে করবি তুহুঁ সোই ॥
শুনইতে ঐহন বাত ।	পায়ল নিবি কি উলসে ভরু গাত ॥
ধৈরজ ধরই না পারি ।	বেগি চলল ঘাঁহা রহ সুকুমারী ॥
ভণ বগশ্রাম কি রঙ্গ ।	দুহ দুহ দরশে অবশ দুহ অঙ্গ ॥৩

কামোদ—

সুন্দরী সনোপ শ্রাম হনি ধোরি ।	লহ লহ বচন কহই করজোরি ॥
তুহু অতি তুলহ দরশ মোহে ভার ।	ধনী মঝু নাম কয়ল উপগায় ॥
নেয়লি নাম কহল কো নোয় ।	ইথে উপদেশ করব কছু তোয় ॥
ষাকর নাম তাহে যব লেবি ।	তব তুয় সুযশ যুযব কুলদেবী ॥
শুনি ধনী লাজ-সরসি অবগাহ ।	চুষই বদন তবহি নব নাহ ॥
লাজে কমলুখী রহ মুখ মোড়ি ।	ইহ নব লুবধ চকোর ন ছোড়ি ॥
কঙ্ককৌ খোশি করহি কুচ ঝাঁপি ।	যন পরিরন্তণে ধরহরি কাঁপি ॥
বিলসত কি মধুর মধুর সনেহ ।	বলকত তহু জমু দামিনী মেহ ॥
ঘামে তিতল ধনী তহু অবলোকি ।	আচরে বীজই অখির মন রোকি ॥
বিগলিত চিকুর সঙারই কান ।	নরহরি হেরি কি জুড়ায়ব প্রাণ ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশ অঙ্কানঃ ॥৩২।৩০৯॥



পুনঃ কথ্য—

[নারিক। সখী প্রত্যাহ]'

আশাবরী—

শুন গো পরাণ সই !

কি করে সরমে	ভরম ঘুচিল	মরম তোহারে কই ॥৫০॥
নিরঞ্জে বসি	বেশ বিরচয়ে	নয়ানে কাজর দিয়া ।
মনের হরিষে	হেরি বারে বারে	করেতে মুকুর লৈয়া ॥
হেনই সময়ে	শুক পাখী কহে	কি শ্রামস্থলর নাম ।
পশিল শ্রবণে	মনে কি হইল	ভুলিল সকল কাম ॥
যার নামে হেন	অমিয়া বরিষে	না জানি কেমন সে ।
নরহরি কহে	ভুবনমোহন	পিরীতে গঠিত দে ॥১

পুনঃ ধানশী—

সই ! আর বলিব কারে ।	বিধি শুকপাখী চৈয়া বধিলে আমারে ॥
যে হইতে শুনাতে শ্রামনাম ।	সেই হৈতে ঘুচিল হরের সব কাম ॥
না জানিয়ে মন কোথা রয় ।	না ভায় ভোজন পান আখিয়ারা বয় ॥
শাশুড়ী ননদ পাড়ে গালি ।	কি লাগি সাধের বধু হইল পাগলি ॥
এ পাড়া পরশি আইসে যার ।	শুধাইলে কিছু না বলিতে পারি তার ॥
যতন করিয়ে কত মতে ।	কি হইল আমারে, নাম নারি পাসরিতে ॥
যে দশা হইছে তিলে তিলে ।	ফুকারিতে নারি পাছে জানয়ে সকলে ॥
নিচয় জানিহ এই কথা ।	কুলবতী কলঙ্ক হইলে জীয়ে বৃথা ॥
করহ উপজে যাহা মনে ।	মু'মেন করিলু সার জীবনে মরণে ॥
কহিতে কহিতে বিনোদিনী ।	আখি ঝরে ধরিতে নারয়ে তনু খানি ॥
সখী কহে থির কর হিয়া ।	করিব মানের মত উপায় রচিয়া ॥
রাই প্রবোধিয়া নরহরি ।	কহয়ে শ্রামের আগে গিয়া তরাতরি ॥২

মল্লারী—

শ্রাম শুয়া পড়াইলা ভালে ।

রাইয়েরে সে তুয়া ন,ম শুনাইল বসিয়া ভাল ভালে ॥

তুয়া নামে না জানি কি আছে ।

ধৈর্য ধরম বিনাশিল বুঝি জীবন না রাখে পাছে ॥

যদি সূজন হইতে চাও ।

মানি নিজ দোষ শুকেরে নিরসি সে ধনী-নিবটে ষাও ॥

গিয়া ধরিবে চরণখানি ।

অনিমিত্ত আশি সে মুখ নিরখি কহিয়ে বিনয় বাণী ॥

তারে আনিতে হিয়ার মাঝে ।

জানিবে সদয় তখনি সে যদি বুচুকি হাসিবে ষাজে ॥

ইহা শুনি কি মনের সাধ ।

নরহরি সহ উনসে চন্ডে যেখানে রঙ্গিনী রাখা ॥৩

শ্রাবণী—

রসিক শেখর শ্রামরাগ । যুবতি মোহিত হয় বাহার কথায় ॥

রূপ দেখি কেবা নাই ভুলে । কুলবতী আনল ভেজায় জাতিকুলে ॥

কত না ভজিতে চলি যায় । রাই-রূপ দেখি আশিষ্যুল জুড়ায় ॥

মদনে বিভোর রাই পাশে । ক্রটি হাত জুড়িয়া কহয়ে মুহ ভাষে ॥

চরণ পরশি মনে করি । ভয়ে তনু কাঁপে তেঞি পরশিতে নারি ॥

কহিয়ে যে লাগি মনে ভয় । মোর নামে করিল তোমার অপচয় ॥

শুক শুনাইলে নামখানি । নামে যে এমন হয় ইহা নাই জানি ॥

নাম মোরে কৈল পরচার । নামে যে করিল দোষ সে দোষ আমার ॥

দোষী হৈয়া হৈল উপনীত । ভুজপাশে বান্ধি দণ্ড কর যে উচিত ॥

শুনি বাজে মুচকিয়া হাসে । রাই কোরে করিয়া নাগর রসে ভাসে ॥

কি নব সঙ্গম দোহাকার । তিলে তিলে বাড়ি কত স্নেহের পাথার ॥

সখী কত স্নেহে পুলকিত । নরহরি দেখিব কি রহি অলখিত ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীরাধিকার্যা: পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্ত সন্তোষবর্ণনং নাম ত্রয়সিংগ আশ্বাদঃ ॥৩৩॥৩১০ ॥



পুন স্তব্ধ-যথা—

নায়িকা সখীং প্রত্যাহ— (সুহৃই)

কি কবা সজনি ! না জানিয়ে কিছু কি আছে কদম্ব-বনে ।

কিবা মধুর শুনি সেথা চৈতে “আসি সামাইল কাণে ॥

না বুঝি কি গতি পুন শ্রুতি পাতি সাধে সে অমিয়া পিয়া ।

নয়ানের বারি নারি নেবারিতে কি জানি কি করে তিয়া ॥

থসে কেশবেশ বসন ভূষণ অবশ সকল গা ।

পবনের বেগে ধাউ হেন মনে চলিতে না চলে পা ॥

আহা মরি মরি কারে শুধাইব কে নিলে কিসেতে সান ।

নরহরি কহে হেন বুঝি বাণী বাজার মোহন কান ॥১

পুনঃ ভূপালী—

কি কহব এ সখি ! মরমক বাণী । ঐছে ছোয়ব হাম কবতি না জানি ॥

কুসুম চয়নে চলইতে বননাথ । বাগই মুরলী শুনলু তঁতি আজ ॥

কি নোহন মস্ত কি অমিয়া প্রবাহ । পৈঠি শ্রাণে কি কল হিয়মাহ ॥

বাউরীসম পথ বিপথ না হেরি । ধরমে ধরমে ঘরে আঁণু ফেরি ॥

যাক মুরলী রবে হরয়ে গেয়ান । সো কহ কৈছে মুরলী নিরমাণ ॥

নরহরি তাক দরশে মন লাগি । তা বিহু জীউ জরই জহু আগি ॥২

সখী আহ— (সুহৃই)

সো রদময় ঘনগ্রাম শরীর । মন-মথ-মথন সুরত-রণ-ধীর ॥

এ শুবদনি ধনি ! কি কহনি মোয় । তাক দরশ অব উচিত না ভোয় ॥৩॥

তুহ কুলবতী সতী অতি ভয় লাজ । তাহে হেরি কি ইথে পাড়বি বাজ ॥
 নবীন বয়েসে অশ্বশ নহ ভাল । দেখবি সময়ে বিষমই কাল ॥
 বংশীক সানে যুবতি জীউ কাঁপি । চলইতে পশ্বে বহই শ্রুতি কাঁপি ॥
 নরহরি তোহে কি কহব উপায় । রাখি আনত চিত্ত বিসরহ তায় ॥৩

শ্রীরাধিকাহ— (আশাবরী)

এ সখি ! বংশীশ্রবণ যব ভেল । তব কুল লাজ ভসম ভই গেল ।
 তাসঞে যবহি ঘটব অপবাদ । বাঢ়ব তব কুলবতী মরিয়াদ ॥
 যব মরু দেহ দরশ নাহি পাবি । তব বুঝি মোহে তাহে দরশাবি ॥
 নরহরি উহ নব বংশিক সান । বিসরব কো অছ ধরই পরাণ ॥৪

ধানশী—

ধনী অতুরাগ অনিয়-পরবাহ । সহচরী লেই চললি যাহা নাহ ॥
 লহ লহ হাসি ভণই শুন কান । কিয়ে না করই তুয় বংশিক সান ॥
 সো অচপল মতি কুলবতী হোই । তুয় দর দরশ লাগি রলু রোই ॥
 কত পরবোধন কি কহব তোয় । তুষিত বারি বিহু ভাপিত না হোয় ॥
 শুনইতে শ্রাম সরণ মতি ভেল । সুনরী নিয়রে তবহি চলি গেল ॥
 ছহ ছহ দরশে অবশ ছহ দেহ । নরহরি নিছনি নিরখ ছহ লেহ ॥৫

কামোদ—

মাধব মধুরিম হাসি । রসময় বচন ভণই রসে ভানি ॥
 পরশিতে তরসই গোরী । চুষন-বেরি রহই মুখ মোরি ॥
 কুচবুগে ধরইতে পাণি । ভাখই ঐছে অগট নহ বাণী ॥
 ধৈরজ ধরই না গেল । ভুজগাহি নিবিড় আলিঙ্গন কেল ॥
 ছহ তহু ধরন বিয়াপি । মরকত কনকে মোতি জম্ম আপি ॥
 বিলসে কুসুম পরিাক । মোহই সুবনী শ্রামর অঙ্গ ॥

কিয়ে অপরূপ নব কেলি । অলখিত লখই উলসে সখী মেলি ॥

নরহরি ইহ অভিলাষ । সেই সময়ে কি রহব সখীপাশ ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীরাধিকার্যাঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম চতুস্তিঃখ আশ্বাদঃ ॥৩৪॥৩১২



পুনঃ স্তব্দ যথা—

[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

সুহই—

এ রমণীমণি	রঞ্জিণী ধনী	কাহে ঐহন তেলি ।
লোল লোচনে	চকিত চাহনি	দেহ শুধি ভুলি গেলি ॥
সজ্জল জলধর	ধরসি অধরে	রহসি হাত পসারি ।
ভূরি মরকত	হার কর গহি	কেশ সঘনে বিথারি ॥
তুঙ্গ তরুণ	তমাল তরু করি	কোরে থরহরি কাঁপি ।
লেপি যুগমদ	পুলকনয় তনু	অসিত অংশুকে ঝাঁপি ॥
অঙ্গ পরিমল	বেড়ি রহ অলি	তাহে না কর উদাস ।
নীল নীরজে	অধর ধর হেরি	ধন্দ নরহরি দাস ॥১

পুনঃ আশাবরী—

এ সুন্দরি সুকুমারী,	না বুঝিয়ে চরিত তোহারি ॥
কাহ্ন সঞ্জে না কহসি বাত,	বদন মলিন ভই বাত ॥
কানড় কুসুম নেহারি	নয়ন যুগলে বরু বারি ॥
তেজসি সঘনে নিখাস ।	অমুখণ রহসি উদাস ॥
কি ভেল তুয় হিয় মাঝ ।	কহইতে না কর বিদ্রাজ ॥
শুনি ধনী গোপই না পারি ।	কহে ঘনশ্রামে নেহারি ॥২॥

শ্রীরাগ—

নীলরতন কিয়ে নবঘনঘটা । লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা ॥

চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা । মদনমহেন্দ্রধনু কিবা দিল দেখা ॥
 কি পেখলু কদম্বতলে শ্রাম চিকনিয়া । রূপ দেখি আইল জাতিকুল মজাইয়া ॥৫৭॥
 বদন কমল কিয়ে পুণিমক চন্দ । অধর স্নকিশলয় বাঁধুলি বন্ধ ॥
 তাহে অতি স্নমধুর মুরলীর তানে । ভুলল আখির লাজ সামাইল কাণে ।
 নয়ন যুগল কিয়ে ভ্রমর বিরাজ । অলখিতে দংশে যুবতি হিয় মাঝ ॥
 গোবিন্দ দাঃ কহে সে না দিঠিবিষে । না পিলে অধর-সুখা কেবাজীয়া আইসে ॥৬০

সুহৃৎ—

সখি ! কহ ইথে কি উণায় । করিলে বাউরী কাল! পশিয়া হিরায়া ॥
 না রহে পরাণ উহা বিনে । কহিতে কতেক ধারা বহে ছনঃনে ॥
 রাইয়ের এ হেন দশা দেখি । কত না যতনে প্রবোধয়ে প্রাণসখী ॥
 নরহরি চলে শ্রাম-পাশে । নিরজনে পাইয়া কহয়ে মুহুভাবে ॥৪

দূতা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে ভদ্রানন্দা-দশাং প্রাহ—(ধানশী)

এ মনমোহন কান । তুহু কিয়ে মোহিনী জান ॥৫৭॥
 কয়লি অচল চিত চোরি । চঞ্চল নওল কিশোরী ॥
 তিলে তিলে কত শতবার । ঘর সঞে হোতি বাহার ॥
 পুন পুন আয়ত ফেরি । রহত নীপবন হেরি ॥
 অগণিত গুরুজন ত্রাস । তেজই সঘনে নিশ্বাস ॥
 খণে তম্ব পুলক বিয়াপি । নীল বসন তহি কাঁপি ॥
 খণে দরপণ করে রাখি । অঞ্জে বিরচয়ে আখি ॥
 সমুদ্র তছু অভিলাষ । কি কহব নরহরি দাস ॥৫

পুনঃ বরাটি—

শুনইতে চমকই গৃহপতিরাব । তুম্ব মজীর রবে উনমতী ধাব ॥
 নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর । জলদ নেহারি নয়নে বন্ধ লোর ॥
 কাহা তুহু গোরী আব্রাধলি কান । জানলু রাই তোহে মনমান ॥৫৭॥

স্বামিক শরন মন্দিরে নাহি উঠই । একলী গহন কুঞ্জ মাহা নৃঠই ॥
 পতিকর-পরশে মানয়ে জঞ্জাল । বিজনে আনিছই তরুণ তমাল ॥
 মুকুণ্ড-নিমান শ্রাণ ভরি পিবই । গুরুজন বচন শুনহি নাহি শুনই ॥
 ঐছন যতহু পরম অভিলাষ । কতয়ে নিবেদিব গোবিন্দ দাস ॥৬

ধানশী—

মাধব শুনি সুন্দরী-অনুরাগ । মানল সফল জীবন নিজ ভাগ ॥
 বেগি চল বাহা নগল কিশোরী । ভরল পুলক তনু হেরইতে খোয়ি ॥
 রক্ষিণী নাহ নয়ন ভরি পেখি । আপন ভাগ সফল করি লেখি ॥
 যব দুহু নয়নে নয়নে ভেল ভেট । তব ধনী লাজে বয়ন করু হেট ॥
 শ্রাম সুমধুর হাসি রসে মাতি । ভুজ ভরি গৌরী উরহি উর জাতি ॥
 চুষই অধরে অধর রহু লাগি । ভণ ঘনশ্রাম লাজ ভয় ভাগি ॥৭

বালা ধানশী—

ললিত নিকুঞ্জ মা-ধার । দুহু নব ললিত বিহার ॥
 শ্রনজলে ভরু দুহু দেহ । প্রকট হোয়ল জলু লেহ ॥
 আচর গহি পহু পাণি । বীজই কত সুখ মানি ॥
 ধনী বিধুবয়ন উজোর । তহি নব লুবধ চকোর ॥
 তিলে তিলে কত শত সাধ । বৈঠই নিলি তনু আধ ॥
 ঝলকত দুহু কর কাঁতি । জলু হেম-মরকত-পাতি ॥
 দুহু শিখিল নব বেশ । শোভা ভণই ন শেষ ॥
 দুহু নিরুপম রসধাম । হেরব কব ঘনশ্রাম ॥৮॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসাম্যতে শ্রীরাধিকার্যা পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সঙ্কোচবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥৩৫॥৩২৭



(यालव)

এ নব কঙ্কনয়নী স্নকুমারি ! কহ কহ কি ভেল হৃদয়ে তোহারি ॥
শীতল থল এ স্নশীতল বাত । তবহি ঘরম ঘন চ্যুত গাত ॥
না রহ কাহ সঞ্চে নিরত একান্ত । চমকি চমকি পুন নিরখহ পঙ্খ ॥
ঐছন বচনে রমণীমণি রাই । কহয়ে মরম নরহরি মুখ চাই ॥১

কামোদ—

সহজই বিষম অরুণ দিঠি তাকর আর তাহে কুটিল কটাখ ।
 হেরইতে হামারি ভেদি উর অন্তর ছেদল ধৈরজ-শাখ ॥
 এ সখি ! বিহরই কো পুন এহ ।

পীতবসন জহু	বিজুরীবিরাজিত	সজ্জন জলনকুচি দেহ ॥৫॥
মৃহ মৃহ হাসি	ভাষি উপজায়ল	দারুণ মনসিজ আগি ।
যাকর ধূমে	ধরন-পথ কুলবতী	হেরই বহু পুণ ভাগি ॥
এহি পুন বেণু	অধরে ধরি ফুকরই	দহইতে গোরব লাজ ।
কহ ঘনশ্রাব	দাস ধনা ঐহন	আন আন হনয়ক মাঝ ॥২

পুনঃ বরাডী—

অলখিত গতি জিতি বিজুরী সঞ্চার ।
 এ সখি ! অতএ ন! পাওলু ওর ।
 জানহ অবহ কয়ল মঝু হাত ।
 লোচন যুগলে লোর ভরি পূর ।
 চলইতে চরণ অচল সম ভেল ।
 কয়ল পিরীতি এত অপহরি যায় ।
 পুন কিরে আছরে অছ অভিলাস ।

પ્રુનઃ ધાનશી—

হর অবগাহ পয়োনিধি ভাঁতি । যৌবন জল তাহে শ্রামর কঁাতি ॥

দেখ সখি ! না বুঝিয়ে দৈবকি রীত । তহি ডারল মধু নিরমল চিত ॥৩॥
 ধৈর্যজ্ঞ আদি সকল গুণ মেলি । নিশি দিশি বাস তাঁহা করতহি কেলি ॥
 সো সবগুণ তাহা আকুল হোয়- । চরণ লাগি পুন রোয়ই মোয় ॥
 না বুঝিয়ে এতহু যো নিজপর থোই । বহইতে শক্তি অবশি করু কোই ॥
 কিয়ে নিজপর কিয়ে হিত অহিত । বিপতি সমরে করু সব বিপরীত ॥
 ধৈর্যজ্ঞ পদ অবলম্বন কেল । মন্দির চলইতে সঙ্কট ভেল ॥
 কহ ঘনশ্যাম দাস সমুচিত । বাধি লেহ তুহ শ্রামর চিত ॥৪॥

আশাবরী—

কি কহসি মোহে হোয়ল পরমাদ । খোয়ল নিরমল কুল মরিয়াদ ॥
 কাহে পেখলু উহ শ্রাম শরীর । কি করব নিমিত্ত না বাধলু থির ॥
 অতএ উপায় করহ সখী মেলি । ঐহে কহত ধনী নিশবদ ভেলি ॥
 তৈথণে নরহরি কত সমুঝাই । রাই চরিত কহে পহঁ পয়ে বাই ॥৫॥

দুতী শ্রীকৃষ্ণ নিকটে তল্লালসা-দশাং প্রাহ— (দানশী)

সখীগণ সঞে নাহি হাস পরিহাস । অলুখণ ধরণী শয়ন অভিলাষ ॥
 এ হরি ! যব ধরি পেখল তোর । তব ধরি দিনে দিনে ঐহন হোর ॥
 নয়ন কমলে জল গলয়ে সদায় । বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায় ॥
 তহি যব প্রিয়সখী আয়ত কোই । চরণে লিখয়ে নহী নিশবদ হোই ॥
 যতনে পুছয়ে যব মরমক বোল । উত্তর না দেই রোয়ে উতরোল ॥
 কিয়ে পুন আছয়ে হিয় অভিলাষ । না বুঝিয়ে কহ ঘনশ্যামর দাস ॥৬॥

আশাবরী—

দুতী কহল শুনি কান । উলসিত সজল নয়ান ॥
 কহই কি ভাগ হামারি । মোহে মিলব সুকুমারী ॥
 যব হান পেখলু তায় । তব ধরি কিছুই না ভায় ॥
 দৈব-মরম গতি জান । করল হামারি মন মান ॥

চল চল যাহা রহ রাই ।	তুরিতহি দেহ মিলাই ॥
এত কহি চল নব নাহ ।	ললিত কুঞ্জ বন মাহ ॥
পুন পুহইতে উই বাত ।	হাত পুলকময় গাত ॥
নরহরি তহি লই গেলি ।	শুভধনে দুহ দুহ মেলি ॥৭

মানসী—

কুঞ্জনয়নী ধনী হেরইতে নাহ ।	বাহিরে লাজ উলস হিয়মাহ ॥
মাধব অতিশয় লুবধ চকোর ।	পিবই গৌরীমুখ অমিয় বিভোর ॥
করইতে কোরে সমতি নাহি দেত ।	হঠসঞে সূষর বাহ গহি নেত ॥
হাসি মধুর দরশায়ত কাজ ।	ভাস্কর পরিরন্তনে ভয় লাজ ॥
কুশুমশেজে বিলম্বত রস মাতি ।	উপজত শরম ধরম কণ পাতি ॥
বীজই পছ আঁচরে বহু বেরি ।	নরহরি সফল হোয়ব কব হেরি ॥৮

ইতি শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশ অঙ্কাদঃ ॥৩৬।৩৩৫



শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ— (বরাড়ী)

সজনি ! ও কে নাগর তরুণুলে ।

এতদিন নাহি জানি	লোক মুখে নাহি শুনি, হেন জনা	আছেয়ে গোকুলে ॥৫
(যার) মুরদীর আলাপনে	পবন রহিয়া শুনে	যমুনার ধয়ল উজান ।
না চলে রবির রথ	বাজি নাহি পায় পথ	দরবরে দারুণ পাষণ ॥
রমণী রমণ	গমন মদ মম্বর	মনোহরে মনোহর বেশ ।
শুগন্ধ চন্দন	তহু অতুলেপন	পরিমলে ভূলায় দেশ ॥
নন্দনন্দন ভণ	অনন্ত জীবন ধন	নাম উহার সুন্দর কানাই ।
এ দেশে তাহার ডরে	মরয়ে আখির ঠারে	ঘরের বাহির হৈতে নাই ॥৬

পুনঃ ধানশী—

ওগো সই ! ওনা রূপে পরাণ মজিল । বুলের ধরম মোর কিছু না রহিল ॥
 থির হৈয়া তিলেক রহিতে নারি ঘরে । অন্তথণ ধায় আঁখি তারে দেখিবারে ॥
 কি মোহিনী জানে সেই কালিয়া নাগর । চাহিয়া নয়ান-কোণে কৈলে জরজর ॥
 পাসরিতে করি কত পাসরা না যায় । নরহরি কহে রাই না দেখি উপায় ॥২

কামোদ—

সুন্দরী-নয়নে গলয়ে জলধার । সহচরী করে ধরি কহে পুনবার ॥
 জানহ যদি গণিমন্ত্র বিশেষ । তব মোহে অবহি করহ উপদেশ ॥
 হাম অবলা কি হোয়ল পরমাদ । জীবহিতে ইথে কি করব অবসাদ ॥
 কহইতে ঐছে বিকল ভেল রাই । চলু ঘনশ্রাম শ্রাম-পয়ে ধাই ॥৩

সুহৃৎ—

মাধব ! কি কহব পুণফল তোরি । তোহে অমুরাগিনী নওল কশোরী ॥
 তুয় বিমু শয়নে স্বপনে নাহি আন । অহুংগ কাজরে রচই নয়ান ॥
 পহিরই ঘনঘন নীলিম বাস । জলধর ধরইতে করু অভিলাষ ॥
 হোয়ত পথগত চলু পুন গেহ । তেজই নিশ্বাস তিলেক নহু থেহ ॥
 আয়লু তাহে কতহি সমুঝাই । শুভথণে অবহি মিলহ তুহু বাই ॥
 শুনইতে উপজল উলস অশেষ । তহি ঘনশ্রাম করই উপদেশ ॥৪

গাফ্ফার—

শুন শুন এ নব চপল মাধাই । ধৈরজ ধরবি ধনীক মুখ চাই ॥
 ঐহন বচন ভগবি দুই চারি । বৈছে হোয়ই বশ সো সুকুমারী ॥
 সমুঝি করবি নব রস পরকাশ । সখীক মাঝে নহু জমু হাস ॥
 দূতীক বচনে হরষ রস ভূপ । নরহরি কর গহি গমন অমুপ ॥৫

ধানশী—

পৈঠল কুণ্ড-স্তবনে বনি কান । সুন্দরী হেরইতে হরল গেয়ান ॥

উচ কুচকঞ্জ পরণ রস আশ । হাশি কহই কি নহ্মমর ভাষ ॥
 লাজে রহই ধনী বয়ন ছাপাই । অলখিত চুষয়ে চতুর মাখাই ॥
 দৃঢ় পরিরন্তনে উপজল রঙ্গ । ভিগেও ঘরমে তড়িতবন অঙ্গ ॥
 বৈঠল কুসুমশেজে দুহ মেলি । মরকত হেম একত জমু ভেলি ॥
 দুহ ছবি হেরইতে সখীক উলাস । কব ঘনশ্রাম রহব তছু পাশ ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়্যাঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সঙ্কোচ-বর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশ আশ্বাদঃ ॥৩৭।৩৪১



পুনস্তদ্ যথা [শ্রীমত্যাঃ]— (ধানশী)

কি পুছসি মরম কহব কত তোয় । হরি হেরইতে কি সাধ ভেল মোয় ॥
 পহিলে শুনলু যব তছু গুণীত । তব ধরি কৈহে করই মঝু চিত ॥
 অব ভেল সেই দৈব নিরবন্ধ । অখতনে ভেটলু ব্রজকুল-চন্দ ॥
 মৈরজ লাজ রহল নাহি থোর । নরহরি পহ কুলবতী-চিতচোর ॥১

পুনঃ গাঙ্কার—

ঢলঢল সজল জলদ দিঠি শোহন মোহন অভরণ সাজ ।
 অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি দগধল কুলবতী লাজ ॥
 সজনি ! বাইতে ভেটলু কান ।

তব ধরি জগভরি ভরল কুসুমশর নয়নে না হেরিয়ে আন ॥৫॥
 মঝু মুখ দরশি বিহসি মুখ মোড়ই বিগলিত মোহন বংশ ।
 না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয় দলে করু দংশ ॥
 অতএ সে মঝু মন জলত হি অলুখণ দোলত চপল পরাণ ।
 গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল অবহ না মিলল কান ॥২

হুহই—

সহচরী শুনত রমণীমণি-বাণী । আতুরী ভই চলু চতুরী সিয়ানী ॥

নীপবিপিনে দরশই নব নাহ । সুনরী সুনরি অধির গিয় মাহ ॥
 নিম্বসই ঘন ঘন ঝরই নয়ান । হেরইতে দূতী জন্ম পাঞ প্রাণ ॥
 ধনি ! কহ কৈছে পুছই বহু বেরি । শুনি ঘনশ্রাম ভণই মুখ হেরি ॥৩॥

দূতী তুঙ্গেশ্বগদশামাহ— (আশাবরী)

খঞ্জন- নয়নী রমণীমণি বালা । সহই না পারি অতনু-শরজালা ॥
 মাধব ! তুয় দিঠি-কঠিন কটাথে । না রহল লাজ যতন করু লাথে ॥
 লোচন ঝরু বামরু মুহু দেহা । চিস্তিত হৃদয়ে কম্প নহু থেহা ॥
 নিম্বসই বিধম ঘরনে মহি বহুই । শ্রামরী সখীক পাণিবুগ গহই ॥
 কালিন্দী নাম শুনই যব শ্রবণে । চলইতে তাহি করই ভর পবনে ॥
 নরহরি করু আশোয়াস না সহই । বিনি জল পানে পিয়াস কি রহই ॥৪॥

খানশী—

মাধব ! তুরিতে সাধহ মনসাধা । তুয় বিহু না জীবই গুণবতী রাধা ॥
 তিলে তিলে তাক কৈছে গতি হোয়ই । সহচরী হাত মাথে ধরি রোয়ই ॥
 শুনইতে কাহু ধিরজ নাহি ধরয়ে । গহি সখী-পাণি তবহি অভিসরয়ে ॥
 হেরইতে কুঞ্জভবন বিধুবয়না । নরহরি-পহু উলসে ভরু নয়না ॥৫॥

কামোদ—

সুনরী হেরইতে জলধর-অঙ্গ । লাজে ভরল দিঠি পুলকিত অঙ্গ ॥
 লহু লহু হানি অংগে ধরু চীর । গোপই তনু ন তনকু রহু থির ॥
 মাধব রতসে ধয়ল ধনী কোর । চুষই বদন মদনমদে ভোর ॥
 কর-কিশলয়ে কূচ কঙ্ক উঘারি । খঞ্জননয়নী করহি কর বারি ॥
 তব পগপাণি পসারই নাহ । ভণই বচন অছু উপজে উছাহ ॥
 পায়ল ছলে যব অমুমতি আধ । নরহরি পছক পুরল তব সাধ ॥৬॥

খানশী—

পাণিল মিলন-সুখ জলধি উথলই । কর গহি চিবুক বয়ন ঘন কলই ॥

মাধব সাধে ধরল ধনী অঙ্কে । বিলসত কুসুম-রচিত পরিষঙ্গে ॥
কো বিহি গড়ল এ নিরুপম লেহা । তিলে তিলে বিপুল পুলকে ভরু দেহা ॥
সহচরী চতুর সুরস পরকাশে । কব ঘনশ্রাম হেরব রহি-পাশে ॥১॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সন্তোগবর্ণনং নাম অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥৩৮॥৩৪৮



পুনস্তত্থা—[শ্রীমত্যাঃ] (সুহই)

শ্রাম পানে চাহিয়া অকাজ কৈল ।

দিবস রজনি আন নাহি ভাবিতে শুনিতে মৈল ॥১॥
দাঁড়িয়া তরুর মূলে আকুল করিল মোরে জীবত বসি দিঠে চাঞা ॥
ঘরে বাইতে না লয় মন দিলাম জাতি কল ধন চিকণ কালার বালাই লঞা ॥
অঙ্গ ভঙ্গিয়া দেখি প্রেমে পুরিত আখি মোর মনে আন নাহি ভায় ।
চিত্তে নে-রিয়া যদি বিরলে বসিয়া থাকি মন কেনে শ্রাম-পানে যায় ॥
থাইতে শুইতে না লয় চিত্তে শুনিয়া বংশীর গীত না জানি কি চৈল গিয়া মাঝে ।
মনে অনুমান করি ছাড়িতে নারিছ হরি তিলাঞ্জলি দিল কুল লাগে ॥
কিথেনে জলেতে গেহু কিরূপ দেখিয়া আ'হু ঘরে আসি হইলাম জরী ।
গোপতে অনন্ত রায় জর জালা কিছু নয় কাহু করিয়াছে মন চুরি ॥২॥

ধানশী—

ওগো সহ ! কিছুই না ভায় । কেমনে ধরিব হিয়া বোলো কি উপায় ॥
কালারূপ এমন কে জানে । ছাড়াইলে লাজভর, বধিলে পরাণে ॥
সহচরী রাই প্রবোধিয়া । চলয়ে কালিয়া-পাশে আকুল হইয়া ॥
কাহুরে ভেটিয়া নিধুবনে । নরহরি কহয়ে চাহিয়া মুখপানে ॥২॥

দৃতী শ্রীকৃষ্ণ নিকটে তজ্জাগর্যাদশামাহ (পঠনঞ্জরী)

লোচন শ্রামর বচনহি শ্রামর শ্রামর চারু নিচোল ।
শ্রামর হার হৃদয়মণি শ্রামর শ্রামর সখী করু কোল ॥

মাধব ! ইথে জানি বোলবি আন ।

অচপল কুলবতী মতি উমতায়লি কিয়ে তুহ মোহিনী জান ॥১৥
 মরুন্দি শ্রামর পরিজন পামর ঝামর মুখ-অরবিন্দ ।
 ঝরঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচন নিন্দ ॥
 মনমথ সাগর রজনী উজাগর নাগর তুহ অতি ভোর ।
 গোবিন্দ দাস কতয়ে আশোয়াসব মিলব নন্দকিশোর ॥৩

গাঙ্গার—

মাধব ! ধনী কি করব অব থেহা । বিরহিত-গমন গহন ভেল গেহা ॥
 দারুণ মদন-দহন হির দহই । সখী-পরবোধ বচন নাহি সহই ॥
 তুয় গুণ ভগই মলিন বিধু বয়নে । জাগই রজনী নিন্দ গত নরনে ॥
 শুনইতে ঐহে নয়ন জল গলই । গহি ঘনশ্রাম-পাণি পহঁ চলই ॥৪

ধানশী—

সহচরা কোই তুরিতে ধনী-পাণে । আরল নাহ কহই মূহভাবে ॥
 শুনইতে হিয়ক দাহ দুরে গেণা । লখইতে ঢকি কতহি স্মৃথ ভেলা ॥
 উপজল লাজ বসনে তনু গোই । তিলে তিলে কতহি মনোরথ হোই ॥
 মাধব থির নহ সুরত-তিরাসে । লহ লহ হাসি কি রস পরকাশে ॥
 ভগ ঘনশ্রাম সফল ভেল সাধা । লোচন ভরি ভরি নিরখই রাধা ॥৫

কামোদ—

পহিল মিলন রস বরষত নরনে । লাজে বসন ঘন ধরু ধনী বয়নে ॥
 নাগর গরগর বীরজ ন রহই । কুচযুগ কমল পাণিতলে গহই ॥
 চুষত অবর মধুর মুখ হাসয়ে । দশনক জ্যোতি সকল দিশি লসয়ে ॥
 কুসুমিত শেজে কত হি স্মৃথে বিলসে । কব ঘনশ্রাম দেখব দোহে উলসে ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সন্তোগবর্ণনং নাম উনচত্বারিংশ আশ্বাদঃ ॥৩৯৩৫৪



পুনস্তদ যথা—

সখীং প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্যং—(শ্রীরাগ)

চিকণ কান।	গলায় মালা	বাজন নৃপূর পাশ ।
চুড়ার ফুলে	ভ্রমরা বুলে	তেরছ নয়ানে চায় ॥
কালিন্দীর তীরে	কিরূপ দেখিলু	ছলিয়া নাগর কান ।
ঘর মুহাইতে	নারো সহ	আকুল করিলে প্রাণ ॥ঞা॥
চান্দ বলমল	ময়ূর পাখা	চুড়ায় উড়িছে বায় ।
ঈষত হাসি	মোহন বাঁশী	মধুর মধুর গায় ॥
রসের ভরে	অঙ্গনা ধরে	কেলি কদম্বে হেলা ।
কুলবতী সতী	যুবতি জনের	পরায় লইয়া খেলা ॥
শ্রবণে চঞ্চল	মকর কুণ্ডল	পিঙ্কন পিয়ল বাস ।
রাতা, উতপল	চরণযুগল	নিছনি গোবিন্দদাস ॥১॥

পুনঃ শ্রীরাগ—

রসের ভরে	অঙ্গ না ধরে	হালিয়া পড়িছে বায় ।
অঙ্গ মোড়া দিয়া	ত্রিভঙ্গ হইয়া	ফিরিয়া ফিরিয়া চায় ॥
রগিয়া নাগর	দেখিয়া মৈলু	কি শেল রহল মোরে ।
গুরু পরিজন	লাগে উচাটন	তারে সে পরায় ঝুরে ॥
আঁখির ঠারে	বুক বিদরে	ও বড় বিষম বাণ ।
কুলবতী সতী	পাপিনী যুবতী	রাখুক কুলের মান ॥
হিয়া জরজর	পরায় ফাকর	দারুণ বাঁশীর স্বরে ।
ফুটিল হরিণী	লোটায় ধরণী	কান্দিয়া মরয়ে ঘরে ॥
মধুর বোলে	পরায় দোলে	তাহে পরমাদ হাস ।
বলরাম কহে	এবে সে নিচয়	ছাড়িল ঘরের আশ ॥২

আশাবরী—

ওগো সই ! সেরূপ দেখিও । কে আছে এমন যে ধৈর্য ধরে চিতে ॥
 কি করয়ে ভরমে সরমে । নেবারিতে নারি ওলা পশিল মরমে ॥
 সে অতি দুঃলহ মনে লয় । তা' মনে আমার কি হইব পরিচয় ॥
 নিচয় कहিয়ে তুয়া আগে । জীবনে কি তা' বিনু ঝগড় সব লাগে ॥
 করহ উচিত যেনা হয় । कहিতে নয়নে ধারা থির নাই রয় ॥
 এদশা দেখিয়া নরহরি । कहয়ে কালিয়াচান্দে গিয়া তরাতরি ॥৩

দুর্ভী শ্রীকৃষ্ণ নিকটে তত্ত্বানবদশামাহ—(ধানশী)

সহজে হুনাক পুতলি গোরী । জারল বিরহ-আনলে তোরি ॥
 বরণ কাঞ্চন এ দশ-বাণ । শ্রামরি সোমরি তোহারি নাম ॥
 শুনহ মাধব कहু তোয় । সমতি দেই দিন রজনী রোয় ॥৪॥
 অক্ষয় অধর বাধুলি ফুল । পাণ্ডুর তৈ গেল ধূতুর তুল ॥
 ফুল কবরী উরহি লোল । স্নেহে উপরে চামর ডোল ॥
 গলায়ে এ গজমোতিমহার । বসন বহিতে গুরুয়া তার ॥
 অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল । জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল ॥৪

পুনঃ গাঙ্গার—

একে গোরী পাতরী আরে দুখ কাতরী আর দুখ বিরহের জালা ।
 কত এ পরাণ পাণি দেই রাখব গরাসয়ে মনমথ বালা ॥
 মাধব ! তালে নহ তুয়া অমুরাগে ।

আপন পরাণ পিয়া যা সঞে বাঢ়ল হিয়া তাহে দুখ তোহে নাহি লাগে ॥৫॥
 কর সঞে শির গহি কারে কিছু নাহি কহি বিরহ বিঘন ঘন রোই ।
 বিরহ বিয়াধি আধি ইথে স্নানরী তুয়া বিনু ঐষ কোই ॥৫ (বিজ্ঞাপতি)

পুনঃ ধানশী—

মাধব বিরহে বিকল স্নকুমারী । সখী-পরবোধ সহই নাহি পারি ॥

পুনঃ স্তব্ধা [অীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ—] (সুহই)

অঞ্জন ঘন জিনি বরণ উজোর । হেরইতে পৈঠি রহল হিরে মোর ॥
 এ সখি ! করলু অকাজ । কালিন্দীতীরে ভেটলু নটরাজ ॥১॥
 তব্ধরি লাজ ধরম গেও ছাড়ি । মদন দহন তহু দহইতে বাঢ়ি ॥
 মন্দির গহন, গহন ভেল গেহ । ভণ্টিতে আন ভণ্টি নাহি থেহ ॥
 সুখ অতিতুলহ দুখহি তরু ছাতি । বরষত নয়ন-জলদ দিন রাতি ॥
 যাবব জাঁই বুঝলু পরিণাম । লোচন ভরি না হেরলু ঘনশ্রাম ॥২॥

সখী প্রাহ— (গাঙ্কার)

এ ধনি ! তুহ না করহ অক থেদ । তুয় মুখ হেরইতে হোয়ই গিয়ভেদ ॥
 কাহে না তুলহ হোয়ই উহ কান । তুয়া সখী করব তোহারি মনমান ॥
 এত কহি গহি অঞ্চল অনিবার । পোছই বয়ন নয়ন-জলধার ॥
 নরহরি তুরিত চলল যাঁহা নাহ । পেংল কাছ বিকল ত্রিয়মাহ ॥২॥

সুহই—

নিরজনে নাগর রায় । তাকর মুকুতি ধোয় ॥
 দেব পূজই বচ বেরি । চহদিশ ঘন ঘন হেরি ॥
 দূতী-গমনে তহি কান । হোয়ল উলস পরাপ ॥
 আগে চলল পদ চারি । ভণ্টি কি ভাগ হামারি ॥
 শুভংগে গমন তোহার । সমুঝিয়ে সুদিন হামার ॥
 নরহরি হরহ বিষাদ । কহ কহ কুশল সখাদ ॥৩॥

দূতী শ্রীকৃষ্ণ সমীপে শুভজড়িমদশাং প্রাহ— (ধানশী)

মাধব ! সো গোকুলবালা । তাহে কি সহে ঠৈহ জালা ?
 বোধই সখী চহ পাশে । তাহে না কর বিশোয়াসে ॥
 পুছইতে কহু নাহি কহই । নিশনি মোন গহি রহই ॥
 তোহারি এ মুকুতি-বিয়ানে । নিশি দিশি কিছুই না জানে ॥

তুহ যব পরশবি রাধা ।
থণে থণে হোয়ই খীণা ।
কঞ্জ নয়নে জল গলই ।
মুখ হেরি নরহরি ধন্দা ।

তবহি যুচব সদ বাধা ॥
অন্ধ অবশ মহি-লীনা ॥
অঞ্জন তহি বহি চলই ॥
দিবসে মলিন জন্ম চন্দা ॥৪

ধানন্দী—

কান্ন কহব কত তোয় ।
হুহ শব্দ অনিবার ।
দরশন শ্রবণ অভাব ।
ভ্রমকি ভগব ঘনশ্রাম ।

ধরণী-শয়নে ধনী ধিরজ না হোয় ॥
মনমথ দহই সে সহই না পার ॥
তুরগুণ গণত জীবন বুঝি যাব ॥
বিরচহ বেগি গমন তছু ঠাম ॥৫

গান্ধার—

দুতীমুখে মাখব শুনি ধনীবাতি ।
ছল ছল নয়নযুগলে গলে পাণি ।
সো নব রমণীশিরোমণি গোৱী ।
ভেটলু দৈব ঘটত পথ তায় ।
সো মোহে করল এতহ অমরাগ ।
কহইতে এঁছে কুঞ্জে পরবেশ ।
উপনীত নিয়রে তরল দিঠি বঙ্ক ।
করই যতন কত ধরই ন থেহ ।

আঁড়ুর তবহি তুরিত গতি যাত ॥
চলইতে পশ্চে ভগই মৃদবাণী ॥
তছু গুণরূপে নিহনি তহু মোরি ॥
নিরুপম ভুবনে ভুবন উমতায় ॥
ইথে হাম বুঝলু প্রবল মঝু ভাগ ॥
অলখিত লখইতে উলস অশেষ ॥
পায়ল কতহি রতন জন্ম বঙ্ক ॥
নরহরি ধন্দ বুঝব কিয়ে নেহ ॥৬

সুহই—

সুন্দরী হেরইতে শ্রাম ।
কি বুঝব নিরুপম-রীত ।
কান্নপরশে তহু বাঁপি ।
মনমথে মাতল নাগ ।
চুসই মুখ সুখে ভাসি ।

হুথ গেও দূর, পূরল মনকাম ॥
উপজল লাজ, তরল ভেল চিত ॥
সহচরী-কোবে রহই ঘন কাঁপি ॥
কয়ল আলিঙ্গন কতহি উছাচ ॥
পুলকিত ধনী রহ লহ লহ হাসি ॥

কিয়ে নব নব রসকেলি ।

ভণ ঘনশ্রাম ভণই নাহি গেসি ॥৭

ধানশী—

আজু কি নধুর রজনী উজিয়ার ।

মধুর মিলন নব কুঞ্জ-মাঝার ॥

রসবতী রসিক রভসরস ভেলি ।

সুতল কেলি-তলপে ছহ মেলি ॥

ঝলকত ছহ তহু কিরণ বিথারি ।

মরকত-কনক-মুকুর-মদহারি ॥

সহচরী চতুর নিরিখে রহি দুরি ।

পূরব কি নরহরি মনোরথ ভুরি ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়তে শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম একচত্বারিংশ অঙ্কাদঃ ॥৪১॥৩৭১



শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ—

(শ্রীরাগ)

মরকত-দরপণ-বরণ উজোর ।

হেরইতে প্রতিঅঙ্গে অনঙ্গ অগোর ॥

না বুঝলু কি কহল অরুণ নয়ান ।

হানল অতএ কুসুমশর বাণ ॥

এ সখি ! কাহে ভেটলু নন্দনন্দনা । মন্দির গহন, দহন ভেল চন্দনা ॥১০

তৈথণে দক্ষিণ পবন ভেল বাম ।

সহই না পারই হিমকর নাম ॥

সাজহ শেজ কমলদল পাতি ।

কুলবতী বুঝতি নেও নিজ সাথী ॥

কি ফল একল বিকল পরাণ ।

গোবিন্দদাস কহ মিলব কান ॥১১

ধানশী—

সহচরী দেই আশোয়াস ।

চলু মনমোহন-পাশ ॥

সো ধৃতি ধরই না পার ।

নয়নে গলয়ে জলধার ॥

অনুখণ মনহি বিচারি ।

মোহে কি মিলব সুকুমারী ॥

দুতী দরশ তহি দেল ।

তাকর কর গহি নেল ॥

কহই এ গমন তোহার ।

রাখল জীবন হামার ॥

পূরহ মঝু মন কাম ।

ভণহ কুশল ঘনশ্রাম ॥২

দুতী শ্রীকৃষ্ণ নিকটে তর্কোদ্যাদশমাছ—(সুহই)

কনক বরণী

সে নবীন ধনী

না জানে এ রং রীতি ।

যমুনার তীরে দেখা দিয়া তারে মজাইলে তাহার চিত ॥
 শুন হে নাগররাজ !
 অবলা-অন্তর কৈলে জরজর এ অতি বিধম কাজ ॥৩৥
 কত ছল করি পথপানে হেরি রহে সে চাতকীপারা ।
 চাহিতে তমাল তরু মেঘমাল লোচনে গলয়ে ধারা ॥
 শুনি সে না খেদ হিয়া হয় ভেদ কে পারে প্রবোধ দিতে ।
 চলহ তুরিতে নরহরি-সাথে আইলু তোনারে নিতে ॥৩

তিরোতিয়া ধানশী—

কাহু কহব কি আর মরমে পৈঠলি তার ।
 শুনত তুষ গুণ শুনত সুবদনী নয়ন বরু অনিবার ॥
 যতনে ধরই না খেহ গহন সম ভেল গেহ ।
 ভুলল কুলভয় লাজ নিশি দিশি দহই তুষ নব মেহ ॥
 খণহি করু কত খেদ খণহি কত নিরবেদ ।
 বসই নিরঞ্জে সযনে নিষসই হেরত হিয়ত ইউ ভেদ ॥
 গিরহ সহই না যায় আয়লু কত সমুখায় ।
 নিরখি রহি ঘন-শ্রাম তুষ গথ তুরিতে ভেটহ তায় ॥৪

কামোদ—

মাধব তবহি তুরিত গতি যাত । কো কহ কতহি উলসে তরু গাত ॥
 পৈঠল কুঞ্জ-ভবনে যহি গোরা । মানি সফল জীউ হেরইতে থোরি ॥
 সো নিজ সখীক কহই কত ভাতি । অলখি অলপ শ্রবণে পহ মাতি ॥
 উপনীত নিয়রে যহি নব নাহ । তব ধনী চৌকি চপল দিঠে চাহ ॥
 লাজে ভরল হিয় হরবিত ভেলি । বদনচান্দে ঘন ঘুঘট দেলি ॥
 হাসি মধুরতর নওল কিশোর । চুষই মুখ জহু লুবধ চকোর ॥
 কুচ কর গহি রহই উর কাঁপি । ধরই না খেহ মদন ভরে কাঁপি ॥

খঞ্জন-নয়নী চরণ গহি পাণি । সঘনে ভণত কত রসময় বাণী ॥
কৌতুকে সখী নিরিখত ইহ কেলি । বিলসত কুসুম-শেজে দুহঁ মেলি ॥
ঝলকত ললিত তিতল তলু ঘাম । বীজনে তহি কি বীজব ঘনশ্রাম ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্ব্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশ অঙ্কাদঃ ॥৫২॥৩৭৬॥



শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ—

(গাঙ্গার)

এ সখি ! যব্ ধরি ভেটলু কান । তব্ ধরি বরিষে কুসুমশর-বাণ ॥
কুলবতী গরব রহল নাহি খোরি । ধৈরজ লাজ সবহি গেও ছোরি ॥
গেহ গহন গহ রহই না-গেল । চন্দন-পঙ্ক অনল সম ভেল ॥
জীউ ন সহই দহই মঝু দেহ । তণ ঘনশ্রাম মিলব রসমেহ ॥১

শ্রীরাগ—

আতুরী সহচরী চাতুরী সিদ্ধ । তাঁহা আওলি বাঁহা গোকুল-ইন্দু ॥
পুছইতে বাত বদনে ধরু চীর । মৌলিত নানে নিঝরে ঝরু নীর ॥
পুন পুছইতে কহে গব গদ বোল । মাধব বাঁধল হিয় উতরোল ॥
কি পুছসি গোকুল জীবননাহ । প্রেম হতাশন কুণ্ডক মাহ ॥
সো স্নকুমারীক প্রাণ-পতঙ্গ । আহতি দেয়ল নৃপতি অনঙ্গ ॥
কহে হরিবল্লভ শুন শুন কান । সব সখীজন মিলি তেজব পরাণ ॥২

দূতী পুনস্তদ্ব্যাপ্তিশামাহ -

(ধানশী)

কি কহব নাগররাজ !

সো কুলবতী সতী মতি উন্নতায়লি এ অতি করলি অকাজ ॥৩॥
লোচন-কমলে গলই জল অমুখণ ধরণী শয়ন দিন রাতি ।
সঘনে নিশ্বাস ভাষ নাহি নিকসত করবুগে ঝাঁপই ছাতি ॥
চম্পক দাম-দমন দ্যতি পাণ্ডুর উতপত জঙ্ঘ অনিবার ।
উপনত শীত কম্প কত বারব তিলে তিলে বিষম বিকার ॥

সহচরী-হাত মাথে ধরি চিত্তই তোহারি গমন পথ যোয় ।
নরহরি সাখী জাখি ভরি পেখলু জীবই না জীবই সোয় ॥৩

সুহই—

ধনী অমুরাগ অমিয় রসসিদ্ধ । ডুবল তাহে বরজকুল-ইন্দু ॥
চলত তুঙ্গিত তহি উলসিত দেহ । হেরইতে রূপ নয়নে করু লেহ ॥
ভণই কি মধুর কোণে নিরমাই । জগত লখিমী কি হোয়ল এক ঠাই ॥
দলিত কেশর কিয়ে চম্পক মাল । কনক পুত্রিকি বিজরি থিরজাল ॥
পিরীতি মুকুতি কি উইল মহীমাঝ । ভেটলু ভাগ সফল দিন আজ ॥
যব লহ হাসি হেরব ধনী মোয় । তব ঘনশ্রাম সকল সিধি হোয় ॥৪

কামোদ—

শশিমুখী শ্রামের দরশে । পুসকিত তমু হিয় উখলই হরষে ॥
লোচন গতি অতি লসই । আচরে বদন কাঁপি লহ হাসই ॥
মধুর ভঙ্গি সঞে রহয়ে । পরশ-তরাসে সখীকর গহয়ে ॥
কাঁছ যুগতি কত করই । রসময় বচনে লাজ ভয় হরই ॥
অলখিত কুচে কর অরপে । কমল-কলিকা জন্ম দংশই সরপে ॥
নিধরক অধর স্টুটু বই । বাধুলিমধু মধুকর জন্ম পিবই ॥
তমু তমু মিলে কত যতনে । ভেল জন্ম জটিল কনক নীল রতনে ॥
শিখিল বেশ বহু শোহই । নিরুপম নিখিল ভুবন-মন মোহই ॥
উপজত কত সুখ শয়নে । ভণ ঘনশ্রাম লখব কিয়ে নয়নে ॥৫

ইতি শ্রীশ্রীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সন্তোষবর্ণনং নাম ত্রিচত্রারিংশ আশ্বারঃ ॥৪৩।৩৭৮



শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ—

(সুহই)

এ সখি ! রমণী মোহন উহ মাহ ।

পেখলু নবীন নীপবন মাহ ॥

লোচন কোণে কি কহল না জানি । তব ধরি মদন তিথিণ শর হানি ॥
 দগধই দেহ দহন সম সোই । ভগইতে ঐছে রহই ধনী রোই ॥
 কত পরবোধি তব হি যনগ্রাম । চল তুরিত কহ কানুক ঠাম ॥১

দুতী শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে তদুদ্ভাসদশামাহ—(সুহই)

আচরে মুখশশী গোয় ।	ঝর ঝর লোচনে রোয় ॥
কারণ বিহু খণে হসই ।	উতপত দীঘ নিশ্বসই ॥
শুন শুন সুন্দর শ্রাম ।	প্রেমক ইহ পরিণাম ॥৩॥
তাতল তলু নাহি ছুটই ।	সতত মহীতলে লুটই ॥
কাহুক কছু নাহি কহই ।	কো অছু বেদন সহই ॥
জগতরি কুলবতী বাদ ।	কা দেই কহব সন্ধান ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে ।	জীবই তুয়া অভিলাষে ॥২

তিরোতিয়া ধানশী—

শুনি পহঁ গমন করত ধনী-সদনে ।	দূরে রহ ধৈর্যজ উনমত মদনে ॥
চলইতে কতহি মনোরথ পূরই ।	ভুলি সুপস্থ বিপথে পগ ধরই ॥
সুন্দরী কুঞ্জে রহই মহীশয়নে ।	নিশ্বসই বিবম বারি বরু নয়নে ॥
দ্রিষ্টি-পথগত ভেল মাধব যবহি ।	বিসয়ল বিরহ উসেসে ভরু তবহি ॥
অলখিত বসনে ঝাপি তলু বসই ।	কি মধুর লেহ লাজে লহ হসই ॥
রমনয় বচন কানু কত কহয়ে ।	করইতে কোরে বিজুরা সম রহয়ে ॥
চুষত মুখ লখইতে ছবি ছলকে ।	ধরু কুচ কমলে পাণিতল ঝলকে ॥
বারই নীবি পরশত গৌম হিলনে ।	নরহরি ভণ কি রঙ্গ নব মিলনে ॥৩

সুহই—

পহিল মিলন কিয় মঙ্গল আজ ।	দৃঢ় পরিরন্তুণে টুটল লাজ ॥
রসময় খাস সুরাময়ী গৌরী ।	হুহঁ তলু লাভণি হুহঁ চিত চোরি ॥
তিলে তিলে উপজত কৌতুক ভালি ।	শুভল তলপে শুভায়ল আলি ॥

ভগ্ন ঘনশ্রাম পূর্বব অভিশ্রাম ।

চামর ঢুলাব কি রহি পথিপাশ ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্খিগু-সঙ্খোগ-বর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশ অঙ্কঃ ॥৪৪১৩৮২

শ্রীরাধিকা সখীং প্রভ্যাহ—

(সুহৃৎ)

সই ! তারে বারেক হেরিতে । সামাইল হিয়ায় নারিহু নেবারিতে ॥
সে তনু সজ্জল মেঘপারা । অমিয়া বরিষে কিবা গরলের ধারা ॥
বিধি কৈলৈ কুলবতী নারী । মনে যে করিলে তাহা করিতে না পারি ॥
নিদয় মদন সদা দহে । কি আর বলিত প্রাণ রহে বা না রহে ॥
কহিতে কহিতে বিনোদিনী । ভাসয়ে আখির জলে নোটার ধরঙ্গী ॥
নরহরি সে দশা দেখিতে । হিয়া বিয়াকুল কহে কান্ধরে তুরিতে ॥১

দুতী শ্রীকৃষ্ণ নিকটে তনোহদশামাহ—(ধানশ্রী)

ওহে কাল! কি কাজ করিল। । অবলা-বধের ভাগী হইল। ॥
সে কথহু ইহা নাহি জানে । জানাইল। নয়ান-সন্ধানে ॥
না জানি ঘটাইল। কি রেহা । অবশ হইল হেম দেহা ॥
দিবানিশি আনছান। করে । কারে কিছু কহিতে না পারে ॥
সদাই ভাসয়ে আখির জলে । মুকুছি পড়য়ে মহীতলে ॥
ইহাতে জানহ পরিণাম । কি আর কহিব ঘনশ্রাম ॥২

সুহৃৎ—

রাজার বিয়ারী	অতি মুকুমারী	ধরিতে নারয়ে খেহা ॥
ভাবিতে ভাবিতে	কিবা হৈল চিতে	অবশ হইল দেহা ॥
কাহু চাহিয়া তাহার পানে ।		
নয়ানের কোণে	কি বিষ-দিশিধ	হানিলা মরন-থানে ॥৩॥
তপত কাঞ্চন	জিনিয়া বরণ	সে ভেল কাজরপারা ।

নিশাদ-রহিত বাণী-বিরহিত নিচল পতিত ধরা ॥
 মগ্নহরি লহ দেখিলু কি কব যে দশা সখীর মাঝে ।
 অবলা রাখিতে যদি থাকে চিতে তবে না বিলম্ব সাজে ৷৩

জুহই—

কালিয়া ধৈরজ নাহি বাক্যে । রাইয়ের নবনী দশা শুনি প্রাণ কান্দে ॥
 চাহিতে আতুর দূতী-পানে । নেবারিতে নারে বারি বারিজ-দুনয়ানে ॥
 তেরাগিয়া তিথিগ নিশ্বাস । চলে নব নিকুঞ্জ-কুটীরে রাই-পাশ ॥
 ধরণী পরনে রহ রাই । চারিপাশে সখী সে কাতর মুখ চাই ॥
 কাহু কি অমিয়া করে মাখি । পরশিতে চমকি উঠে চান্দমুখী ॥
 দেখয়ে কালিয়াচান্দ-পাশে । লাজে বিধু বন্দন আপনে নীলবাসে ॥
 সামার সখীর কোলে গিয়া । মুখে মুহু হাসি কি উলসে ভরে হিয়া ॥
 সখী কত মধুর কথায় । বিনোদিনী সোঁপিয়া শ্রামের পানে চায় ॥
 সখীর ইঙ্গিতে শ্রামশলী । করয়ে কাকুতি কত স্তমধুর হাসি ॥
 মদনে বিভোর হৈরা কাঁপে । ঘন ঘন মুখে মুখ বুকে বুকে কাঁপে ॥
 ছাড়িতে নারয়ে তিল আধা । তিলে তিলে উপজে মনেতে কত সাধা ॥
 গুলকে বলকে হুহু অঙ্গ । নরহরি গুণতে হেরিব কিরে রঙ্গ ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সঙ্কোচবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশ অঙ্কাদঃ ॥৪৫৷৩৮৬



শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ— (করুণত্ৰী)

সই ! তারে দেখিছ কি খেণে । পারিতে বোলো না পাসরা যায় মনে ॥
 সামাইয়া রহিল হিয়ায় । ঘুচাইল জাতি-কুলকলঙ্কের দায় ॥
 কি বলিব পরাণে না সহে । মদন-আনলে তনু অমুখণ দহে ॥
 উপন্থে নহিল কাজদিধি । নিদয় হইল মোরে সে গুণের নির্ধি ॥

কি কাজ এ দেহ তাহা বিনে । তেজিব জীবন এই কদম্বকাননে ॥
 করিহ উত্তরকালক্রিয়া । রাখিহ তমালে তমু যতন করিয়া ॥
 লেহ এ বলিতা মণিহার । অমুখণ গলায় পরিহ আশনন্দর ॥
 রোপিলু মল্লিকানিজকরে । গাঁথিয়ে ফুলের মালা পরাইহ তারে ॥
 ভোমরা কুশলে সতে রৈয়ো । এই বনে বারেক আসিতে তারে কৈয়ো ॥
 নরহরি কৈরো এই কাম । সে সময়ে কানে শুনাইহ তার নাম ॥১

মুহই—

রাইয়ের সমুখে সহচরী । কাঁদিয়া কহয়ে বীজি বীজি ॥
 মো সস্তার জীবন থাকিতে । চাহ তুনি দেহ তেয়াগিতে ॥
 এ কথা পরাণে নাকি সয় ? করিব উচিত যেবা হয় ॥
 ওগো এই মো সস্তার হিতে । তিলেক ধৈর্যজ ধর চিতে ॥
 পুন যাব বেথানে কালিয়া । এ সব কহিব বিররিয়া ॥
 যদি নির্ভর্যাই করে সেহ । তবে না রাখির পাপ দেহ ॥
 অনলে পশিব তার আগে । যেন তারে তিরী-বধ লাগে ॥
 এত কহি গিয়া ধারা ধাই । কহে ঘনশ্যাম মুখ চাই ॥২

দৃতী শ্রীকৃষ্ণ নিকটে ভক্ত্যভিলাষায়াহ — (কুরুগীতী)

মনে ছিল বত সব হইল হত তোমার কঠিন রীতে ।
 মদন-আনল জলে দিবানিশি সহে কি অবলা চিতে ॥
 এই কৈলা হে নিদয় কারু !
 হিয়া মাঝে পশি নাশিলা ধরম সে ধনী তেজিব তমু ॥৩॥
 দেখি মখী তারে থির হৈতে নারে আখির জলেতে ভাসে ।
 তা সভারে তমু তমালে রাখিতে কহয়ে কাতর ভাসে ॥
 শুনিতে সে বাণী না জীয়য়ে প্রাণী পাষণ গলিয়া যায় ।
 তুষা আশোয়াসে দাস নরহরি ধীবনে রাখয়ে তার ॥৩

পুনঃ স্মৃতি—

ওহে শ্রাম বলিতে কি আর । বাঢ়াইলা হৃথের পাথার ॥
 আখির কোণে কি বিব চালিলা । অবলা-জীবন জালাইলা ॥
 যে রূপ আইলু নিরখিয়া । বৃষ্টি না দেখিতে পাবো গিয়া ॥
 ঘটিল দশমী দশা তার । সখীগণ ধূলায় লোটায় ॥
 বরষে অবর বরষে আখি । ঝুরয়ে বনের পশুপাখী ॥
 দারু শিলা বায় দরবিয়া । না জানি কেমন ভুয়া হিয়া ॥
 যদি কতু যাও সেই বনে । চাহিয় তম্বাল তরু পানে ॥
 হেলন্তা দেখিবে তাহাতে । তবে পরতীত যাবে চিতে ॥
 নরংরি কহে এই কৈলা । হাতের লখিমী খোয়াইলা ॥৪

পুনঃ সিদ্ধুড়া—

রাইয়ের দশমীদশা শুনি । আকুল কালিয়া গুণমণি ॥
 নয়ানের জলে ভাসি যায় । কহে কি করিলু হায় হায় ॥
 হিয়া জলে বিরহ-আনলে । মুরুহি পড়ে ভূমিতলে ॥ -
 কৃতী অতি আতুর গিয়ায় । না দেখয়ে কোন উপায় ॥
 কালিয়া গলার মালা লৈয়া । বিনোদিনী পাশে চলে ধাইয়া ॥
 দিল অচেতনী ধনী গলে । গলার পরশে আঁখি মেলে ॥
 কহে কি আইল প্রাণপিয়া । দেখিব কি নয়ান ভরিয়া ॥
 কৃতী কহে গদগদ ভাষে । তুরিতে চহল কানুপাশে ॥
 সে তোমার এ দশা শুনিতে । মুরুহি পড়িল অবনীতে ॥
 তোমার পরশ যদি হয় । তবে সে জীবন তার রয় ॥
 তুমি যে গাখিলে মালা লৈয়া । আগে আমি যাই সেখা ধায়া ॥
 এত কহি বাইয়া তুরিতে । মালা দিল কালিয়া-গলাতে ॥
 মালার পরশে উঠে জাগি । হইলা বিকল রাই লাগি ॥

কহে কি জুড়াবে মোর হিয়া ।

নরহরি কহে মিলো গিয়া ॥৫

ধানশী—

কাল কত মনের উলাসে ।

চলয়ে তুরিতে রাইপাশে ॥

দূতী কহে লহ লহ হাসি ।

শুন ওহে গোকুলের শশী ॥

সে নব বয়স স্নকুমারী ।

না বুঝে এ রসের চাতুরী ॥

ধীরজে সাধিবে সব কাজ ।

নহিলে পাইবে বহু লাজ ॥

রহ এই নিকুঞ্জবনে ।

সে ধনী আনিব এই থানে ॥

এত কহি গিয়া তরাতরি ।

কহে রাই-মুগপানে হেরি ॥

আইলু চেতন করাইয়া ।

তুরিতে মিলিহ প্রাণপিয়া ॥

ধৈরজ ধরিবে তার আগে ।

না হবে সয়ল অমুরাগে ॥

শুনি ধনী সখীর সহিতে ।

অভিসরে চিহ্ন ননোরথে ॥

নিকুঞ্জবনে প্রবেশিয়া ।

জুড়াইল দেখি আখি হিয়া ॥

কালিয়া চঞ্চল রসে ভাসি ।

কহে কত সুমধুর হাসি ॥

ধনী লাজে বদন না তোলে ।

ভুজে ধরি করে কান্ন কোলে ॥

কুচযুগ পরশিয়া কাঁপে ।

বদনে বদনার্থে কাঁপে ॥

আনিয়া কুসুমিত শেজে ।

আখির পলক নাই তেজে ॥

হিয়া হিয়া নিশাইয়া রয় ।

কি শোভা উপমা নাই হয় ॥

কি নব ভঙ্গিমা দোহাকার ।

নবীন পিরীতি-পরচার ॥

হুঁহু মালা হুঁহু গলে দোলে ।

দেখি সখী আনন্দে উছলে ॥

নরহরি রহি সখীপাশ ।

দেখিব কি এ সুখবিলাস ॥৬

কামোদ—

আজু বন্দাবনে কি আনন্দ ।

নিরখিতে দোহার সুচার মুখন্দ ॥

তরুলতাকুল পুলকিত ।

শারী শুক মিলি গায় হুঁহু গুণ গীত ॥

বিকশে কুসুম পুঞ্জ পুঞ্জ ।

চারিপাশে ভ্রমর করয়ে গুঞ্জ গুঞ্জ ॥

মধুরপেখা ধরি নাঞা । নরহরি শোভা কি দেখিব রহি কাছে ॥৭

ইতি শ্রীশ্রীতন্দ্রোদয়ে গোরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সন্তোষবর্ণনং নাম ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥৪৬১৩৩



সকী মায়িকার প্রভা—

(আশাবরী)

এ নর-রমণী মুকুটমণি গোরি ! তোহে নিরখি জীউ করই কি মোরি ॥

কহ' কহ কাছে ঐহে তুহ ভেলি । না রহ দেহ, শুধি সব ভুলি গেলি ॥

সঘনে কি শুনইতে পাতহ কাণ । শয়নে স্বপনে কি জপহ নহ ভাণ ॥

পেখহ কোণে এ নয়ন পসারি । নরহরি মরম বুঝই নাহি পারি ॥১

শ্রীরাধিকাহ—

(ধানশী)

সজনি ! মরণ ঝানিয়ে বহুভাগি ।

কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥১১

পহিলে শুননু হাম শ্রাম হ' আখর তৈখণে মন চুরি কেল ।

না জানি কোন ঐছে মুকলি আলাপই চনকই শ্রুতি হরি নেল ॥

না জানি কোন উহ পটে দরশাওলি নব জলধর জিনি কাঁতি ।

চকিত হইয়া হাস যাহা যাহা যাইয়ে তাহা তাহা রোষয়ে মাতি ॥

গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি ! অতএ করহ বিশোয়াস ।

যাকর নান মুরদীরব তাকর পটে ভেল সৌ পরকাশ ॥২

ধানশী—

সুন্দরী ধরি পুন সহচরী-পাণি । ভরই বারি দিষ্টি ভণইতে বাণী ॥

সমুখি চতুর সখী চললহি যাই । কাঙ্ক্ষ নিয়রে কহল সব যাই ॥

মাধব চোকি কহই সখীপাশ । কাছে করই এ বিফল অভিলাষ ।

না বুঝব সোই থোয়ব কুললাজ । হাম কহ কৈছে করব ইহ কাজ ॥

বরজমাব মধু সুশষ বিধারি । করহি না স্বপনে পরশি পরনারী ॥

পরতিরী-গ্রহণ দহন-জিনি তাপ । কো অহু মুকুট করব ইহ পাশ ॥

সহজে সখা কহু সহই না দোষ ।

ধরমবিহীনে ককু বিপরীত রোষ ॥

নরহরি ভুলি না কহ ইহ বাত ।

পশিতে শ্রবণে ঝাপায়ই গাত ॥৩

শ্রীরাগ—

কাহ্নক ঐছন বাত ।

শুনি অবনতমাথ ॥

কহু না কহল ফেরি ।

লোরে পথ নাহি হেরি ॥

মলিন বদন ভেল ।

ধীরে ধীরে চলি গেল ॥

আয়ল রাইক পাশ ।

কি কহব জ্ঞানদাস ॥৪

ধানশী—

দুতীক বিরস বদন ধনী হেরি ।

করে ধরি যতনে কহই পুন বেরি ॥

কয়লি উপায় হোয়ল সব বাদ ।

দৈবরচিত ইহ না কর বিষাদ ॥

তেজল মোহে রসিকবর নাহ ।

বিক্ রহ ঐছে জীবনে কিয় চাহ ॥

তেজব দেহ নিচয় কহি তোয় ।

শুনি ঘনশ্রাম কহই কহু রোয় ॥৫

বরাড়ী—

মধুর মধুর তুরা রূপ ।

জগজনলোচন-অমিয়া স্বরূপ ॥

রূপ চাহি গুণ নহে উন ।

সো তহু তেজবি কাহে মহী করি শূন ॥

সুন্দরি ! মোহে না কর আন ছন্দ ।

হাম বলি যাও তুরা মুখচন্দ ॥৬॥

তবহু সফল দিন মোর ।

রাই শুতব যব কাহ্নক কোর ॥

পৈঠব কালিন্দী বারি ।

তবহু মনোরপ পূরব তোহারি ॥

যতন করব হাম সোই ।

কাহ্নক বৈছে তুরা বশ হোই ॥

গোবিন্দ দাস ভালে জান ।

কাহ্নক জলত পরাণ ॥৭

পঠমঞ্জরী—

দুতী বিরসে যব আয়ল ফেরি ।

তব পছ রোই কহই কত বেরি ॥

নিপট নিরুর হাম কয়ল নিরাশ ।

ইথে ধনী ছাঁবইতে না করব আশ ॥

বাঢ়ল ঘনঘন বিরহ-তরঙ্গ ।

দগধব দেহ এ দহন-অনঙ্গ ॥

ধিক্ ধিক্ মবু এ জীবনে কিয়ে আর । হোয়ল অব্ সব বিফল হামার ॥
 ঐছে ভগত তহি সখী পুন গেল । দূরসঞ্চে হেরি আশুসরি নেল ॥
 পুছই সঘনে ধনী কি ধরু থেহ । সখী কহে তুয় বিম্ব দগধই দেহ ॥
 চলহ তুরিত শুনি হরিষ অপার । দেয়ল সখীগলে মশিময় হার ॥
 আপন ভাগ সফল করি মানি । রাই-মিলনে চলু শুভখণ জানি ॥
 কাহুগমন সখী কহে ধনী পাশ । শুনইতে উপজল বিপুল উলাস ॥
 পৈঠব কুঞ্জ-ভবনে উহ বেরি । নরহরি ভগই স্নমুখীমুখ হেরি ॥৭

ভূপালী—

শুন শুন এ সখি ! বচনবিশেষ । আজু হাম তোহে দেয়ব উপদেশ ॥
 পহিলহি বৈঠবি শয়নক সৌম । হেরইতে পিরাযুখ মোড়বি গীম ॥
 পরশিতে ছহঁ করে ঠেলবি পাণি । মৌন করবি পহঁ পুছইতে বাণী ॥
 যব্ হাম সোঁপব করে কর আপি । ধাংসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি ॥
 বিছাপতি কহে ইহ রসঠাট । কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ ॥৮

বালী ধানশী—

পহিলহি রাধামাধব মেলি । পরিচয় ছলহ দূরে রহু কেলি ॥
 অনুনয় বলয়িতে অবনত বয়নী । চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥
 অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান । রাই কয়ল পদ আশ পয়ান ॥
 বিদগধ নাগর অনুভব জানি । রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
 করে কর বারিতে উপজল প্রেম । দারিদ ঘটভরি পাওল হেম ॥
 হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী । দেই রতন পুন লেওলি চোরি ॥
 ঐহন নিরুপম পহিল বিলাস । আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস ॥৯

কামোদ—

কিয়ে নব নব অভিলাষ । নিরুপম পহিল বিলাস ॥
 মাধব মদনে বিভোর । কত যতনে করু কোর ॥

কুচযুগে ঝাপয়ে পাণি । সফুটই তরল-নয়ানী ॥
 পরশি জিবুক মৃদুহাসি । পিবই অধর রসরাশি ॥
 করি বহু বিনতি উপায় । শেজে শুভায়লি তায় ॥
 নরহরি সহচরী সঙ্গ । হেরব কব ইহ রঙ্গ ॥১০॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশ আশ্বাদঃ ॥৪৭॥৪০০



পুন স্তম্ভ যথা---

ধানশী—

রাইক রীত নিরখি সখী মেলি । পুছইতে কহই বিষম মোহে ভেলি ॥
 শুননু মুরলীরব অরু উহ নাম । হেরনু চিত্র মুরতি অমুপাম ॥
 তিনে হোয়ল রতি অতি পরমাদ । ইথে কি রহব কুলবতী-মরিবাদ ॥
 কো ইহ তিন এ কয়লু অকাজ । নরহরি মরম কহলু তেজি লাজ ॥১
 সখী আহ— (সুহিনী)

কেমন শুনিলা নাম কেমন মুরলি । কিরূপ দেখিয়া পটে সব গেলা তুলি ॥
 কেমন দেখিলা তারে সব অভিলাষ । শুনিয়া সকল তুরা প্রাইব আশ ॥
 তিনজন নহে সে বুঝহ মন দিয়া । উপায় করিয়া তোহে দিব মিলাইয়া ॥
 কহয়ে মাঝবী নোর শিরে দিয়া হাত । থির হইয়া সুবদনি ! কহ সব বাত ॥২

শ্রীরাধিকা সখীঃ প্রত্যাহ— (ধানশী)

শুন শুন পরাণের সহ । বিরলে বসিয়া সব কই ॥
 পশুপতি পূজিবার তরে । সাথে গেলু ফুল তুলিবারে ॥
 কদম্বকাননে বাজে বাঁশী । উগারে অমিয়া রাশি রাশি ॥
 কিবা না করয়ে সেই রবে । অজড় সজড় শিলা দ্রবে ॥
 শ্রবণে পশিয়া সেই সান । কাড়িয়া লইল মোর প্রাণ ॥

কুলবন দেখি সেই থানে ।	ললিতায় শুখা'লু যতনে ॥
কত না আদরে কহে সে ।	কৃষ্ণের কুসুমবাটী এ ॥
কি মধুর 'কৃষ্ণ' ছুআখরে ।	না জানিয়ে কি অনিয়া ঝরে ॥
নাথে নাথে হয় স্রুতি মুখ ।	শুনিতে কহিতে তবে স্তম্ভ ॥
নাম মোরে করিলু বাউরী ।	বিশাখা প্রবোধে বেরি বেরি ॥
আনি চিত্রপট দেখাইল ।	সে কুল ধরম বিনাশিল ॥
তাহে শ্রামরূপ রসরাশি ।	কিবা চাঁদমুখে নিশা হাসি ॥
দোলে মণিময় হার দিগে ।	নয়ান-ভঙ্গিতে কিবা জায়ে ॥
নিরুপম ভুজের বলন ।	মোরে যেন করে 'আশিঙ্গন' ॥
না বুঝিলু কি হইল অন্তরে ।	সদাই নয়ান মোর ঝরে ॥
সখী কহে থির কর হিয়া ।	ঘনশ্রাম দিব মিলাইয়া ॥৩

কামোদ—

রাইয়ের মরম	কথা শুনি সখী	চলিল শ্রামের পাশে ।
সজল নয়নে	চাহি কাহ্ন পানে	কহে গদগদ ভাষে ॥
মুরলির ধ্বনি	শুনি তুয়া নাম	নারে নেবারিতে কাণ ।
পটে এ মুরতি	হেরি কৃলবতী	ধরিতে নারয়ে প্রাণ ॥
কি কব লাগসা	অতি উদবেগে	জাগিয়া হইল হীণ ।
দারুণ জড়িমা	বেগে নিরবেদ	বাঢ়য়ে রজনী দিন ॥
ঘটিল বিয়াবি	উনমাদ মোহ	কে পারে প্রবোধ দিতে ।
তুয়া বিহু তনু	তেজিব নিচয়	চল নরহরি সাথে ॥৪

অহই—

সখীর বচনে	কাহ্ন গুণমণি	চলিল সখীর সাথে ।
রাই অহুরাগে	গর গর হিয়া	অবশ হইলা পথে ॥
দেখি সহচরী	অতি তরাতরি	রাইয়েরে কহিল গিয়া ।

শুনি বিনোদিনী	চলিল তখনী	আনন্দে বিভোর হইয়া ॥
এথা নবনীপ	নিভৃত কাননে	কান্ন অচেতনপ্রায় ।
রাই অঙ্গগন্ধ	নাসা পরশিতে	চমকি চৌদিকে চায় ॥
কোথা বিনোদিনী	কহিতে এ বাণী	দেখয়ে অলপ দূরে ।
মনের উলাসে	চলে রাই পাশে	ধরি নরহরি-করে ॥৫

দেশপাল—

প্রিয় সহচরী	ধরি ধনী করে	কহয়ে মধুর ভাষে ।
ওহ দেখ কালা	রূপে করি আলা	আইসে তোমার পাশে ॥
রসের আবেশে	আসি নিরখিব	তুয়া এ বদনশশী ।
ঝাপিবে ঘুঘটে	পালটিবে মুখ	দেখায়া অলপ হাসি ॥
পরশিতে কুচ	করে কর তৈলি	সামাবে আমার কোলে ।
করিব কাকুতি	তাহে তোমা দিব	না যাবে আমার বোলে ॥
অবনত মাথে	থাকি আখি কোণে	নিরখি রাখিবে মান ।
নরহরি কহে	যদি নেবারিতে	পারয়ে মদন-বাণ ॥৬

ধানশী—

নিভৃতনিকুঞ্জে মঞ্জু গৃহমাঝ ।	শুভথণে পহিল মিলন ভেল আজ ॥
সহচরী ইঙ্গিতে উনমত নাহ ।	করহিতে কোরে পয়াই বাহ ॥
খঞ্জননয়নী রমণীমণি গোরী ।	পরশিতে তরসি রহই মুখ মোরি ॥
ছলহি ছয়ল পরিরম্ভণ কেল ।	পিবহিতে অমর অমিয় ছকি গেল ॥
কুচযুগ কাঁপি কাঁপি গহি পাণি ।	কুসুমিত শেজে শুভায়লি আনি ॥
বাঢ়ল বিবিধ রঙ্গ রস ধাম ।	লোচন ভরি কি হেরব ঘনশ্রাম ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরাম্যতে শ্রীরাধিকার্যাঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥৪৮॥৪১০



সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— (বালা ধানশী)

এসখি ! স্নানরি ! কহ কহ মোর । কাহে লাগি অঙ্গ অবশ তুষা হোয় ॥
 অমর কাঁপয়ে তোর ছল ছল আঁখি । কাঁপিয়া উঠয়ে তঙ্গ কণ্ঠময় দেখি ॥
 মৌন করিয়া তুমি কি ভাবি মনে । এক দিঠি করি চাহ কিসের কারণে ॥
 বড় চণ্ডীদাসে কহে বুকিনু নিচয় । শ্রবণে পশিল বাঁশী অতএ সে হয় ॥১
 ধানশী—

সহচরী কর গহি কহে নব গোরী । মুরলি আলাপি হরল জীউ মোরি ॥
 পেধনু তবহি তুরিতে তহি যাই । সুবল সখা সহ বিলসে মাধাই ॥
 খোরি দরশে মঝু না পূরল আশ । লাগল তিলে তিলে জগত উদাস ॥
 ঐছে সুপুরুষ মিলব যব সোয় । তব ইহ জীবন সফল কহি তোয় ॥
 দহই কুম্মশর সহই না পারি । ভণইতে ঐছে ঝরই দিঠি-বারি ॥
 নরহরি তবহি ভেটল নটরায় । রাইক রাগ যতনে কহ তায় ॥২

সুঁহই—

অপক্লপ তুষা মুগলী-ধুনি । লালসা গাঢ়ল শবদ শুনি ॥
 কিক্রপে এক্রপ দেখিয়া সেহ । উদবেগে ধনী না ধরে দেহ ॥
 জাগিয়া জাগিয়া হইল খাঁণ । অমিত চান্দের উদয় দিন ॥
 জড়িত হৃদয় করয়ে ভেদ । অতি বিয়াকুল কো সহে খেদ ॥
 পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি বাধা । মুকুছি নিখাস হরল রাখা ॥
 অব্ যদি তুহ মিলল তায় । গোকুল-মঙ্গল সন্ভেই গায় ॥
 জ্ঞানদাস কহে শুনহ কান । জীবন-ঔষধ তোহারি নাম ॥৩

শ্রীকৃষ্ণঃ দূতঃ প্রত্যাহ— (গুজ্জরী)

সখা কাহে কহ বিপরীত । হাম নহ চপল চরিত ॥
 জগতে সিদ্ধিত মঝু নাম । মদন পরাজই শ্রাম ॥
 কৈছন রাখা নাম । কবহি না শুনি গুণগ্রাম ॥

পরনারী নয়নে না হেরি ।

না করহ ও পরসঙ্গ ।

পুন যদি কহ অমুচিতি ।

এত কহি পদ দুই যাই ।

কহ যত্ননন্দন দাস ।

এছন না বোলহ ফেরি ॥

শুনহিতে দগধয়ে অঙ্গ ॥

ব্রজমাহা করব বিদিত ॥

বটু পরবোধল তাই ॥

শুনহিতে ভেল নৈরাস ॥৪

ধানশী—

দূতী নিরাশ করল যব কান ।

সো যব বিরসবদনে চলি গেল ।

ঝরই স্ননয়ন তাক পথ হেরি ।

নরহরি আগে শিরহি কর হানি ।

তব ধর ধৈরজ তপসী-সমান ॥

খোয়ল কৃপণ ধনসম তব ভেল ॥

ছটফট বৈঠি উঠি বহু বেরি ॥

সঘনে ভণই পুন গদগদ বাণী ॥৫

আশাবরী—

হরি হরি কিয়ে হাম করলু অকাজ ।

যাক দরশ বহু ভাগহি হোয় ।

কাঠ কঠিনহ মরন নাহি জানি ।

না বুঝলু হামারি কুমতি কাহে ভেল ।

পহিলহি ঐছে নিপট অমুচিতি ।

দারুণ দৈব নিত্য ভেল বাণ ।

ধিক ধিক হামারি সূঘরপন আজ ॥

সো মনু দরশ লাগি সব খোয় ॥

তাহে কহলু এ বরজসম বাণী ॥

জলভ রতন হাত সঞে গেল ॥

টুটল মনহি হোয়ল বিপরীত ॥

অব কি উপায় করব ঘনশ্রাম ॥৬

কামোদ—

নাগর ধরিতে নারে হিয়া ।

স্ববল কত না প্রবোধে তার ।

সে দূতী নিরাশ-বচন শুনি ।

ঝরে দুটি জঁখি অস্তরে বেথা ।

পিরীতি করিয়ে সমান সনে ।

উপেখিলে বাণী শুনিয়া রাই ।

দূতীরে নিরাশ বচন কৈয়া ॥

বিহু বিনোদিনী কিছু না ভায় ॥

উপনীত যথা রমণীমণি ॥

কাতরে তা সহ কহয়ে কথা ॥

কেনে মন দিলে এমন জনে ॥

কহে নরহরি-পানেতে চাই ॥৭

ধানশী—

মোরে উপেখিল শ্রাম স্নানাগর এ সব শুনিলু কাণে ।
 দুরাশা বিরোধি হৈয়া নিরবধি তথাপি দগধে প্রাণে ॥

সখি হে দড়াইলু এই সার ।

সে অতি দুর্লভ না হয় সুলভ মরণ সে প্রতিকার ॥৫॥
 কালিন্দী গভীর জলের ভিতর প্রবেশ করিব আমি ।
 তবে সে পিরৌতি রহয়ে কিরৌতি নিচয় জানিহ তুমি ॥
 এতেক কহিয়া গরগর হিয়া প্রেমের তরঙ্গে ভাসে ॥
 নারে থির হৈতে সে দশা দেখিতে কান্দে বহুনাথ দাসে ॥৮

ধানশী—

দেখিয়া রাইর দশা সখী বসি কাছে । বসন অঞ্চল দিয়া চান্দমুখ মোছে ॥
 ধরিয়া দুখানি করে বোলে বারে বার । এমন দারুণ বাণী না শুনাবে আর ॥
 তোমার নিহনি লৈয়া আনরা মরিব । যেকূপে মিলয়ে শ্রাম তাহাই করিব ॥
 এত কহি কাহু আনিবারে চলে খাইয়া । নরহরি কহে সে আছয়ে পথ চায়া ॥৯

বান্ধাল—

শ্রাম-সমীপে দূতী গেল । হেরইতে উলসিত ভেল ॥
 কহে হাম কয়লু অকাজ । দগধ হোয়লু হিয় মাঝ ॥
 অব হাম নিছনি তোহার । কহ কহ কুশল উহার ॥
 শুনইতে দুর্ভা সিয়ানী । কহে কছু গদগদ বাণী ॥
 তুহুঁ যে উপেখলি রাই । সোই কহলু হাম বাই ॥
 তাহে বাজল জহু শেল । জীবইতে সংশয় ভেল ॥
 সহচরী চহুদিশে রোয় । কহইতে আয়লু তোয় ॥
 ঐছে বচনে নটরায় । নরহরি-করে ধরি ধায় ॥১০

কামোদ—

নাগর হরষ হিরাঙ্গ । রাই মিশনে চলি যায় ॥
 কুঞ্জভবনে রহু যাই । রাইক মুরতি ধিয়াই ॥
 দূতী কহল ধনীপাশ । উপজল পরম উলাস ॥
 তৈথণে বিরচি শিঙ্গার । অলখিত করু অভিসার ॥
 শুনি সহচরী উপদেশ । কুঞ্জে কয়ল পরবেশ ॥
 দরশনে যো কছু ভেল । নরহরি কহই না গেল ॥১১

মঙ্গার—

হৃৎজন কাননে দরশন ভেলা । চকিতহি হেরি বসন মুখে দিলা ॥১২॥
 দেখি মদনমদে আকুল কান । করগহি ফুল রাই-বয়ান ॥
 ভুজ ধরি আনল শয়নক সীম । পিবইতে অধর ফিরায়েত গীম ॥
 কহ কবিশেখর শুন বরকান । লাজ লাগি ধনী করত এ আন ॥১২

ধানশী—

মাধব দৃঢ় পরিবস্ত্রণ বেরি । মুদই নয়ন বয়ন ধনী ফেরি ॥
 লঘু লঘু কুচে কর ধরই কাঁপি । চুষনে বদনকমল করে কাঁপি ॥
 উপজত নব নব মদন-তরঙ্গ । লাজক রাজ সহজে ভেল ভঙ্গ ॥
 শুতল শেজে অলস হুঁ গাত । হেরব কব নরহরি সখীসাথ ॥১৩

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়ুতে শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে
 সংক্ষিপ্তসন্তোগবর্ণনং নাম উপপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ॥৪২॥৪২৩



সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— (সোহিনী)

কহ কহ সুবদনি রাধে ! কি তোর হইল বিয়াধে ॥
 কেনে তোরে আনমন দেখি । কাহে নখে খিতিতল লেখি ॥
 হেমকান্তি বামর হইল । রাজাবাস থসিয়া পড়িল ॥

আখিযুগ অরুণিত ভেল । মুখপদ্ম শুধাইয়া গেল ॥
 এমন হইলা কি লাগিয়া । না কহিলে কাটি যায় হিয়া ॥
 এত শুনি কহে ধনী রাই । এ ঘটনন্দন মুখ চাই ॥১

ধানশী—

কি কব পরাণ-সজনি ! তোরে । বড়ই বিষম হইল মোরে ॥
 জলদবরণে নাগররাজ । পশিয়া রহিল হিয়ার মাঝ ॥
 তিলেক ধৈরজ না রাখে চিতে । যতনে নারিয়ে প্রবোধ দিতে ॥
 করিলে পাগলী কিছু না ভায় । সদা মন করে দেখিতে তায় ॥
 শুনি ধনী-বাণী চতুর সখী । শ্রাম চিত্র চাকু তুরিতে লেখি ॥
 তা দেখিয়া কেবা ধৈরজ ধরে । গুপতে দেয়ল রাইয়ের করে ॥
 বারেক সে পট-পানেতে চায়া । ধারা বহে দুটি নয়ান ব'য়া ॥
 নরহরি কর ধরিয়া ধনী । ভণে আপ আধ মধুর বাণী ॥২

সুহৃৎ—

যে দেখেছি যমুনার তটে । সেই এই দেখি চিত্রপটে ॥
 যার নাম কহিলা বিশাখা । সেই এই পটে আছে লেখা ॥
 যাহার মুরলীধ্বনি শুনি । সেই বটে এ রসিকমণি ॥
 ভাটমুখে যার গুণগাথা । দূতীমুখে শুনি যার কথা ॥
 এই মোর হরিলে পরাণ । ইহা বিনে কেহো নহে আন ॥
 এত কণ্ঠ মুকুছি পড়য়ে । সখীগণ ধরিয়া তোলায়ে ॥
 পুন কহে পাইয়া চেতনে । কি দেখিলু দেখাও সে বদনে ॥
 সখীগণ করয়ে আশ্বাস । ভণ বনশ্রামর দাস ॥৩

বালা ধানশী—

রাইক ঐহে দশা । হেরি এক সখী । তুরিতিহি কয়ল পয়ান ।
 নিরুজনে নিজসখী- । সঞ্জে যাঁহা মাধব । যাই মিলল সোই ঠাম ॥

শুন মাধব ! অব হাম কি কহব তোয় ।

সো কৃষভাঙ্ক-	কুমারী বরমুন্দরী	অহনিশি তুরালাগি রোয় ॥৩॥
তুরা অমুরূপ	এক পট লিখি পুন	দেয়ল তাকর আগে ।
সো রূপ হেরি	মুকুছি পড়ু ভূতলে	মানই করম অভাগে ॥
অম্বরে নবজল-	ধর হেরি সো ধনী	কাতরে করু পরলাপ ।
নীলাধর অব	সহই না পারই	অরুণাঘরে তনু ঝাঁপ ॥
ঐছে দশা তেরি	সকল সখীগণ	রোয়ত যামিনী জাগি ।
কহ যতনন্দন	শুন নন্দনন্দন	মিলহ সব জন ভাগি ॥৪

ভূপালী—

শুনইতে রাইক নব অমুরাগ ।	মাধব মনহি মানি বহু ভাগ ॥
ছলছল চঞ্চল ষ্ণুগল নয়ান ।	প্রেম অমিয়জলে কয়ল দিনান ॥
পুন পুন পুছই উহ পরসঙ্গ ।	বিপুল উলসে অবশ সব অঙ্গ ॥
গদগদ বচন ভণয়ে অনিবার ।	আজু কি শুভদিন হোয়ল হামার ॥
মেটল বিহি হিয়-বেদন হামারি ।	ভেটব পরম তুলহ সুকুমারী ॥
এত কহি তৈখণে শুভখণ জানি ।	চলইতে নাসা পরশে পুন পাণি ॥
গমনক বেরি অধির অনিবার ।	তুরিতহি পৈঠল কুঞ্জমাঝার ॥
নিরখি রাইমুখ রহিলা সান্তারি ।	অমুরূপ লেহ নরহরি বলিহারি ॥৫

ধানশী—

সুরত-তিয়াসে ধয়ল পহঁ পাণি ।	করে কর বারই তরল-নয়ানী ॥
হঠ পরিরন্তণে পরশিতে গাত ।	নহি নহি বোলি চুলায়ত মাথ ॥
অভিনব মদন-তরঙ্গিণী রাই ।	শ্রামতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই ॥
চুষনে সকুচয়ে লোচন-তার ।	পিবইতে অধর রচয়ে শীতকার ॥
নখর-পরশে চমকই ধনী গোরী ।	দশইতে চমকি উঠই তনু মোরি ॥
কহইতে কহ গদগদ পদ আধ ।	অন অন মনে মনসিঙ্গ উনমাদ ॥

তৈথণে রোষত বহি পরসাদ ।

গোবিন্দদাস কহ রস-মরিয়াদ ॥৬

পুহই—

কুঞ্জমন্দিরে	সুন্দরী সহ	শ্রীমসুন্দর-কেলি ।
হেরি সহচরী-	বৃন্দ নন্দিত	ভরি কৌতুক ভেলি ॥
মঞ্জু পিঞ্জর	মাহি সৌহত	কীর কোইল শারী ।
চাকু বিচিত্র	চরিত গায়ত	চিত্তরঞ্জনকারী ॥
ভ্রমর গুঞ্জত	পুঞ্জ জমু নব	যন্ত্র বাজত জোর ।
ঘোর শবদ	উচারি পদ্ম	পসারি নৃত্যত মোর ॥
মন্দ মন্দ	সুগন্ধ মলয়	সমীর বহত অভঙ্গ ।
লাস নরহরি	আশা পূরব	কব নেহারব রঙ্গ ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকারাঃ পূর্ব্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগবর্ণনং নাম পঞ্চাশত্তম আশ্বাদঃ ॥৫০॥৪৩০



শ্রীরাধিকাহ—

(বেলাবলী)

এ সখি ! মরম কহব কত তোয় ।

কুলবতী-গরব	খরব অব হোঁওল	ছরঘট বিহি এ বটায়ল মোয় ॥
চলহৈতে পশ্বে	চপল মতি অতিশয়	নীপবিপিন-পথে কয়লু পয়ান ।
তুঁহি নব মদন-	মদ্র শ্রুতি পৈঠত	পড়লু ধরনীতলে চরল গেরান ॥
পুহইতে কোই	কহল ইহ কাননে	কাহু বাজায়ই মুরলী অভঙ্গ ।
হোয়লু অধিক	বিয়াকুল শুনহৈতে	কি মধুর মধুর নাম পরসঙ্গ ॥
তা সঞে লেহ	ঘটব যব তব মঝু	সফল এ ভাগ ঘুচব হির-দাহ ।
য়চবি উপায়	যতনে মন বাঁধবি	ভগ যনশ্রাম ঢুলহ উহ নাহ ॥৯

বালা দানশী—

সুন্দরী কহইতে গদগদভাষ ।

সহচরী চতুর দেয়ই আশোয়াস ॥

কাহ্ন মিলব শুনি উপজে উছাহ ।

কতহি মনোরথ কর মনমাহ ॥

দুতী চলল তহি তব্হি তুরন্ত ।

খঞ্জননয়নী নিরখি রহ পছ ॥

দুতী দরশরসে উলসিত নাহ ।

পুছল কুশল কহল তিহি ঠাঁহ ॥

শুনি ধনীচরিত এ নওককিশোর ।

মানল ভাগ ভরল দিঠিলোর ॥

গহি দুতী-পাণি অখির হিয়মাহ ।

লহ লহ কহই তুরিতে দরশাহ ॥

কহি ইহ বাণী রহল পথ হেরি ।

দুতী গেও রাইনিগরে পুনবেরি ॥

কহল সম্বাদ শিখায়ল রীত ।

নরধরিসহ ধনী চলল তুরিত ॥২

ধানশী—

কত হি মনোরথ মনমথ-রঞ্জে ।

আয়লি রমণী বিপিনে সখীসঙ্গে ॥

কেলি-সদনে পিয়বদন নেহারি ।

পালটি চললি পদ দুই চারি ॥

দুতী পটাঞ্চলে ধরিধরি রাখে ।

বালা মনসিজ-রস নাহি চাখে ॥

লাজক-রাজ শুতলু তনু দেশে ।

সকুচ-সচিব তাহা কয়ল প্রবেশে ॥

কহে হরিবল্লভ ফুলশর-আগে ।

রাজা-সচিব সবহু চলি ভাগে ॥৩

সুহই—

মাখব মধুর হাণি নিঠি বন্ধ ।

ধনী কুচ কঞ্চু কি ফুলল নিশঙ্ক ॥

কর গহি অখর অনিয়রস নেল ।

দৃঢ় পরিরন্তণে সন্তম গেল ॥

অভিনব কেলিতলপে পরতেক ।

মনমথ চতুর কয়ল দোহে এক ॥

শ্রমজলবিন্দু ললিত তনজোতি ॥

জন্ম ঘন তড়িতে বিথায়ল মোতি ॥

খসল সুকেশ শিখিল নীবিবন্ধ ।

পহিল বিলাসে মদন ভেল ধন্দ ॥

তিলে তিলে রঙ্গ অবধি নাহি হোই ।

হেরব কব নরধরি স্তখে গোই ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসহায়তে শ্রীরাধিকার্যাঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একপঞ্চাশত্তম আশ্বাদঃ ॥৫১৪৩৪



ধানশী—

কি কহব হাম অবলা অগেয়ানী । দেখলু চিত্রপট শুনি সখীবাণী ॥
 কি মধুা মধুর পুরুষ নিরমাণ । দেখব দূরে, না' শুনলু কভু কান ॥
 শ্রাম্যবরণবর বরন মরক ॥ বনমথ কোটি নিছনি দিটি বঁক ॥
 কিয়ে নবভঙ্গি ভুবন-মনচোরি । দিটি পথে পৈঠল হিয়মাশা মোরি ॥
 তছু গুণচরিত দূতী কহি দেল । ধৈরজ ধরম সরম হরি নেল ॥
 নরহরি জীবন জীয়াব তব মোর । ভেটব যব উহ নওলকিশোর ॥১

শুহই—

শুনি ধনী-বচন দূতী চলু তাহি । বিলসয়ে শ্রাম শুবল সঞে যাহি ॥
 রাইক রীত কহল শুনি নাহ । বাহিরে বিরস হরষ হিয় মাহ ॥
 করতলে শ্রবণ ঝাঁপি কহ থোর । পঁরতিরী-পরশ স্বপনে নহ মোর ॥
 ঐছে বচন কহইতে নহ লাজ । কৈছে করব ইহ অনুচিত কাজ ॥
 শুনইতে দূতী তৈছে তহি বাই । রোই কহল শুনি নিশসই রাই ॥
 কাতরে গদগদ নিগদে নেহারি । তেজব দেহ, দহন দেহ জারি ॥
 তৈথণে কোউ কর পরবোধ । আনব কান, বাঢ়াওব মোদ ॥
 নরহরি কহ উহ দূতী উপেশি । বিলপে বিকল হাম আয়লু দেখি ॥২

শুহই—

যাহা বিলপয়ে বরকান । তাহা সখী কয়ল পয়ান ॥
 মিলল নাগর-পাশ । তেজই দৌব নিশ্বাস ॥
 নাগর হেরি বিভোর । নয়নহি আনন্দ লোর ॥
 কামু কহই মৃদুভাষ । পূরবি ময়ু অভিলাষ ॥
 কৈছে আহ্নে ধনী রাই । শুনইতে মজু নিরুঁরাই ॥
 হাম কয়ল পরিহাস । তাকর বিরহ ছতাশ ॥
 অতএ গমন করু তাই । তুরিতহি আনবি রাই ॥

এত শুনি সো সখী গেল ।

কান্নু কহই রসভাষ ।

সচকিত সো বরনারী ।

শুভথণে আয়ল কুঞ্জ ।

ইহ যত্ননন্দন দাস ।

রাইক সমুখহি ভেল ॥

সবহু কহল ধনীপাশ ॥

তবহি কয়ল অভিসারী ॥

সখীগণ আনন্দপুঞ্জ ॥

ধায়ল কান্নুক পাশ ॥৩

সুহৃৎ—

কান্নু-সমীপ সখী কাই ।

তুয়া মনোরথ-বিধি ভেল ।

শুনইতে উপজল রঙ্গ ।

শুভথণে চল ধনী বাহি ।

কান্নু-গমন শুভবাণী ।

মিলনে শিখায়ল রীত ।

কহে চল চল মাধাই ॥

কুঞ্জে গমন ধনী কেল ॥

সঘনে পুলক প্রতি অঙ্গ ॥

পহিলে মিলল সখী তাহি ॥

কহলহি ধরি ধনীপাণি ॥

নরহরি বুঝয়ে কি প্রীত ॥৪

ধানশী—

সখী-উপদেশে করব সুকুমারী ।

নিগরহি শ্রানর দরশন ভেল ।

রাই বদনবিধু হেরইতে কান ।

পরশব গাত কতহি অভিলাষি ।

চঞ্চল চহঁ দিশ চকিত নেহারি ॥

ঘুঘটে বদন বাঁপি রহি গেল ॥

মাতল মনরথে অধির পরাণ ॥

নরহরি তবহি ভঙ্গি গঞ্জে তাখি ॥৫

বালা ধানশী—

শুন শুন কান বিনতি কছু মোরি ।

শিরিস কুসুম জিনি কোমল দেহ ।

তুহঁ অতি তবিত নধুপ মতি ভোর ।

স্বরত রীত ইহ স্বপনে না জানি ।

চন্দনসম শীতল ভই ভীত ।

ভাজব লাজ সহজে রহি পাশ ।

সোঁপব তোহে রমণীমণি গোরী ॥

পরশবেরি চিতে বাঁধবি থেহ ॥

পিরবি বদন কমল মধু খোর ॥

সমুঝি শুণবি এ রত্নসরসবাণী ॥

সহচরী বচন লখি বালচরিত ॥

অনুথণে বিনয়ে মিটাইনি ত্রাস ॥

সাধবি সব অরু কি কহব তোম্ব । বাবা রমণী যতনে রস হোয় ॥
 ভণি ইহ বাণী করহি কর আপি । পরশিতে তরসি রহই ধনী কাঁপি ॥
 ভুজ্জগহি নিবিড় আলিঙ্গন কেল । কেলি-তলপে রস নিমগন ভেল ॥
 সখীসুখে অলখিত নখই বিলাস । নরহরি তহি কি রহব সখীপাশ ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়ঃ ॥৫২।৪৪০



মালবত্ৰী—

সখী সঞে রঞ্জিণী গৌরী । অভিনব নব সব রঞ্জে বিভোরি ॥
 কুসুমচয়নে চিত ভেল । সুরাজনে তৈথণে অমুমতি দেল ॥
 বেশ বিরচিত হি কাল । চল জলু নিরমল চান্দকি মাল ॥
 ভণ ঘনশ্রাম স্নেহেত । বৃন্দাবন শোভা তৈথণে লেভ ॥১

বসন্ত—

তরু তরু নব নব কিশলয় লাগি । সুকুসুম ভরে কত অবনত শাখী ॥
 তহি শুক শারীক পিকু নিকু বোল । কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু বোল ।
 অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ । সব ঋতু সঞ্জে বসত ঋতুরাজ ॥৫৭॥
 বিকসিত কুবলয় কমল কদম্ব । মাধবী মালতী নিলি তরুলস ॥
 কাহা কাহা সারস হংস নিসান । কাহা কাহা দাঁহুরী উনমত গান ॥
 কাহা কাহা চাতক পিউ পিউ ফুর । কাহা কাহা নাচত উমত ময়ূর ॥
 গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাঁতি । চৌদিশে হেরি কুসুমকর পাতি ॥২

জাতি শ্রী—

আওরে কুসুম বনি, রাই রমণী মণি,
 ধনি ধনি বুধভাষু নবীন তনী ॥৫৮

অরুণ বসন বনি বরণ হিরণ মণি
অবনি উয়ল জম্বু সুথির সৌদামিনী ॥
বদন চাঁদ জিনি বচন অমিয়া কণি
হরিনীনয়নী ধনী প্রাণ সহচরী গণি ॥
অরুণ চরণে মণি নুপুর বানবণি
মৃগধ গমলী ধনী গোবিন্দ দাস ভণি ॥৩

শ্রীজয়ী—

কুঞ্জে রনগীমণি আজ । বৈঠলি সখীক সমাজ ॥
মরন বেকত নাহি কেলি । ধৈরজ গহি রহি গেলি ॥
তহি সখী কোউ সিয়ানী । পুছই চপল চিত জ্ঞানি ॥
তব ঘনশ্রামে নেহারি । লহ লহ কহ সুকুমারী ॥৪

শ্রীগান্ধার—

শ্রবণে শুনলু হাম কানক নাম । ধায়ল চপল নয়ন তলু ঠাম ॥
চিরদিন ফণি মণি মণ্ডল ঠাম । পেথলু নটবর সো ঘনশ্রাম ॥
এ সখি ! কো জানে পুন কথি লাগি । তদবসি হৃদয়ে জলত মঝু আগি ॥৫॥
যোরে হেরি করু ছিরিদামক কোর । তৈহন করইতে মঝু মন ভোর ॥
দুহু ভুজ বন্ধন দুহু করু কেরি । মঝু লোচন বন্ধ সো মুখ হেরি ॥
নারী শুনয়ে যবে তৈহন যোগ । জানলু তবহি জনম ফল ভোগ ॥
অতএ সে কি ফল জীবন পাপ । গোবিন্দ দাস কহ মিটব সস্তাপ ॥৬

পুনঃ শ্রী—

এ সখি ! কহইতে কহই না জান । সো ফুলবন কাহে আজু ভেল আন ॥৭॥
মাধবী-পরিমলে মঝু মন দহই । মালতী হেরি নয়নজল গলই ॥
যুথিক পরশে চমক জম্বু আগি । বরণ সঙ্গে সঙ্গে জম্বু আগি ॥
তোড়তে কুমুদ সঘনে কর কাঁপি । কমলকে নামে জীউ দেই কাঁপি ॥

গরল সরিথ বরিখে মকরন্দ । নিশি দিশি কিশলয় লাগল ধন্দ ॥
 সহই না পারিয়ে অলিফুল-বোল । কোকিল কলরবে অতি উত্তরোল ॥
 ক্ষণিক পবন কাহে ভেল বাম । গোবিন্দ কহ দিনকর পরণাম ॥৬

আভিরা—

সহচরী-বচনে রমণীমণি গোৱী । প্রণমই দিনকর করষুগ জোরি ॥
 লহ লহ কহই হরহ হিয়দাহ । অচিরে মিলাওহ উহ নব নাহ ॥
 লোচন সফল তাহে যব পেথি । তা' বিহু জীবন বিফল করি লেখি ॥
 ভগ ঘনশ্রাম পূজহ দেই চিত । দিনকর তুরিতে করব তুষ হিত ॥৭

পঠমঞ্জরী—

ভায় পূজত বুযভানু-কিশোরী । স্নলছন পেথি লখই চহুঁওরি ॥
 বৃন্দা বেগি গমন তহি জোই । পুছত কুশল বতনে কহ সোই ॥
 এ ধনি ! কৈছে করলি তুহ যাগ । ঐছে সুপুরুষ মিলয়ে বহু ভাগ ॥
 কি কহব যব ধরি পেখল তোয় । তব ধরি নাহ ধৈরজপন খোয় ॥
 দেব ঘটায়ল তুয় সঞে লেহ । গুণহীতে তোহে অবশ সব দেহ ॥
 অমুখণ দগধয়ে মদন ছরন্ত । তাহে বিষম ইহ সময় বসন্ত ॥
 তুয় বিহু স্বপনে আন নাহি ভায় । শুনইতে ঐছন পুলক ভরু গায় ॥
 চলহি ললিত শিঙ্গারিণী রাই । কহ ঘনশ্রাম শ্রাম-পয়ে বাই ॥৮

বসন্ত—

গোৱী শুভ গমন শুনি হরষ হিয় মাহ । বসই বাসন্তী কুঞ্জে বসিক নাহ ॥
 বিরচি সমপ্রোচিত স্রবশ রস ভাসি । আশুসরি চলত গতি ললিত মুহু হাসি ॥
 দুয়ে সঞে নিরখি পগ ধরই নাহি যাত । হরল দিষ্টি নিমিত্ত ঘন পুলক ভরু গাত ॥
 ঐছে নব রমণীমণি দূর সঞে হেরি । মুদিত মন ভগত ঘনশ্রামে বহু বেরি ॥৯

বসন্ত—

পেথহ নব নাগর কিয়ে মুকুতি ঋতুরাজ ।

বিরচিত নব বিবিধ কুসুম, পল্লব অবতংগ সুসম,
 শিরে শিখিপিন্ধা তিলক সুকেশর সুবসন সাজ ॥৬॥
 ঝলকত মুখকমল ললিত, অলকাবলি অলি বলরিত,
 চঞ্চল নয়নাঞ্চলে দলে কুলবতীকুল-সাজ ॥
 মনমথময় মধুর দেহ বরষত ঘনশ্রাম নেহ
 কৈছে ধরব ধৈরজ কহ কি করই হির মাঝ ॥১০

ধানশী—

সুন্দরী অতি	অখির হেরি	সহচরী চহঁ পাশ ।
ভাসত সুখে	হাসি মধুর	ভাখত হুহু ভাষ ॥
এ ধনি ! ধর	ধৈরজ অব	ঐছে উচিত হোয় ।
বারহ দিঠি	অঞ্চল বসনাঞ্চলে	মুখ গোর ॥
ওড়নী উড়ি	লেহ বিপুল	পুলকালয় গাত ।
অবনত শির	সঞ্চর অরু	বিরমহ ইহ বাত ॥
পৈঠহ ঝট	কুঞ্জ ভবন	সাজল ঝতুরাজ ।
নরহরি কহ	কানু চপল	ভেটব পথ-মাঝ ॥১১

শ্রীরাগ—

সুন্দরী-দরশে অখির নবনাহ ।	ভেটল কুঞ্জভবন পথমাহ ॥
পরশক আশে যতন কত কেল ।	কর গহি কুসুম শেজে লই গেল ॥
করইতে কোরে করই অমুবন্ধ ।	চৌকি রমণীমণি হসই সুছন্দ ॥
চুষত চাক্র কমলমুখ মোরি ।	মাধব লুবধ মধুপ নাহি ছোরি ॥
কঙ্ক উঘারি ধরই কুচে পাণি ।	ধনী কর বারি, বেকত নহ বাণী ॥
পহিল মিলন কি ললিত হুহু রজ ।	ভণ ঘনশ্রাম এ মদন-তরঙ্গ ॥১২

বসন্ত—

গোৱী শ্রাম	সরস লসত	অমল মল্লিক মাহ ।
------------	---------	------------------

হোত তিলে তিলে	রঙ্গ নিরুপম	বিপিনে ভরল উছাহ ॥
তরুণ তরুণ	বল্লি নূতন	পত্র কুমুম-বিকাশ ।
মত্ত-মধুকর	পুঞ্জ মঞ্জুল	শুভ্রে অশি চহঁ পাশ ॥
কুহকে কুহ কুহ	কোকিলাবলি	ভথই মুকুল রসাল ।
ললিত পিঙ্ক পসারি	ছবি সঞ্চে	নাচি ফিরু শিখিঙ্গাল ॥
শারি শুক নব	চরিত গাওত	সফল সময় বসন্ত ।
ভগত ঘন ঘন-	শ্রাম কৌতুক	লখব রহি কি একান্ত ॥১৩৥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশত্তম অঙ্কানঃ ॥৫৩৪৫৩



পুনশ্চৎ স্বাপ্নসংক্ষিপ্তসম্ভোগ-পূর্বকং যথা—

তৎ স্বাপ্নসংক্ষিপ্তসম্ভোগঃ—উজ্জ্বলে (১৫১২১০—২১২)

স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোহস্ত হয়েগৌণ ইতীর্ষ্যতে ।
স্বপ্নো দ্বিধাত্ত স্যামাত্ত-বিশেষেণ কীর্তিতঃ ॥
সামাত্তঃ স তু যঃ পূর্বং কথিতো ব্যক্তিচারিষু ।
বিশেষঃ খলু জাগৰ্ধ্য-নির্বিশেষো মহাদ্ভুতঃ ।
ভাবোৎকর্ষণময়ো হেব চতুর্ধাপূর্ববদ্যতঃ ॥

সখী শ্রীরাধিকার প্রোহ—

(ধানশী)

এ নব রমণীমণি রাই । এমন কথনু দেখি নাট ॥
অনুখণ বসি নিরঞ্জে । আখি মোদ কাহার দিয়ানে ॥
ঘন ঘন অঙ্গ মোড়া দিয়া । তিলেক ধরিতে নারি হিয়া ॥
পুলক কাঁপিছ নীলবাসে । মুখানি হানিছে বিনি হাসে ॥
কোন কিছু নাহি ভয় মনে । বোলো হে এমন হৈলা কেনে ॥
অনি কহে লাজ ত্যাগিয়া । নরহরি-পানেতে চাহিয়া ॥১৥

শ্রীমত্যাঃ—

(বিভাষ)

কি দেখিছ নিশির স্বপনে ।

এক পুরুষবর তমু নব জলধর হাসিয়া করয়ে আলিঙ্গনে ॥৬৥
 শরৎ পূর্ণিমাচান্দ জিনিয়া বদন ছান্দ মোর ঘরে করিয়া প্রবেশে ।
 মধুর মধুর বোলে ঘৈছন অমিয়া ঝরে মুখে মুখ দিয়া পুন হাসে ॥
 নবীন তুলসী দাম গাঁথা অতি অল্পপাম আজ্ঞাভুলবিত গলে ধোলে ।
 মাথাঙ্গ বিনোদ চূড়া মালাতী-মালায় বেড়া শিখিপুচ্ছ ঝলমল করে ॥
 কপালে চন্দনচাঁদ কামিনী মোহন কঁদ ভূষণে ভূষিত সব অঙ্গ ।
 বংশীবদনে বোলে অনেক ভাগ্যোতে মিলে এই ব্রজে নবীন অনঙ্গ ॥২

পুনঃ তোড়ী—

তোমাতে কহিয়ে সখি ! স্বপন-কাহিনী ।

পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি ॥

শাওন মাসের সে রিমি ঝিমি বরিষে নিন্দে তজ্জ নাহিক বসন ।
 শ্রামল বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥
 বোলে মধুর বোল পুন পুন দেই কোল লাজে মুখ রহিল মোড়াই ।
 আপন করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন বোলে কিনে বাচিয়া বিকাই ॥
 চমকি উঠিল জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি ! যে দেখিছ সেহো নহে সতি ।
 আকুল পরাণ মোর ছনরানে বহে লোর কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
 কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিনী কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায় ।
 কহে বহু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে কেনে বিধি চিরাইলে তাঁর ॥৩

আশাবরী—

ওগো সই স্বপনের কথা । কহিতে হিয়ার বাড়ে বাথা ॥
 পাইয়া হারানু কালাচান্দে । তা' বিহু পরাণ মোর কান্দে ॥
 না দেখি না শুনি বড় রাগে । সে আসি এমন কেনে করে ॥

কোনু বিধি এ নিম্নে নিন্দাইল । হেন সুখ কেনে বা ভাঙ্গিল ॥
 স্বপনে যে কৈলে হেন রীত । না জানি কি তাহার পিরীত ॥
 বারেক গেথিতে যদি পাই । তবে হিংস্র-মানস নিভাই ॥
 মরি মরি নিছনি লইয়া । না বুঝি কাহার হেন পিয়া ॥
 নরহরি কহে তুয়া বিনে । স্বপনে সে আন নাহি জানে ॥৪

ধামশী—

বিনোদিনী দে স্বপন কহে । তিল আধ চিতে থির না রহে ॥
 সহচরী কত প্রবোধিয়া । কালিয়া নিকটে কহয়ে গিয়া ॥
 স্বপনে কি কৈলে বিষম কাজ । নিরমল কূলে পাড়িলে বাজ ॥
 কি আর বলিব যে দশা তার । পরাণ রাখিতে হৈল ভার ॥
 শুনি কান্দু অতি আতুর হৈয়া । নিকুঞ্জ-ভবনে চলিল ধায়া ॥
 বিনোদিনী হেরি কালিয়া পানে । উপজল লাজ, উলাস মনে ॥
 রসিকশেখর নাগররায় । অনিমিত্ত আখ্যে ও মুখ চায় ॥
 কত না আদরে করয়ে কোরে । বিলসে বিপুল রসের ভরে ॥
 নরহরি আশা করয়ে চিতে । দেখিব কি সুখ সখীর সাথে ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসঙ্কোগবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৫৪।৫৫৮



পুনঃ স্বাপ্নসঙ্কোগ-পূর্বকং—

সখী শ্রীরাধিকায় প্রত্যাহ—

(ভোড়ী)

ওহে বিনোদিনি রাই ! গোপহ কি নিধি পাই ॥
 ধৈরজ না ধর চিতে । মজিল কাহার সাথে ॥
 বোলহ মরম মোহে । ইথে কি সরম তোহে ॥
 শুনি ধনী সুখে ভাসে । কহে নরহরি দাসে ॥১

শ্রীমত্যাহ—

(শ্রীরাগ)

সজনি ! রহিতে নারিহু কুলে ।

না দেখি না শুনি	এমন দেবতা	যুবতি দেখিয়া ভুলে ॥১॥
নিশির স্বপনে	চাঁদ উপরাগ	হেরিয়ে মন্দিরে বসি ॥
হেনই সময়ে	সে নব দেবতা	মোরে গরাসল আসি ॥
গরাস তরাসে	আকুল হইয়া	মুরুছি পড়িহু ভ্রমে ।
তোর নাম ধরি	কত না ডাকিন্	শুনি না শুনিলি কাণে ॥
আমার বিতথা	সে নব দেবতা	হাসিয়া ভুলিল রঙ্গে ।
চন্দন বসন	সব আভরণ	স্বপনে দিয়াছি অঙ্গে ॥
শাশুড়ী ননদী	ঘরে নোর বাদী	কি জানি কি হৈল মোরে ।
জ্ঞানদাস কহে	আমরা থাকিতে	কিবা পরমাদ তোরে ॥২॥

তোড়া—

মনের মরম কথা	তোমায়ে কহিয়ে তথা	শুন শুন পরাণের সহ ।
স্বপনে দেখিলু যে	শ্রাম বরণ দে'	তাহা বিহু আর কারু নই ॥
রজনী শাউন ঘন	ঘুনদে আগর জন	ঝন ঝন শব্দে বরিষে ।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে	বিগলিত চির অঙ্গে	নিদ্দ বাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড রোল	মত্ত দাছুরি বোল	কোকিল কুহরে কুতূহলে ।
ঝিকা ঝিনিকি বাজে	ডালকি সে গরজে	স্বপন দেখিহু হেন কালে ॥
মরমে পৈঠল সেহ	হৃদয়ে লাগল দেহ	শ্রবণে ভরল সেই বাণী ।
দেখিয়া তাহার রীত	যে করে দারুণ চিত	ধিক রহ কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রসসিদ্ধ	মুখছটা জিনি ইন্দু	মালতীর মালা গলে দোলে ।
বসি মোর পদতলে	গায় হাত দেই ছলে	'আমা কিনো বিকাইলু' বোলে
কিবা সে তুরুর ভঙ্গ	ভূষণের ভূষণ অঙ্গ	কাম মোহে নয়ানের কোণে ।
হাসি হাসি কথা কয়	পরাণ কাড়িয়া লয়	ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥

রসাবেশে দেই কোল মুখে নিরসে বোল অধরে অধর পরশিল ॥

অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল জ্ঞানবাস ভাবিতে লাগিল ॥৩

পুনঃ শ্রবহই—

ওগো এই নিশি-অবসানে ।

কিছু নিন্দে ঝাঁপিছে নয়ানে ॥

হেন বেলে দেখিলু স্বপন ।

ঘরে সামাইল এক জন ॥

কত না ভঙ্গিয়া পরকাশে ।

আসিয়া বসিল মোর পাশে ॥

সে নব বয়স রসনিধি ।

কিরূপে গড়িল কোন্ বিধি ॥

নেবের বরণ তম্বু তায় ।

কত না মদনে মুকুহায় ॥

কত স্থধা উগারে হাসিতে ।

যুবতি না জীয়ে চাহনিতে ॥

সজনি ! কি কব তার কথা ।

দুখায় শ্রবণ-মন-বেধা ॥

কত না আদর করি মোরে ।

বাহু পসারিয়া করে কোরে ॥

শিশির শীতের পারা কাঁপে ।

ঘন ঘন মুখে মুখ ঝাঁপে ॥

লাঞ্জে কিছু বলিতে না পারি ।

অমনি রহিলু মুখ হেরি ॥

চিনিতে নারিলু তারে মেন ।

মজাইল জাতি কুল হেন ॥

নরহরি কহে ওই কামু ।

ওনা জানে আন তুমি বিম্ব ॥৪

ধানশী—

স্বপন-কাণিনি রাই কহিতে কহিতে । ধরিতে নারয়ে হিয়া কত উঠে চিতে ॥

বুঝিয়া মরমসখী চলে কামু-পাশে । কহয়ে সকল কথা কত না উলাসে ॥

গুনিতে গুনিতে কালা চলিলা তধুনি । যেখানে আছে রাই রমণীর মণি ॥

দূরাদুরি দোহে দোহা দেখি আখি তরি । রসের সাগরে ভাসে ভগ্নে নরহরি ॥৫

ভূপালী—

কালা আসিয়া রাইয়ের পাশে ।

কত না আদরে

কহি কত কথা

মধুর মধুর হাসে ॥

ধনী লাজে অবনত হৈয়া ।

ঘুঘটে বদন

ঝাঁপি মৃদু মৃদু

হাসয়ে ও মুগ্ধ চাঁদা ॥

কান্ন সে নব ভঙ্গিমা দেখি ।

চিবুক পরশি

চুষে চাকু মুখ

হিম্মর মাঝারে রাখি ॥

ধোহে বিলসে উলস হৈয়া ।

নরহরি সহচরী

সহ কিয়ে

হেরিব গুপতে রৈয়া ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সন্তোগবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তম অঙ্কাদঃ ॥৫৫:৪৬৪॥



পুনঃ স্তং সংক্ষিপ্ত-সন্তোগরসোদগার-পূর্বকঃ—[সখী শ্রীরাধিকায়ঃ প্রত্যাহা

ধানশী—

আজু কেনে তোমা এমন দেখি ।

সঘনে অলসে ঝাঁপিছ আঁখি ॥

অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা ।

না জানি কি আছে হিয়ায় বেথা ॥

কিবা বা মনেতে লাগিয়াছে ।

দোষদিঠে কেবা দেখিয়াছে ॥

সঘনে বসন না রহে গায় ।

রসের অঙ্কুর উপজে তায় ॥

যদি না বোলহ লাজের কাজে ।

মরনী লোকের মরমে বাজে ॥

কালী কান্নুর পথে যে জন যায় ।

বাতাসে মাছুষ চমক পায় ॥

তার ভাবে যদি এমন জানো ।

জ্ঞানদাস বোলে কেনে না মানো ॥১

পুনঃ বরাডী—

চলিতে না পারো রসের ভরে ।

আলস নয়ন অলপ ঝরে ॥

ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও ।

আনহলে কত কথা বুঝাও ॥

না জানিয়ে কিবা অন্তর সূখে ।

আঁচরে কাঞ্চন বলক মুখে ॥

মরম পিরীতি বেকত অঙ্গ ।

তিলেক সোয়াখ না দেয় অনঙ্গ ॥

কালী বরণ দেখি চমকি চাও ।

ভাবে বিরাকুল গুর না পাও ॥

কপোলে প্লক বেকত দেখি ।

প্রেমকলেবর সতত সাথী ॥

জানদাস অমুভবিয়া গায় ।

রসের বেভার লুকান না যায় ॥

পুনঃ শ্রীরাগ—

স্বাক্ষরি ! বুঝিলু তোমার ভাব ।

প্রেম রতন

গুপতে পাইয়া

ভাড়িলে কি হবে লাভ ॥৫॥

আনছিলে কহ

আনের কথা

বেকত পিরীতি রঙ্গ ।

রসের বিলাসে

অঙ্গ ঢর ঢর

রঞ্জিত রং তরঙ্গ ॥

ভাবের ভরে

চলিতে না পারে

বচন হইলা হারা ।

কাহুর সনে

নিরুজ্জ-ভবনে

রঞ্জেতে হৈয়াছ ভোরা ॥

পুছিলে মনের

মরম না কহ

এবে তেন বিপরীত ।

বলরাম কহে

কি আর বলিব

ভাবেতে মজিল চিত ॥৬॥

ধানশী—

ভাবের আবেশে বিনোদিনী ।

হাসি মিশাইয়া কহে স্নমধুর বাণী ॥

সই তোরে বলিতে কি লাজ ।

ভেটিলু কালিয়া বিধু নিধুবনমাঝ ॥

ভয়ে না যাইয়ে তার পাশে ।

সে করে কাকুতি কত পরশের আশে ॥

কি মোহিনী কৈলে চাহনিতে ।

কখন করিল কোলে নারিলু জানিতে ॥

ঘন ঘন মুখে মুখ দিয়া ।

পর্যণ পাইলু বলি উমড়য়ে হিয়া ॥

সে নব পিরীতি সোঁড়রিতে ।

নরহরি কি কব, কত না উঠে চিতে ॥৭॥

যতিশ্রী—

শুনি ধনী বচন-বিলাস ।

সখী মুখে হাসিয়া কহয়ে মুছভাষ ॥

পর্যণ সোঁপিল সই যারে ।

না বুঝিয়ে করহ কিসের ভর তারে ॥

তুমি তার নয়ানের তারা ।

তোমা বিনে তিলেকে সকল হয় হারা ॥

তোমাতে জপয়ে দিবারাতি ।

কি আর বলিব সে না পিরীতি মুকুতি ॥

পুন তুয়া পরশন লাগিয়া ।

না জানিয়ে কেমন হইছে তার হিয়া ॥

চল যাই যমুনা-সিনানে ।

নরহরি কহে কানু আছে সেইখানে ॥৫৥

শ্রীরাগ—

গুরুজন-অনুমানি মতে ।

সখী সহ চলে যমুনা সিনাইতে ॥

বিনোদিনী রসের আবেশে ।

চলিতে চঞ্চল আঁখি চাহে চাবিপাশে ॥

তীরে তরুতলে গিয়া রাই ।

ধরিতে নারয়ে হিয়া কানু-পানে চাই ॥

রাইরূপ নিরখিয়া কানু ।

মদন বিভোর ঘন পুলকিত তনু ॥

কতনা কোতুকে সখীগণে ।

দৌহে মিলাইল নব নিকুঞ্জ ভবনে ॥

নব নব দৌহার বিলাস ।

ছুহঁ প্রেম নিহনি এ ঘনগ্রাম দাস ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সন্তোগ-রসোদগারে

সংক্ষিপ্ত সন্তোগরসোদগার-বর্ণনং নাম ষটপঞ্চাশত্তম আশ্বাদঃ ॥৫৬॥৪৭০॥



পুনস্তদ্রসোদগারপূর্বকং— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

গান্ধার—

কাহে কানু ঘন ঘন আয়ত যাওত

ফিরি ফিরি বয়ন নেহারি ।

হাসি হাসি মুখশশী

উগারে অমিয়া রাশি

তোহে কিয়ে কয়ল পুছারি ॥

সখি হে ! কহ কিছু বচন-বিশেষ ।

হেন অহুমানি চিতে

না জানি কাহার ভিতে

আহুয়ে পিরীতিসব লেশ ॥৫৭॥

সহজে রসিকরাজ

অলখিত সব কাজ

অনুভবি ওর নাহি পাই ।

যাহার নয়ান-শরে

জাতিকুলশীল হরে

ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই ॥

একই নগরে বৈসে

কখন এদিগে আইসে

দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ ।

জ্ঞানদাস শুনি বোলে কহ দেখি কোন্ ছলে

করিতে না পারি অহুমান ॥৮

পুনঃ ধানশী—

লহ লহ মুচুকি

হাসি চলি আয়লি

পুন পুন হেরসি ফেরি ।

জহু রতিগতি সঞে

মিলল রঙ্গভূমে

এঁহন কয়ল পুছেরি ॥

ধনি হে ! সমুদ্রল এ সব বাত ।

এতদিনে তোহারি মনোরথ পূরল ভেটলি কাহুক সাথ ॥১॥
 যব তোহে সখীগণ নিরজনে পুছল তব তুহঁ ছাপলি কাহে ।
 অব বিহি সৌ সব বেকত কয়লরে কৈহনে গোপবি তাহে ॥
 চোরিক বচন কহত সব গুরুজন সৌ সব পাণ্ডুল সাথী ।
 মশদিন দুঃজন স্রজনে একদিন আজু পেখলু নিজ আঁধি ॥
 হাম সব নিজজন কহসি রাতিদিন সৌ সব সমুদ্রলু কাজে ॥
 জ্ঞানদাস কহ সখি ! তুহঁ বিরমহ রাই পায়ল বহ লাঞ্জে ॥২॥

পুনঃ কামোদ—

রূপ কলা গুণ সব সম্পূরণ ঐছে কাহুবর নাহা ॥
 আছিল আমার চিতে তুয়া সহ মিলাইতে ভালে ভেল ভাল নিরবাহা ॥
 সখি হে ! কাহে তুহঁ মানসি লাঞ্জে ।

বিহি-পরসাদে সাধ সব পূরল বুঝলু মু অদভূত কাজে ॥৩॥
 যাক কাহিনী তুহঁ ছাড়ি আন দিন আন গুনসি নাহি কাণে ।
 বচন রচন করি সব উলটায়সি আজু দেখি আন সন্ধান ॥
 সব অহুচিত রীত তুয়া অন্তর বয়ন ঝাঁপরি এক হাতে ।
 জ্ঞানদাস কহ বচন আন নহ কো পাতিয়াবর তাতে ॥৩॥

পুনঃ শ্রীরাগ—

এ ধনী গুনইতে তুয়া যুহঁ ভাষ । কয়লু যো তোহে কতহি পরিহাস ॥
 হামারি শপথ না বয়ন কর হেঁঠ । ভগহ কৈহে তা সঞে ভেল ভেট ॥
 নিজজনে লাজ উচিত নাহি হোয় । পুন তাহে বতনে মিলায়ব তোর ॥
 ঐছে বচনে ধনী লহ লহ হাসি । নরহরি হেরি কহই রসে ভাসি ॥৪॥

শ্রীমত্যাছ—

(গুজরী)

শুন সজনি ! ও নব নাগররাজ । মূল বিহু পরধন মাগয়ে বিয়াত্র ॥৫॥

একদিন হেরি হেরি হাসি যায় । আরদিন নাম ধরি মুরলী বাজায় ॥
 আজু অতি নিয়ড়ে কয়ল পরিহাস । না জানি এ গোকুলে কাহার বিলাস ॥
 অতি পরিচয় দেখিয়ে আন কাজ । না কররে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ ॥
 আপনা নেহারি নেহারে তনু মোর । দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর ॥
 খেণে খেণে বৈদগধি কলা অল্পপাম । অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম ॥
 বিভাপতি কহে আরতি ওর । বুঝিয়া না বুঝি ইহ রসবোল ॥৫

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! কি বুঝব সো রসমেহ । বরিষয়ে সঘনে কি স্তমধুর লেহ ॥
 তাক বিলাস কহই নাহি ফুর । বহু ভয় লাজ অচিরে করু দূর ॥
 হিয় মাহা ববহি হোত পরকাশ । ধৈরজ ধরম তবতি করু নাশ ॥
 তা বিহু জীবহিতে সংশয় হোই । ভণ ঘনশ্রাম ঐছে ভেল সোই ॥৪

দেশপাল—

ধনী বিধুবদনে অমিয় মূছ হাস । পিবহিতে সহচরী পরম উলাস ॥
 তৈঃখে গুরুজনে অল্পমতি নেল । পশুপতি-পূজনে গোরী লই গেল ॥
 পৈঠল ললিত কুঞ্জবন মাঝ । তহি রহ শ্রাম হুবর রসরাজ ॥
 ধনীক ধিয়ানে ধিরজ-পন খোয় । বিলপই পিয়া কি মিলব পুন মোয় ॥
 ঐছে ভণত শুনি নৃপূর রাব । চৌকি চপল দিঠে চহদিশ খাব ॥
 আওত গোরী গমন অল্পপাম । তাকর নিয়রে হরষে চলু শ্রাম ॥
 আদরে কর গহি কয়লহি কোর । চুষই বদন মদনমদ ভোর ॥
 হুহঁক মিলনে পুলকিত সখীদেহ । নরহরি নিহনি নিরখি ইহ লেহ ॥৭॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসামুদ্রে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোাগরসোদগারে সংক্ষিপ্তসন্তোাগবর্ণনং নাম

সপ্তপঞ্চাশত্তম অঙ্কাদিঃ ॥৫৭॥৪৭৭॥



পুনঃসুন্দরোদগারঃ— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

ললিত ধানশী—

দেখিতে দেখিয়ে আনহি ছান্দে । কিবা লাগিয়াছে মদন ফান্দে ॥
 সহজে কান্নুর চরিত যে । তা দেখি জগতে না ভুলে কে ॥
 এ ধনি ! তোমারে বলিব কি ? প্রেম পরসঙ্গ দেখিতেছি ॥
 নহিলে এমন চরিত নয় । আনছিলে এত কথা কি কয় ॥
 হাসির মিশালে চাহনি আন । তা দেখি কাহার না হয় ভান ॥
 জ্ঞানদাস অনুভবিয়া গায় । রসের বেতার লুকান না যায় ॥১

পুনঃ ধানশী—

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে । অনুভবে জানন্ অদভূত কাজে ॥
 তুহঁ বরনারী চতুরবর কান । মরকতে মিলল কনক দশবাণ ॥
 এ ধনি এ ধনি ! বহু পরিহার । নিজজন জানি কাছে না কহ বেভার ॥
 খেণে খেণে অলসে মুদসি আখ আঁখি । নিজ তনুছাহে চাহি কর সাখী ॥
 জলধর হেরইতে ভেলি চমকিত । শ্রামরচান্দে চোরায়ল চিত ॥
 খেণে পুলকিত তনু রহসি সম্ভারি । সুগমদ উরুজে যতনে চীরে বারি ॥
 ক'য়ল কবরি উরহি উলটায় । জ্ঞানদাস কহে কাছে লুকায় ॥২

পুনঃ তোড়ী—

হাসি হাসি বয়ন লুকাইসি রাই । শ্রাম সুনাগর রস অবগাই ॥
 অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ । লাজ কপাট কয়ল মুখবন্ধ ॥
 এ সখি এ সখি ! মানহ যোয় । পরতেক জানি পুহল হাম তোয় ॥
 তিলে তিলে প্রতি অঙ্গে পরতেক হোই । দুখ বিহু দুহঁ দিঠি লহ লহ রোই ॥
 নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ । আজু আন রীত দেখিয়ে আর রঙ্গ ॥
 কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ । বহু পরসাদ হি করল অনঙ্গ ॥
 বন-শরিতোষ দোষ নাহি দেহ । জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ ॥৩

পুনঃ শ্রীরাগ—

কহইতে লাঞ করহ কাহে গোরি । কামুক নবীন নেহে ভেলি ভোরি ॥
 শুনি ধনী সহচরী বচন-বিলাস । যুহ যুহ হাসি ভগই যুহ ভাষ ॥
 এ সখি ! সরম ভরম তুয়া হাত । তোহে না কহব ঐছে নাহি বাত ॥
 জানসি মরম পুছসি পুন মোয় । তাকর লেহ কহই নাহি হোয় ॥
 মোহে দরশি রসে হসই সুহন্দ । করইতে কোরে করই অমুবন্ধ ॥
 লাঞ্জে পলটি যব পদ দুই চারি । তব করযুগ যুগচরণে পসারি ॥
 পরশে হরবে তম্ব থরহরি কাঁপি । পায়ত কত নিধি মুখে মুখ বাঁপি ॥
 সো সব গুণত কি করু মধু ছাতি । ভগ ঘনশ্রাম তাক ইহ ভাতি ॥৪

তিরোতিয়া ধানশী—

সুন্দরী বচন ভঙ্গি রস ঝরই । পৈঠত শ্রবণে শ্রবণ মন হরই ॥
 সখী স্নেহ বরবি পরম্পর নয়নে । বিরচল ছল লেই চন্স ফুল-চরনে ॥
 মঞ্জু গমনী ধনী সখী সহ চলই । উপনীত কুমুম বিপিন ঘন কলই ॥
 তহি রহ শ্রাম জলদ তম্ব ঝলকে । অলখিত লখত তেজল দিঠি পলকে ॥
 পুলকি রহল হসি মঞ্জুল বসনী । থির বিজুরি জম্ব বিলসত ধরনী ॥
 কামুক নয়ন পড়ত ধনি-বয়নে । পাওল নিধি কি প্রেম ঝরু নয়নে ॥
 চল আশুরি কি মধুর চলনা । হোত সমীপগত সচকিত ললনা ॥
 ভুজ গহি কোরে করত অতি উলসে । চুষত বদন মদনমদে বিলসে ॥
 খঞ্জননয়নী মৌন গহি রহই । মাধব তবহি হাসি কত কহই ॥
 ইহ নব চরিত নিরখি সখী নগনা । নরহারি নিছনি এ নিরুপম লগনা ॥৫॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীরাগিকাণ্ডঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-রসোদগারে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম

অষ্টপঞ্চাশত্তম আশ্বাদঃ ॥৫৮।৪৮২॥



পুনস্ত্রসোদগারঃ— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

পঠমঙ্গরী—

আজু কেনে তোষা এমন দেখি । সঘনে চুলিছে অরুণ আঁখি ॥
 অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা । না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা ॥
 সঘনে গগনে গণিছ তারা । দেব অবধাত হইয়া পায় ॥
 যদি না না কহ লোকের কাজে । মরমি জনার মরমে বাজে ॥
 আঁচরে কাঞ্চন বলকে দেখি । প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী ॥
 বিভাপতি কহে এ কথা দঢ় । গোপত পিরীতি বিষম বড় ॥১

পুনঃ বিভাষ—

চৌকিকে চকিত নয়নে ঘন চাহসি ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ ।
 বচনক-ভাতি বুঝই নাহি পারিয়ে কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ ॥
 স্মরিরি ! কি ফল এ পরিজনে বাঁচি ।

শ্রাম স্নানাগর গোপত প্রেমধন জানলু হিয়মাঁহা সঁচি ॥১॥
 এ তুয়া হাস মরম পরকাশই প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখী ।
 গাঠিক হেম বদন মাঁহা বলকই এতদিনে পেখলু আঁখি ॥
 গহন মনোরথ পঙ্খ নেহারসি জাঁতলি মনমথরাজ ।
 গোবিন্দ দাস কহই ধনি ! বিরমহ মোনহি সমুঝল কাজ ॥২

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! অমুচিত লাজ । দৈব করল তুয়া সমুচিত কাজ ॥
 হোয়ব লেহ নিরবাহ । তুহঁ রসময়ী উহ রসময় নাহ ॥
 তাকর দরশন কেলি । কহ কহ কৈছে কতহি স্নেহ ভেলি ॥
 শুনি ধনি ভঙ্গি বিধারি । লহ লহ কহ যনশ্রামে নেহারি ॥৩॥

শ্রীমত্যাহ—

(স্মহই)

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলু কান ।

কত শত কোটি কুসুম-শরে জরজর রহত কি যাত পরাণ ॥

সজনি ! জানলু বিহি মোহে বাম ।

দউ লোচন ভরি যো হরি হেরই তছু পয়ে মনু পরণাম ॥৩৭॥

সুনয়নী কহত কাণ্ড ঘনশ্রামর মোহে বিজুরি সম লাগি ।

রসবতী তাক পরশ-রস মাগয়ে হানারি হৃদয়ে জহু আগি ॥

প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজই জীবন-রাখত মনু সাধ ।

গোবিন্দ দাস কহই শ্রীবল্লভ জানই রসমরিবাদ ॥৪॥

পুনঃ গাঙ্কার—

দরশনে লোর নয়নযুগে বাঁপ । করইতে কোরে দৌউ ভুজ কাঁপ ॥

দূর কর এ সখি ! সো পরসঙ্গ । নামহি যাক অবশ কর অঙ্গ ॥৩৮॥

চেতন না রহ চুখন-বেলি । কো জানে কৈছে রতসরসকেলি ॥

যো ধনী মান সুরত অধিদেবী । তা কর চরণ কমল পয়ে সেবি ॥

কাহুক পরশে বতহু অনুভাব । অনুভবি আপ পরহু সমুঝাব ॥

তবহু জগত ভরি অকীরতি এহ । রাখা মাধব অবিচল লেহ ॥

এ কিয়ৈ স্নদূঢ় কিয়ৈ পল্লিবাদ । গোবিন্দ দাস কহ না ভাঞ্জে বিবাদ ॥৫॥

সখী আহ—

(বরাটি)

যাহা দরশনে তনু পুলকিনী ভরই । যাহা কর-করযণে টুটত বলই ॥

যাহা পরিরন্তণে অম্বর খলই । যাহা ঘন চুখনে বদন না টলই ॥

এ সখি ! মানিয়ে হরিসঞ্জে মেলি । যব হোয় এ হেন মনোভব-কেলি ॥৩৯॥

যাহা কিস্কিনী মণি কঙ্কণ বলই । যাহা নখ বিলিখনে ছুঁ তনু দলই ॥

যাহা মণি নুপুর তরলিত কলই । যাহা ঘনচন্দন শ্রমজলে গলই ॥

যাহা নাহি ঐহন রস নিরবহই । তাহা পরিবাদ গোবিন্দদাস কহই ॥৬॥

ধানশী—

তনি ধনী সহচরী বচন বিলাস । স্নমধুর হাসি বদনে দেই বাস ॥

তৈথ্যে দূতী কান্ধ পরে যাই । লহ লহ কহই কি কহব মাধাই ॥
 ঘোষই জগতে স্রবশ রসরাজ । তুরা অপঘশ অব ভেল সখীমাঝ ॥
 কাহুক কোউ ধবহি কছু দেত । সো পুন কবহি ফেরি নাহি লেত ॥
 তুহঁ যে কয়লি ইহ কহঁ নাহি ভেলি । দেই তম্ব লেই চেতন পুন নেলি ॥
 ইথে উপদেশ তোহে হাম দেব । স্খোপবি তম্ব মন পুন নাতি লেব ॥
 ঐছে মিলবি দউ তম্ব তম্ব ছাঁদি । জম্ব না রহ পবন পরশ কি সাধি ॥
 অচিরে ঘুচব তব ইহ পরিবাদ । তাকর সখীক পূরব সব সাধ ॥
 দূতী বচন জম্ব অমিয় প্রবাহ । পৈঠত শ্রবণে ভবন তেজি নাহ ॥
 চলহি রাই নিয়রে উপনীত । ভণ ঘনশ্রাম কি রসময় রাত ॥৭॥

কামোদ—

কান্ধক নিরখত গোরী । চঞ্চল নয়ন লাজে মুখ মোরি ॥
 মাধব মধুরিম হাসি । করইতে কোরে কতহি রসে ভাসি ॥
 চুষই চাঁদ বয়ান । কুচে কর ধরইতে হরই গোয়ান ॥
 ঘন ঘন উরে উর কাঁপি । খোলত নীবিবন্ধন ঘন কাঁপি ॥
 কুসুম শেজে তুহঁ মেলি । বিলসত রঞ্জে কতহি স্রুথ ভেলি ॥
 পূরল সখী মনকাম । ইহ নবলেহ নিছনি ঘনশ্রাম ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত সন্তোাগরসোদগারে সংক্ষিপ্ত সন্তোাবর্ণনং নাম

উনযষ্টিতম অঙ্কস্বাদঃ ॥৫২।৪২০



পুনস্তজসোদগারঃ—

[দ্বিতী়ী রাধিকাং প্রত্যাহ] ধানশী—

কহ কথি শ্রামরি ঝামরি দেহা । কোন পুরুষ সনে জায়লি লেহা ॥
 অধর সুরঙ্গ জম্ব নিরস পোঙারা । কোন লুটল তুরা অমিয়া ভাঙারা ॥

রঙ্গ পয়োধর অতি লৈ গোরা । নাজি ধয়ল জয় কনয় কটোরা ॥
না যাইহ সোপিয়া তহি এক গুণে । ফেরিয়া অলি তুহ পুরুবক পুনে ॥
কবি বিতাপতি ইহ রস জানে । রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে ॥১॥

পুনঃ ভূপালী—

নব কুচে নখ দেখি জিউ মোর কাঁপে । জয় নব কমলে ভ্রমর কর কাঁপে ॥
টুটল গৌমক মোতিম হার । কুধিরে ভরল পিয়ে সুরঙ্গ পোঙার ॥
পুন না যাইহ ধনি ! সো পিয় ঠাম । জীবন রহিলে পুরাইহ কাম ॥
ভগ্নে বিতাপতি সুন্দরি ! আজ । আনলে পুড়িলে পুন আনলে কাজ ॥২॥

পুনঃ স্নহই—

এ বিধুবদনি ! রমণীমণি রাখে । সমঝলু সো বিলসন বহ সাথে ॥
পাওল তোহে রতন বহ রঙ্গা । ঐছে মুদিত না রহল কছু শঙ্কা ॥
এতদিনে প্রকট হোয়ল নবলেহা । সাথী দেয়ত তুয়া স্নমধুর দেহা ॥
কৈছে মিলনে কহ কহ মঝু ঠামে । শুনি ধনী ভগ্নি নিরখি ঘনশ্রামে ॥৩॥

ত্ৰীমত্যাহ— (রামকেলী)

কি কহব রে সখি ! কহইতে লাজ । যোই কয়ল সোই নাগররাজ ॥
পঙ্খি বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ । দূতী মিলাওল কাহুক সঙ্গ ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ । সোই লুবধমতি তাহে কর কাঁপ ॥
চেতন হরলু আলিঙ্গন বেলি । কি কহব কিয় কয়ল রসকেলি ॥
হঠ করি নাহ কয়ল যত কাজ । সো কি কহব ইহ সখিনী-সমঝ ॥
জানসি তব কাহে করসি পুহারি । সো ধনী যো থির তাহে নেহারি ॥
বিতাপতি কহে না কর তরাস । ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস ॥৪॥

দেশী—

সুন্দরী কহইতে কাহুক কেলি । অবিরল পুলক লাজগত ভেলি ॥
গহি রহ মৌন চাহি চহ ওর । তৈথণে শুনল মুরলিরব ধোর ॥

থেহ না ধরই ভরই দিঠি বারি । কৈছে মিলব কহু না কহ উষারি ॥
 সহচরী হরষে বিরচি ছল তাঁহি । লেই চল ধনী হরি রহ য়াহি ॥
 দুহুঁ দুহুঁ দরশে অবশ দুহুঁ দেহ । দোহে কর এক প্রবল নবনেহ ॥
 কিয়ে দুহুঁ ভঙ্গি ভুবনে অনুপাম । দুহুঁ কর মিলন নিহনি ঘনশ্রাম ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসসম্মতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তো।গরসোদগারে সংক্ষিপ্তসন্তো।গবর্ণনং নাম

ষষ্ঠিতম আশ্বাদঃ ॥৬০॥৪২৫



পুনস্তদ্রসোদগারঃ— [সখী নায়িকাং প্রত্যাহ]

শ্রীরাধ—

সুন্দরি ! বেকত গোপন লেহা ।

বঞ্চিতে আজু বচনে নাহি পারবি সাগী দেয়লি তুরা দেহা ॥৬১॥
 সঘন অলস লখি তুরা মুখমণ্ডল গণ্ড অধর ছবি মন্দ ॥
 কত রস পান কয়ল রসমোহিত রাহ উগারল চন্দ ॥
 জাগি রজনী দুহুঁ লোহিত লোচন অলস নিমীলিত ভাঁতি ॥
 মধুকর কমল কোরে জহু শোহত শুতি রহল মদে মাতি ॥
 বেকত পরোধরে নথরেথ ভুরণ তাহে গড়ল কচ ভারা ॥
 নিজ রিপু বাল কলানিধি হেরইতে মেটি পড়ল আধিরারা ॥
 নব কদিশেখর কহই না পারই ঘোষ শপতি করি জানি ।
 কত শত বেরি চোরি কর গোপন বেরি এক বেকত বাণী ॥১২

শ্রীমত্যাহ—

(মঙ্গল)

সখি হে ! তোহে হামারি রহ সেবা ।

ঐছন বাণী কবহুঁ জানি বোলবি জাতি মহত কিয়ে লেবা ॥৬২॥
 গোকুল নগরে কানু অতি লম্পট যৌবন সহজে হামারি ।

তুহঁ সখি রভসে	মোহে যদি বোলবি	লোক করব পতিয়ারা ॥
কেশর-কুসুম	হেরি হাম কোতুকে	ভুজবুগে মেটল তাই ।
দাড়িম-ভরমে	পয়োথর উপরে	পড়লহ কীর নুতাই ॥
উভয় চকিত ভুজে	ইতি উতি পেখলু	তে বেশ ভৈগেল আন ।
ইথে পরিবাদ	কহসি মোহে বৈরিণী	ইহ কবিশেখর গান ॥২

গান্ধার—

কুঞ্জে রমণীমণি রাই ।

গোপই রজনী-	বিলাস আলীসঞে	করত বচনে চতুরাই ॥৩॥
তব তহি কানু	কুসুমছলে আয়ল	হেরইতে উপজল লাজ ॥
সহচরী হাসি	কহই কিয়ে স্মৃটন	দৈব প্রকট করু আজ ॥
কোতুক এঁছে	রচই সখী-ইঙ্গিতে	মাধব মদনে বিভোর ।
বিধুমুখী অবনত	বদন বিলোকত	কতহি যতনে করি কোর ॥
চুষই অধর	মধুর করে করসঞে	কুচ কঙ্কাকি অনুপাম ।
বিলসই স্থলনিত	কেলি-তলপে তুহঁ	লেহ নিছনি ঘনশ্রাম ॥৩

ইতি ত্ৰিগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীরাধিকারঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগরসোদগারে সংক্ষিপ্তসন্তোগবর্ণনং নাম

একষষ্টিতম আশ্বাদঃ ॥৬১॥৪২৮॥



পুনস্তদ্ রসোদগার—

[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

পঠমঞ্জরী—

পুছ মো এ সখি ! পুছ মো তোয় ।	কেলি-কলাবস কহবি মোয় ॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর ।	অলক তিলক মিটি গেলহি দূর ॥
কুসুমমাল সব ভেল ভিনভিন ।	অধরহি লাগল দশনক চিন ॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নথ দেল ।	হাফা শব্দ ভগন ভই গেল ॥

অলসহি পূরল সকল হি গা ।

বসন লেই ঘন ঘন কবরা ॥

ভগ্নে বিছাপতি শুন বরনারি !

সব রস লেওল রসিক মুরারি ॥১

ধানশী -

সুন্দরি ! দূর করু লাজ ।

কহইতে না কর বিয়াজ ॥

মরি মরি কো তুথ দেল ।

দেহ অবশ ভই গেল ॥

নিদ্র রহল দিঠি লাগি ।

রজনি গোড়ায়ল জাগি ॥

ঐছে নিদ্রপন কেল ।

সাঁচি অধর রস নেল ॥

কনল-কলিক বুচে রেহ ।

হেরইতে জিউ নহ থেহ ॥

শুনি ধনি সহচরী-বাণী ।

কহে গহি নরহরি-পাণি ॥২

বিভাষ—

কি কহব রে সখি ! রজনীক বাত ।

বহু দুখে গোড়ায়ল মাধব সাথ ॥

করে কুচ বাঁপরে অধরে মধু পান ।

বদনে দশন দিয়া বধয়ে পরাণ ॥

নব যৌবন তাহে রদপরচার ।

রতিরস না জানয়ে কাহ্ন সে গোড়ার ॥

মদনে বিভোর কিছুই নাহি জান ।

কত যে মিনতি করি ততু নাহি মান ॥

ভগ্নে বিছাপতি শুন বরনারি !

তুহঁ মুগধিনী সোই নুবধ মুরারি ॥৩

সুহই—

এ সুবদনি ! সমুঝলু সব কাজ ।

মাধব আজ পাওব বহু লাজ ॥

অনুমতি বিহু এ কয়ল অতি দোষ ।

না বুকে সুরত ইথে না করবি রোষ ॥

যব নবকুঞ্জে মিলব উহ বেলি ।

দেখবি শিখাই সুরত রস কেলি ॥

শুনি ধনা উলস লাজে লহ হাসি ।

ভগ্ন ঘনশ্রাম কি রস পরকাশি ॥৪

ধানশী—

সহচরী তবহি বিরচি চতুরাই ।

আনল কাহ্ন কুঞ্জে-বঁহি রাই ॥

ধনী দরশাই হরষ হিরমাহ ।

লহ লহ কহই কয়লি কিয়ে নাহ ॥

যাকর দরশ কাহ্ন নাহি হোয় ।

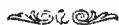
বহু পুণে তাক পরশ ভেল তোয় ॥

তা সঞ্চে এঁছে উচিত কিরে কেলি । অলসল দেহ অবশ ভই গেলি ॥
 অরুণিম অধরে বিগত ভেল রাগ । বেকত রহল তুয়া দশনক দাগ ॥
 কোমল কুচে দেয়লি নথরেথ । কঞ্চু উঘারি লখহ পরতেক ॥
 অবুঝ কাজে উপজায়লি রোষ । জানহ যৈছে ক্ষেমাগ্রহ দোষ ॥
 গুনি সখী-বাণী উলসে ভরু গাত । রাইক চরণে ধরল নিদ্র মাথ ॥
 কান্ধক রীত নিরখি নব গোরী । স্নমধুর হাসি লাজে মুখ মোখি ॥
 চঞ্চল নাহ রতস রস বন্ধ । ভুজগহি ভুরি যতনে ভরু অন্ধ ॥
 বদনকমল মধু পিবইতে মাতি । কুস্মনিত তলাপে বিলসই সু ভাঁতি ॥
 বলকত দুহঁক দেহ ছবিধাম । দুহঁ কর রঙ্গ নিছনি ঘনশ্রাম ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগরসোদগারে সংক্ষিপ্তসন্তোগবর্ণনং নাম

দ্বিষষ্টিতম আবাহঃ ॥৬২॥৭।৫০৩॥



পুনশ্চন্দ্রসোদগারঃ— [সখা নায়কাং প্রত্যাহ]

ললিত—

আজু কেনে হেন দেখি ।

স্বরূপ করিয়া	না কহ আমরা	মনের মরম সখী ॥৬৩॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু	ঘুমেতে আঁকুল	জাগিয়াহ বুঝি নিশি ।
রসের ভরে	অঙ্গ না ধরে	বসন পড়িছে খসি ॥
এক কহইতে	আন কহিছ	বচন চটছ হারা ।
রসিয়ার সঙ্গে	কিবা রসরঙ্গে	সঙ্গ হইয়াছে পারা ॥
ঘন ঘন তুঁম	মুড়িছ অঙ্গ	সঘনে নিশ্বাস ছাড় ।
স্বরূপে কহিয়ে	না কহসি ইহা	মরমে কপট বড় ।
ভালের দিল্লির	আধেক আছে	নয়ান আঁধ কাজল ॥

চাঁদ নিঙাড়িয়া এমন করিয়া কেবা নিলে এ সকল ॥
কৃষ্ণপ্রসাদ কর যে বোলো সে হয় ভালো ভুলাইলে কাজ ।
 সঙ্গের সঙ্গিনী বঞ্চিত নাহিয়া কিবা কর আর লাজ ॥১

পুনঃ স্মৃহই—

এ সুবদনি ধনি আজ । কো' কহ করইতে লাজ ॥
 কি ফল এ পরিজনে বাঁচি । তেজি কপট কহ সাঁচি ॥
 সো সুপুরুষ উহ বেলি । কৈছে কয়ল রসকেলি ॥
 শুনি ধনী রজনী-বিলাস । কহে ঘনশ্যামর পাশ ॥২

শ্রীমত্যাহ—

(বালা ধানশী)

কি কহব এ সখি ! আজুক বিচার । সো সুপুরুষ মনু কয়ল সিংগার ॥
 ধরি পল্ল হাঁসি আলিঙ্গন দেল । মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল ॥
 আঁচর পরশি পয়োধর হেরু । জনম পঙ্কু জন্ম ভেটল স্নমেরু ॥
 যব-নীবিবন্ধ খসায়ল কান । আপন দিব্-তব যদি কছু জাঁন ॥
 রতিচিহ্নে জানলু কঠিন মুরারি । ভোহারি পুণ্যে জীয়েল হাম নারী ॥
 কহ কবিরঞ্জন সহজ মধুরাই । নাহক স্নধামুখী গেও চতুরাই ॥৩

পুনঃ আশাবরী—

এ সখি ! কি করব হাম অসিয়ানী । কান্নক ঐছে চরিত নাহি জানি ॥
 বহুপুণে বেগি হোয়ল নিশিভোর । ধকধক জীউ অবহি করু মোর ॥
 এত কহি মৌন কয়ল অবলম্ব । ভাবে বেকত ভেল পুলক-কদম্ব ॥
 সহচরী শুনি ধনী-রজনীবিলাস । মানি সফল জীউ বিপুল উলাস ॥
 তৈথণে গুরু দুরঞ্জন দিঠে বারি । তুরিতে মিলায়ল বিপিনবিহারী ॥
 ছহঁ ছহঁ দরশে উপজে রসপুঞ্জ । ভণ ঘনশ্যাম বিলসে নবকুঞ্জ ॥৪

ধানশী—

আজু কি অপরূপ দুহঁক বিলাস । তিলে তিলে উপজে কতই অভিলাষ ॥
করইতে কোরে ববহি পহঁ কাঁপি । তব ধনী হাঁসি ধসনে তনু কাঁপি ॥
কুচে কর ধরইতে করে কর ঠেলি । চুষন বেরি ঘুষট মুখে দেলি ॥
ঐছে পরসপর পরশে বিভোর । নরহরি নিছনি লেহ নহ ওর ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগবর্ণনে

সংক্ষিপ্তসন্তোগরসোদগারে সংক্ষিপ্ত-সন্তোগবর্ণনং নাম

ত্রিষষ্টিতম আশ্বাদঃ ॥৬৩॥৭॥৫০৮



পুনঃসুদ্রসোদগারঃ—

[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

ধানশী—

সুন্দরি ! সমুঝলু সো বড় ভাগী । তো সঞে রজনি গোড়ায়ল জাগি ॥
অতএ তুয়া দিঠে অরুণিম ভেলি । কহ সই কৈছে রভসরসকেলি ॥
পহিল সমাগমে উপজে তরাস । সো নাহি হোরল পুরল অভিলাষ ॥
শুনি ধনী লাজে কমলমুখ ফেরি । লহ লহ কহ ঘনশ্যামরে হেরি ॥১

শ্রীমত্যাহ—

(সুহই)

না কহ না কহ মিছা অপবাদ । সহজ যৌবন তাহে কুলমরিয়াদ ॥
সখী-পরসঙ্গে নিশি জাগলু হাম । বিপরীত হোয় জানি গুরুকুল ঠাম ॥
ঐছে বচন পুন না কহবি মোয় । রভসহি বচন সাঁচি জনি হোয় ॥
বিদ্যাপতি কহ ইথে কি বিচার । দিনে দিনে জগতে হোয়ব পরচার ॥২

সখী আহ—

(পঠমঞ্জরী)

এ সুবদনি ধনি রাই । শিখলি কাঁহা তুহঁ ইহ চতুরাই ॥
তুয়া তনু বেকত বিলাস । কো অছু বচনে করব বিশোয়াস ॥
মন রহ অনত বিয়াপি । পুছইতে পরিজনে কপট আলাপি ॥
ঐছে উচিত নহ কাজ । কহ ঘনশ্যামে করহ কাহে লাজ ॥৩

ততঃ শ্রীমত্যাঃ—

(সুহই)

এ সখি ! কহইতে কহই না পারি । না বুঝি লাজ কাহে উপজে হামারি ॥
 জানসি সো সুপুরুষ যিহি ভাঁতি । দরশে কি হরষ পরশে রস মাতি ॥
 লহ লহ হাসি রভসে কত বোলি । চুসই বদনে ঘুঘট-পট খোলি ॥
 তব হাম কপটে উলটি চলু খোর । তৈথণে চপল ধয়ল পগ মোর ॥
 পায়ল নিধি কি পরশি পগপাণি । নিজ তনু নিছই সফল জিউ মানি ॥
 ভণ ঘনশ্রাম সুবশ ইথে হোহি । ভুবনমোহনে তুহু লেয়লি মোহি ॥৪

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! কি কহব তাকর রীত । জাননু সোই মুকুতিময় শ্রীত ॥
 যব কুচ কঙ্কু পরশে করু সাধ । তব হাম সমুঝি হাসি রহ আধ ॥
 উপজল কৈছে উলস উহ বেরি । অনিনিখ নয়নে রহল মুখ হেরি ॥
 ভণ ঘনশ্রাম ছলহ ইহ রঙ্গ । বহু পুণে ঐছে রসিক সহ সঙ্গ ॥৫

পুনঃ দেশী—

এ সখি ! সো কিয়ে মনমথরাজ । কি বুঝব তাক ছলহ সব কাজ ॥
 ঐছে কয়ল সুধি সব হরি নেল । কো জানে কৈছে রজনি বহি গেল ॥
 সাঁচি কহলু মন রহ তছু পাশ । তা' বিহু তিলে তিলে সকল উদাস ॥
 ঐছে বচনে উলসিত ঘনশ্রাম । চলল বেগি কহ কামুক ঠাম ॥৬

ভোড়ী—

ধনি ধনি ! নাহ তোহারি রসকেলি । রসিকিণী নাখে সুবশ বহু ভেলি ॥
 পুছইতে তাহে কহই নাহি পারি । উলসে ভরল তনু পুলক বিথারি ॥
 তুয়া পথ নিরখি ভ্রমত নব কুঞ্জ । চলতহি তুরিতে বরষ রসপুঞ্জ ॥
 তৈথণে কান্ন মিলল ধনিপাশ । ভণ ঘনশ্রাম কি ললিত বিলাস ॥৭

তিরোতিয়া ধানশী—

শশিমুখী শ্রামবদনবিধু-দরশে । উপজে লাজ অবনত শির হরষে ॥
লহ লহ হসত ললিত রস দশনে । পুলক-বলিত তনু গোপই বসনে ॥
ধনী নিরখত পহঁ ধিরজ না ধরই । ভুজগহি যতনে আলিঙ্গন করই ॥
কৌতুক বচনে অমিয় জহু সিঁচয়ে । নরহরি ছহঁক লেহে জিউ নিছয়ে ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগরসোদগারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ॥৬৪॥৫১৬



পুনশ্চ সোদগারঃ— [সখী শ্রীরাধিকাং পত্যাহ]

ধানশী—

অভিসারিণি ! কপট করহ কথি লাগি ।

কোন পুরুষবর হরল তোহারি মন রজনি পোহায়লি জাগি ॥১॥
কারণ কোন ধমিল ভেল ধসর পুন আরতি কোন দেলা ।
অধরক পরশে পৌণ্ডার ধবল ভেল অরুণ মলিন কোন কেলা ॥
গৌর পয়োধরে নথরেথ সুন্দর মৃগমদ পঙ্ক লেপোলা ।
সুমেধ শিখরে জহু শশিখণ্ড উয়ল জলধরজালে ঝাঁপোলা ॥
নবীন নলিনী কুচ কঙ্কু কি ডারলি পরশল সুরতকি লোলে ।
ঐছে দেখি তনু বিদ্যাপতি ভণ বেকত লুকাইবি কোলে ॥১

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ— (সুহই)

না বোল সজনি ! শুন স্বপন-সম্বাদ । হসইতে কেহ জানি করে পরিবাদ ॥
মন্দিরে আছিলু সহচরী-মেলি । পরসঙ্গে রজনি অধিক ভই গেলি ॥
যব সখী চললহি আপন গেহ । তব মরু নিন্দে ভরল সব দেহ ॥
গুতি রহলু হাম করি এক চিত । দৈব-বিপাকে ভেল বিপরীত ॥

বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ । তুরিতে ঘূচাইলু নীবিক সাজ ॥
 এক পুরুষ পুন আয়ল আগে । কোপে অরুণ আঁখি অধরক দাগে ॥
 সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল । কপালে কাজর মোর সিন্দূর ভেল ॥
 কতরে করব কেহু পরবশ গাব । বিদ্বাপতি কহ কো পাতিয়াব ॥২

সখী আহ—

(ধানশী)

কহ কহ সুবদনি ! অকপট হোই । কৈছে তুয়া সহ বিলসল সোই ॥
 রাখল অঙ্গে বেকত রতিচিন । ইথে সমুঝল উহ অতি পরবীণ ॥
 শুনি ধনী মৌন গহই লহ হাসি । লোচন-কোণে মরম পরকাশি ॥
 সহচরী হরষে রহল মুখ জোই । নরহরি কহ কিয়ৈ কোতুক হোই । ৩

কামোদ—

দুতী তুরিত গয়ো তাঁহি । রাইক লাগি বিকল পহঁ ঝাঁহি ॥
 কহলহি সকল সম্বাদ । শুনইতে গিয়ে উপজল কত সাধ ॥
 বিরচল নটবর বেশ । বেড়ল কুহনে সুকুঞ্চিত কেশ ॥
 মধুর মুরলি গহি পাণি । রাই নিয়রে গেষো শুভখণ জানি ॥
 দুহে দুহঁ নিরখত থোরি । উনমত কানু লজিত ভেল গোরী ॥
 দুহঁক নিছনি ঘনশ্যাম । তিলে তিলে নবীন মিলন অনুপাম ॥৪

ধানশী—

আজু কি মধুর রঙ্গ । পুলকে ভরু দুহঁ অঙ্গ ॥
 কানু ঘন ঘন কাঁপি । রাই উরে উর ঝাঁপি ॥
 লাজে নওল কিশোরী । হাসি রহ মুখ মোরি ॥
 তবহি নাহ নিশঙ্ক । চুধে বদন-ময়ঙ্ক ॥
 কেলি-তলপহি আনি । ভণই লহ লহ বাণী ॥
 মরম কহব কি তোয় । মদন দগধয়ে মোয় ॥
 সমুঝি তেজহ তরাস । পুরহ মঝু অভিলাষ ॥
 ঐহে কহি হসি মন্দ । খোলি নব নীবিবন্ধ ॥

তরল-নয়নী নিবারি ।

অবশ রসিক-মুরারি ॥

দ্রুহঁ এ ললিত বিলাস ।

নিছনি নরহরি দাস । ৫

কানড়া—

কুঞ্জ মন্দিরে

সুন্দরীসহ

শ্যামসুন্দর সাজি ॥

বরষে কুসুম-

সমূহ তহি নব

বল্লরী ক্রমরাজি ॥

দ্রুহঁ ক নয়ল

বিলাস কোইল

কীর করতহি গান ।

হরত কিম্বর

গরব শ্রুতিপুটে

পৈঠি মোহত প্রাণ ॥

মাতি মধুকর-

পুঞ্জ গুঞ্জত

যন্ত্র রব রহ দূর ।

নটত পদ্ম

পসারি শিখী লখি

অপ্সরী মদ চুর ॥

ভ্রমে কুরঙ্গ

কুরঙ্গিণীগণ

খির রহই ন খোর ॥

ভণত নরহরি

আজু বিপিন

বিনোদ ভণই ন ওর ॥ ৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোাগরসোদগারে সংক্ষিপ্তসন্তোাগবর্ণনং নাম



কিঞ্চ—

(সুহই)

ওহে শ্রোতাগণ শুন ।

করযুগ জুড়ি

চরণেতে পড়ি

নিবেদিয়ে পুন পুন ।

শ্রীরাধিকাপূর্ব-

রাগ ক্রমমত

সজ্জেক্ষেপে গাইলু যাহা ।

স্বগণ সহিত

নিত চিত দিয়া

সুখে আন্বাদিব তাহা ॥

মুঞি শিশুমতি

অতি হীন গুণে

না বুঝি রসের লেশ ।

করিবে সঙ্গতি

অসঙ্গতি যশ

ঘুঘিবে সকল দেশ ॥

অপরাধভয়ে

ভাবি নিশিদিশি

রাখিবে আপন জনে ।

এই কৈরো এই

রসে ভাসি সদা

দাস নরহরি ভণে ॥ ১৭৮৮

ইতি শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগঃ

অথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য পূর্বরাগঃ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ—

জয় কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র প্রেমরসার্ণব !

নিত্যানন্দদ্বৈত-দেবাভিন্ন ভক্তপ্রিয় প্রভো !!

জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রাণধন । জয়দ্বৈতনাথ গদাধরের জীবন ॥

জয় ভক্তগণের সর্বস্ব রসময় । ভক্তগোষ্ঠীসহ কৃপা কর কৃশালয় ॥

জয় গৌরপ্রেম-রসোন্মত্ত শ্রোতাগণ ॥ পূর্বরাগায়তগীত কর আশ্বাদন ॥

শ্রীরাধিকা পূর্বরাগ গাইলু ক্রমেতে । গাইব কৃষ্ণের পূর্বরাগ সংক্ষেপেতে ॥

পূর্বে গৌরগীত গাইল ত্রিবিধ প্রকার । এবে গৌরগীত গাই সেই অমুসার ॥

ইহার পশ্চাতে গাবো কৃষ্ণ-পূর্বরাগ । নরহরি আশাপূর্ণ করো মহাভাগ ॥

অথ প্রথমতঃ সামান্য প্রকারমাহ— [তত্রাদৌ ভাববিতর্কে]

বিভাষ—

পুলক বলিত অতি ললিত হেমতলু অমুখণ নটনবিভোর ।

কত অমুভাব অবধি নাহি পাইয়ে প্রেমসিদ্ধ নয়নহিলোর ॥

জয় জয় ভুবনমঙ্গল অবতার ।

কলিযুগ-বারণ মদনিবারণ হরিশ্রবণি জগতে বিথার ॥৬॥

নিজ রসে ভাসি হাসি খণে রোয়ই গদ গদ আকুল বোল ।

প্রেমভরে গরগর না জানে আপন পর পতিতজনে দেই কোল ॥

ইহ রসসাগরে মগন সুরাসুর দিবস রজনী নাহি জান ।

গোবিন্দ দাস বিন্দুলাগি রোয়ত শ্রীবল্লভ পরমাণ ॥১

পুনঃ সূহই—

পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ ।

লোহত ভকতচন্দ্রগণ মাঝ ॥

অনুখণ কীৰ্ত্তন নটন বিভোর । অৰুণিম নয়নধুগলে লোর ॥
বিপুল পুলকে ভরু সুললিত অঙ্গ । তিলে তিলে উপজত কতহি তরঙ্গ ॥
না বুঝই কৈছে হোয়ই কথি লাগি । ভণ ঘণশ্ৰাম পুরুব রস জাগি ॥২

অথ দৰ্শনে— (তোড়ী বরাড়ী)।

হাসিতে হাসয়ে কত চাঁদকলা অবিরত দশন মুকুতা কুন্দফুলে ॥
নাচিতে চরণতলে অরুণ কমল পড়ে কত চাঁদ নাচে নখছলে ॥

কি পেখলু গোরা নটবরে ।

প্রতিবিম্ব প্রতিগায়ে সৌদামিনী বলকয়ে হেম মণি দীপ যেন জলে ॥৩॥
কার ভাবে কান্দে জানি নয়ানে গলয়ে পানি যেন মন্দাকিনী বহি যায় ॥
পুলকে পূরল তনু কনয়া কদম্ব জলু শ্বেদ মকরন্দ বহে তায় ॥
দাস গদাধর হেরি কাঁপে থরহরি হেমরন্তা যেন রহ বায় ॥
প্রেমসিদ্ধ মাঝে রহি প্রেমে ভাসায়ল মহী সবে যত্ননন্দন এড়ায় ॥

পুনঃ নটনারায়ণ—

ভাবে বিভোর গৌর রসসাগর । সংকীৰ্ত্তন-লম্পট নটনাগর ॥
বিহরত সুরধনীতীর ধীরগতি । মাধুরী মধুর হরত কুলবতী-ধৃতি ॥
বলকত চাঁদবদন রুচি রুচিকর । লহ লহ হাস অমিয়া বরু বর বর ॥
বিপুল পুলক কুল ললিত অঙ্গ ভরু । লোচন ধুগলে নিমিষ নাহি সঞ্চরু ॥
বিতরত প্রেমরতন ধন অবিরত । বেদন বিসরি দ্রুতিগণ উনমত ॥
নিজগুণে ঐছে করুণ পরকাশল । ভণ ঘণশ্ৰাম সুবল নহী ভাসল ॥২৪

অথ শ্রবণে— অহই—

নিরমল হেম জলদ জিনি দেহ । বরিষয়ে সঘনে মধুর নবলেহ ॥
পেখহ অপরূপ গৌরকিশোর । সুর নরনারী-নয়নমন-চোর ॥৫॥
গায়ত ভকতবৃন্দ তহি মাঝ । রাজত জলু উড়ু গণে উড়ু রাজ ॥
পৈঠত শ্রবণে বরজ-গরসঙ্গ । ধরই না থেহ, উলসে ভরু অঙ্গ ॥

সুঘটন নটনে ঘটই দিঠিলোর ।

লহ লহ হাসি পতিতে দেই কোর ॥

বিতরত ঢুলহ প্রেম মহী ভাসি ।

নরহরি পহঁ কি করুণা পরকাশি ॥

পুনঃ সুহই—

শুনিতে পূরব পরসঙ্গ ।

কিভাবে ভরল গোরা অঙ্গ ॥

গদাধর মুখ পানে চায় ।

নয়ানের জলে ভাসি যায় ॥

লহ লহ বচন-বিলাসে ।

মধুর মধুর মৃদু হাসে ॥

কাঁপয়ে বিজুরি নিরসিয়া ।

তিলে তিলে উমড়য়ে হিয়া ॥

বড় দয়া পতিত পামরে ।

ধরিয়া ধরিয়া করে কোরে ॥

মাতায় ঢুলহ প্রেমদানে ।

ঝুরে নরহরি পহঁ গুণে ॥২৬

অথ দশা দশ—

[তত্র লালসায়ান্]

মল্লার—

বিকট কনয়া কমল কাঁতি ।

বদন পুণিম চাঁদের ভাঁতি ॥

দশন শিখর-নিকর পাঁতি ।

বাঁধুলী অরুণ অধর আতি ॥

মধুর মধুর গৌরাজ শোভা ।

এ তিন ভুবন নয়ান-লোভা ॥

কে জানে কি রসে সঘনে মাতি ।

গমন মন্থর গজেন্দ্রগতি ॥

অরুণ নয়ানে ঝরে লোর ।

অমিয়া রসে কি চকোর জোর ॥

সোঙরি কান্দয়ে কি নব লেহ ।

গরজে বৈছন নবীন মেহ ॥

দাস গদাধর বলিরা ডাকে ।

ষড়্ কহে পহঁ ঠেকিলা পাকে ॥১

পুনঃ ভোড়ী—

গৌর মনোহর নাগর-শেখর ।

হেরইতে মুরুহই অশীম কুসুমশর ॥

কাঞ্চন রুচিতির রুচির কলেবর ।

মুখ হেরি রোয়ত শরদ-সুধাকর ॥

জিনি মত কুঞ্জর গতি অতি মন্থর ।

অধর সুধারস হসিত মধুর ঝর ॥

নিজ নাম অন্তর অপরে নিরন্তর ।

ভাবে অবশ তনু গর গর অন্তর ॥

হেরি গদাধর মুখ অতি কাতর ।

রাই রাই করি পড়ই ধরণীপর ॥

লোচন-জলধর বরষয়ে ঝর ঝর । মরমে ভরম থর বিষম বিরহ-জর ॥
অতি রসে জর জর না চিনে আপন পর । রোয়ত করে ধরি পতিত নীচতর ॥
ও রসদাগরে মগন সুরাসুর । বিন্দু না পরণ বলরামদাস পর ॥২৮

অথোদ্বেগে

(সুহই)

সকল কলাগুরু রসিক শিরোমণি নাগর গৌর কিশোর ॥
অনুলব ভাবিতে হৃদে অবধারলু নীলমণি কাঞ্চন যোর ॥
গদ গদ আধ আধ মুছ বোলই হেরি প্রিয় নরহরি অঙ্গ ॥
প্রেমে অবশ মন এ দিন বামিনী দিঠি জলে মহী করু পঙ্ক ॥
'রা রা' বোলই 'ধা' নাহি পারই পুলকে পুরল সব দেহা ।
কহ কবিশেখর পূর্ব প্রেমধন বিলসই রসময় লেহা ॥১

ধানশী—

মনমথ-দরপ-দমন পহঁ গোরা । নিরুপম ভঙ্গি কি বয়স কিশোরা ॥
তনু-রুচি রুচির তরুণীচিতচোরা । কীর্তনে রত না ধরত ধ্বতি থোরা ॥
তিলে তিলে অবিরল পুলক উজোরা । গদ গদ হৃদয় বহই দিঠি লোরা ॥
বিতরত প্রেম ভুবন ভেল শোরা । ভণ ঘনশ্রাম পরশ নহ মোরা ॥২১০

অথ জাগর্যো—

(সিঙ্কড়া)

কনক ভূষর- গরব গগন মঞ্জু গৌর শরীর ।
ভাবে গর গর মরম কি বুঝব বিজুরী জিনিয়ে অথির ॥
শরদ বিধু মদ- কদন বিধু মুখে গদত গদ গদ বাত ।
নিরখি মাধব-তনয় অভিনব ভঙ্গি ভণই ন যাত ॥
সুবর পরিকর করত কীর্তন শ্রবণে ঘন ঘন মাতি ।
বন্ধে গহি মহী পক করু, ঝরু অরুণ দিঠি দিন রাতি ॥
প্রেমধনে ধনী কয়ল কলি-হতে রহল নাহি ছুঃখ-লেশ ।
দাস নরহরি পহঁক নব নব সুষেণে ভরু সব দেশ ॥১

পুনঃ স্মৃহই—

গৌর গুণমণি ভাবে গর গর । নয়নে ঝরু নব লেহ ঝর ঝর ॥
দিবস নিশি স্মৃধি সকল বিসরত । “রা” কহই মুখে “ধা” না নিসরত ॥
পতিত পামরে নিরখি ঘন ঘন । কোরে করি করু ভকতি বিতরণ ॥
করুণ শুনইতে দারু দরবত । রহল নরহরি কুমতি কলিহত ॥২।১২

অথ তানবে—

(আশাবরী)

মদন মদভর-	হরণ স্মৃধুর	মুকুতি গৌরকিশোর ।
বিবিধ বেশ-	বিশেষ মাধুরী	তরুণী-লোচনচোর ॥
আজু কিয়ে নব	ভাবে গরগর	হোত ছরবল দেহ ।
পতিত পামরে	খোঁজি করু করুণা	না বাঁধই থেহ ॥
পহঁক চরিত	নেহাশি পরিকর	বরজ কেলি আলাপি ।
শুনত শ্রুতিভরি	ভূরি নিখসই	চৌকি থরচরি কাঁপি ॥
নয়ন-বারিজ	বারি সুরধনী-	ধার সহ বহি যাত ।
ভগত গদ গদ	বাণী শুনি ঘন-	শ্রাম হিয় অকূলত ॥১

পুনঃ স্মৃহই—

গোরা কেনে কান্দে রাতি দিন । হইল সোণার তহু খীণ ॥
তেজিয়া স্মৃশেষ মনোহর । অনুখণ ধূলার ধূসর ॥
না জানি কি জপরে অন্তরে । তিলেক ধৈরজ নাটি ধরে ॥
ঘন ঘন চারি পানে চার । পতিত দেখিয়া দূরে ধায় ॥
সাথে সাথে ছ’ বাহু পসারে । আঁস আঁস বলি কোলে করে ॥
তা সভারে কি দিয়া মাতায় । নরহরি উদ্দেশ না পায় ॥২।১৬

অথ জড়িল্লি

(ধানশী)

সুরধনী ত্রীরে গৌর দ্বিজরাজ । রাজত ভকত নখতগণ মাঝ ॥
করুণাকিরণে তাপতম হারি । জগভরি প্রেম অমিয় দেই চারি ॥

নিৰূপন চৰিত কহব কিয়ে সহ । বরজ-বিলাস শুনত বহু রোই ।
 তিলে তিলে অদ অবশ ভই জাত । নরহরি না বুঝত মরমক বাত ॥১

পুনঃ স্মৃহই—

কি ভাবে অবশ গোরা-গা । চলিতে না পারে আধ পা ॥
 পির গদাধর পানে চায় । ধারা বহে মুখ বুক বায়া ॥
 থেণে সুদে দুইটি নয়ান । না জানি কি ধরয়ে ধিয়ান ॥
 থেণে ছাড়ে দীঘল নিশ্বাস । থেণে কহে কি মধুর ভাষ ॥
 ছ' বাহু পমারে থেণে থেণে । জগত মাতায় প্রেমদানে ॥
 দয়ার অবধি পতিতেরে । নরহরি এনা গুণে বুঝে ॥২১৬

অথ বৈয়গ্ৰে—

(কামোদ)

কনক-কেতকী-	দাম-দমন	মনোজ মোহন দেহ ।
কতহি কুলবতী-	ধরন ধবংসন	ধূরি ধূসর সেহ ।
কোন সমুঝব	ভাব তিলে তিলে	হোত অতি হি উদাস ।
খেদ বচন	উচারি ঘন পিয়	পারিষদগণ পাশ ॥
লোরে লোচন	জল ছলছল	চাক্র করুণ বিথারি ।
দীন হরগত	পতিত পামরে	গহই বাহু পসারি ॥
দেত কি মধুর	অনিয় পিবইতে	কো না উনমত হোই ।
দাস নরহরি	পছ'ক ইহ গুণ	গুণত জগজন রোই ॥১

পুনঃ ধানশী—

গোরা মোর থির নাহি বাধে । হায় হায় জীবের কি হবে বলি কান্দে ॥
 পতিতে করুণা-নিষ্ঠে চায় । দেবের ছলহ প্রেম সাগরে ভাসায় ॥
 কে বুঝে অস্তর গহীন । নিরজনে রাই রাই জপে রাতি দিন ॥
 কত না তরঙ্গ উঠে তায় । নরহরি নিছনি এ হেন পছ' পায় ॥২১৮

অথ ব্যাধো—

(গাঙ্গার)

গৌর পরিকর-মাক ।

কৈছে হোয়ল আজ ॥

শুনত বরজ-চরিত ।

উন্মড়ে হিয় বিপরীত ॥

কনক দরপণ দেহ ।

কম্প ঘন নছ থেহ ॥

ধরণী পড়ি গড়ি যাত ।

বয়নে বিরহিত বাত ॥

অগতি পতিতে নেহারি ।

ঝরই লোচনে বারি ॥

লেই কর গহি তায় ।

প্রেম অমিয় পিয়ায় ॥

রহই কোরে অগোরি ।

আখ তিল নাহি ছোড়ি ॥

করুণ ভুবন বিয়াপি ।

ছোড়ি নরহরি পাণী ॥

পুনঃ ধানশী—

আহা মরি গোরা কাঁচা সোণ ।

রূপেতে ভুবন করে জোনা ॥

সে ছুটি নরানে ধারা বয় ।

তা' দেখি ধৈরজ কে বা রয় ॥

ধূলায় ধূসর তলুখানি ।

কহে কিবা গদগদ বাকি ॥

বড় দয়া দেখিছ পতিতে ॥

হেন দাতা নাই প্রেম দিতে ॥

করুণায় জগত মজিল ।

পাপ তাপ সব দূরে গেল ॥

নরহরি অতি অভাগিয়া ।

না ভজিল হেন প্রভু পায়া ॥২২০

অথোন্মাদে—

(ধানশী)

গৌর পিত্রীতিময় মনমথ-ভূপ ।

কুলবতী-বরত-বিনোদন রূপ ॥

কি নব ভাবভরে রহই অথির ।

কম্পই খণে খণে গরজে গভীর ॥

খণে খণে ধূরি-ধূসর তলু হোই ।

পানরে নিরখি কোরে করু রোই ॥

সিঞ্চই প্রেম অমিয় অনিবার ।

নরহরি পছ' গুণ ভণইতে ভার ॥১

পুনঃ গাঙ্গার—

গোরাব বাগাই লৈয়া মরি । না জানি কি ভাবে কান্দে গুমরি গুমরি ॥

থেণে থির অচলের পারা । থেণে বিয়াকুল যেন ফণি মণিহারা ॥
 থেণে হাসে অতি বিপরীত । থেণে কি কহয়ে যেন বাউলের রীত ॥
 হু' বাহু পনারি থেণে ধায় । পাতকী করিয়া কোলে ধুলায় লোটায় ॥
 ভকতি রতন বিলাইতে । না জানে রজনী দিন কত সাধ চিতে ॥
 শুণে বুঝে কি পুরুষ নারী । না ধরে ধৈরজ এ অবস্থা নরহরি ॥২।২২

অথ মোহে— (ভোড়ী)

ভাবে অংশ রসময় নব নাহ । ছলছল দিটি বিলুই মণীমাহ ॥
 হোত নিচল কনকচল দেহ । হেরইতে পরিকর ধরই না থেহ ॥
 রাখা নাম উচারি বহু বেরি । শুনত চোকি পহু' চহুদিশ হেরি ॥
 গরগর হির গহি নরহরি-পাণি । বিতরত প্রেম না নিজপর জানি ॥১

পুনঃ গৌরী—

সোনার বরণ গোরা প্রেমবিনোদিয়া । প্রেমজলে ভাসাইল নগর নদীয়া ॥
 পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা । না জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥
 গোবিন্দের অঙ্গে পহু' অঙ্গ হেলাইয়া । বৃন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়া ॥
 রাধা রাধা বলি পহু' পড়ে মুরুহিয়া । শিবানন্দ কান্দে পহু'র ভাণ না বুঝিয়া ॥২।২৪

অথ মৃত্যুদশায়াং (সুহই)

সুরধনী-সমীপ নীপবন-নিয়রে । পূরব সোড়রি কি হোরল পহু'-হিররে ॥
 পণ্ডিত গৌরীদাস-কর গহই । উসসি উসসি নিশ্বসত কত কহই ॥
 দিটি ঝরু নীর নীরদ জম্ব বরষে । ভৈল নিচল তমু মহীতল-পরশে ॥
 নরহরি পহু' হেরি ধীরজ না ছোয়ই । ভুতরি ফুকরি ফুকরি সব রোয়ই ॥১

পুনঃ সুহই—

আজু নব কদম্ব-কাননে । বিহরয়ে পারিষদ-গণে ॥
 মুকুন্দ মাধব মহামতি । গায় পহু' পুরুষ পিরীতি ॥

শুনি বিষ্ণুকুল গোরা রায় । রাধা রাধা রাধা বলি ধায় ॥
 চাহি প্রিয় গৌরীদাস-পানে । কত ধারা বহে ছ'নয়ানে ॥
 কহে গদগদ আশ ভাষ । রাই বিহু জীবনে কি আশ ॥
 সে নাম শুनावে শ্রুতিদেশে । করিবে উচিত ক্রিয়া শেষে ॥
 এত কহি ধরনী লোটার । দেখি কেনা কান্দে উভরায় ॥
 না দরবে নরহরি-হিরা । কে গড়িল কি পাখাণ দিয়া ॥১২৬

অথাপ্তনৃত্যগভুজ্যাদৌ—(সুহই)

আরে নোর গোরা দ্বিজমণি । রাধা রাধা বলি কান্দে লোটার ধরনী ॥
 রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে । সুরধনী-ধারা বহে অরুণ নয়ানে ॥
 ধনে ধনে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায় । রাধা নাথ বলি খেণে খেণে মুকহার ॥৪
 পুলকে পুলক তহু গদ গদ বোল । বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল ॥১২৭

অথ সংক্ষিপ্ত-সন্তোগে— (ভাটিয়ারী)

ভুবন-সুন্দর গৌর কলেবর আজানুভুজগু লোল^১।
 অরুণ নয়ানে বয়ানে চাহিয়া পড়ই প্রেমধিলোল ॥
 গোরা-রূপ হেরি জগমন কান্দে ।

চান্দজিনি মুখ অধিক বলমলি কুমুদ পড়িলেন ধান্দে ॥৩৭॥
 ভাবে গর গর গৌর গভীর জগত বৈচিত্র চলে ।
 সজল নয়ানে চৌদিকে তেরিয়া রহে গদাধর-কোলে ॥
 হাস গদ গদ বচন-অমৃত সিঞ্চিত জীব জন্তু লতা ।
 স্তানদাস কহে গড়ল ওনা রূপে সে পুন কেমন ধাতা ॥১২৮

অথ আপ্সংক্ষিপ্তসন্তোগে— (ধানশী)

ভাসে গোরা সুখের পাখারে । প্রেমধন যাচে যারে তারে ॥
 বিপুল পুলক হেম গায় । রসের তরঙ্গ কত ভায় ॥

গদাধরে ধরি দেই কোর । রাখিতে নারয়ে আখিলোর ॥
 তা' পানে নয়ান দু'টি দিয়া । কি কহিতে উমড়য়ে চিয়া ॥
 কি মধুর হাসি মুখ চাঁদে । তা' দেখি ধৈরজ কেবা বাক্কে ॥
 নরহরি গণে মনে মনে । কি ভাব এ গদা ১১-মনে ॥১২৯

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ-রসোদগারে— (ভূপালী)

গোরা প্রেম অমিয়ার রাশি । পতিতে দিতরে দিবানিশি ॥
 কত সুখে উমড়য়ে চিয়া । রতিতে নারয়ে থির হৈয়া ॥
 হাসি হাসি স্নানধর ভাবে । কহে কিবা প্রিয়গণ-পাশে ॥
 পুলকে পুরয়ে ওনা তনু । ঝলকে তপত হেম জহু ॥
 কতনা ভঙ্গিমা খেণে খেণে । তাহা দেখি কে জীয়ে পরাণে ॥
 কিবা দু'টি নয়ান-চাঁচনি । নরহরি সে শোভা নিহনি ॥১

পুনঃ ভাটিয়ারী—

নদীয়াগরে দেখিছু গো সখি ! বিনোদনাগর গোরা ।
 সো বড়ি নাগর সে রসে আগোর সে রসে হৈয়াছে ভোরা ॥
 ঢর ঢর ঢর গোরা কলেবর অঝরে ঝরয়ে আঁখি ।
 মধুর বচন শুনিয়া মাতল ভকত-চকোর পাখী ॥
 অধর কম্পনে ও চাঁদবদনে গদগদ বাণী আধা ।
 আহা আহা করি নিজ বুক ধরি সদাই গোঙরে রাধা ॥
 ছেন মনে লয় আরো কেহ নয় সে রমণীমন-চোরা ।
 নয়নানন্দে কহে ওই অল্পভবি হৈয়াছে বরণ গোরা ১২।৩১।

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্রস্য গীতং

অথ নিত্যানন্দচন্দ্রঃ— (বেলাবলী)

জয় জগতারণ কারণ ধাম । আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ নাম ॥১॥
 ডগমগ লোচন কমল ঢালায়ত সহজে অখির গতি জিনি মাতোয়ার ।

ভাৱা অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই গৌরপ্রেমভরে চলি ন পারি ॥
 গদগদ মধুর মধুর বচনামৃত লহ লহ হাস-বিকশিত গণ্ড ।
 পাশু-খণ্ডন শ্রীভুজ মণ্ডন কনয়-খচিত অবলম্বন দণ্ড ॥
 কলিযুগ-কাল ভুজঙ্গমে দংশন দগধন স্থাবর জঙ্গম দেখি ।
 প্রেম সুধারস জগভরি বরিষত গোবিন্দ দাসক কাছে উপেখি ॥১

পুনঃ সিন্ধুড়া—

ভাবে বিযুক্তিত লোচন চলচল দিগবিদিগ নাহি জানে ।
 মত্তসিংহ জিনি গর্জ্জন ঘনবন জগমাহা কাহ্ন না মানেন ॥
 দেখ প্রবল মল্লরূপধারী ।

নাম নিতাই ভাই বলি রোয়ত মহিম বুঝি না পারি ॥৫॥
 লীলা রসময় সুন্দর বিগ্রহ আনন্দ নটন বিলাসে ।
 কলিবল-দলন দোলন গতি মন্থর কীর্তন করল প্রকাশে ॥
 কটিতে বিবিধ বরণ পট পহিরণ মলয়জ-লেপিত অঙ্গে ।
 জ্ঞানদাস কহ কোনে মিলায়ল জগমাহা ঐহন রঞ্জে ॥২

পুনঃ ভাটিয়ারী—

চলিতে না চলে পা কিবা সে হেলনি গা রাজপথে নিতাইর নাট ।
 সঙ্গের যতেক সঙ্গী তাবড় তাবড় রঙ্গী অতি অপরূপ রসের হাট ॥
 এ দেশেতে এমন না ছিল এতদিন নিতাই চাঁদের হেন লীলা ।
 শুনিয়া ভাইর কথা পুরুবে বাকুণী পীতা সে সব আভাসে হাস মুখে ॥
 না করে কাগারে ভিন এই সে প্রেমের ছি দিগবিদিগ নাই স্মৃথে ॥
 রাত্রে দিনে আন নাই কহিতে লোকের ঠাই আবেশে অবশ হৈয়া পড়ে ।
 জ্ঞানদাস এই কয় জগ ভরি জয় জয় ভবভয় সব গেল দূরে ॥৩

পুনঃ গাঙ্গার -

পট্টবসন পরে যুক্ততা প্রবণে । ঝলমল করে অঙ্গ নানা আভরণে ।

পিঠে পাট খোঁপা তাহে শোভে হেম ঝাঁপা । কলি-কলমঘরাশি নাশি করে কুপা
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায় । আপে নাচে আপে গায় গৌরান্স বোলায় ॥৬
লম্পে ঝলম্পে যায় পহঁ গোর-আনেশে । পাপ পাষণ্ড মতি না খুঁইল দেশে ॥
দয়ার কারণে পহঁ ক্ষিতিতলে আসি । অবিচারে দিল প্রভু প্রেমরাশি রাশি ।
সঙ্গে রদে সঙ্গী রঙ্গী রামাই সুন্দর । গৌরীদাস আদি করি বত সহচর ॥
চৌদিগে হরিরাস হরি হরি বোলায় । জ্ঞানবাস নিশি দিশি পহঁ-গুণ গায় ॥৪
পুনঃ বরাড়ী —

আমার নিতাই গুণের মণি ।

ভকতি রতন	ধন বিলাইয়া	জগত করিলা ধনী ॥৬৭
পতিত পামরে	ধরি করি কোরে	ভিজায় আঁথির জলে ।
গৌরাঙ্গের ভরে	থির হৈতে নায়ে	পড়য়ে ধরণীতলে ॥
অরুণ ভূধর	জিনি কলেবর	এধূলি ধূসর তাহে ।
পুলক আবুলি	কিবা ঝলমলি	ছটায়ে ভুবন মোহে ॥
চৌদিকে চাহিয়া	গরগর হিয়া	গজেন্দ্রগমনে যায় ।
নিরুপম যশে	ভাসে দিশা দশ	দাস নরহরি গায় ॥৫১৩৬

অথ শ্রীমদ্বৈতচন্দ্রোদয় —

(সুহই)

প্রভু মোর শ্রীঅদ্বৈত উদার ॥	কলিযুগ-গরবহারী-অবতার ॥
চম্পকদাম-দমন তরুকাঁতি ।	অবিরল বিপুল পুলককুল ভাঁতি ॥
গৌরাঙ্গের ভরে পরম বিভোর ।	অনুখণ কমলনয়নে বহে লোর ॥
নিরুপম সংকীর্ণ-সুখে মাতি ।	নিজগণ সঙ্গে বিহরে দিনরাতি ॥
পামর ছরগত দুখিতে নেহারি ।	করই কোরে ভুজ্যুগল পসারি ॥
জনে জনে ভকতি রতন করু দান ।	বঞ্চিত রহ নরহরি অগেয়ান ॥১

পুনঃ ধানসী—

আরে মোর ঠাকুর অদ্বৈত দয়াময় । ভুবনমোহন রূপ গুণের আলয় ॥

কিভাবে ভাবিত কিছু বুঝিতে না পারি। গোরা গোরা বলি কান্দে হু'বাহ পসারি
কত ধারা বহে হু'টা নয়ান-কমলে। কাঁপিয়া কাঁপিয়া খেণে পড়ে ভূমিতলে ॥
খেণে হাসে খেণে খেণে দিয়া কাঁখতালি। জিতিলু জিতিলু বলি ধায় দিগ দলি ॥
যারে দেখে তারে পুন ধরি দেয় কোর। পরশ পাইয়া তারা আনন্দে বিভোর ॥
প্রেমের বানরে সব জগত ভাসায়। নরহরি দিবস রজনি যশ গায় ॥২।৩৮

অথ শ্রীমচৈতন্যনিত্যানন্দয়োঃ— (সুহই)

দয়ার অবধি ছুই ভাই।

পূবে কৃষ্ণবলরাম পরম সুখের ধাম এবে নাম চৈতন্ত নিতাই ॥১॥
বলি কলিকাল সপ' করি অতিশয় দপ' জীবো দগধয়ে দস্তাঘাতে।
নাশি সে সকল দুখ উপজার মহাসুখ সুধাবৃষ্টি করি' দৃষ্টিপাতে ॥
ব্রহ্মার ছল'ভ প্রেমা বিতরিতে নাই ক্ষেমা বিহরয়ে কীর্তনবিলাসে।
পারিষদগণ সঙ্গে নাচে গায় কিবা রঙ্গে নরান্নের জলে সদা ভাসে ॥
কনক পব'তজিনি ছুত' অঙ্গ সুবলনি অমুখণ শূলার লোড়ার।
কি নারী পুরুষ বত সভে মগা উনমত নরহরি পহ' গুণ গায় ॥১।৩৯

অথ শ্রীমদ্ গৌরনিত্যানন্দাঈতদেবানাং— (সুহই)

জয় শচীমুখ নিতাই অবধূত অধৈত গুণের নিধি।
চারিযুগ বলি তাহে এই কলি যন্ত সে বাঙ্কিত-মিধি।
অতি অবিদিত ভক্তি প্রেমামৃত ব্রহ্মার ছল'ভ যাহা।
পতিত পামরে চাহি ঘরে ঘরে ষাচিয়া বিলায় তাহা ॥
সংকীর্তনরসে দিবানিশি ভাসে প্রিয়পারিষদ সঙ্গে।
সুরধনীতারে নদীয়াগরে বিহারে বিবিধ রঙ্গে ॥
পাপী তাপী যত হৈল ভাগবত ফিরয়ে আনন্দ হৈয়া।
নরহরি দাসে কবে দেশে দেশে বেড়াবে এ যশ গায়া ॥১

কিঞ্চ—

(গাঙ্কার)

নাচে গৌর নিত্যানন্দ রায় ।

অদ্বৈত শ্রীগদাধর শ্রীনিবাস বক্রেখর মুরারি রামাই নাচি যায় ॥
 হরিদাস হরি বলি ফিরে হুই বাহু তুলি দাস গদাধরের কি রজ ।
 হরিদাস দ্বিজবর ধনঞ্জয় যষ্টীধর বায় মহামধুর মৃদঙ্গ ॥
 রামানন্দ দামোদর জগদীশ কাশীধর গৌরীদাস মুকুন্দ উদার ।
 সঞ্জয় জগদানন্দ মাধব বাসু গোবিন্দ গায় গীত অমিয়া পাখান্ন ॥
 ইথে কি ধৈরজ বাঞ্ছে পশু পক্ষী আদি কান্দে গলয়ে পাষণ-সম হিয়া ।
 নরহরি প্রাণনাথ করি শুভ দৃষ্টিপাত জগত মাতার প্রেম দিয়া ॥২৪১

ইতি প্রথম প্রকারে প্রথম আশ্বাদঃ ।

অথ দ্বিতীয়-প্রকারঃ—

[ভাববিতর্কে]

ধানশী—

গোরা কি মধুর ভাঁতি । কনক-কেতকী কাঁতি ॥
 বদন পুণিম চাঁদ । রমণীমোহন ফাঁদ ॥
 সে ছুঁটি দীঘল আঁখো । করুণা ধৈরজ রাখে ॥
 আজু সে কেমন ধারা । হৈল ধৈরজ হারা ॥
 চম্পক কুসুম দেখি । অঝরে ঝরে সে আঁখি ॥
 আন না মনেতে ভায় । ভাবে নরহরি তায় ॥১

পুনঃ স্নহই—

কি মধুর গোরা তরুথানি । দেখি কি পরাণ ধরে কুলের কামিনী ॥
 কিবা ছুঁটি নয়ান-সন্ধানি । তাহে কি উপমা ছার মদনের বাণ ॥
 বদনে সদাই মৃদু হাসি । চাঁদের গরব হরে ঝরে স্নহারাশি ॥
 আজু সে বসিয়া নিরঞ্জে । অনিমিত্ত আঁখি করি চার কাঁধ পানে ॥
 আউলাই পড়ে কেশপাশ । সঘরিতে নারে নিজ পরিধেয়-বাস ॥

হইল অবশ্য থেণে থেণে ।

না দেখি উপায় নরহরি ভাবে মনে ॥২

ভক্তাদৌ দর্শনে—

(সুহই)

গুণগণি গৌর কি ধরই ধিয়ান ।

থণে থণে মুদই কমল-নয়ান ॥

থণে কহে কো উহ নব স্কুমারী ।

দামিনীদামদমন ছবি ভারি ॥

চৌকি চলল নিজ সহচরী পাশ ।

থোরি দরশে মঝু না পূরল আশ ॥

ভগইতে ঐছে রহই পুন ধন ।

নরহরি পহঁ কিয়ৈ গোকুলচন্দ ॥১

পুনঃ আশাবরী—

গোরা কিবা নবীন কিশোর ।

ক্রপের গুণের নাহি ওর ॥

বসন ভূষণ কেশ বেশে ।

যুবতির জাতি কুল নাশে ॥

আজু সে বসিয়া নিরঞ্জে ।

কথা কর আপনার মনে ॥

আহা মরি ! কি নবীন গোরি ।

তহু জিনি কনক-বিজুরি ॥

নিরখিলু যমুনা তীরে ।

সখীসহ যায় ধীরে ধীরে ॥

কিবা তার নয়ান-সন্ধান ।

হরিয়া লইলে মোর প্রাণ ॥

এই কথা কহিতে কহিতে ।

চমকি চাহয়ে চারি ভিতে ॥

নয়ানের জলে ভাসি যায় ।

নরহরি কি বুঝিব তায় ॥২৪

অথ শ্রবণে—

(ধানশী)

পেখলু গৌর কমলদল-নয়না ।

ঝলকত শারদ-সুধাকরবয়না ॥

কিয়ে নব প্রেম উথলে হিয়ে পরই ।

নিরুপম দেহ পুলককুল ভরই ॥

পলছন কাহু নিয়রে নাহি রহয়ে ।

কি মধুর মধুর শুনলু ইহ কহয়ে ॥

পুছইতে 'রা' বিহু 'ধা' না নিসরই ।

নরহরি পহঁক নয়নবুগ ঝরই ॥১

পুনঃ কামোদ—

আজু ওনা নদীয়ার শশী ।

নয়ানের জলে যায় ভাসি ॥

ঘন ঘন কহে কি শুনিলু ।

তহু মন কাণ জুড়াইলু ॥

আহা মরি কি মধুর নাম ।

কি নব চরিত অমুপাম ॥

তা বিহু কিছুই নাই ভায় ।

সুবল বোলহ কি উপায় ॥

এত কহি উমড়য়ে হিয়া ।

রহিতে নারয়ে থির ঠৈয়া ॥

নরহরি মনে এই রটে ।

এ মেন গোকুলবিধু বটে ॥২।৬

অথ লালসাদো—

[ভব লালসায়্যং]

সুহই—

মনমথ-মথন গোর দ্বিজরাজ ।

বিলপত কত কি ললিত রীতি আজ ॥

অনুখণ চম্পক কুসুম নেহারি ।

বারিজনয়নে নিঝরে ঝরু বারি ॥

নিজজনসহ না ভগই মৃদুভাষ ।

রহি রহি তেজই তপত নিশাস ॥

নিমিথ না আন বচনে শ্রুতি পাতি ।

মন রহ অনত অধির দিনরাতি ॥

ভোজন শয়ন স্বপনসম ভেল ।

আয়ত গাত বিপথ পথ কেল ॥

কনক-দমন তহু ঘন ঘন মোরি ।

পুছইতে কোউ কহই নাহি খোরি ॥

জৌতিখ ভগত লখত অম্বরাদ ।

উছলই হিয় তছু শুনইতে আধ ॥

কি কহব সখি ! সংশয় গেও মোর ।

নরহরি পহঁ বর বরজ কিশোর ॥১

পুনঃ তোড়ী—

গোরা তহু কি থির দাগিনী ।

দেখি থির হৈতে নারে কুলের কামিনী ॥

হাসিতে মদন মুকুহায় ।

নয়ানচাহনি চারু কি ভাব হিয়ায় ॥

পীতবাস পরে বারে বার ।

গলায় দোলায় কাঁচা কনকের হার ॥

চম্পক-কলিকা কাণে পরে ।

গোরোচনা তিলক রচয়ে নিজকরে ॥

তিলেক ধরিতে নারে ধুতি ।

চমকি চমকি পথে করে গতাগতি ॥

নরহরি থির কৈলো মনে ।

এই সেই কালা হেন হৈল রাই বিনে ॥২।৮

অথোদ্যোগে— সুহই—

আজু বিপিনে পহঁ পেখি ।

অবনত মাথ নথহি ক্ষিতি লেখি ॥

ঝরই নয়ন অনিবার ।

মেরুশিখরে জম্ম সুরধনী ধার ॥

নিশসই কছু না আলাপি ।

মলিন কনক তহু ঘরম বিয়াপি ॥

পলছন নন নহ পাশ ।

বিরহিত চান্দ বদনে মৃহ হাস ॥

সুধি না রহই দিনরাতি ।

তিলে তিলে কৈছে উমড়ি রহ ছাতি ॥

নরহরি ইহ অনুমান ।

সো ধনী লাগি ঘৈছে উহ কান ॥১

পুনঃ গুজরী—

কনক কেশর জিনি গা ।

হইল কাজরপার। তা' ॥

সে চাঁদ বদনে নাই হাস ।

তেজয়ে সে বিষন নিশাস ॥

তিলেক হইতে নারে থির ।

অরুণ নয়ানে ঝরে নীর ॥

রাধা নাম শুনিতে শ্রবণে ।

চমকি চাহয়ে চারি পানে ॥

দেখি বেন কেনন বন্ধান ।

সুধাইব কে জানে সন্ধান ॥

নরহরি কহে জানি মোরা ।

গোকুল-নাগর এই গোরা ॥২॥১০

অথ আগম্যে—

(সুহই)

ভুবনমোহন মোর গোরা ।

আজু কি ভাবেতে ভেল ভোরা ।

জাগিয়া পোড়ার সব নিশি ।

শুকাইয়া যায় মুখশী ॥

নয়ান-কমল জলে ভাসে ।

চাহিয়া রহয়ে চারি পাশে ॥*

থির নহে হিয়ার বেথায় ।

নরহরি কি করু উপায় ॥১

পুনঃ ধানশী—

পেথলু গৌর তড়িত জ্বিত দেহ ।

থণে থণে বৈঠি উঠহ নাহি থেহ

তেজই ঘন ঘন তাঁখিণ নিশাস ।

নিরস বদনবিধু বিরহিত হাস ॥

রাধানামে কতহি মন লাগি ।

জপইতে দিবস রজনী রহ জাগি ।

কোউ ন নিয়রে কহই মৃহ বাণী ।

সুবল উপায় রচহ হিয় জানি ॥

শুণইতে ঐছে চাহি চহঁ ওর ।

ঝর ঝর ঝরই সুলোচনে লোর ॥

অরু কি কহব মোহে লাগল ধন্দ ।

নরহরি কহ উহ গোকুলচন্দ ॥২॥১২

অথ তানবে—

(কর্ণাট)

অব পেথলু

গৌরবিধু হিয়ে

কি ভেল বুঝই না পারি

মদন মদভর	হরল লোচন	ঝরই ঝর ঝর বারি ॥
নিখিল কুলবতী	লাজভর ধৃতি	ধরন ধবংস দেহ ।
হোত তিলে তিলে	খীণ জন্ম নব-	শশী স্নেহেশ্বর রেহ ॥
শরদ শশধর-	নিবর জগী মুখে	বচন ভগত লজাতি ।
চৌকি ঘনঘন	উসসি নিশসই	গহই কর সঞ্চে ছাতি ॥
ধরত পগ ডগ	ডিগত তবহ ন	খির থরপত থোরি ।
কতহি যতন-	বিশেষে নরহরি	রহত কোরে অগোরি ॥১

পুনঃ ধানশী—

গোরা মোর খির নাহি বাঞ্চে ।	তা' পানে চাহিতে প্রাণ কান্দে ॥
রাধা রাধা জপে রাত্রি দিন ।	হইলু সোণার তলু খীণ ॥
ধারা বহে নয়ানের জলে ।	লোটাইয়া পড়ে ভূমিতলে ॥
তিলে তিলে কত উঠে চিতে ।	নরহরি নারে প্রবোধিতে ॥২।১৪

অথ জড়িনি—

(বালাধানশী)

নদীয়ার শর্শা	রসিক-শেখর	রমণী-পর্যণচোর ।
বসি নিরঞ্জে	কিবা ভাবে মনে	না জানি কি রসে ভোর ॥
মদন নিছনি	মুহু তলুখানি	কনক নবনীয়া ।
আহা নরি মেন	সে না তিলে তিলে	হইল কেমন ধারা ॥
ছল ছল জাঁখি	মুখ শুখাইল	মরমে না কহে আনে ।
পুছিলে কিছু না	কহে রহে ফিরি	না চাহে কাহার পানে ॥
চুয়য়ে ঘরম	ঘন ঘন ভ্রম	বিষম নিশ্বাস তার ।
নরহরি সাখী	সে দশা নিখি	পর্যণ উড়িয়া যায় ॥১

পুনঃ স্ফুই—

গোর গুণমাণি	মরম কি বুঝব	বিরলে পেখলু থোরি ॥
শরদ বিধুমদ-	কদন বদনে	সুভাস হাসি ছোরি ॥

পীতবসনে	অগোরি তনু তহি	নীপ নিকটহি বেঠি ॥
ধরই কি নব	বিদ্যান নিজজন-	বচন শ্রবণে না পৈঠি ॥
কমলবল দলি	ললিত লোচন-	কোণে কছু ন নেহারি ।
নিরত ঝর ঝর	বারি ঝরু জম্বু	বিমল মোতি বিথারি ॥
হোত ভ্রম বহু	না রহ শুধি বৃধি	তেজি তীখিণ নিশ্বাস ॥
করত কতহি	উপায় উপশম	লাগি নরহরি দাস ॥২।১৬

অথ বৈয়গ্ৰে—

(নটনারায়ণ)

মধুর সুরধনী	তীর নিবসই	তরুণ তরুণ মাঝ ।
চকিত পেথলু	চাকুতনু জম্বু	কনক-ভূধররাজ ॥
বদন শশধর	হাসবিরহিত	শ্বাস ঘন ঘন ছোড়ি ।
বারি বারিজ-	দল বিলোচন	বারি ঝরতহি থোরি ॥
রাবিকাপ্তণ	নাম শুনইতে	উপজে খেদবিশেষ ।
হোত ভ্রম অন-	বরত ধরত ন	শকত ধৈরজ লেশ ॥
সু বল মিলব কি	ঐছে কহ ইথে	কয়লু কছু অলুমানি ।
ভণত নরহরি	গৌর বিধুবর	বরজমোহন কান ॥১

পুনঃ ধানশী—

নদীয়াগরে নাগর গোরা ।	জগত-যুবতি-পর্যায়চোরা ॥
না জানি কাহার রসেতে মাতি ।	না ধরে ধৈরজ দিবস রাতি ॥
নহে নিবারণ সে তনু স্বেদ ।	নিরঞ্জন একা করয়ে খেদ ॥
দেখি দশা নরহরি সে ধন্দ ।	বুঝিল এ মেন গোফুলচন্দ ॥২।১৮

অথ ব্যাধো—

(আশাবরী)

	ওগো সে নদীয়াচান্দে ।	
না জানি এমন	কেবা কৈলে তাহে	দেখিতে পর্যায় কান্দে ॥
	কনক জিনিয়া দেহা ।	

দণ্ডে দণ্ডে পাণ্ডু- বরণ সে অতি তপত না থাকে খেহা ॥
 পড়িব ধরণীতলে ।
 কাঁপয়ে মঘনে ঘন নিষসয়ে ভাসয়ে আঁখির জলে ॥
 না শুনে কাহারু কথা ।

নরহরি পহঁ মরম না কহে কি হৈল হিয়ায় বেণা ॥১

পুনঃ তোড়ী—

পেণন্ পহঁ কিয়ে ভাতি । নিশসই নিরত কবহি উর জাতি ॥
 উতপত কাঞ্চন দেহ । পাণ্ডুর বরণ ঘটত গত-খেহ ॥
 কহে অতি গদগদ ভাষ । সুবল সাংঘাত বিফল ভেল আশ ॥
 তবহি মৌন গহি নেল । উপজত শীত বিরস ভই গেল ॥
 মোহ ইছই বহু বেরি । ঝরই নয়ন নিজ পরিজন হেরি ॥

নরহরি কহই ন ওর । সমুঝনু গৌর গোপীচিঁত-চোর ॥২।২০

অথোদ্যাদে—

(পঠমস্তরী)

ওগো গৌরাজ্ঞ গুণের নিধি ।

আশা মরি তাহে হেন দশা কেন ঘটাইলে দারুণ বিধি ॥
 সে বে হইল বাউলপারা ।

কিবা ভাবে মনে আনে না কহয়ে চাহয়ে চঞ্চলধারা ॥
 খেণে হাসয়ে বিরলে বসি ।

ভেজয়ে নিখাস নিশবদ খেণে মলিন বদন-শশী ॥
 খেণে নয়ানে ঝরয়ে নীর ।

নরহরি পহঁ বিরহ বিষম তিলেক না বাধে থির ॥

পুনঃ ধানশা—

পেথি আয়নু আজ ।

গৌর বিধুবর তরল ছলছল না রহু পরিকর মাঝ ॥
 ভ্রমত ভ্রমই ন জাত ।

চৌকি চহঁ দিশ চাহি মহি গহি ধুরি ধূসর গাত ॥
 কি দিশি নিশি নাহি জানি ।
 'কিয়ে কঠিন উনমাদ উপজল কাহ বচন না মানি ॥
 স্বাস ভীখিণ বিথারি ।
 বারি বরু ন নিবারি বারিজ- নয়ানে বারিদহারি ॥
 কহই কাতর ভাষ ।
 মোই স্রবদনী মোহে নিকরুণ সখি ! না পূরল আশ ॥
 বহু বিলপি বিরমই বাণী ।
 দাস নরহরি পহঁ এ গোকুল- নাহি নিহচর জানি ॥২০২

অথ মোহে— (পঠ মঞ্জরী)

আজু কি বিষম অবশ পহঁ গাত । বারিজ-নয়নে বারি বহি যাত ॥
 রাধা আশ বচন মুখে জানি । স্বাস না নিসরে ধরই উরে পানি ॥
 মুরুছত পরিকরে চকিত নেহারি । ক্ষিতিতলে চাঁচর চিকুর দিগারি ॥
 ধূসর ধুরি মিরজপন থোই । হোত নিচল লগি নরহরি রোই ॥১

পুনঃ আশাবরী—

আহা মরি মরি কি আর বলিব গৌরাজ চাঁদের কথা ।
 সে মুখ মলিন হেরি দিয়া মাঝে বাঢ়য়ে দারুণ বেথা ॥
 কাঁচা সোণা জ্বিনি অঙ্গের লাবণি কেবা না হেরিয়া ভুলে ।
 সে ধূলি ধূসর যেন ধরাধর লোটায় ধরিতলে ॥
 সে বেনভুষণ দূরে গেল সব সে নব কুসুম হার ।
 আউলায়া পড়িছে চামরের পারা চাঁচর চিকুর ভার ॥
 হইল নিচল না চলে নিশাস মরম ব্যথিব কে ?
 নরহরি কহে সে দশা ঘটিল গোকুল-নাগর এ ॥২০৩

অথ মৃত্যুদশায়াং— (দেবকিরী)

সজ্জনি ! পেখলু	গৌর গোকুল-	চন্দ্রবর পরতেক ।
চারু চম্পক-	কুঞ্জ কেতনে	খির নহ পল এক ॥
উমড়ি হিয় নব	নেহ চকিত	নেহারি রহ চহঁ পাশ ।
পাণি-পঙ্কজে	ছাতি জাতই	তেজি তীখিণ নিখাস ॥
ভণই ঘন ঘন	শুনহ সুবল ।	সাংঘাত বাত হামারি ।
বিফল ভেল অভি-	লাষ বিঘটল	দৈব বুলু বিচারি ॥
করবি সমুচিত	কাজ তমু সঞে	হোয়ব জীবন ভিন ।
ঐহে ভণি ঘন	আম পহঁ ঘন	বোই ভেল মহীলীন ॥১

পুনঃ ভূপালী—

নিরঞ্জে গোরা গুণমণি ।	ঘন ঘন লোটার ধরনী ॥
বুলিলু এ গোকুলের কালা ।	নহিলে কি এত প্রেমজালা ॥
রাখা নাম না পারে কহিতে ।	তিলেক ধৈরজ নাই চিতে ॥
কাহারু প্রবোধ নাই মানে ।	আখি মুদে উহারি ধিয়ানে ॥
পেণে কহে এ সুবল সখা !	তোমার সহিত এই দেখা ॥
খেণে কহে জীৱিতে কি সাধ ।	বিধাতা করিলে সব বাধ ॥
এত কতি নীরব হইল ।	সে মুখ-কমল শুখাইল ॥
নয়ানে বহয়ে বারিধারা ।	নিশসয়ে পাবকের পারা ॥
সে দশমী দশা নিরখিয়া ।	দারু শিলা যায় দরবিয়া ॥
নরহরি না দেখি উপায় ।	ভূমে পড়ি কান্দে উত্তরায় ॥২২৬

অথাপ্তদূতীগত্যুক্ত্যাদৌ— (ধানশী)

আজু গোরাচান্দে নিরখিয়া ।	মনে দড়াইলু এই সে নব কালিয়া ॥
তিলেক ধৈরজ নাহি ধরে ।	পুলকিত তমুখানি আপনা পাসরে ॥
সে নব পিরীতি প্রকাশয় ।	নিরঞ্জে আপনা আপনি কথা কয় ॥

ওহে বীরা মু বাঙ নিছনি । কহ কই রাই কি কহল তাহা শুনি ॥
 গিয়া তুনি আইলা ভুরিতে । মনে অহুমান করি মোরে বা লইতে ॥
 এত কহি চাহি পথ-পানে । পদ দুই চারি চলে নরহরি মনে ॥১২৭

অথ সংক্ষিপ্তসঙ্কোগে — (দেবকিনী)

ওগো সে নদীয়াবিনোদ গোরা । আজু কি আনন্দে হইল ভোরা ॥
 আহা মরি কিবা মোহন বেশ । কুন্ডমে ঝড়িত চাঁচর কেশ ॥
 ঝলমল মুখে মধুর হাঁসি । সুধা ঢালে যেন বিমল শশী ॥
 নয়ান চাহনি কত না ছাঁদে । তা হেরি কেবা বা ধৈর্যজ বাধে ॥
 পুলক-বলিত বলিত তনু । কনক কনক কেশর জন্ম ॥

কি নব মধুর ভঙ্গিমাখানি । গলয়ে পাষাণ শুনি সে বাণী ॥
 বিধিরে প্রশংসা করয়ে কত । বুঝি সে করিল মনের মত ॥
 দেখিয়ে সকল কালিয়া-রীতি । নরহরি কহে সেই এই সতি ॥১২৮

অথ স্বাপ্নসংক্ষিপ্তসঙ্কোগে — (ধানশী)

গোরা-প্রেম অমিয়া পুতলি । ভূান মোড়য়ে সে বেশের ঝলমলি ॥
 হাসির ছটায় কে না মোড়ে । চাহনিতে যুবতী না রহে জাতি কুলে ॥
 দেখিলু নয়ান ভরি তার । অবিরল পুলকবলিত হেম গায় ॥
 থির নহে মনের উলাসে । কি কহিতে কিবা কহে সুমধুর ভাষে ॥
 না রহে গোপন ও না কাজ । নিজ তনু নিরখি হিয়ায় বাড়ে লাজ ॥
 নরহরি কি জানে কহিতে । সেই এ কালিয়াচাঁদ বুঝিলু মনেতে ॥১২৯

অথ সংক্ষিপ্ত সঙ্কোগরসোদগারে — (বিভাষ)

গোরা কত করয়ে বতন । গোপন করিতে নারে পিরাতি-রতন ।
 কহে কিছু কহিতে না পারে । উড়য়ে হিরা সুখ-সায়রে সাতারে ॥
 পুলকে ভরয়ে গব অঙ্গ । চুলু চুলু নয়ানকোণেতে কিবা রঙ্গ ॥
 মধুর মধুর মুখহাসে । বরিষে অমিষা শশি-গরব বিনাশে ॥

কি নব ভঙ্গিমা খেণে খেণে । দেখিতে মজিলু সই ! কই বাহা ননে ॥
নরহরি পছ' শ্রামরায় । যুগতি বধিতে এই আইল নদীরায় ॥১৩০

ইতি দ্বিতীয়-প্রকারে দ্বিতীয় আশ্বাধ : ॥৭১



অথ তৃতীয়-প্রকারঃ

গাঁজার —

শ্রীশীতনয় গৌর গুণধাম । ভববিধি-বন্দা ভুবনে অনুপাম ॥
আছু বিরলে বিলসয়ে বহু রঙ্গ । মননধ কোটি মথন প্রতিঅঙ্গ ॥
সুললিত দুর্গম চরিত অপার । কো সমুদ্রব ইহ জগত-মাকার ॥
পরিকর প্রাণ জীবন রসভূপ । নরহরি নিছনি নিরখি পছ' রূপ ॥১

অথ ভাববিভর্কে— [প্রেমবিহবলা কাচিং কুড়কিনী বৃদ্ধা বৃদ্ধামাহ]

ধানশী—

সখি ! কহিতে কি আর তা' ।

সোণার নিমাই-	পানে নিরখিতে	উলসে আউল্যো গা ॥৩৭॥
নবীন বয়েস	বেশ বিনোদিরা	হিয়া কে ধরিবে তার ।
কুলবতী-ধৃতি	নর রাখয়ে আঁখি-	কোণে কি সন্ধানে চায় ॥
হাসির মিশালে	ঢালে সে অমিয়া	পিয়া কে গরাণে জীয়ে ।
কত না ভঙ্গিতে	ভণে বাণী হেন	নাহি যে উপমা দিখে ॥
সদাই চঞ্চল	ধারা পারা বৃষ্টি	মজিলে কাহারু সনে ॥
নরহরি কহে	তুষা নাতি তাহে	ইহা না হইবে কেনে ৭১

পুনঃ কামোদী—

সখি ! সেসোণার নাতি ।

নাগরালী-বেশে	বিলসয়ে নব	ধৌদনমদেহে মাতি ॥৩৮॥
নানা ভঙ্গি করি	ফিরয়ে নদিয়া-	নগরে নাগর যত ।
দেখিযে অঙ্গের	শোভা তা সভার	গবব হইল হত ॥

নয়ান-সন্ধানে প্রাণে জানে হাসি হয়রে তরুণী-হিয়া ।
 না জানি কিরূপে কেবা নিরমিল কি নব পিরীতি দিয়া ॥
 এ হেন নিবাসে কেবা মজাইল মরম বেকত মুখে ।
 কহে নরহরি বিরলেতে ইহা সুধাহ মনের সুখে ॥২।৩

অথ দর্শনে— [কাচিৎ কৃত্তিকিনী বৃক্ষা শ্রীগৌরচন্দ্রং প্রত্যাহ]

দেবগাঙ্কার—

শচীর ছলল মোর পরাণ নিমাই হে নাতি হইয়া লাজ কর কেনে ॥
 বোল বোল মরম- কাহিনী নিরজনে হে শুনিতে এ সাধ বড় মনে ॥
 তুয়া রূপ গুণের বালাই লৈয়া মরি হে কি সুধাতরঙ্গ বহি যায় ।
 দেখিলু নদীয়ানাবে যত কুলবধু হে উচাই বিরলে বসি গায় ॥
 তোমার আখির ঠারে কে ধরে ধৈরজ হে হানিতে মদন মুকুছয় ॥
 বোল তুমি কারে দেখি এমন হইলা হে সে তোমা করিল পরাজয় ॥
 সদাই অগির হিয়া কি আর লুকাও হে সে নাম শুনিতে যদি পাই ।
 তবে নরহরি সহ মনের মানসে হে তারে তোমার আনিয়া মিলাই ॥১

পুনঃ কামোদ—

ওহে নাতি তুমি নদীয়ার বিধু । তোরে দেখি ভুলে কুলের বধু ॥
 আজু কেনে তোমা এমন দেখি । কোণা মজাইলে চঞ্চল জাঁখি ॥
 একি অসম্ভব ভবন ছাড়ি । কথন না জানহ কাহারু বাড়ী ॥
 বৃষ্টি সুরধনী সিনান বাইতে । তারে নিরখিয়া বিরল পথে ॥
 বৃষ্টি পটে কেহো লিখিয়া তাহে । গোপনে আনিয়া দেখাইলে তোহে ॥
 বৃষ্টিবা স্বপনে দেখিয়া তায় । হইলা এমন মনেতে ভায় ॥
 ভিলেক রহিতে নারহ ঘরে । সে কে ভ্রমাইলে বোলহ মোরে ॥
 ইথে কিছু লাজ না কৈরো তুমি । নরহরি সাথী মিলাব আমি ॥২।৫

অথ অবগে—

(ধানশী)

কি আর বলিব নাতি ! নদীয়া নগরে হে তোমায়ে দেখিব থাকু দূরে ।
এ নব বয়স বেশ- বিলাস শুনিতে হে কোণে থাকি কুলবধু বুঝে ॥
তোমার মতন হেন রঙ্গিয়া নাগরতে না দেখি না শুনি কোন খানে ।
মনে করি ইহায়ে এ পিরীতি ঘটুক হে তাহা বিধি ঘটাইল মনে ॥
নদীয়ার মাঝে যত নবীন রমণী হে সভারে করিয়ে প্রীত আমি ॥
বোলহ কাহারু রূপ গুণ নাম শুনি হে হইলা পাগলপারা তুমি ॥
কহিতে মরম আর না কর সরম হে এমন করিব কেবা জানে ।
তা সহ তোমায়ে দেখি নরান জুড়াব হে নরহরি নিছিব পরাগে ॥১

ধানশী—

হুহে বিশ্বস্তর সোণার নাতি । কেনে দেখি তোমা এমন রীতি ॥
চঞ্চল নরান চৌদিগে ধায় । ধৈরজ ধরিতে নারহ তায় ॥
পুলক ঝাঁপিহ পিয়ল বাসে । মদন মোহিহ মধুর হাসে ॥
অঙ্গ নোড়া দিহ কত না ছলে । ভাসিছে নরান আনন্দ-জলে ॥
বুঝি কারু কথা শুনিয়া কাণে । মন মজাইলে তা সনে মেনে ॥
ভাল কৈলে ইণে কিসের লাজ । নরহরি সহ সাধিব কাজ ॥২।৭

অথ লালসারাং—

(পঠমঞ্জরী)

সোণার নিমাই মোর পরাগ জুড়ায় হে দেখিতে তোমার তনুখানি ।
পরাগ সেমন করে তাহা কি কহিব হে শুনি চাঁদ বদনের বাণী ॥
হেলিতে চলিতে তুমি পথে চলি যাও হে কেশ আউলাইয়া ফেলি পিঠে ।
তখন কুলের বধু ধায় চারি পাশে হে দেখয়ে তোমায়ে এক দিঠে ॥
তুমিত কাটারু পানে ফিরিয়া না চাও হে তাহাতে পাইলু মনে দুখ ।
আরাধিলু বিধি তেহৌ সদয় হইল হে এতদিনে হবে মেন সুখ ॥
কহ মোরে মরম এ লাজ পরিহরি হে ধৈরজ হরিলে কেন ধনী ।

নরহরি সহ সব যতনে সাধিব হে বারেক তোমার মুখে শুনি ॥১

পুনঃ আশাবরী—

নাতি ! বেকত দেখিয়ে রীত ।

অঙ্গ মোড়া দিয়া ছাড়িহ নিখাস সদাই অনত চিত ॥৬॥
 হাসিমিশা মুখ শুকাইহে ক্ষেপে কাপিহ দামিনীপারা ।
 চম্পক-কলিহা পানে নিরখিতে বহিছে নয়ান-খারা ॥
 কোকিল-শব্দ শুনি চমকহ হিয়া না ধৈরজ বাক্কে ।
 নবীন বরষা সিঁচি কৈশে বিধি কান্দাইলে পিরীতি কানে ॥
 বোল বোল মোরে সে কোন কামিনী ভূগিলা যাহারে দেখি ।
 তুষা নন মত যতনে করিব ইথে নরহরি সাধী ॥২৩

অথোদ্বেষে—

(বরাড়া)

নাতি ! তুমি নদীয়ার বিধু ।

তোমাতে দেখিতে চিতে কত সাধ করে হে নবীন নবীন কুলবধু ॥৭॥
 তুমি তা সভারে ভালে ভুলাইতে জানো হে কিরো নানা নাগরালি বেশে ।
 এই কথোদিন হইতে দেখি আন ভাঁতি হে নয়ানের জলে বুক ভাসে ॥
 সঘনে কাঁপয়ে মন মলিন বরণ হে ঘামে তম্বু তেজহ নিখাস ॥
 অবনত মাথে চিতে চিন্তিত সদাই হে মুখে নাই সে মধুর হাস ॥
 ঘটিল কঠিন দশা এ নব বয়সে হে কার সনে বাঢ়াইলা প্রীতি ।
 কহিলে মরম তারে আনিয়া মিলাই হে নরহরি জানে মোর রীতি ॥১

পুনঃ ধানশী—

ওহে নাতি ! তুমি ঠেকিলা পাকে । যে কৈলে এমন কি কব তাকে ॥
 ভাবিতে ভাবিতে সে নব লেহা । ঝরে আঁখি যেন শাউন মেহা ॥
 বি-বরণ তম্বু তিতসে ঘামে । কাঁপে মন জিনি দামিনীদামে ॥
 উলসি নিখসি বিষম গতি । গোপহ গোপন না রহে রীতি ॥

না বুঝিবে মেন কেমন কাজ । আমারে করিতে করহ লাজ ॥
কি বলিব তুয়া পানেতে চায়া । নরহরি জানে যে করে হিয়া ॥২১১

অথ জাগর্যো—

(শ্রীরাগ)

নাচা ! মোরে লাজ কর কেনে ।

মরম-কাহিনী আর কারে শুনাইবা হে কে সাধ সাধিবে আশা বিনে ॥
চাণ্ডিতে তোমার পানে পরাণ কি করে হে কেশ বেশ সব গেল দূরে ।
যে হৈতে পিরীতি রসে মন মজাইলা হে সে হৈতে নয়ান ছুটি ঝুরে ॥
হিয়ার বেদনা সদা বদন শুকায় হে তিলেক সোয়াধ নাই পাও ।
না ভায় ভোজন পান কভু না বুমাও হে হেন নিশি জাগিয়া পোহাও ॥
পুরাইব আশ এই নিশ্বাস সম্বর হে আমার শপথ তোরে লাগে ।
কেমনে দেখি এমন হৈলা বিবরিয়া হে বোল বোল নরহরি আগে ॥১

পুনঃ কামোদ—

ওহে নাতি ! নদীয়ার চান্দ । কে ভুলালো পাতি প্রেমফান্দ ॥
সদাই দেখহ চারি পাশে । নিন্দ নাই জলে আঁখি ভাসে ॥
কাতর হইয়া কও কথা । না জানি অন্তরে কত বেথা ॥
বদন-কমল শুকাইল । হেম অঙ্গ মলিন হইল ॥
তোমার বালাই লৈয়া মরি । কহিলে কি না করিতে পারি ॥
নরহরি জানে মোর কাজ । আমারে কহিতে কিবা লাজ ॥২১৩

অথ তানবে—

(অমর পঞ্চম)

এ নব বয়েসে নাতি এ রসে মজিলা হে লুকাইলে লুকা নাই যায় ।
তখনি জানিয়ে মোরা নাগরালি বেশে হে যখন ফিরহ নদীয়ায় ॥
মরি মরি এমন সোণার তনুখানি হে ভাবিতে ভাবিতে হৈল খীণ ।
অসিত চতুরদশী- শরীর সমান হে তাহাতে ব্রহ্ম রাতি দিন ॥
অঙ্গের ভূষণ সব খসিয়া পড়িছে হে না পারো বদন সম্বরিতে ।

ঘন ঘন নিশ্বাস নয়ান জলে ভাসো হে চমকিয়া চাও চারি ভিতে ॥
 ধনি ধনি যে কৈলে এমন আঁখি কোণে হে এ বিঘম সন্ধান যাহার ।
 নরহরি পরাণ নিছিব তার পায় হে বোল শুনি কি নাম তাহার ॥১

পুনঃ ধানশী—

নাতি ! রসিকশেখর তুমি ।

নদীয়া নগরে হেন নাগরালি ইহা কি না জানি আমি ॥
 কি আর বলিব কিবা শুধাইব দেখিয়ে কেমন ধারা ।
 মজ্জিছে পিরীতে ভাবি ভাবি চিতে হইলা কাজর পারা ॥
 সে নব রমণী মন চোরাইলে ধরিতে নাবহ থেহ ।
 সদাই ভ্রমণে খীণ থেণে থেণে নিপট ছবর দেহ ॥
 সে ধনী আনিয়ে ছুখ ঘুচাইয়ে দেহ পরিসর তার ।
 নরহরি সাখী রাখিব গোপনে কেহো না জানিবে আর ॥২:৫

অথ জড়িমায়াং—

(সিদ্ধুড়া)

এ নব বয়েসে নব রসের তরঙ্গ হে এত দিনে গেল সব জানা ।
 এমন হইব বলি মনে যদি হইত হে তখনি করিতু তবে মানা ॥
 সে অতি ছলহ এই মনে অনুমানি হে হইলা জড়ের পারা তুমি ।
 ঘন ঘন তেজ এই তীখিণ নিশ্বাস হে ইহা কি সহিতে পারি আমি ॥
 না কহ না শুন কিছু না চাও নয়ানে হে ভ্রম কত কি বুঝিব আনে ।
 ঘুচায় এ সব হুখ এখুনি মিলায় হে নরহরি যদি তায় জানে ॥১

পুনঃ ধানশী—

কি বলিব নাতি ! নদীয়া নগরে সন্টার পরাণ তুমি ।
 এ হেন বয়েসে বেশ বিরহিত সহিতে নারিয়ে আমি ॥
 শুকাইল মুখ আঁখি ছলছল না চাহ কাহারু পানে ।
 না কহ বচন রহ আন মনে কিছু না শুনহ কাণে ॥

খেণে খেণে ভ্রম	নিশ্বাস বিষম	হুকার করহ তায় ।
নবীন পিরীতি	করে এই রীতি	ঠেকিলে দারুণ দায় ।
বোল বোল শুনি	সে কোন রঙ্গিণী	মোরে কি কহিতে লাজ ।
নরহরি জানে	না জানাবো আনে	গোপনে সাধিব কাজ ॥২।১৭

অথ বৈয়গ্ৰ্য—

(মালবত্ৰী)

সোণার নিমাই নাতি মোর ।

কি আর বলিব হিয়া	বিষাকুল হয় হে	চাহিতে বদন পানে তোর ॥
মধুর মধুর হাসি	সে নব ভঙ্গিতে হে	না কহ বচন সুধাপাশা ।
বারেক না চাও কারু	পানে দুটি আঁখি হে	সদাই বহয়ে বারিধারা ॥
তিলে তিলে বিকল	বিলাপ কত করো হে	কে পারে শুনিতে খেদকথা ॥
আনল সমান তেজ	দীঘল নিশ্বাস হে	বেথিত বুঝয়ে এনা বোথা ॥
মাখার শপথ এখা	লাজ পরিহর হে	সে কোন রঙ্গিণী বোল মোরে ।
নরহরি জানে কত	চাতুরি তুরিতে হে	আনিয়া মিলাব তায় তোরে ॥১

দেশী ভোড়ী—

নাতি কিশোর বয়স তোর ।	দেখি জুড়ায় নয়ন মোর ॥
তুয়া মধুর মধুর হাসে ।	মধু সুধা-গরব নাশে ॥
সদা রচহ নবীন বেশ ।	সে যে না রাখে ধৈর্যলেশ ॥
এবে চাহিতে তোমার পানে ।	নারি কহিতে যে হয় মনে ॥
তিল আঁখ না বাঁধহ খেহ ।	তেজো নিশ্বাস বিষম এহ ॥
তাহে করহ দারুণ খেদ ।	খেণে খেণে কত নিরবেদ ॥
হু'টি নয়ানে ঘটিল ধারা ।	মুখ হইল কাজর-পারা ॥
তহু কোমল শুকায় গেল ।	মন কেমন হরিয়া নিল ॥
কহি মিনতি করিয়া তোরে ।	লাজ তেজিয়া বোলহ মোরে ॥
ইথে নরহরি রহ সাথী ।	আনি মিলাব গোপনে রাখি ॥২।১৮

অথ ব্যাখ্যে—

(ভূপালী)

ওহে নাতি ! কি আর কথায় ।

বুঝিলু মরম তুয়া সরমে কি করে হে গির নহে হিয়ার বেথায় ॥৫৥
 পাণ্ডুর বরণ তহু সদা উতাপিত হে ঘটিল দারুণ শীত তায় ।
 মুকুতা ইছই তেজি তীখিণ নিম্বাস হে ভাগে ছুটি আখির খারায় ॥
 বরজ নাগরী লাগি বেক্সপ কালিয়া হে মনে করি সেই খেন তুনি ।
 দেখিতে এদশা মোর পরাণ বিদরে হে ইহা না সহিতে পারি আমি ॥
 কহ নরহরি-পাশে সে ধনী কে বটে হে কে তোহে ফেলিল প্রেমফান্দে ।
 তাহার নিদয়পনা মনে না করিহ হে সে কি তুয়া িনে থির বান্ধে ॥১

পুনঃ ধানশী—

হেদেহে নদিয়ানাগর নাতি ! মোরে লুকারহ এ কোন্ রীতি ।
 মন মজাইলা নাগরী মনে । নহিলে এমন হইবা কেনে ?
 হেম কাঁতি হৈল পাণ্ডুর হেন । উতপত তহু আনল,ভহু ॥
 সঘনে কাঁপিছ কিছু না ভায় । উসসি নিম্বাস তেজিছ তায় ॥
 সদাই ভিজিহ আখির জলে । লোটায়া পড়িহ ধরণীতলে ॥
 নরহরি জানে মনে বে করি । কহিলে কি তারে মিলাইতে নারি ?২।২।

অথ উল্লাসে—

(গাক্ষার)

ওহে নাতি ! কই এনা কথা ।

বরজে ফুলের বধু অতি রসিকিনী হে সেরূপ ফুলের বধু এথা ॥৫৥
 কত অমুরাগে ওনা কাহুরে মোড়িল হে চাহি চাক নয়ানের কোণে ।
 সেরূপ তোমার মন হরিয়া লইল হে নিরুপম আখির সন্ধান ॥
 নবীন বয়েসে গুনি বে দশা কাহুর হে সে দশা তোমার দেখি আমি ।
 কেবল বরণ ভিন সকল একই হে বুঝি যেন সেই হও তুমি ॥
 আহা নরি বোল বোল সে ধনী কে বটে হে যে ঘটানো হেম উমম দ ।

আনি তায় তোমারে যতনে মিলাইব হে নরহরি পুরাইব সাধ ॥১

পুনঃ আশাবরী—

ওহে নাতি ! নদীয়াকিশোর ।	হইলা কাহার রসে ভোর ॥
সদাই থাকহ নিরজনে ।	কথা কহ আপনার মনে ॥
খেণে তেজো দীঘল নিশ্বাস ।	খেণে অতি বিরহ হুতাশ ॥
খেণে ছুঁটি আঁখি বহে জল ।	খেণে তুমি হাস থলথল ॥
খেণে খেণে বাহ পদারিয়া ।	উইহ কাহাবে নেগরিয়া ॥
লাজ করো আমারে কহিতে ।	নরহরি না পারে সহিতে ॥২২৩

অথ মোহে—

(হিন্দোল)

নাতি ! ছুথ দেখা নাই যায় ।

মজ্জিলা পিরীতি রসে	বিষম হইল হে	হেন তহু খুলায় লোটায় ॥১॥
গোকুল-নাগর পারা	চরিত তোমার হে	তুমি সেই হেন মনে বাসি ।
তাহার পিরীতি যার	মনে তা শুনিহু হে	নাম তার রাখিকা রূপসী ॥
অতি রসিকিণী সেই	হেমতনু তার হে	তাহারে ভাবিতে হইলা গোরা ॥
তৈঁহো তুরা শ্রানল-	বরণ ঘুচাইল হে	এই অহুভব কৈলু মোরা ॥
নদীয়া নগরে বোলে।	সে কোন রমণী হে	যে তোমার মোহ ঘটাইল ।
নরহরি তারে মিলা-	ইব এই লাগি হে	কত না যুগতি দিরজিল ॥২

পুনঃ স্মৃতি—

নাতি ! কি আর বলিবু তোরে ।

মুকুছি পড়হ	খিতিতলে তহু	মরম না কহ মোরে ॥৩॥
সে নবীনা ধনী	কেমন না জানি	বে কৈলে পরাণ চুরি ।
নদীয়ানগরে	ফিরি ঘরে বরে	তারে না চিনিতে পারি ॥
যদি জান কেহো	না কহয়ে সেহো	রচিলু উপায় চিতে ।
দেব আরাধিয়া	তাহারে মিলিয়া	মিলাব তোমার সাথে ॥

সোণার বরণ সে হইল এমন না জানি কেমন হবে !
ঘটিল যে দশা ইথে কি ভরসা দাঁস নরহরি ভাবে ॥২২৫

অথ মৃত্যুদশায়াৎ— (গাঙ্গার)

চাঙ্কিতে মুখের পানে পরাণ বিদরে হে নাতি তোরে আর কব কত ।
ঘটিল দশমী দশা বিষম হইল হে সকল দেখিয়ে কাণ্ডমত ॥
রাধার নিরহে সে না অতি নিরঞ্জে হে তেজিব জীবন কৈল মনে ।
সখীমুখে সে ধনী শুনিয়া ব্যাকুল হে পিয়ায় নিলিল গিয়া বনে ॥
তোমার এদশা যদি শুনে সে রমণী হে তবে ওনা পরাণে মরিব ।
এ কুল-কলক ভয় লাজ ঘুচাইয়া হে জীবন যৌবন সমর্পিব ॥
কানিয়া হইতে তুয়া অধিক এ রীত হে এ হেন সময়ে কর লাজ ।
শুনিলে সে নাম ঘন- শ্রাম সেথা গিয়া হে তুরিতে সাধয়ে সব কাজ ॥১

পুনঃ আশাবরী—

ওহে নাতি ! এই কেমন কথা । শুনিতে অন্তরে পাইয়ে বেথা ॥
কারু হাতে কিছু যতনে দিয়া । মরিবারে চাহ বিপিনে গিয়া ॥
ও মোর নিমাই ! নিছনি যাই । হেন অমঙ্গল বলিতে নাই ॥
যা' সনে ঘটিল এ নব লেহা । সে ইথে কেমনে ধরয়ে থেহা ॥
যদি জানি যাই তাহার ঘরে । প্রাণ দিয়া মেন আনিয়ে তারে ॥
নরহরি জানে এ অতি দায় । গোপত পিরীতে পরাণ বায় ॥২২৭

অথাপদুতীগত্যুক্ত্যাদৌ— (স্নহই)

ওহে নাতি ! নিমাই স্নন্দর । আজু তোরে দেখিতে জুড়ায় কলেবর ॥
নিরঞ্জে তোমারে রাখিয়া । বুঝি কেউ কহিল সে ধনী-পাশে গিয়া ॥
সে এবে আসিব তুয়া পাশে । এ হেতু পথের পানে চাহিহ উলাসে ॥
শুভখনে মিলন হইব । নরহরিসহ দেখি আঁখি জুড়াইব ॥২২৮

অথ সংক্ষিপ্তসন্তোগে— (ধানশী)

আজু দেখি অতি উলাস তোরে । বোল বোল নাতি ! সে কথা মোরে ॥
বুঝি তুয়া সাধ সাধিলে বিধি । মিলাইয়া দিলে ঢুলহ নিধি ॥
নদীরার মাঝে সে ধনী ধনী । পাইল এ হেন পরশমণি ॥
নরহরি জানে মনেতে বাহা । এতদিনে হইল সফল তাহা ॥১:২৯

অথ স্বাপ্নসংক্ষিপ্ত-সন্তোগে— (ধানশী)

ওহে নাতি ! নিমাই মনেতে অনুমানি । স্বপনে মিলিল বুঝি সে নব রমণী ॥
মনে মনে কও কথা নিশাইয়া হাসি । পুছিলে না কহ কিছু রহ লাজ বাসি ॥
না পুরিল আশ এই স্বপন-বিলাসে । না ধর ধৈরজ পুন মণিবার আশে ॥
মিলাইব নরহরি থির কর হিয়া । জুড়াইব আঁখি তোমা দোহা নিরখিয়া ॥১:৩০

অথ সংক্ষিপ্ত সন্তোগ-রসোদগারে— (ধানশী)

আহা মরি এই নদীরাপুরে । এনা গুণ গুনি কে নাহি বুঝে ॥
নিরখিতে রূপ না থাকে বেথা । তোমা হেন নাতি ! পাইব কোথা ॥
আজু দেখি তোরে কেমন ভাঁতি । ঢুল্ ঢুল্ আঁখি অলস অতি ॥
সে রমণীমণি রঙ্গিণী সঙ্গে । বুঝি জাগিয়াছ রজনী সঙ্গে ॥
সুধাধারা পারা বিলাস তোর । শুনাইয়া হিয়া জুড়াহ মোর ॥
রাখিব গোপনে কহিবে যাহা । নরহরি একা জানিবে তাহা ॥১:৩১

কিঞ্চ (কামোদ)

গোরাটাদে নিরঞ্জে পায় ।

বৃদ্ধ নারী যত নিজ অভিমত দেখয়ে উলস হৈয়া ॥

এনা চরিত পুরুষ পারা ।

চাক্র চাতুরীতে রচয়ে বচন যেন সে অমিয়া ধারা ॥

তাঁহা শুনি সে রসিক রায় ।

নারে থির হৈতে কত উঠে চিতে চকিত চৌদিগে চায় ॥

হানি সভারে ভাণায় সুখে ।

নরহরি হেন কোতুকে বিমুখ মরয়ে মনের দুখে ॥১০২

ইতি তৃতীয় প্রকারে প্রথম আশ্বাদঃ ॥১০৩ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব-রাগঃ ।

শ্রীমদ্ ব্রজবিধো ধীম কিশোর রসবিগ্রহ ।

প্রণীত ময়ি গোবিন্দ রাধিকা-রতিলম্পট ॥

জয় রাধা কৃষ্ণ চৈতন্যের পরিকর । মো অজ্ঞের বাঙ্খা পূর্ণ কর নিরন্তর ॥

গাইল ত্রিবিধ গৌরগীত পূর্ব-মতে । কৃষ্ণ-পূর্ব-রাগ এবে গাই সংক্ষেপেতে ॥

শ্রীউল্লে পূর্ব-রাগ-লক্ষণ কহিল । কৃষ্ণ পূর্ব-রাগ তথা দিগ্ দর্শাইল ॥

দর্শন শ্রবণে পূর্ব-রাগ সে জন্মায় । সাক্ষাত চিত্র স্বপন-দর্শন এ ত্রয় ॥

বন্দী-দূতী-সখীমুখে গীতেতে শ্রবণ । এ চতুষ্টয়ে সে ত্রয়ে দশা দশ হন ॥

দর্শন শ্রবণ এথা যথাযোগ্য মতে । অল্পে জানাইব, ভয় পাই বাহুল্যেতে ॥

প্রথম আশ্বাদে স্থূলমতে জানাইব । দর্শন শ্রবণ পাছে কিছু বিবরিব ।

পূর্ব-ক্রমত এই অতি রসারন । তাহে শ্রোতাগণ আশ্বাদহ অনুক্ষণ ॥

নরহরি জন্মে জন্মে করে এই আশ । সুরুক অন্তরে মোর এ নব বিলাস ॥০

তত্র ভাববিতর্কে— [কাচিৎ সখী সখীং প্রত্যাহ]

বালা ধানগী—

আজু ঐছে কাহে হোয়ল কান ।

তেজল মুকলী মনোহর গান ॥

থসই সুবেশ না শকত সমারি ।

চঞ্চল চহঁ দিশ চকিত নেহারি ॥

শ্রবণহি আন বচন নাহি ভায় ।

বিকণিত কমল বিপিন তঁহি ধায় ॥

চম্পক কুমুদামে ভরু ছাতি ।

সোঁপই সজল নয়ন তহি মাতি ॥

থণে পুনকিত তহু অনুপন হাস ।

থণে থণে খোলি পরয়ে পীত বাস ॥

কৈছন রঙ্গ বুঝন নাহি যায় ।

ভণ ঘনশ্যাম পুছহ তুহঁ তায় ॥১

সখী শ্রীকৃষ্ণঃ প্রত্যাহ—

(সুহৃৎ)

এ নাগরবর ! বরজকিশোর ।
ঘন ঘন চৌকি চাহি চহঁ পাশ ।
মন রহ অন্ত তনক নহ থেহ ।
কহইতে মরম করহ বিশোয়াস ।

হেরইতে তোহে তরল মতি মোর ॥
কাহে তেজহ তুহঁ ঐছে নিশ্বাস ॥
কৈছে উছাহ পুলকে ভরু দেহ ॥
নরহরি অচিরে পূর্ব অভিলাষ ॥২

পুনঃ সুহৃৎ—

মাধব ! মরম হিপাইতে মোয় ।
তুষ মুখমুহুর গুপত নাতি খোই ।
করলি হৈলপন ছুটই ন নীঠ ।
শুনইতে ঐছে বচন ঘনশ্রাম ।

না বুঝলু কোনে শিখায়ল তোয় ॥
তিলে তিলে সকল বেকত করু মোই ॥
না কহ কাহুপৈ দেয়লি দিঠ ॥
লহ লহ হাসি কহই সখীঠাম ॥৩

অথ দর্শনং—

[সখীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

কিয়ে মঝু দিঠ পড়ল শশিবরনা ।
দারুণ বন্ধ বিলোকন খোর ।
মানস রহল পরোধর লাগি ।
শ্রবণ রহল অচু শুনইতে রাব ।
আশাপাশ না তেজই সঙ্গ ।

নিমেষ নিধারি রহল দৌ নয়না ॥
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর ॥
অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥
চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব ॥
বিদ্যাপতি কহ প্রেমতরঙ্গ ॥১

পুনঃ ধানশী—

অলখিত হাসে তেরি বিহসলি খোরি ।
কুটিল কটাপ ছটা পড়ি গেল ।
কাহার রমণী ও কে নাহি জানি ।
নীল কমলে ভ্রমর কিয়ে বারি ।
তে ভেল বেকত পরোধর শোভা ।
আধ লুকায়লি আধ উদাস ।

জহু রজনী ভেলি চাঁদ উজোরি ॥
মধুকর ডম্বর অঘরে ভেল ॥
আকুল করি গেও হানারি পরাগি ॥
চমকি চললি ধনী চকিত নেগরি ॥
কনক কমল হেরি কাহে মনোলোভা ॥
কুচ-কুম্ভ কহি গেও আপন আশ ॥

বিজাপতি কহ নব অমরাগ ।

গোপত মদন শর কাহে না লাগ ॥২

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! তাকর দরশে ঘো ভেল ।

সো মঝু মরমে মরমে রহি গেল ॥

কি বুঝব কতহি ভঙ্গি সঞে গোরা ।

অনখিত মোহে নিরখি চলু থোরি ॥

বঙ্কিম দিঠে উগারল নেহ ।

সরবস্ব হরল রহল শুন দেহ ॥

হোয়ল বিষম কি করব উপায় ।

ভণ ঘনশ্রাম মিলায়ব তার ॥৩৬

অথ শ্রবণঃ—

(শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাহ)

সুহৃৎ—

কবহ কি মরম করম কিরে লেখি ।

রহব কি ভরম, সরম নাহি পেখি ॥

ব্রজপতি কুলদীপক কহ মোয় ।

সো সব সূর্যশ তেজি চলু রোয় ॥

তিলে তিলে এই উপজে উপচক্ষ ।

দিশই দিঠে জন্ম ঘটল কলঙ্ক ॥

ভাবিছ বিরলে ধীরজপন রাখি ।

তৈথণে কোউ কাহসঞে ভাখি ॥

রাধানামে রমণীমণি বোই ।

তাকর সরিখ ভুবনে নাহি কোই ॥

শুনলু এইছে যব তুর গুণ-লেশ ।

তব মঝু মিরজ ভাজি দূরদেশ ॥

করইতে করই কি ঝরই নয়ান ।

কহত কি কহই না রহত গেয়ান ॥

বুঝই না পারি কি হোয়ল হিয়ায় ।

কহ ঘনশ্রাম কি করব উপায় ॥১

পুনঃ ভোড়ী—

কি মধুর নাম

শ্রবণ-পুটে পৈঠত

অগিচল চিত হরি নেল ।

মোহিনী মস্ত কি

অনিয় পয়োনিধি

বুঝইতে সংশয় ভেল ॥

রাখা কি মধুর নারী ।

ভূতলে কোন

কৈছে প্রগটায়ল

ঐহন শকতি বিখারি ॥৫৫॥

সকরুণ দৈব

বুঝলু হাম কত শত

জনমে কয়লু কত যাগ ॥

তব ইহ নাম-

রতন মোহে নিলল

আজু সফল মঝু ভাগ ॥

ভাণি ইহ বাণী

মনোরণে আকুল

প্লক-পুরিত প্রতি অঙ্গ ।

ধরই না খেহ নেহ ঝরু লোচনে নরহরি কি বুঝব রঙ্গ ॥২।৮
ধানশী—

মাধব মধুর পিরীতিময় দেহ । ধনী-অনুরাগে ধরই নাহি খেহ ॥
লোচন-কমলে গলয়ে জলধার । গদগদ বাণী ভণয়ে অনিবার ॥
পেখলু কি মধুর মূর্তি কিশোরী । শুনলু কি চবিত হরল মন মোরি ॥
ঐছন ভণইতে ভেল অগেযান । ঘন ঘন নিরখয়ে দূতী বয়ান ॥
উমড়ই হিয় তেজি উসসি নিশ্বাস । নরহরি তবহি দেয়ই আশোয়াস ॥২

শ্রীরাধিকায়াক নিকটে শ্রীকৃষ্ণাপ্তদূতীগমনঃ—

দূতীমাহ— হরিপ্রিয়া-প্রকরণে বক্ষ্যন্তে বাস্তব দূতিকাঃ ।
অত্রাপি তাযথাযোগ্যং বিজ্ঞেয়া রসবেদিভিঃ ॥ (উজ্জ্বল ২।১৭)

তত্র স্বয়ং (১) বংশী চ (২)—

আপ্তদূতী— বীরা বৃন্দাদিরপ্যাপ্তদূতী কৃষ্ণস্য কীর্তিতা ।
বীরা প্রগণ্ভবচনা বৃন্দা চাটুজ্ঞিপেশনা ॥ (উ ২।২০)
অশ্রাদাধারণা দূত্যো বীরাণাঃ কথিতা হরেঃ ।
লিঙ্গিগুণ্তাস্ত বক্ষ্যন্তে বাস্তবা সাধারণা দ্বয়োঃ ॥ (উ ২।২০)

ধানশী—

দূতী মুদিত মন মাহ । কত পরবোধি থির করু নাহ ॥
তৈথণে শুভষণ পাই । চললি বহি রহ রঙ্গিনী রাই ॥
বিরচি যুগতি রুচিকারি । ভেটত দিঠি ভরি চরকই বারি ॥
কান্ধ-চরিত উহ বেরি । নরহরি লহ লহ কহ মুখ হেরি ॥১০

দূতী শ্রীরাধিকায় প্রত্যাহ— [তত্রাদৌ দর্শন-জনিতঃ]

তোড়ী—

শুন শুন গুণবতি রঙ্গিণি রাই । তোহে হেরি হিয় বিকল মাধাই ॥
তহঁ কি কহলি দিঠি অঞ্চলে তায় । তব ধরি আন স্বপনে নাহি ভায় ॥

তুয় তনু অমুখণ করই বিয়ান । সো সুপুরুষবর হরল গিয়ান ॥
কহইতে উননত তুয় পরসঙ্গ । কাঁপই ঘাঘন ঘন যিনি অঙ্গ ॥
তেজই নিশাস না নিসরই বাত । লোচন ছলছল জল বহি যাত ॥
নরহরি নিছনি এঁছে অমুরাগি । পেখহ যাই বৈছে তুয় লাগি ॥১১

পুনঃ শ্রবণ-জনিতঃ— (সুহই)

এ সুবদনি ! তুয় কি মধুর নাম । শুনইতে আধ অধির ঘনশ্রাম ॥
ভগইতে চপল উলস নছ ছোট । মাগই বিধিক বয়ন কত কোটি ॥
বিসরল মুরলী-আলাপন রীত । পেখল তিনে তিনে ভেল বিপরীত ॥
নরহরি কত পরবোধই তায় । তোহারি পরণ তছ জীবন-উপায় ॥১২

অথ দশা দশ— [তত্র লালসা]

সুহই—

চম্পকদাম হেরি চিত কম্পিত লোচনে বহে অমুরাগ ॥
তুয়রূপ অস্তরে জাগয়ে নিরন্তর ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥
বৃষভানুন্দিনী জপয়ে রাতি দিন ভরমে না বোলয়ে আন ।
লাখ লাখ ধনী কহয়ে মধুর বাণী স্বপনে না পাতয়ে কাণ ॥
'রা' বোলই 'ধা' বোলই না পারই ধারা ধরি বহে লোর ।
পুরুষরতনবর ধরণী লোটায়ই কো কছ আরতি ওর ॥
গোবিন্দ দাস তুয় চরণে নিবেদল কান্নক সকল সছান ।
নিশ্চয় জানহ তুয় দুখ খণ্ডহ কেবল তুরা পরসাদ ॥১

পুনঃ সুহই—

কতশত যুগিতি বাহে অমুরাগি । সো নিশি দিবস যুরই তুয় লাগি ॥
সুন্দরি ! তুয় তনু পরণ-পিয়াস । পহিরই কনক ভূষণ পীতবাস ॥
চম্পক হার হরষে উর আনি । ধরইতে বিজুরি পসারই পাণি ॥
কুকুম পঙ্কে লেপি সব অঙ্গ । শ্রবণে না শুনই আন পরসঙ্গ ॥

ভণত নাম তুয় তনক উচারি । তেজই নিখাস কি রহই নেহারি ॥
করই গতাগতি যামুন-তীর । কহব কি ঘনশ্যাম নহ থির ॥২১৪

অথোদ্বেষঃ— (আশাবরী)

এ ধনি ! আনে না নিরিখয়ে নয়ানে । সোপল দিষ্টিযুগ তুয় বিধুবয়ানে ॥
কহইতে আন বচন নাহি ফুরই । তুয় তনু ভঙ্গি ভণত মন ঝুরই ॥
তুয় গুণ-শ্রবণে শ্রবণযুগ ধরয়ে । নিখসই নিরত চরণ নাহি পরয়ে ॥
নরহরি সহ নিবসই ঘন গহনে । তিলে তিলে মোহ ইহই তুয় বিহনে ॥২১৫

দেশী তোড়ী—

দেই দরশ অতি থোরী । তাকর সরবস্ব লেয়লি চোরি ॥
এধনি রঙ্গিণি রাধে ! পৌরই সো দুখ-জলবি অগাধে ॥৬॥
তেজই উসনি নিশাস । কাঁপই ঘন ঘন ভণই ন ভাষ ॥
তহি তনু শীত বিধারি । জন্ম জর করল অধিক অধিকারি ॥
মোহ ইছই ছবি ছীন । তিলে তিলে গৌত ধরণীতলে লীন ॥
নরহরি কহব কি রাই । ছোড়ি নিদ্রপন মিলহ মাথাই ॥২১৬

অথ জাগর্যো— (স্নহই)

গহন বিরহ গহলাগি । রজনী পোহায়ই জাগি ॥
করতহি তোপরি ধিয়ান । নিবরে ঝরই নয়ান ॥
এ ধনি ! জানি কহ আন । তো গিহু বিয়াকুল কান ॥৬॥
শীতল পীত নিচোল । তোহারি ভরমে করু কোল ॥
সো রস-পরশ না পাই । মুকুছি ধরণী লোটাই ॥
মনমাহা মদন-তরঙ্গ । ঘনঘন মোড়ই অঙ্গ ॥
কহতহি গদগদ ভাষ । না বৃহল্ গোবিন্দ দাস ॥২১৭

পুনঃ ধানশী—

এ ধনি ! কৈছে খটায়লি লেহ । মাধব আধ পলক নহ থেহ ॥

অমুখণ দগধই দহন অনঙ্গ । নীরস বদন অবশ সব অঙ্গ ॥
 জাগই নিশি নিশি উদসি নিশাসি । চহঁ শিশ নিরখি নয়নজলে ভাসি ॥
 নরহরি বচনে করহ অবগান । দেই পরশ-রস রাখহ পরাগ ॥২।১৮

অথ তানবং— (স্মৃহই)

শুন শুন গুণবতি রাধে ! মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে ॥ঙ্গ॥
 চান্দা দিন হি দীনহীন । সো পুন পালটি থেণে থেণে খীণা ॥
 অঙ্গুরা বলয় পুন ফেরি । ভাঙ্গি গঢ়ারল বুঝি কত বেরি ॥
 তোহারি চরিত নাহি জানি । বিতাপতি পুন খিরে কর হানি ॥১

পুনঃ স্মৃহই—

এ ধনি ! কহই না হোই । সো তুষ লাগি বিরহে রহ রোই ॥
 তিলে তিলে খাঁণ ভই যাত । কাজররেখ-সরিখ ভেল গাত ॥
 হোয়ল বস সঞে হীন । পরশ-পিয়াসে ভ্রমত নিশি দিন ॥
 নিরদয়পন দূরে রাখি । বেগি মিলহ ঘনশ্রাম এ ভাখি ॥২।২০

অথ জড়িয়া— (স্মৃহই)

মুদিত নয়নে হিরা ভুজুগ চাপি । গুতি রহল হরি কছু না আলাপি ॥
 পরগঙ্গে কহল মু' নামহি তোরি । তব্ হি মেলি আখি রহে মুখ মোরি ॥
 স্মরিরি ! ইথে নাহি কহি আনন্দ । তোহে অতুরত ভেল শ্রামর চন্দ ॥ঙ্গ॥
 যোই নয়ন ভঙ্গি না সহে অনঙ্গ । সোই নয়নশরে লোরতরঙ্গ ॥
 যোই অধরে সদা মধুরিম হাস । সোই নিরস ভেল দীঘ নিশাস ॥
 বিতাপতি কহ মিহ নহি ভাখি । গোবিন্দদাস কহ তুহ সখী সাখী ॥১

পুনঃ ধানশী—

এ স্মবদনি ! ধনি পেখহ যাই । মুদল দিঠি মহী লুই মাধাই ॥
 নিশসই সঘনে মলিন মুখচন্দ । পুছইতে কছু না কহই রহ ধন্দ ॥
 কি করলি কুটিল বিলোকনে তার । হোত কত হি ভ্রম ভবন না ভায় ॥

নরহরি কহব কি দগধয়ে কাম ।

দেই পরশ-রস রাখহ শ্রাম ॥২২২

অথ বৈয়গ্র্যং—

(কেদার)

মঞ্জুল বঞ্জুল

নিকুঞ্জ মন্দিরে

সোড়রি সৌ গুণগাম ।

মরম অন্তরে

জপই নন্তর

একধি তোহারি নাম ॥

রামা হে ! তেজহ কপট ছন্দ ।

মদন-হিলোলে

তো বিমু দোলত

নন্দনকন চন্দ ॥৩৭৮

হিম হিমকর

সলিল শীক

নিদই কালিন্দী তীর ।

সরস চন্দন-

পরশে নুরুহে

মজল জলত তীর ॥

কবছ উঠত

কবছ বৈঠত

পছ হেরত তোর ॥

অমল কমল

নরনবুগ-এ

সঘনে গলয়ে লোর ॥

এতছ যতনে

পুরুষা-তনে

চিত্তে নাহি বিশোয়াস ।

গহনে বিরহ-

দহনে দহই

কহই গোবিন্দ দাস ॥১

পুনঃ কানড়া—

এ রমণীমণি !

ভণব কত যত

তোহে তছু অনুরাগ ।

হানি শিরে নিজ

পাণি তুষ বিমু

বিফল মানই ভাগ ॥

উগাসি নিশসই

চৌকি চছ দিশ

ভ্রমই দুরবল দেহ ।

জপই নিশি দিশি

নাম তুষ তনু-

খানে ধরই ন থেহ ॥

পড়ই খসি শিখি-

পিঙ্ক মুকুট

বিলুই খিতি না সম্ভারি ।

বিসরি বংশী-

আলাপ অহুখণ

খেদ বচন উচারি ॥

মদন মদভর

হরল লোচনে

নিখরে বরু জলধার ।

বিরহ দহনছি

দহই ঘন ঘন-

শ্রাম সহই না পার ॥২২৪

অথ ব্যাধিঃ—

(আড়ালো)

কাঞ্চন যুথি-কুসুমগয় গোরা ।

নিরমই মুকুতি যতন করি তোরি ॥

তুয়া অনুরাগে আলিঙ্গই তায় ।

সো তনু তাপে ভসম ভই যাই ॥

শুন শুন বৃষভানু-কুমারি ! তুয়া বিরহানলে জলত মুরারি ॥ধ্রু॥
 ঝামর ভেল নীল উতপল অঙ্গ । লোরে না হেরই নয়ন-তরঙ্গ ॥
 বিগলিত মুরদী খুরলি রহ দূর । অনুখণ মদন-দহন ভরি পূর ॥
 বিছুরল পিঙ্গমুকুট পরিপাটি । সহচর মেলি মরত জীউ ফাটি ॥
 জীউ রহত অব তুয়া শ্যামোয়াস । তোহারি চরণে কহ গোবিন্দ দাস ॥১

কামোদ—

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিঝর ঝর কিয়ে কুসুমিত পরিবন্ধ ।
 কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ জলত হি চন্দন পত্র ॥

সুন্দরি ! কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে ।

নায়রি কোরে সোঙরি তোহে মুকুহই অপক্লপ নয়ন-তরঙ্গে ॥ধ্রু॥
 জমু নব জলধর ধরণী লোটারত আকুল চিকুর বিথার ।
 রাধানামে নয়ন ঘন বরিষয়ে আরতি কহই না পার ॥
 ধনি ধনি তুঁহু ধনী রমণী-শিরোমণি কানু সে তোহারি একান্ত ॥
 তুয়া পদপঙ্কজ ভালে নাহি ছোড়ত গোবিন্দদাস মতিমন্ত ॥২।২৬

অথোন্মাদঃ—

(ধানশী)

সুন্দরি ! মন্দিরে থির না থাকয়ে বচনে না দেয়ই কাণ ।
 চীর চিকুর এক না সম্বরে কত না বুঝাব আন ॥

রমা সবছ তোর উদেশ ।

বিরহে আকুল কানাই ভরমে ফিরয়ে দেশ বিদেশ ॥ধ্রু॥
 স্বপন কারণ শয়ন রচই তুয়া দরশনলাগি ।
 নয়ান মুদই মুদল না দেই হৃদয়ে উঠই আগি ॥
 খেণে নিশসই খেণে চমকই খেণে রোই খেণে গাব ।
 খেণে আপ ঝাপ কাঁপ উপজয়ে খেণেও বিবিধ ভাব ॥১

পুনঃ ধানশী—

(বিধাপতি-গীত)

এ ধনি কর অবধান ।

তো বিনে উনমত কান ॥

কারণ বিহু খণে হাস ।

অকুল অতি উত্তরোল ।

কাপরে ছুরবল মেহ ।

বিছাপতি করি ভাখি ।

কি কহয়ে গদগদ ভাষ ॥

হা ধিক হা ধিক বোল ॥

ধরই না পাদই কেহ ॥

রূপনারায়ণ সাথী ॥২২৮

অথ মোহঃ—

(পঠমঞ্জরী)

মাধবী লতার তলে বসি ।

তোহারি চরিত অম্মুমানৈ ।

ওহে রাই ! কি কাজ করিল ।

যবে জলে গিয়াছিল রাধা ।

বাড়াইয়া ছুথের পাখার ।

জল গেলে কি করিবে বাক্কে ।

জীউ গেলে কি কাজ শরীরে ।

রাধা রাধা জপে অবিরাম ।

বালা দানশী—

কি কহব রসবতী রাই ।

নব জলধর জিতি কাঁতি ।

মদন-বিজয়ী মুখ চান্দ ।

দূরে গেও বচন-বিভঙ্গ ।

সোঙরি নাম তুয় রোই ।

নরহরি সহচর মেলি ।

চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাশী ॥

ষোণী যেন করয়ে ধিয়ানে ॥

দেখা দিয়া পরাণ বধিলা ॥

হাঁচি জিঠি না পাড়িল বাধা ॥

এবে তুমি না কর বিচার ॥

নিশি গেলে কি করিবে চান্দে ॥

রাধাবিনে কি নন্দকুমারে ॥

না জানি মুরুছে ঘনশ্রাম ॥১

তুয়া বিনে নাহি জীয়ে মাধাই ॥

তিলে তিলে ভেল আন ভাতি ॥

সো ভেল কালিম ছান্দ ॥

নিচল হোয়ল সব অঙ্গ ॥

পড়ল ধরণীতলে সোই ॥

নিরখি বিয়াকুল ভেলি ॥২৩০

অথ মৃত্তিঃ—

(পঠমঞ্জরী)

এ ধনি ! এ ধনি ! বচন শুন ।

দেখিতে দেখিতে বাঁচয়ে ব্যাধি ।

সোণার বরণ হইল শ্রাম ।

নিদান দেখিয়া আইল পুনঃ ॥

যত তত করি না হয় স্তম্ভি ॥

সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম ॥

. গুতল ভুতল সোঙরি রাধা । একই বচন না শুনি আধা ॥
 না চিনে মাগুধ, নিমিষ নাই । কাঠের পুতলি রহিলা চাই ॥
 তুলাখানি দিল নাসিকা-কাছে । তবে সে বুবিল শোয়াস আছে ॥
 আছয়ে ঝাস না রহে জীব । বিলম্ব না সহে আমার দিব্ ।
 চণ্ডীদাস কহে বিরহবাধা । কেবল মরমে ঔষধ রাধা ॥১॥

পুনঃ আশাবরী—

ওহে রাই ! কি আর কথায় । তুয়া লাগি তেজিব জীবন শ্রায় ॥
 . ধরি নিজ প্রিয়জন-পাণি । আখে বহে ধারা কহে গদগদ বাণী ॥
 ওহে দূতী করিলা যতন । হইল নিদয় মোরে সে রাইরতন ॥
 করিহ উত্তরকালক্রিয়া । শুনাইহ 'রাধা' নাম নিকটে বসিয়া ॥
 রাইয়ের কুসুমবাটি যথা । রাখিহ আমার এই মৃত তনু তথা ॥
 এত কহি নারে থির হইতে । জপিয়া তোমার নাম পড়ে পৃথিবীতে ॥
 বারেক চাহিতে তার পানে । গলে দারুশিলা, পশু পাখী মরে প্রাণে ॥
 পরখিতে পাইলু নিশাস । নরহরি ভণে সে জীবনে নাহি আশ ॥২।৩২

সুহই —

কাহুক দশমদশা শুনি গৌরী । রোই ফুকরি ধীরজপন ছোরি ॥
 আপন ভাগ বিফল করি মানি । মুরুছি পড়ল মহি গহি সখীপাণি ॥
 কো ধরু বিরজ ধনৌক মুখ হেরি । দূতী উপায় বিরচিত উহ বেরি ॥
 ছহঁ গলে ছহঁক মাল লই দেল । তবহি পরমপর চেতন ভেল ॥
 ছহঁ ছহঁ পরশ পায়ল জন্ম তার । ভেটল কুঞ্জে উলস ভক্ত গায় ॥
 ভণ নরহরি কিয় প্রেমতরঙ্গ । সুল্লরী লাজে সক্রুচি রহ অঙ্গ ॥৩৩॥

সৈন্দবী—

আতুর মাধব পায়ল ধাম । সম্মুখে জাগল মনমথ গাম ॥
 ধনী মুখটাকি রহল এক পাশ । বাদরে শশী জন্ম করল গরাস ॥

চতুর সখীজন ইঙ্গিত জানি ।
 রুঠি বলয় কিরে বানধন বাজে ।
 কত কত সখীজন করয়ে উপায় ।
 রতিরস-পণ্ডিত নাগর রঙ্গী ।
 দাহিন হাতে চিবুক গহি রাখে ।
 নয়ন চকোর অমৃত ভরি পিরে ।
 ভুজভরি আমল কুসুম-শরান ।
 নগ-খর-অরুণে কক্ক কফার ।
 সঘন আলিঙ্গন নির্ভর কেলি ।

আরত নাহি ধ্যল ধনী-পাণি ॥
 বানী কছুও না কহে ভালাজে ॥
 ধনী মুখচন্দ্র কনহঁ না দেখায় ॥
 ছাপি ধরল তব বেণী-ভুজঙ্গী ॥
 সম্মুখে বদন-ইন্দু-রস চাখে ॥
 অপরূপ দুহঁক জীউ তব জীয়ে ॥
 জনম সফল মানল পাঁচবাণ ॥
 ছটছটি ছোটাই মোতিয় হার ॥
 কহে হরিবল্লভ সব সুখ ভেলি ॥৩৪॥

ধানশী—

রাষ্ট্রিক যতনে লেই নিজ অঙ্ক ।
 অপরূপ দুহঁকর পঙ্কিল বিলাস ।
 প্রকল্পিত তরকুল বস্মি উজোর ।
 নাচত শিশী পিচ্ কুহকত কোর ।
 নরহরি এঁছে সময়ে সখীপাশ্র ।

বৈঠলু কান্ন ললিত পরিবন্ধে ॥
 হেরইতে সহচরী পরম উলাস ॥
 উনমত ভ্রমর ভ্রমই চহঁ ওর ॥
 মঙ্গলময় ভেল কুঞ্জকূটর ॥
 হেরি পূরব কিয়ে হিয়-অভিলাষ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীকৃষ্ণ প্রবরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম প্রথম আশ্বাদঃ ॥১॥



পুন স্তব্ধ যথা—

সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ—

(আশাবরী)

ওহে কালিয়া নাগররাজ ।
 সদা নয়ান মুদিয়া থাকো ।
 খেণে পুলকে ভরিছে গা ।
 খেণে ছাড়িছ দীঘ নিশাস ।

কিছু না বুঝি তোমার কাজ ॥
 জানি অন্তরে কারে বা দেখো ॥
 চলি যাইতে কাঁপিছে পা ॥
 হাসি কারে কহো মুদ্রভাষ ॥

কহু না দেখি এমন ধারা ।

তুমি হইলা পাগলপারা ।

দেখি পরাণ ধরিতে নারি ।

বোলো কি হইল, উপায় করি ॥

সখীবচনে উগাস মনে ।

কহে চাহি নরহরিপানে ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

(তোড়ী)

ধির বিজুরী-

বরণ গৌরী

পেখিলু ঘাটের কূলে ।

কানড়া ছান্দে

কবরী বাজে

নবমল্লিকার মালে ॥

সখি ! মরম কহিলু তোরে ।

আড় নয়ানে

ঈষত হাসিয়া

আকুল করিল মোরে ॥১॥

কুলের গেড়ুয়া

লুফিয়া ধরয়ে

সবনে দেখায় পাশ ।

উচ কুচধুগ-

বসন যুচায়

মুচুকি মুচুকি হাস ॥

চরণ কমলে

মল্ল তোড়ল

সুন্দর যাবক-রেখা ।

কহে চণ্ডীদাসে

হৃদয় উল্লাসে

পুন কি হইবে দেখা ॥২॥

পুনঃ বরাড়ী—

একে সে সুন্দরী

কনক পুতরি

খঞ্জন গোচন তার ।

বদন-কমলে

ভ্রমরা বুলয়ে

তিমির কেশের ধার ॥

সই ! নবীনা বালিকা সে ।

দৈব উপজিল

দেখিতে না পা'ল

সুমতি না দিল কে ॥৩॥

নজর উজোরে

বরণ ছটায়

ধৈরজ উঠাইল যে ।

সঙ্গে কেহো নাই

শুনহ সে ভাই

কাতারে সুধাব কে ?

দন্ত বে দ্বিজ

দাড়িষ বীজ

ওষ্ঠ যে বিষক শোভা ।

দেখিয়া জলুফে

মদন কলুফে

মন যে হ'ল লোভা ॥

গলায় মাল

শোভিত ভাল

তাম্বুল বদনে তার ।

চপিত চবনে

পড়িছে বদনে

শোভিত হিঙ্গুলধার ॥

চণ্ডীদাসে বোলে

গিয়াছিল জলে

আইল আপন ঘরে ।

রাজার কিয়ারী

সুন্দরী কুমারী

তুমি কি করিবে তারে ॥৩

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

সখি ! তা সনে করিব লেহা ।

জনমে জনমে

তার রাঙ্গা পায়

সোঁপিব আপন দেহা ॥

তারে হিয়ার উপরে ধরি ।

নিরুপম হাসি-

মাখা মুখখানি

দেখিব নয়ান ভরি ॥

সদা পূরাব মনেব আশ ।

শ্রবণ ভরিয়া

শুনিব সে নব

অমিয়া মধুর ভাষ ॥

এত কহি বৈরজ-হারা ।

নরহরি-পানে

হেরি নেবারিতে

নারয়ে আঁখির ধারা ॥৪

দেশপাল—

সখি ! শ্রামেরে পবোধ দিয়া ।

মনের উলাসে

রসবতী-পাশে

তুরিতে কহয়ে গিয়া ॥

রাই ! কি কৈলা দারুণ কাজ ।

যমুনার জলে

কি ছলে যাইয়া

বধিলা রসিকরাজ ॥

তারে হানিয়া নয়ান-শরে ।

বিজুরীর পারা

চমকি চলিয়া

আটগা আপন ঘরে ॥

সে যে থোরি দরশন পাই ।

আহা মরি মরি

করিয়া বুরয়ে

কি আর বলিব রাই ॥

দেখ যে দশা ঘটিল তার ।

আনের কি কথা

নিরগিতে দারু

পাষণ গলিয়া যায় ॥

ধনী শুনি বাধয়ে থেহা ।

সখীর সহিত

অতি অলখিত

চলয়ে নিকুঞ্জ গেহা ॥

কিবা ভঙ্গিতে গমনখানি ।

বুড় মুখ নাছে

চরণে নুপুর

কাত্ত উনমত শুনি ॥

শোভা নিরখি নাগররায় ।

নরহরি সাথে

কত মনোরথে

রাইয়ের নিকটে যায় ॥৫

ধানশী—

রাই নিরখি কামুর রৌত ।

অতি উলসে উথলি চিত ॥

লাজে না যায় কামুর পাশে ।

মুখ ঘুষটে ঝাঁপিয়া হাসে ॥

কাল পবণ করয়ে ছলে ।

ধনী সামান্য সখীর কৈলে ॥

সখী কত না বস্তন পাই ।

শ্রামসুন্দরে সোপয়ে রাই ॥

সুখে ভাসিয়া নাগররাজ ।

রঙ্গে বিগসে নিকুঞ্জ-মাঝ ॥

আজ্ঞা এ নব মিলন দেখি ।

নরহরি কি জুড়ানে আঁখি ॥৬

ইতি শ্রীগৌড়চন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ॥২:৪:১॥



সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ—

(তোড়ী)

ওহে রসিক নাগর রায় ।

সদা পুলক দেখিয়ে গায় ॥

আজ্ঞা না জানি কি সুখে ভাসি ।

ঘন অঙ্গমোড়া দিছ হাসি ॥

ছ'টি নয়ান চঞ্চল হৈলো ।

কোথা কি নিধি দেখিলে বোলো ॥

কামু শুনি স্তমধুর ভাষে ।

ধীরে কহে নরহরি-পাশে ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

(শ্রীরাগঃ)

তরুণী হরিনী-

নয়নী রাই

দেখিলু আজিনা-মাঝে ।

কিবা বা দিয়া

অগিয়া ছানিয়া

গড়িল দোন্ বা রাজে ॥

সখি ! কিবা সে সুন্দর রূপ ।

চাহিতে চাহিতে

পাশি গেল চিতে

বড়ই রসের কুপ ॥৩॥

সোণার কটোরি	কুচবুগ গিরি	কনক-মন্দন লাগে ।
তাহার উপর	চুড়াটি বনাইলে	সে আর অধিক ভাগে ॥
কেমন কারিগর	বনাইলে ঘর	দেখিতে না পালু তারে ।
দেখিতে পাইতু	শিরোপা করিতু	এমন মন যে করে ॥
এমন মন্দিরে	শয়ন করয়ে	সে মেন নাগর কে ।
হৃদয়ে আছিল	বেকত হইল	দেখিতে না পালু সে ॥
হিয়ার মালা	ঘোবন ডালা	গমারি পসারে যেন ।
চান্দ যে কাটিয়া	চাকা যে করিয়া	তাহে বনাইল তেন ॥
অধর-সুখা	পড়িছে মুদা	দশন মুকুতা শবী ।
মোর মনে হয়	এ মতি কবয়	তাহাতে ব'ইয়া পলি ॥
চণ্ডীদাসে নয়	ও কথাটি হয়	মরম कहিলে বটে ।
আর কার কাছে	কহ জানি পাছে	তবে সে কুচ্ছাই রটে ॥২

পুনঃ আশাবরী—

মোরে যে বোলো সে বোলো সপি !

সে রূপ নিরখি	নারি নেবারিতে	জিল যুগল আখি ॥৩॥
ও না তলুখানি	কেবা পিরজিল	কি নধু মাখিরা তার ।
সে মোরভরসে	উনমত নাসা	ভ্রমর হইয়া ধায় ॥
কিবা সে ভঙ্গিতে	চাহে চারিভিতে	হাসিতে অমিয়া খসে ।
হেন করে হিয়া	চকোর হইয়া	রহিয়ে উছারি পাশে ॥
নরহরি জানে	আনে কি বলিব	প্রাণে না সহয়ে আর ।
এ তেন রঙ্গিনী	বিভি মিলাইলে	করিয়ে গলার হার ॥৩
পঞ্চম—		

রাইরূপেতে মজিয়া কাহ্ন ।

সে শোভা কহিতে	কত উঠে চিতে	ধরিতে নায়ে তনু ॥
---------------	-------------	-------------------

কালচাঁদে বিষাকুল দেখি ।

গিয়া রাইপাশে

গদগদ ভাষে

কণ্ঠে চতুর সখী ॥

ধনি ! বৃঝিছ গরিমা তোর ।

কুলবতী কুল

যা লাগি ছাড়য়ে

সে তুষা ভাবিতে ভোর ॥

তারে তুরিতে মিলহ যাই ।

নরনারি কত

প্রবোধয়ে তমু

তিলেক সম্বিত নাই ॥৪

দেশপাল—

ধনী শুনি সে কানুর কথা ।

চঞ্চল লোচনে

চাহি চারি পানে

চলয়ে নাগর যথা ॥

কাল্য মাধবীতলার তলে ।

রাইরূপ চিতে

ভাবিতে ভাবিতে

ভাসয়ে অঁথির জলে ॥

ও না অঙ্গের সৌরভ পায় ।

উঠয়ে চমকি

মেলি ছুটি অঁথি

দেখে অনিমিত্ত হৈয়া ॥

রাই আইসে করিয়া আলা ।

কনক কেশর

গোরোচনা জিতি

থকিত বিজুগী পারা ॥

কানু, একপ অমিয়া পানে ।

মাতি তরাতরি

চলে আগুসরি

কাঁপয়ে মদনবাণে ॥

হেন সময়ে সে দূতী ধায়া ।

রাইরে কহে আসি

ওহে শ্রামশনী

দেখহ রয়াছে চায়া ॥

রাই দেখয়ে কালিয়া তনু ।

দলিত অঙ্গন

নীলমণি ঘন

জিনিয়া কুসুমধনু ॥

দেখি ধৈর্য ধরিতে নারে ।

কত না যতনে

চাকি অঁথি মুখ

রহয়ে সখীর কোরে ॥

সখী-ইন্দ্রিতে গোকুলবিধু ।

পরশের আশে তোষয়ে সে নব যচনে ঢালয়ে মধু ॥
 ধরে ধনীর দুখানি পায় ।
 লাজ ভয় পরি- হরি সুবদনী বঙ্কিম নয়ানে চায় ॥
 কাহ্ন হাসিয়া করিল কোরে ।
 মুখে মুখ দিয়া হিয়ামাঝে রাখি সফল হইলু বোলে ॥
 কিবা আনন্দ উথলে আজ ।
 নরহরি চহঁ রঙ্গ কি দেখিব নিকুঞ্জভবন-মাঝ ॥৫
 ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বরাগে
 সংক্ষিপ্তসম্বোধনং নাম তৃতীয় আশ্বাদঃ ॥৩৪৬

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সখীবাক্যং— (মালবত্ৰী)

ওহে কালা কেনে এমন হৈলা । না জানিয়ে কারে দেখিয়া আইলা ।
 তিলেক ধরিতে নারহ থেহা । ভাবিতে মলিন হইল দেহা ॥
 মরম কহিতে না কর লাজ । যতনে পাখিব তোমার কাজ ॥
 শুনি নাগর হরষ হৈয়া । কহে নরহরি-পানেতে চায়া ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (সুহই)

বেলি অসকালে দেখিল যে ভালে পথেতে বাইতেছে ।
 জুড়াইল কেবল নয়ন-যুগল চিনিতে নারিলু কে ?

সই ! রূপ কে চাহিতে পারে ?

অঙ্গের আভা বসনের শোভা পাসরিতে নারি তারে ॥৫॥
 বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে কনক কটোরি হাতে ।
 সীথায় সিন্দূর নয়নে কাজর মুকুতা শোভিত নখে ॥
 নীল যে শাড়ী মোহন-কারি উছলিতে দেপি পাশ ।
 কি আর পরাণে সোঁপিছ চরণে দাস হইতে মনে আশ ॥
 কুচযুগগরি কনক কটোরি শোভিত হিয়ার মাঝে ।

ধীরি ধীরি যায়	ফিরি ফিরি চায়	যন না চায় লোকলাঞ্জে ॥
কিবা সে ভজিমা	কি দিব উপমা	চরণ মধুর গতি ।
কোন ভাগ্যবানে	পায়াছে কি দানে	ভজিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডীদাসে কয়	সুবতী এ নয়	বধিতে নাগর জনে ।
অমিয়া আনিয়া	যতন করিয়া	গড়িয়া বুঝি অহুমান ॥২

পুনঃ গাক্ষার—

পথে জড়াজড়ি	দেখিলু সুল্লরী	সখীর সহিতে যায় ।
সকল অঙ্গ	মদন তরঙ্গ	হসিত বদনে চায় ॥

সখি! কেবল মোহিনী মেহ ।

যদি পাই সহায়	এমতি হয়	তা' সনে করিয়ে লেহ ॥৩॥
নীল যে তার	মুক্তা হার	শোভিত দেখিয়ে ভাল ।
যেন তারাগণ	উদিত গগন-	চান্দরে বেড়িয়া জাল ॥
কুচ যে মণ্ডলী	কনক কটোরি	বনাইলে কেমন ধাতা ।
হাসির রাশি	মনের খুসি	দান করিছে দাতা ॥
চণ্ডীদাসে কয়	দান যে-হয়	কি জানি মাগিবা তায় ।
যে খন মাগিবা	ভাহাই পাইবা	অপয়শ রহি যায় ॥৩

পুনঃ আত্মপঞ্চম—

মোরে কি বোলহ আর ।

যশ-অপয়শ	প্রাণ-সরবস্ব	সৌপিণ্ড চরণে তার ॥
----------	--------------	--------------------

হেন উপায় বোলো হে সখি !

সে চান্দ বসান	পুন যেন ছুটি	নয়ান ভরিয়া দেখি ॥
---------------	--------------	---------------------

তবে জীবন সফল হয় ।

শে নব রমণী-	মণি যদি মোরে	আপন করিয়া লয় ॥
-------------	--------------	------------------

শুনি ঞামেরে অবোধিয়া ।

নরহরি ছগে

চলে ধনীপাশে

কহয়ে উলাস হিয়া ॥৪

ধানশী—

রাই কি কাজ করিলা পথে ।

শ্রামপানে চারি

মুচুকি হাসিয়া

আইলা সখীর সাথে ॥

ওগো খানিক দাঁড়াতে হয় ।

অঁখি ভরি তোমা

দেখিতে না পানু

ইহা কি পরাণে সর ॥

তুমি হইয়া এমন দানী ।

হেন সুপুরুষে

কেন নাহি দিলে

এ তুমি পরশমণি ॥

শুনি লাজে নতমুখী রাই ।

নরহরি কহে

একি অপযশ

এখনি মিলহ বাই ॥৫

দেশপাল—

সখী রাইমুখপানে চারি ।

গনের উলাসে

সাজাইয়া কত

কোতুকে চলয়ে লৈয়া ॥

কিবা শোভা কি উপমা তার ।

অজের সৌরভ

পায়ি চারি পাশে

ভ্রমর মাতিয়া ধার ॥

কিবা তজ্জিতে গমনথানি ।

কত শত মনো-

মথ মুরুছয়ে

নুপুর-শব্দ শুনি ॥

কুঞ্জে হইল দৌহার বেথা ।

নরহরি ভণে

প্রথম মিলনে

সুখের নাহিক লেখা ॥৬

বালা ধানশী—

আজু কি নব মিলনরঙ্গ ।

তুহঁ উলসে তরল অঙ্গ ॥

ধনী চাহিয়া কাহুর পানে ।

মুখ লুকার কাড়িয়া সানে ॥

সখী-ইজিতে কালিয়া সোণা ।

কত প্রকাশে রসিকপনা ॥

নিজ জীবন সফল মানি । কুচ-কমলে ধরয়ে পাণি ॥
 মুখে মুখ দেই কত ছান্দে । যেন চান্দ গরমসে চান্দে ॥
 ধনী লাজে কহে আধ অধ । তাহা শুনিতে কত না সাধ ॥
 কিবা বিলসে কালিয়া-কোলে । যেন জলদে দামিনী দোলে ॥
 সখী সে শোভা সঘন চায় । নরহরি কি হেরব তায় ॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণশ্রু পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম চতুর্থ অঙ্কাদঃ ॥৪।৫৩

সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ— (বালা ধানশী)

মাধব সমুদলু কাজ । কহইতে না করহ লাজ ।
 এ নিজজন পরবীণ । জানয়ে যুগতি নবীন ॥
 করব তোহারি মনহিত । করহ বচনে পরতীত ॥
 এছন শুনত মাধাই । কহে নরহরি মুখ চাট্টি ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্য— (বালা)

কি যে দেখায়লি পটে শশিবয়ন । নিমিত্ত নেবারি হরল দৌ নয়না ॥
 মানস রহল পয়োধরে লাগি । অন্তরে রহলিহ মনমথ জাগি ॥
 শ্রবণ রহল দৌ না শুনলু রাব । ও রূপ চাঙ তহি বচন না আব ॥
 করে কর পরশিতে বিহি করে বাম । তোরি চরণ ধরেঁ পুরু ময়ু কাম ॥
 নায়কী কয়ল হামারি রসভঙ্গ । বিজ্ঞাপতি ভণ নাহি তেজু সঙ্গ ॥২

পুনঃ শ্রীরাগ—

সখি ! হেরইতে বিপরীত ভেলা ।

সুন্দরী দরশে মনহি রস উপজয়ে নিশবদ সো ধনী উত্তর না দেলা ॥
 কনক কমলসম সো তম্বু সুন্দর কাঠ কঠিনসম সো তম্বু ভেলা ।
 কঙ্কু ক হেরইতে বৃডল তম্বু মন বিহি বর অপরূপ মুরতি গড়ল ॥
 বদনক ভাঁতি পেথিতে ভুললহি অধর হরল মন মনমথ মোরা ।

তাকর নয়ন হেরি জম্ম পঙ্কজ কুতুগ তাকর তাহে হেরি ভাৱা ॥
লহ লহ হাসনি অধরে মিলায়ত নিরস অধরবর বচন না আন ।
ভগ্নে বিতাপতি শিবসিংহ নরপতি ইহ রস লছিম দেবী ভালে জান ॥৩

ধানশী—

চিত্রমুৰুতি চিত্র হরল হামারি । সো কহ কৈছে রমণী সুকুমারী ॥
এ সখি ! মরম উদারলু তোয় । তা বিম্ব মদন-দহনে দহে মোয় ॥
ভগ্নইতে ঐছে ভগ্নই নাহি যাত । তিলে তিলে হোত অবশ সব গাত ।
লোচনজল ছলকই অবিরাম । তহি পরবোধ দেয়ই ঘনশ্যাম ॥৪

সুহই—

মাধব ! ধর ধৈরজ পল এক । সো ধনী হোয়ব নয়ন-পরতেক ॥
তা' সঞে ধৈছে ঘটয়ে রসকেলি । সোই উপায় রচব সখী মেলি ॥
ঐছে বচন ভগি চলু ঘাঁহি রাই । কান্তক চরিত নিবেদয়ে বাই ॥
এ ধনি ! সো সুপুরুষ গুণবন্ত । বাহে নিরখি মুকুছয়ে রতিকান্ত ॥
সো তুষ মুৰুতি চিত্র অবলোকি । মুকুছত খিতি ধৃতি রহত ন রোकि ॥
ঐছে রসিকসহ সমুচিত লেহ । তাহে তেরত না রহব তুষ গেহ ॥
তুঁহ তাহে কহি না নিরখলি রাই । কহলু বচন পরীখহ তহি ঘাই ॥
সুন্দরী পুছই কৈছে তছু কাঁতি । সখী কহে সো মণি মরকত ভাঁতি ॥
যব তুঁহ হুঁহ তম্ব হোয়ব এক । তব হব জলদ-বিজুরী পরতেক ॥
শুনি ধনী হাসি বসন মুখে দেল । অন্তরে মনমথ অঙ্কুর ভেল ॥
হরখে চতুর সখী ভবহি সিংহারি । রঞ্জিণী রভসে রহই না পারি ॥
সহচরী করগহি কয়ল পয়ান । নরহরি দূরে দরশায়ল কান ॥৫

ধানশী—

সুন্দরী কান্দ-বদন অবলোকি । লোচন-বারি যতনে রহ রোकि ॥
অবিরল পুলকে বিয়াপল গাত । ধৈরজ ধরত ধরই নাহি যাত ॥

সখী ৭২ গহই বহই নহ হাসি । মাধব তবহি লখই মুখে ভাসি ॥
 সুন্দরী নিয়রে মদনভরে কাঁপি । সৌপল সখী পছঁ উরে উর ঝাঁপি ॥
 চুপই বদন চিবুক গহি তাহ । ধনী ভয়লাজে বদন সকুচাহ ॥
 পাঁহল বিলাস এ অপরাগ রীত । নরহরি হেরি কি জুড়াব চিত ॥খ

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত সংস্কারগবর্ণনং নাম পঞ্চম অঙ্কাদঃ ॥৫।৫০

সখী শ্রীকৃষ্ণঃ প্রত্যাহ—

(সুহই)

কহ কহ নাগররাজ । কৈছে লখই তোহে আজ ॥
 প্লক বিয়াপল গায় । লোচন চহঁ দিশ ধায় ॥
 কাছক দরশ কি ভেলি । তা সঞে করবহ মেলি ॥
 শুনি ঘনশ্রামে নেহারি । লহ লহ বচন উচারি ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যঃ—

(বালা)

পেথলু কামিনী করত সিংহার । স্বপনে হেরি মন হরল হামার ॥ঞ॥
 নয়নহি অঞ্জন বয়ন উজোর । কমলিনী কোরে জহু অঞ্জন জোর ॥
 মধুর অধরে মিলি দশনক জোতি । মাণিকে বৈঠায়ল জহু গজমোতি ॥
 মৃগমদ চন্দন সিন্দূরবিন্দু । রবি তেজি রাহু ধরল জহু ইন্দু ॥
 ভণ্ট বিতাপতি শুন বরনাহ । পারবি সো ধনী কর উপচাহ ॥২

ধানশী—

পেথলু স্বপনে থৈছে সুকুমারী । সো কি বরজে রহ বুঝই না পারি ॥
 কেশর বিজুরী কনকমণি জোতি । তাকর তহু কচি সরিথ না হোতি ॥
 পদনখে শরদ চাঁদ মদ ভাগি । মনমথ কোটি রোয়ই পগলাগি ॥
 অবহঁ ভঙ্গি হিয়ে জাগই মোর । কো অছ ইছে করব তছ ওর ॥
 কো বিহি গঢ়ল কি অমিয় মিশায় । কবহঁ না শুনলু দেখব কিয়ৈ তায় ॥
 শুণ ঘনশ্রাম বরজে রহ সোয় । তাকর দরশ ভাগ সঞে হোয় ॥৩

কল্যাণ—

মাধব শুনি সখীবাতি ।	নিশসই নোরে নয়ন ভরি যাত ॥
কহই ঢুলহ অতি সোয় ।	বুঝল বিকল ভেল নিঃশব্দ না মোয় ॥
অব উহ যুক্তি ধিয়াই ।	তেজব দেহ, তথ সহই না বাই ॥
নরহরি ভগ মন ভায় ।	ধৈরজ ধর ইথে করব উপায় ॥৪

আশাবরী—

মাধব দেই আশোয়াস ।	চল চতুর সখী সন্দরীপাশ ॥
সুন্দরী সখীক নেহারি ।	পুছই কুশল ইহ কহই সম্ভারি ॥
ধনি হে ! পুছব কছু তোয় ।	উচিত বিচার কহনি তছু মোয় ॥
কাছ স্বপনে কো দেখি ।	সো যদি তা' বিমু জীবন উপেখি ॥
ছোড়া জাঁউ শুনি এহ ।	করব কি উচিত উত্তর ইথে দেহ ॥
ধনী কহে তেজহ দিয়াজ ।	যৈছে জীবব উহ করব সো কাজ ॥
এছে কহল যব গোরী ।	তব সখী মধুর হাসি কহ খোরি ॥
এ বিধুমুখি ! তোহে আজ ।	পেথল কোউ স্বপনে ব্রজমাঝ ॥
ধনী কহে কো কহ নাম ।	সখী কহে সো সুপুরুষ বনশ্রাম ॥
শুনইতে ঐছন বাত ।	টলমল নয়ন পুলকে ভরু গাত ॥
ধনী কহে কহ পুনবার ।	বরষলি ক নব অমিয় রসসার ॥
নরহরি কহে চল রাই ।	রাখহ জীবন তুরিতে তাই যাউ ॥৫

ধানশী—

সুন্দরী চল সখী সাথ ।	চলইতে পুছই প্রাণপিপাষ বাত ॥
ধনী খণে মনে ভয় মানি ।	কৈছে মিলব হাম অতি অসিয়ানী ॥
সখী শাহস উপজায় ।	যৈছে মিলব সব দেয়ল শিখায় ॥
তাই উপনীত সুকুমারী ।	কামু বিকল যদি রহই নেহারি ॥
লোচন-পথগত ভেল ।	মাধব জীবন নিছনি ছকি গেল ॥

চলল আগুসারি তাহি । ধনী রহ লাজে সখীক সহ বাহি ॥
 সহচরী ইঙ্গিত কেল । রাইক সমীপ শ্রাম তব গেল ॥
 ভগব কি উগত হিয়ায় । মানি মুকুতি কর ধরু ধনীপায় ॥
 ইহ মধু সরস্ব ভেল । শুনি ধনী হাসি বসন মুখে দেল ॥
 ললিত ভঙ্গি উহ বেরি । মাধব মধুর হসই ঘন হেরি ॥
 চুখই চান্দ বয়ান । উলসে ভরল হিয় হরল গেয়ান ॥
 নরহরি লখব কি রঙ্গ । শুভথণে দুহঁক মিলন দুহঁ সঙ্গ ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্ত-সন্তোগবর্ণনং নাম ষষ্ঠ আশ্বাদঃ ॥৬।১



সদী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ— (হিন্দোল)

ওহে কাল! কেনে এমন দেখি । অরুণ বরণ হৈয়াছে আঁখি ॥
 ভিল আঁখি থির হইতে নায়ে । অনুথণে মনে মনে কি করো ॥
 স্বপনে না শুনো বচন আন । কি কথা শুনিতে পাতহ কাণ ॥
 নিরঞ্জে একা দোসরহীন । না জানি কি জপ রজনীদিন ॥
 ছাড়িলা মোহন মুরলী গান । বুঝিয়ে কেহো না হরিল প্রাণ ॥
 শুনি নরহরি সখীর পাশে । কহে শ্রামশী মধুর ভাষে ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্য— (মোহনী)

সখি! রাধানাম কি কহিল । শুনি মন কাণ জুড়াইল ॥
 কত নাম আছেয়ে গোকুলে । হেন হিয়া না করে আকুলে ॥
 ও নামে আছেয়ে কি মাধুণী । শ্রবণে রহল সুধা পূরি ॥
 চিতে নিতে মুকুতি বিকাশ । অমিয়া-সায়রে ঘেন বাস ॥
 আঁখিতে দেখিতে করে সাধ । এ যত্ননন্দন মন-কান্দ ॥২

বালা ধানশী—

‘রাধা’ নাম কহিতে কহিতে ।

সখী-হাত মাখে ধরিয়া ।

যদি প্রাণ রাধিবারে চাও ।

এত কহি থিয় নহে হিয়া ।

দেখিয়া কাহুর দশা দূতী ।

সজল নয়ানে রাই-পাশে ।

কালিয়া নারেরে থিয় হইতে ॥

কহে অতি কাতর হইয়া ॥

তবে মোরে বারেক দেখাও ॥

ধারা বহে নয়ান নাহিয়া ॥

প্রবোধিয়া চলে বেগ-গতি ॥

নরহরি কহে বৃহত্তাষে ॥৩

আশাবরী—

ওহে বিনোদিনি !

শুনিতে অমুনি

জপিতে জপিতে

মুখ-শ্রুতি কত

কত না আরতি

কহিতে এ বাণী

পড়ি ক্ষিতিলে

ইথে যে উচিত

তুয়া নামখানি

কান্ন গুণমণি

কত উঠে চিতে

অযুতে অযুত

পুছে সখী প্রতি

কি হইল জানি

ভাসে দিগ্বিলে

করহ তুরিত

কিসে সিরজিল কে ?

ভুলিল আপন দে’ !

তিলেক ধৈরজ নাই ।

মাগয়ে বিধির ঠাই ॥

অ’ধি কি দেখিব তার ।

নিখসি অবশ গায় ॥

বুঝি বা না জীয়ে প্রাণে ।

দাস নরহরি ভণে ॥৪

ভূপালী—

কাহুর কাহিনী

অলখিত পথে

দূরে রহি শ্রাম

পুলকিত তনু

চলে আগুসরি

অবনত মাখে

কহে নরহরি

বারেক পরশ

শুনি বিনোদিনী

চলয়ে কুঞ্জেতে

শোভা নিরখিয়া

সমুপম আখ্যে

শ্রামপানে হেরি

রহে এক ভিতে

লাজ পরিহরি

রসে ভাসাইয়া

ধৈরজ ধরিতে নারে ।

ধরি সে সখীর করে ॥

হিয়া না বাধয়ে থিয় ।

ধরয়ে আনন্দ-নীর ॥

সুন্দরী পুলক অজ ।

অস্তরে কত না রঙ্গ ॥

বক্সি লোচনে চাহে ।

আপন করিয়া লেহে ॥৫

ধানশী—

রাই লাজে অবনত মাধ ।	দূরে তেজয়ে সখীর হাত ॥
অতি মধুর মধুর হাসি ।	ঝাপয়ে বসনে বদনশশী ॥
মুখে কিছু না বচন ফুরে ।	পুন উলটি চলয়ে দূরে ॥
শ্রাম সে নব ভঙ্গিমা হেরি ।	পড়ে মুকুছি পরণী ধরি ॥
সখী কহে কি করিলা ধনি !	আদি বধিলা রসিকমণি ॥
বুঝি কলঙ্ক ঘটিল রাই ।	মহী হইতে তোলহ যাই ॥
শুনি নিরখি কালিয়া চান্দে ।	রাই পড়িল প্রেমের ফান্দে ॥
লাজভয়ে তিলাঞ্জলি দিয়া ।	অঙ্গ পরশে পুলক হিয়া ॥
কাহ্ন কত না আনন্দভয়ে ।	ভুজ পসারি করয়ে কোরে ॥
যেন পরাণ আইল দেহে ।	কাল্য তিজিল নবীন লেহে ॥
হিয়া হৈতে না তিলেক তেজে ।	রঙ্গে বিলসে কুসুমশেজে ॥
সখীসঙ্গে এ কৌতুক দেখি ।	নরহরি কি জুড়াবে আখি ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম সপ্তম অঙ্কাদঃ ॥৭।৭।



সখীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (ধানশী)

সখী মোরে শুধাইলে যাহা ।	বিরলে কহিয়ে শুনহ তাহা ॥
ব্রজপুরে রাজার নন্দিনী ।	‘রাধা’ নামে কে আছে রমণী ॥
ভুবনমোহন রূপ তার ।	চরিত কি অনিয় পাথার ॥
দুতী সাধে শুনাইলে মোরে ।	শুনি হিয়া কি জানি কি করে ॥
কোথা গেলে তাহারে পাইব ।	দেখি কি এ আখি জুড়াইব ॥
নরহরি কহে ভাবো কেনে ।	হইব বা হইয়াছে মনে ॥১

গুজ্জরী—

রাইরূপ চরিত-কাহিনী । ভাবয়ে হিয়ার নাখে কান্না গুণমণি ॥
 হেনই সময়ে ও না পঞ্চে । আইসে রমণীমণি সখীগণ সাথে ॥
 সোণারূপে কৈলে সব আলো । দূরে দেখি কহে কান্না কি উদয় হইলো !!
 সখী কহে সেই এ রাধিকা । দেখিতে আইল নিজ কুম্ভবাটিকা ॥
 শুনি সে বারেক শোভা দেখি । কহিতে নারয়ে কিছু বারে ভূটি আখি ॥
 নরহরি পুন প্রণোদিত । চলে রাই নিকটে কহয়ে তায় গিয়া ॥২

দেশী—

রাই একি অপরূপ দেখি ।
 তুয়া অদরশে র'ল বিস্মাকুল দরশে পরম সুখী ॥
 এথা আইলা ভাল এখনে ।
 তুয়া বনে বসি তোহে আরাধয়ে বখিলা এমন জনে ॥
 শুনি চমকি কহয়ে রাই ।
 বোল বোল ওহে সে কথা কেমন তারে কি দেখিতে পাই ॥
 সখী কহয়ে দেখ'হ গিয়া ।
 সে যে শ্রামশশী রসিকশেখর ধরিতে নারয়ে হিয়া ॥
 দূতীমুখে তুয়া গুণ শুনি ।
 কত না যতনে দেবে মানাইল দেখিতে এ'তমুখানি ॥
 হৈল সফল যে কৈল সাধা ।
 বারেক নিরখি খিতিতলে তনু লুঠই সোভরি রাধা ॥
 ইথে করো যে উচিত মনে ।
 ইহা শুনি শশি- মুখী সুখে ভাসি চলে সে সখীর সনে ॥
 দূরে দেখি সে কাগিয়া চান্দে ।
 পুলকে পুরল তনু অহুপম পড়িল মদনফাঁদে ॥

কিবা কোতুক হিয়ার মাঝে ।

সম্মু কর গছি রহে কাহুপাশে যাইতে নারয়ে লাজে ॥
শ্রাম সে রূপে নয়ান দিয়া ।

নরহরি সহ চলে আঙুরি আনন্দে উথলে হিয়া ॥৩

শ্রীরাগ :-

আজু সুখের নাহিক লেখা ।

নিকুণ্ডবনে রাইকাহুসনে হইল প্রথম দেখা ॥
কাহু সখীর ইঙ্গিত পায় ।

হাসি শশিমুখী মুখের ঘুঘট ঘুচায় অঞ্চল লৈয়া ॥
মুখ নিরখি কহয়ে তার ।

পাইলু জীবন জনমের মত বিকাইলু হু'খানি পায় ॥
ধনী লাজে না কিছুই বোলে ।

হাসি শশিমুখী ফিরাইয়া গিয়া সামান্য সখীর কোলে ॥
সখী করিয়া যতন অতি ।

কাহু হাতে হাতে সোঁপি শিখাইল কত সে রসের রীতি ॥
হুঁহু বিলসে অবশ অঙ্গ ।

নরহরি সখী সমীপে কি আশি জুড়াবে নিরখি রঙ্গ ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগবর্ণনং নাম অষ্টম আব্বাদঃ ॥৮।৭৫



শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সখীবাক্য— (শ্রীরাগ)

কাল কেরে এমন হৈলা । হুটি আশি কাহারে সৌগিলা ॥

পুলক আনিলা কোথা হৈতে । তিলেক ধৈরজ নাই চিতে ॥

সদাই কালিন্দীতীরে বাও । না জানি কি ধন তাহা পাও ॥

লাজ তেজি কহ সখীঠামে । ইহা শুনি কহে যনশ্রামে ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং -

কনক বরণ কিয়ে দরপণ নিছনি দিয়ে বে তার ।
কপালে ললিত চাঁদ যে শোভিত সিন্দুর অরুণ আর ॥
সই ! কিবা সে মুখের হাসি !

হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়া মরমে রছিল পশি ॥৫॥
গলার উপরে মনিময় হার গগনমণ্ডল হের ।
কুচযুগ গিরি কনক গাগরি উলটি পড়ল মের ॥
উরোজে উকুতে ললিত কেশ হেরিয়ে সুন্দর তার ॥
চরণের ফুল দেখিয়া ঢুকল জলদ শোভিত ধার ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাণুলি আদেশে হেরিয়া নগের কোণে ।
জ্ঞানম সফলে যমুনার কূলে মিলাওল কোন জনে ২॥

পুনঃ স্মৃতি—

সজনি ! না জানি কাহার রমণী দেখিলু কালিন্দীকূলে ।
ঝলমল তনু অল্পপম রূপ- ছটায় ভুবন ভূলে ॥
কত ভক্তি ছলে জলে প্রবেশিতে আউলায় কুন্তলভার ।
কিবা শোভা মেন যেন হেমগিরি শিখরে কালিন্দী ধার ॥
সখীগণ সনে সিনান করয়ে কত না কৌতুকে ভাসি ।
সুচান্দ বদনে স্নমধুর হাস বরষে অমিয়া রাশি ॥
উরোজ বসন ঘন ঘুচায়য়ে কিবা সে সুন্দর শোহে ।
কনক কমল- কলিতে কি অলি উড়িয়া বৈষ্ণবে লোহে ॥
কিঙ্কিণীপূর- ধ্বনি মনোরম নাহিয়া উঠিতে তীরে ।
বৃষ্টি বিয়োগেতে আকুল কালিন্দী বাইতে নিষেধ করে ॥
তেরছ হইয়া কেশ নিগাড়িতে নিগাড়ে পরাণ মোর ।
লব্ধরে বসন সে মাধুরী নর- হরি কি কহিতে গুর ॥৩॥

কামোদ—

সখীগণ সঙ্গে	যায় কত রঙ্গে	যমুনা সিনান করি ।
অঙ্গের সৌরভে	ভ্রমরা ধাওয়ে	ঝঙ্কার করয়ে ফেরি ॥
নানা আভরণ	মণির কিরণ	সহজে মলিন লাগে ।
নগীন কিশোরী	বরণ বিজুরী	সদাই মনেতে জাগে ॥

সই ! সে নব রমণী কে ?

চকিত হেরিয়া	জলরে যে হিয়া	ধরিতে নারিয়ে দে ॥৬॥
পুন না হেরিলে	না রহে জীবন	তোমাঝে কহিলু দড় ॥
কহে চণ্ডীদাস	পূরহ লালস	নাগর আতুর বড় ॥৭॥

সুহৃৎ—

শুনি সখী সুনধুর কথা ।	যুচিল শ্রবণ মনের বেথা ॥
সখী কহে কি কহিব শ্রাম ।	সে রাজনন্দিনী, রাধা নাম ॥
রাধানাম শুনি শ্রাম রায় ।	না জানে কি হইল হিয়ায় ॥
ধরিয়া সখীর দুই করে ।	কি কহয়ে কহিতে না পারে ॥
অমুনি রহয়ে তায় দেখি ।	নিবরে ঝরয়ে ছুটি আঁখি ॥
নরহরি যাই রাই প্রতি ।	কহয়ে কালিয়া-প্রেমরীতি ॥৫॥

দূতী শ্রীরাধিকায়ঃ সন্নিধানে শ্রীকৃষ্ণ লালসাদশাং প্রাহ—

বজ্রাল—

রাই ! কি কামুর লেহা ।

ভূয়া নাম গুণ	শুনিতে চিতে না	তিলেক বাঁধয়ে থেহা ॥
ভূয়া তত্ত্বখানি	খান অমুখণ	মন না অনন্ত চলে ।
কনক কেতকী	রাখি আঁখিপাশে	ভাসয়ে আঁখির জলে ॥
যমুনা হইতে	আইলা যে পথে	রাখিয়া চরণচিন ।
সেই পথে সদা	সে ধূলি ধূসর	না জানে রঞ্জন দিন ।

শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

(তোড়ী)

এসখি ! কি মন রমণীমণি গৌরী । লোচন-কোণে করল চিতচোরি ॥
মনমথকোট মথন-গতি ভাঁতি । বলকত বিজুরীপুঞ্জ জিতি কাঁতি ॥
মুখশশী শরদ চাঁদে মুকুহাত । হৃদইতে অমিয়সিদ্ধ বহি যাত ॥
পেখনুঁ চলইতে কালিন্দীকূলে । অভিনব ভঙ্গি ভুবনে নহ' তুলে ॥
সখীসহ সোঁ ধনী জলমাহা গেলি । হেম কমল জম্ব বিকশিত ভেলি ॥
উলসি উলসি করে হিরকই বারি । নরহরি সো ছবি কহই না পারি ॥২

পুনঃ গান্ধার—

কামিনী করয়ে সিনান । হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ ॥
চিকুরে গলয়ে জলধার । মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আঁখিয়ার ॥
তিতল বসন তমুখানি । মানি এক মানস মনমুখ জাগি ॥
কুচযুগ চাকু চকেবা । নিজকুল মিলনে আলিকুল দেবা ॥
ইথে শঙ্কা ভুজপাশে । বাধি ধয়ল জম্ব উড়ব তরাসে ॥
কবি বিজ্ঞাপতি গারে । গুণবতী নারী পূণ্যবন্ত পায়ে ॥৩

পুনঃ গান্ধার—

যাইতে পেখলি নাহলি গৌরী । কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি ॥
কেশ নির্গাড়িতে বহে জলধারা । চামরে গলয়ে জম্ব মোতিম হারা ॥
অনক তিতল ভহি ভেল অতি শোভা । অলিকুল কমলে বেটল মধুলোভা ॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা । সিন্দূরে মণ্ডিত নীল পঙ্কজ পাতা ॥
শরদ সূচীর পরোধর সীমা । কনক বেলে জম্ব পড়ি গেও হিনা ॥
তুল কি করইতে চাহে কি দেহা । অবহি ছোড়বি মুখে তেজবি লেহা ॥
ঐছে ফেরি রস না পায়ব আর । ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার ॥
বিজ্ঞাপতি কহ শুনহ মুরারি । বসনে লাগল ভাব রূপ নেহারি ॥৪

পুনঃ সিদ্ধুড়া—

আজু মঝু শুভদিন তেলা ।

কামিনী পেখলুঁ সিনানক বেলা ॥

চিকুরে গলয়ে জলধারা ।

মেঘ বরষে জহু মোতিম হারা ॥

বদন পোহল পরচুর ।

মাজি ধয়ল জহু কনক মুহুর ॥

তে উদসল কুচজোরা ।

পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা ॥

নীবিবন্ধ করল উদেশ ।

বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ ॥৫

পুনঃ ভিরোতিয়া ধানশী—

নাহি উঠল তীরে সো ধনী রাই ।

মঝু মুখ সুল্লরী অবনত চাই ॥

একলি চলি ধনী হই আগুয়ান ।

উমড়ি কহয়ে সখি ! করহ পয়ান ॥

এ সখি ! পেখলুঁ অপরূপ গোরী ।

বল করি' চিত চোরায়ল মোরি ॥৬॥

কিয়ে ধনী রাগী বিরাগিণী হোয় ।

আশ নৈরাশে দগধে তহু মোয় ॥

কৈছে নিলব মোহে সো ধনী অবলা ।

চিত নয়ন মঝু দুহু' তাহে রহলা ॥

বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারি ।

ধৈরজ ধরহ মিলব বরনারী ॥৭

পুনঃ প্রার্থনাপূর্বক-ত্ৰীকৃষ্ণবাক্যং— (বরাটী)

আর কবে হবে মোর শুভখণ দিন ।

নয়নে নেহারিতে না বাসন ভিন ॥

এ সখি ! এ সখি ! নিবেদন তোয় ।

সো কি স্খামুখী মিলব নোয় ॥৮॥

আধ মুচুক হাসি হেরব নয়নে ।

স্বমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে ॥

কুচযুগ পরশিতে যব্ যাব ।

করে কর বারি নয়ন পাগটাব ॥

চরণ পরশি মুখ করব সরস ।

রসাবেশে মঝু হিয় করব আলস ॥

রাই রঙ্গিণী মঝু মিলব কোর ।

সফল জীবন তব হোয়ব মোর ॥

ঐহন কাতর নাগর ভাষ ।

শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনী পাশ ॥৯

ধানশী—

যাহা রহ রঙ্গিণী রাই ।

তুরিতহি দূতী মিলল তহি যাই ॥

সুল্লরী উলসিত গাত ।

তাকর করগহি কহু মূহু বাত ॥

কাহা সঞে আয়লি খাই ।

চঞ্চল মতি গহি লখই না যাই ॥

মরম ভলহ নখু ঠাম ।

ঐছে বচনে কছু কহ ঘনশ্রাম ॥৮

দুতী ভল্লালসাদশাং প্রাহ— (সুহই)

বকুলকুঞ্জে হাম থেহ ।

তাহা সঞে আয়ল কহইতে এহ ॥

শুন শুন রঙ্গিণী গৌরী ।

তুহঁ ধব করলি সিনান ।

তোহে হেরি মাধব হরল পেয়ান ॥

দলিত কেশর গহি হাত ।

তুয় তনু কাঁতি ভরমে ভরু গাত ॥

অনুখণ তোহারি ধিয়ান ।

তুয় বিনু বাণী ভগই নাহি আন ॥

নরহরি নিরিখল তায় ।

তুহঁ তছু সরবস্ব জীবন উপায় ॥৯

ধানশী—

শুন শুন রঙ্গিণী রাই ।

তো বিহু ধৈরজ নী ধরু মাখাই ॥

উহ সুপুরুষ রসমেহ ।

তা সঞে সমুচিত তোহাঁরি সিনেহ ॥

ঐছে কয়ল বহু সাধি ।

মনসিজ-ডোরে রমণীমন বাঁধি ॥

বতনে আনল পঁহঠাম ।

দরশে হরষ কছু কহ ঘনশ্রাম ॥১০

দুতী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (সুহই)

শুন শুন সুন্দর কানাই ।

তোহে সোঁপল ধনী রাই ॥

কমলিনী কোমল কলেবর ।

তুহে সে ভুখিল মধুকর ॥

সহজে করবি মধুপান ।

ভুলহ জনি পাঁচবাণ ॥

প্রবোধি পয়োধর পরশিহ ।

কুঞ্জরে দিমু সরোবর ॥

গণইতে মোতিম হার ।

ছলে পরশিহ কুচভার ॥

না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ ।

থেণে অনুমতি থেণে ভঙ্গ ॥

শিরিষ কুমুম জিনি তনু ।

থোরি সহবি ফুলধনু ॥

বিদ্যাপতি কবি প্রায় ।

দুতীক মিনতি তুম্বা পায় ॥১১॥

ত্রীরাগ—

দুতী-নিদেশ শুনত শ্রুতি পাতি । মাধব মধুর হসত মুদ মাতি ॥
 স্নন্দরী লাজ-বসনে তহু গোই । উলটি রহল দিঠে বন্ধ বিনোই ॥
 হেবি উহ ভক্তি শ্রামর মেহ ' ভুজভরি বরিষে নিয়ত নবলেহ ॥
 উরোজ কমলপর পরশিতে সাধ । উদসল ছলে কুচকম্বু কী আধ ॥
 খোলল বয়নক নীলিম সুবাস । জহু ঘনসঞ্চে শশী কয়ল প্রকাশ ॥
 যতনে সুধারি অলক-অলি পাতি । পিবই অধরমধু মধুকর মাতি ॥
 ভাকি সুরতভয় ভণি মূহ ভাষ । উরে উর কাঁপি পূরই অভিলাস ॥
 কুসুমিত সেজে গঢ়ায়ল অঙ্গ । গায়ব কব ঘনশ্রাম এ রঙ্গ ॥১২

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীকৃষ্ণশ্রু পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসন্তোগবর্ণনং নাম দশম আশ্বাদঃ ॥১০১৪



সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ— (সুহই)

এ ব্রজবধুকুল-কুমুদিনী-চন্দ । তুহঁ মন-মোহন মনমথ ফন্দ ॥
 কহ কহ কাহে চপল চিত ভেল । কোউ কি হৃদয়রতন হরি নেল ॥
 অনুখণ অরুণ নয়নে ভরু নীর । করহ গতাগতি কালিন্দীতীর ॥
 শুনি ঘনশ্রাম শ্রামরসভূপ । কহে কি কহব নিরিখলু অপরূপ ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (ধানশ্রী)

সহচরী মেলি চলল বররঙ্গিণী কালিন্দী করই সিনান ।
 কাঞ্চন শিরিষ- কুসুম জিনি তল্লরুচি দিনকর কিরণে মৈলান ॥
 সজনি ! সো ধনী চিতকচোর ।
 চোরিক পহু ভোরি দরশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর ॥৩৭॥
 কোমল চরণ চলই অতি মধুর উতপত বালুক বেগি ॥
 হেরই হামারি সজল দিঠি পঙ্কজে দ্রহঁ পান্ধক করি নেসি ॥

চিত নয়ন মঝু তুহঁ সে চোরায়লি শুন হৃদয় অব-মানি ।
মনমথ পাপ দহনে তমু জারত গোবিন্দ দাস ভালে জানি ॥২

পুনঃ ধানশী—

এ ধনি ! সো ধনী সহচরী মেলি । মঞ্জু গমনে যমুনাকূল গেলি ॥
ঝলকত তমু কুকুম মদ হারি । পৈঠলি কালিম কালিন্দী বারি ॥
পেখলু তব কি কহব ছবিলেশ । জমু ঘনে দামিনী করু পরবেশ ॥
বিগলিত চিকুর মদনমীনজাল । থকিত কপোলে অলক অগিমাল ॥
ছলে উছলত এল চমকত জোতি । কনক মেহ জমু বরষত মোতি ॥
চাহি চপল নীল কমল বিথারি । হাসি ভণই কি অমিয় রস চারি ॥
কতহি ভঙ্গি সঞে নাহলি গোরী । গহি সখীপানি চলই তীরে থোরি ॥
মঝু মন মোহি রহল তিহি ঠাম । ইথে কি উপায় করব ঘনশ্রাম ॥৩

পুনঃ ধানশী—

করি জলকেলি আলিসঞে বালা । হেরলু পথে জমু চান্দকি মালা ॥
অপরূপ রূপ নয়নে মঝু লাগি । অমুখণ মাধুরী মরমহি জাগি ॥
এ সখি ! এ সখি ! মোহে হেরি রাই । বিহসি রহলি ধনী গৌম মোড়াই ॥৪॥
সো মুখ ঝলমল নিরমল জোতি । লোলিত নাসক বেশর মোতি ॥
রঙ্গ অধরপর চরকই কাঁতি । মদনমোহন বৈছে ফাঁসক ভাঁতি ॥
বঙ্কিম কেশ বিথারল পীঠে । চকিতহি মঝু মন লাগল দিঠে ॥
এছে স্নেহেশিনী হাস নাহি দেখি । চিত মুকুতি কিয়ে রহলি লেখি ॥
পদনথ অঙ্গুরি বাবক শোভা । দশনখভয়ে চান্দ অরুণহু শোভা ॥
সো পদকমল হৃদয়ে করি লেব । গোবিন্দদাস যব অমুমতি দেব ॥৪

পুনঃ ধানশী—

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই । দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াথ না পাই ॥
কিবা খেণে আ'নু সোই কি দেখিছ তারে । ও রূপলাবণি ধনি ! নয়ান উপরে ॥

মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে । চলে বা না চলে রাই রগ-অবলম্বে ॥
 তাহে মুখ মনোহর বলমল করে । কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে ॥
 তাহে অতি বিরাগিত ঘর্ম িন্দু বিন্দু । মুকুতা ভূষিত যেন পুণ্ডিক ইন্দু ॥
 মন্দ মধুর হাস বিলাস অধরে । সেই সে সমাধি রহ মরম ভিতরে ॥
 ফুল নীলিম বাস রহে আধ উরে । আধ গিরিমাঝে যেন নবজলধরে ॥
 উর আধপরে লোলে মুকুতার হারে । সুমেরু শিখরে যেন সুরধুনীশারে ॥
 মঝু মন রহি তহি করত সিনান । গোবিন্দ দাস কহে ইহ পরমাণ ॥৫

পুনঃ বালা ধানশী—

পেখলুঁ ধনী কি পিরীতিময় দেহা । যমুনা সিনাই চলল নিজ গেহা ॥
 মঝুমন নয়নকোণে হরি নেলা । কোতুকে বিহসি বসন মুখে দেলা ॥
 নিরত নয়ন মন রহ তছু পাশে । লাগত অবশ জগত উদাসে ॥
 এ ঘনশ্রাম কহল তুরা আগে । পুন কিয়ে দরশ হোয়ব ইহ ভাগে ॥৬

ধানশী—

শুনি সখী কাহুক বাত । উলসে ভরল সব গাত ॥
 লহ লহ কহ মুখ চাইন । সো অতি ছলহ মাধাই ॥
 যাত যমুনা হাস দেখি । কবহুঁ না কাহুক পেথি ॥
 দৈব সদয় তোহে ভেল । ইথে তুয় পর দিঠি দেল ॥
 করবহু যতনে উপায় । মিলব তুরিতে চিতে তায় ॥
 এত কহি চলি ধনীপাশ । নরহরি ভণে মুহুভাষ ॥৭

দূতী ত্ৰিরাধিকার্নাঃ সন্নিধৌ ত্ৰিকৃষ্ণা লালসা-দশাং শ্রাহ—

সুহৃৎ—

শুন শুন স্তনুরি গোরি ! বহু অপযশ ভেল তোরি ॥
 করি কৌ যমুনা-সিনান । করই রতন কত দান ॥
 তুহঁ সে সিনানে ভালে গেলি । সো সুপুরুষে বধ কেলি ॥

সো তুয়া পরশ যব পাব ।
 তাহে সোপবি নিজ দেহ ।
 কহল মু' উচিত উপায় ।
 শুনি সখী বচন-বিলাস ।
 রহ সহচরীমুখ হেরি ।

তবহি জীবব দোষ যাব ॥
 সুষণ ঘূষন সব কেহ ॥
 করহঁ যৈহে তিতে ভায় ॥
 হসই বদনে দেই বাস ॥
 নরহরি কহ পুনবেরি ॥৮

দুতী পুনঃ প্রাহ—

(শুক্লজরী)

এ ধনি ! কহই হাম সাঁচি ।
 যব্ ধরি চকিত নেহারলি তোয় ।
 অল্পপণ তুম তনু করই ধিয়ান ।
 চম্পক কুসুমে ভরই নিজছাতি ।
 কহইতে ওর নহই অমুরাগ ।
 নরহরিসহ তহি করহ পয়ান ।

তুম তনু-পরশ আশে রহ বাঁচি ॥
 তব্ ধরি রহল ধিরজপন খোই ॥
 চৌকি উঠই গণে মুদট নয়ান ॥
 কালিন্দীকূলে রহই দিনরাতি ॥
 ঐছে সনেহি মিলত বহুভাগ ॥
 পেখহ যাই যৈহে ভেক কান ॥৯

ধানশী—

শুনি ধনী কান্নক রীত ।
 ধনী কর গহি সখী নেল ।
 রাইক নিরখি মাধাই ।
 হেরইতে নাগররাজ ।
 সোপল সখী পহঁ-পাণি ।
 বিরচই বচন সুছন্দ ।
 উচ কুচপর কর ধারি ।
 উপজল কোতুক ভুরি ।

মিলইতে উলসিত চিত ॥
 কুঞ্জভবনে চলি গেল ॥
 হরষে চলল তহি রাই ॥
 রাইক উপজল লাজ ॥
 কান্ন সফল জীউ মানি ॥
 চুষই ধনী মুখচন্দ ॥
 ধনী নিজ করে কর বারি ॥
 নরহারি হেরব কি দূরি ॥১০

আশাবরী—

রাই-কান্ন প্রথম মিলনে ।
 জ্বলিত পালক-উপরে ।

কিবা সুখ নিকুঞ্জভবনে ॥
 হহঁ অঙ্গ বলমল করে ॥

কিবা হুঁ শয়ন-সুখমা ।

দিতে নাই ভুবনে উপমা ॥

নরহরি মনে এই আশ ।

গাই যেন এ নববিলাস ॥১১

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসাম্যে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একাদশ অঙ্কাদঃ ॥১১।১০৫



পুনস্তদ যথা—

ধানশী

কালি এমন হৈয়াছ কেনে ।

হাসি অঙ্গ মোড়া দিছ খেণে ॥

খেণে পুলকে ভরিহে দেহা ।

খেণে ধরিতে নারিহ থেহা ॥

খেণে চাহিছ পথের পানে ।

খেণে ভাবিছ আপন মনে ॥

খেণে মুদিছ নন্দান রাতা ।

খেণে কহি না কহিছ কথা ॥

খেণে পরিছ কনকবাস ।

খেণে ছাড়িছ দীঘল স্বাস ॥

খেণে বিজুরী ধরিতে চাও ।

খেণে দু'বাহু পসারি ধাও ॥

অতি অবশ হয়েছ খেণে ।

বোলো মরম মরমিজনে ॥

ঘনশ্রাম সমাধিব কাজ ।

শুনি कहয়ে নাগররাজ ॥১

আশাবরী—

সখি ! কি বলিব তোরে ।

কনক বরগী

ধনী নিরখিতে

না জানি কি হইল মোরে ॥জ্ঞা॥

মনে বিচারিলু

চিনিতে নারিলু

সে নব রমণী কে ?

সখীর সঙ্কেতে

কত না রঞ্জেতে

যমুনা ঘাইতেছে ॥

চরণে নুপুর

বাজে স্তমধুর

কত না ভঙ্কিতে চলে ।

মনে হয় গিয়া

সে সময়ে হিয়া

পাতিয়ে চরণতলে ॥

কিবা পহিরণ

নীলিম বসন

তাহে কি অঙ্গের ছটা ।

মনে হয় হেন

ঘনমাঝে যেন

থকিত দামিনী-ঘটা ॥

মুখের মাধুরী

করে চিত চুরি

চাক্ষুর গরব হয়ে ।

হাসির হিলোনে কত সুখা ঢালে কে তাহে পরাণ ধরে ॥
 চকিত চৌদিকে চাহি উচ কুচ কাঁচলি ঘুচায় আধা ।
 নরহরি রহ নিছনি সে শোভা হেরি নঃ পুরিল সাধা ॥২
 ভিরোভিয়া ধানশী—

সজনি ! ধনী কে বটে ।

গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী নাহিতে দেখিলু ঘাটে ॥
 কালিন্দীর তীরে বসি তার নীরে পাণের উপরে পা ।
 খঞ্জন নয়ানে চাহি চারি পানে সে ধনী মাজিছে গা ॥
 অঙ্গের বসন কৈরাছে আসন আউলাইয়া দিরাছে বেণী ।
 কুচযুগ্মলে হেমহার দোলে সুমের শিখরে জনি ॥
 কিবা সে ছগুলি শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশিকলা ।
 মাজিতে উদয় শুধু সুধাময় দেখিয়া হইলু ভোলা ॥
 সিনারা উঠিতে নিতম তটেতে পৈড়াহে চিকুররাশি ।
 কালিয়া আধার কনক চাপার শরণ লৈরাছে আসি ॥
 চলে নীল শাড়ী নির্গাড়ি নির্গাড়ি পরাণ সহিতে মোর ।
 সেই হইতে মোর মন নহে থির মনমথজরে ভোর ॥
 কহে চণ্ডীদাসে বাগুলী আদেশে শুনহে শ্রামর চান্দা ॥
 সে যে বুঝভানু- রাজার নন্দিনী নাম বিনোদিনী রাধা ॥৩

ধানশী—

‘রাধা’ নাম বারেক শুনিতে । কালিয়া নারয়ে থির হৈতে ॥
 কলা বোলে বোলো আরবার । ‘রাধা’ নাম কি সুখা-পাথার ॥
 কে গড়িলে তহু অল্পপাম । কে রাখিলে এ নবীন নাম ॥
 মরি যেন নিছনি লইয়া । তা বিহু ধরিতে নারি হিয়া ॥
 যদি হয় মনোরথ-দিধি । তবে সে সদয় জানি বিধি ॥

কালিয়া আকুল দেখি বেগে ।

কহে ঘনশ্রাম রাই আগে ॥৪

দূতী শ্রীরাধিকায়্যঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণ লালসাং প্রাহ—

নটনারায়ণ—

রাই যমুনা-সিনানে গিয়া ।

সে কালাচান্দে কি	ফান্দে ফান্দাইলা	অঙ্গের সৌরভ দিয়া ॥
আউলাইয়া কেশ	খসাইয়া বসন	মাজিলা সোণার পা ।
সে শোভা দেখিতে	যে হইল চিতে	কহিতে না আইসে তা' ॥
কত না ভঙ্গিতে	সিনাইয়া, তিল-	আধ না রহিলা তীরে ।
বদন নিঙাড়ি	নিঙাড়িয়া প্রাণ	লইয়া আইলা ঘরে ॥
নরহরি কহ	কি নব লালসা	শুনিতে তোমার নাম ।
নয়ানের জলে	ভাসে দিবানিশি	নিষসি আকুল শ্রাম ॥৫

সৌরাষ্ট্র—

রাই ! কি আর বলিব আমি ।

ভুবনমোহন

কালী কাহ্ন মন- মোহিনী কেবল তুমি ॥

দেখ কালিন্দী-ভাঁরেতে গিয়া ।

সে তোহে বিয়ায়

ধারা বহে আখ্যে ধরিতে নাবয়ে হিয়া ॥

ধনী হাসিয়া কহয়ে ধীরে ।

না বুঝিয়ে রস-

রীতি ইথে কহ কিরূপে ভেটিব তারে ॥

সখী কহে—না করহ লাজ ।

নয়ানের কোণে

তা পানে চাহিতে বুঝিবে সকল কাজ ॥

"

শুনি মানিয়া সখীর কথা ।

পুলকিত চিত

চলে অসখিত কালিয়া নাগর যথা ॥

এথা কাহ্ন মনোরথে ভোর ।

শুক-মুখে শুনি

রাইর গমন স্তূপেব নাহিক ওর ॥

রাই আইসে করিয়া আলা ।
 বারেক নেহারি নারে থির হইতে মদনে মাতয়ে কালা ॥
 রাই আগে আগুসরি যায় ।
 মধুর মধুর হাসি হাসি ছলে কহয়ে কত না তায় ॥
 মোরে আপন করিয়া লেহ ।
 সৌপিত্ত জীবন জনমের মত এ পদ-পরশ দেহ ॥
 ধনী লাঞ্জে না আইসে পাশে ।
 বসন অঞ্চলে কাঁপি মুখবিধু মধুর মধুর হাসে ॥
 কালা কত না যতন করি ।
 চুষয়ে অধর ধরি হিয়া মাঝে বিলসে পালক পরি ॥
 শোভা হেরি কে ধরয়ে থেহা ।
 নরহরি সখী পাশে কি হেরব হেম মর্জকত দেহা ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনঃ নাম দ্বাদশ আশ্বাদঃ ॥২২॥১১১



সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (দেশপাল)

আজু কালা কেন এমন দেখি । ছগ ছল ছুটি অরুণ আঁখি ॥
 কনক-কেতকী-কুসুম পানে । অনিমিত্ত হৈয়া চাহিছ কেনে ॥
 কারু সনে হাসি না কহ কথা । ইথে মনে বহ পাইয়ে বেথা ॥
 নরহরি আগে কিসের লাজ । বোলহ মরম নাগররাজ ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্য— (আশাবরী)

সখি ! কহিতে কি আর লাজ ।
 নবীন রঞ্জিলী রমণীর মণি জাগিছে হিয়ার মাঝ ॥

আহা মরি পাসরা না যায় ।

না জানিয়ে যেন কিরূপে কি দিয়া কেবা নিরনিদ্র তায় ॥
কিবা ভঙ্গিতে তাহার হাসি ।

হরে সরবস্ত্র নারি নেবারিতে মরমে রহয়ে পশি ॥

নরহরি কি ঘুচিবে দুখ ।

নাথে নাথে আশি হৈলে হব সুখী দেখিব সে চান্দমুখ ॥২

পুনঃ ধানশী—

বদন সুন্দর যেন শশধর উদিত গগনে হয় ।

ছটার ঝলকে পরাণ চমকে তিমির পাইল ভয় ॥

নয়ান চাহনি বিষের দাহনি তীখিণ তীখিণ শর ।

দেখিয়া অন্তর উপজিল জ্বর মদন পাইল ডা ॥

সই ! কে বলে কুচয়ুগ যেল ।

সোণার গোলি শোভয়ে ভালি যুবা ববিবার শেল ॥৩॥

আজামুলম্বিত চাকর করযুগে কনক চুরি সে সাজে ।

হেরিয়া মদন গেল যে মদন মুখ না তুলিল লাজে ॥

মাঝা খাঁপবর সিংহিনী আকার নিতম্ব বিমান চাকে ।

চকা-কমলে ভ্রমরা বুলয়ে চৌদিকে বেড়ল ঝাঁকে ॥

অঙ্গুলির মাঝে যাবক সাজে মিহির শোভিত জহ্ন ।

চণ্ডীদাসে কয় কিবা জানি হয় লখিতে নারিহু তহু ॥৩

পুনঃ ধানশী—

রমণীর মণি পেখিলু আপনি ভূষণ সহিতে গায় ।

দেখিতে দেখিতে বিজুবী চমকে ধৈরজে ধৈরজ যায় ॥

সই ! চাহনি মোহনী থোর ।

মরমে লাগিল হেরিয়া বুঝিল রূপের নাহিক ওর ॥৪॥

বদন চান্দ	কামের ফান্দ	ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে ।
কেশের আগ	চুষয়ে চাগ (?)	ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে ॥
বসন খসয়ে	অঙ্গ লী চাপয়ে	কড়ছে কড়ছ থুয়া ।
দেখিয়া লোভয়ে	মদন ফোভয়ে	কেমনে ধরিব ছিয়া ॥
জলের কান্ধারে	কেশের আঁধারে	সাপিনী লাগয়ে মোর ॥
কেমনে কামিনী	আছয়ে আপনি	এমন সাপিনী থোয় ॥
দশন কাঁতি	মুকুতা পাঁতি	হাসিতে উগারে শশী ।
পরাণ পুতলী	হইল পাগলী	মনে যে লাগিল পশি ॥
শুধু যে হিয়া	রহিল পড়িয়া	বস্তু যে চলিল তায় ।
চণ্ডীদাসে কয়	ফিরি দেখা হয়	তবে সে পরাণ পায় ১৪

দ্বিতী শ্রীরাধিকায়ঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য লালসা-দশাং প্রাহ—

ভুজঙ্গী—

সখী প্রবোধি কালিয়া চান্দে ।

মনের উলাসে গিয়া রাই-পাশে কহয়ে মধুর ছান্দে ॥

ওহে কহিতে হইল এহ ।

যে জন যা বিনে না জীয়ে প্রাণে তা সনে কি কবে সেহ ॥

শুনি কহয়ে রমণী-মণি ।

তার মনোমত করিতে উচিত তবে সে জগতে ধনী ॥

কহ কা সনে এমন কার ।

আহা মরি মেন যার হৈল হেন নিহনি ঝাইয়ে তার ॥

সখী কহে চায় রাই-পানে ।

শ্রামতলু যার সে রাজকুমার মজিল তোমার সনে ॥

তুরা বিনে না জানয়ে আর ।

এ তুরা মুকুতি ধ্যান দিবা রাতি কি কব লালসা তার ॥

এই ধৈরজ তেজিল তার ।

হেন হয় চিতে

তুয়া বিলম্বিতে

পাছে বা পরাণ যায় ॥

যুঝি করহ উচিত কাজ ।

কহে নরহরি

গিয়া তরাতরি

ভেটহ রসিকরাজ ॥৫

ধানশী—

রাই পড়িয়া পিরীতি-ফানে ।

সহচরী সাথে

চলে কুঞ্জপথে

চিতে না ধৈরজ বাঞ্ছে

ধনী নিরখি নাগররায় ।

না পারে চলিতে

নারে লুকাইতে

পুলক ভরয়ে গায় ॥

কিবা প্রথম-মিলনে সুখ ।

নাগর হরষে

পরশিতে তনু

লাজে লুকায়ে মুখ ॥

কাল অথির মদন-ভরে ।

জ্বাহ পসারি

ধরি হিয়া নাখে

বৈগমে পালক পরে ॥

হাসি অধরে অধর দিয়া ।

জীবন সফল

করি মানে মনে

বারেক সে রস পিয়া ॥

কত কহয়ে কৌতুকভাষ ।

নরহরি সখী-

সঙ্গ কি এ রঙ্গ

ছেরি পূরাওব আশ ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশ আশ্বাদঃ ॥১৩।১১৭



সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ—

সুহই—

এ নটবর বর বরজকিশোর ।

তোহে নিরখি জীউ করই কি মোর ॥

অমুখণে নিরজনে করহ নিবাস ।

মোড়হ তনু ঘন তেজহ বিশ্বাস ॥

চক্ষু চিত্ত হেরইতে চহ ওর ।

চরকি পড়য়ে দট লোচন লোর ॥

ভগ ঘনশ্রামে মরম তজি লাজ ।

শুনি কহে কানু কহব কিয়ে আজ ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

(ধানশী)

রতন মন্দির নাহা

বৈঠলি সুন্দরী

সখীসঞে রস পরথাই ।

হসইতে থসয়ে

কত যে মণিমোতিম

দশন কিরণ অব ছাই ॥

শুন সজনি ! কহইতে না রহে লাজ ।

সো বর নারী

হামারি মন-বারণ

বাকুল কুচগিরিমাঝ ॥১॥

মঝু মুখ হেরি

ভরমভরে সুন্দরী

ঝাপই ঝাপল দেহা ।

কুটিল কটাখ

বিশিখে তন্তু জরজর

জীনে না বাধই থেহা ॥

করে কর জোরি

মোরি তনু-বল্লরী

মোহে হেরি সখী করু কোর ।

গোবিন্দ দাস

ভগত নন্দনন্দন

দোলিত মদনহিলোর ॥২

ভূপালী—

এ সখি ! হেরইতে তায় ।

মোহে হেরি হাসি নয়ন সকুচায় ॥

শুনি সখী কহে কিয়ে ভাগ ।

সমুঝলু তোহে তাক অলুবাগ ॥

পুন কহে কানু কি ভেল ।

হিয় নাহা পৈঠি সকল হরি নেল ॥

অব তনু ধরই ন বাই ।

শুনি ঘনশ্রাম কহয়ে বাহা রাই ॥৩

দূতী শ্রীরাধিকায়ঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্ত লালসাদশাং প্রাহ—

তিরোতিয়া ধানশী—

ধনি ধনি রমণীজনম ধনি তোর ।

সব জন কানু

কানু করি ঝুরয়ে

সো তুষা ভাবে বিভোর ॥১॥

কেশ পসারি

বব তুহঁ আছলি

উর পর অধর আধা ।

সো সব হেরি

কানু ভেল আকুল

কহ ধনি ! ইথে কি সনাধা ॥

হসইতে কব তুহঁ

দশন দেখায়লি

করে কর জোর হি মোর ।

অলখিতে সখীকর হৃদয়ে পসারলি পুন হেরি সখি কৈলি কোর ॥
 এতহু নিদেশ কহল তোহে সুনরি ! জানহি করহ বিধান ।
 হৃদয়-পুতলি তুহঁ সো শুন কলোৱ কবি বিদ্যাপতি ভান । ৪

ধানশী—

সখীমুখে শুনি ধনি কামুক রীত । উপজল লাজ উলসে ভরু চিত ॥
 রহই মধুর হাসি কহই না পার । সমুখি চতুর সখী কয়ল গিঙ্গার ॥
 অলখিত চলু অতি শুভখণ পাই । কুজভানে পরবেশল যাই ॥
 হেরইতে কান্ন নয়ন করু তেট । ভণ ঘনশ্রাম অরূপ নব ভেট । ৫

তিরোতিয়া ধানশী—

যতনে আয়ল ধনী শরনক সীম । পাঙল লিখি খিতি নত রহু গীম ॥
 সখী কহে পিয়াপাশে বৈঠহু রাই । কুটিল ভঙর করি হেরইছি কাই ॥
 নায়রী নবীন পহিল পিয়া মেলি । অনুনর করত বামিনী আখ গেলি ॥
 করে ধরি বালাক বৈঠায়ল কোল । এক পহি কহে ধনী লহ লহ বোল ॥
 ভণয়ে বিদ্যাপতি নায়রী রামা । অন্তরে বাহিরে ডাহিনে বামা ॥ ৬

সুহই—

কিয়ে কামুক নব লেহ । রাখব কাঁহা কছু না পায়ই থেহ ॥
 রাই রতনমণি হার । পহিরই কঠে কি উলস অপার ॥
 ঘন ঘন বিধুমুখ হেরি । চুষন করই কতহি শত বেরি ॥
 কহে ধনী লহ লহ বাণী । শুনই সফল জনম জীউ মানি ॥
 রাইক যতনে শুতাই । লাগল হিয়ে হিয়ে শুভল মাধাই ॥
 মনমথ ভাঙ্গল লাজ । নরহরি হেরব কি সুখ সখীমাঝ ॥ ৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসাম্যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম চতুর্দশ অঙ্কাদঃ ॥ ১৪।১২৪



সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ — (ধানশী)

মাধব বিরমহ নিয়ত্বে একমুখ । ঘন ঘন চকিত নেহারহ পশু ॥
অমুভব কয়ল এ চরিত তোহারি । পেখলি কহ' নব কুলবতী নারী ॥
তা' সঞে উপজল নবীন সনেহ । শুনইতে কান্নুক উলসল দেহ ॥
লাজে কয়ল কছু অবনত মাথ । ধীরে ধীরে কহে ধরি নরহরি-হাত ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্য— (ভিরোতিয়া ধানশ্রী)

অপরূপ রূপ নব রমণীমণি । যাইতে পেখলু গজগমনী ধনী ॥৫
সিংহ জিনি মাজাধানি তনু অতি কোমলিনী
কুচ শিরাফলভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি ॥
নমুয়া-বদনী ধনী বচন কহসি হসি
অমিয়া বরিষে জম্ব শবদ পুণিম শশী ॥
কাজরে রঞ্জিত ধয়ল নয়নবর
ভ্রমর ভুলল জম্ব বিমল কমল পর ॥ (বিছাপতি) ২

পুনঃ ধানশী—

আধ বয়ন আধ লোচন আধ । দেখি এক বেরি পুনহি ভেল সাধ ॥
সগরিষ দিঠি ভরি পেখিয় না ভেল । মেঘ বিজুরী যৈছে উগিলুগি গেল ॥
যাইতে দেখলি নাগরী নারী । হৃদয়ে বুঝায়লি পালাটি নেহারি ॥
মম্বর গমনে বুঝলু অম্বরগী । তিল এক দেখলু অবহ' মনে জাগি ॥
রূপে ভুলল আখি লগ লইগেল । তব ধরি জগ কুলশর সম ভেল ॥
(বিছাপতি) ৩

পুনঃ বালী—

যাইতে মিলল কলাবতী রামা । সে। নাহি দেখলি দিবে যে উপমা ॥
ধৈরজ বুঝলু স্ফুটাতুরী নারী । অম্ব ভৈ কৈ গের কুটিল নেহারি ॥

সৌরভে জানলু পহুমিনী জাতি ।

অন্তরে লাগি বহল দিনরাতি ॥৪

(বিদ্যাপতি)

তিরোতিয়া ধানশী—

সুন্দরী আহলি সখীগণ সঙ্গ ।

চঞ্চল বিষটয় কামিনী রঙ্গ ॥

অবনত বয়নী বিহসি রহু লাজ ।

ভেল অধোমুখ জগু দ্বিজরাজ ॥

দেখলি কলাবতী ভামিনী সমাজ ।

মনমথ জগু ধনু রমণী বিবাজ ॥৫॥

বসনহীন তরু ভূধর হেরি ।

ধনী ভূজবল্লি ঝাঁপে কত বেরি ॥

অতনু পাশে দঢ় কএ দয়ে অম্বু (?)

কোপে কাম জহু বাঁধয়ে শব্দ ॥

বিহি বিধুমণ্ডল মুগশশী আনি ।

তৌলি তুলারে দ্বয়হি অহুমানি ॥

আনন গুণ গৌরব মত ভেল ।

চান্দ চমকি তেহুঁ অঘর গেল ॥৬

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ ধানশী—

অপরূপ পেথলুঁ আয় ।

কনক গিরি

আয়ুধ মুখে

চান্দহু গরাসে যায় ॥৭॥

উর পেথলু

কুচযুগ মাঝে

লোলিত মোতিম হার ॥

কনক মহেশ

কামহু পূজল

বেন সুরনদী-ধার ॥

হেরি হাসি উর

অঘরে ঝাঁপল

বন্ধিম নয়ানে সে ।

উহ বিহু মোর

চিত বিয়াকুল

ধৈরজ না ধরে দে' ॥৮

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ সুহই—

তাহি রহল মন লোচন রে,

বাহা গোও বরনারী ।

আশা লুবধ না তেজই রে,

জন রূপগক পাছে ভিধারী ॥

সহজই সুন্দর আনন রে,

ভাঙ উয়ল দুহুঁ আখি ।

চঞ্চল মধুকর মধু পিবি রে,

জহু ঐরি পসারল পাখি ॥

আজ্জ পেখলু ধনী যাইতে রে, রূপে রহল মন নাই ।
 অঙ্গ ভঙ্গি করি গেনুহ রে, হেম কমল দরশাই ॥
 অতএ রহল মন মোরহ রে, কনয়া কুচগিরি গাধি ।
 তে অপরাধে মনোভব রে তাঁকি রহল মন বাধি ॥৭
 (বিজ্ঞাপতি)

পুনঃ স্মৃতি—

হরি হরি অমুখণ হৃদয়ে বিষাদ । হেরইতে সো ধনী তম্ব মন বাদ ॥৬৭॥
 মোহে হেরি কয়লি সাঙুরী সখী কোর । মন তম্ব জীবন চোরায়ল মোর ॥
 খঞ্জন লোচন ভাঙ কামান । খলবল মবু মন হরল গেয়ান ॥
 কনক মুকুর সম তাকর বয়না । হেরইতে নিমিখ হরল দউ নয়না ॥
 করিবর-গমন চলল অতি মন্দা । কনক-বরণ তন মনসিজ-ধন্দা ॥
 ভগ্নে বিজ্ঞাপতি ইহ ছবি মহিমা । রাজা শিবসিংহ জানয়ে লছিমা ॥৮

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

কহ কহ অব কিয়ৈ করব উপায় । চটেক করি গেও কছু না শোহায় ॥
 লোচন মন এ রহল তছু পাশ । লাগত মোহে সব জগত উদাস ॥
 বহরি হেরব যব সো বয়নারী । তবহি জীবব ইহ জীবন চামারি ॥
 মনমথ-দহনে দহই অবিরাম । কত পরবোধি রাখব ঘনশ্রাম ॥৯

দূতী শ্রীরাধিকায়্যাঃ সন্নিকর্ষে শ্রীকৃষ্ণস্ত লালসাদশাং প্রাহ—

শুভ্ররী—

কাহুক মুখে শুনি গদগদ ভাষ । মিলল সহচরী রাইক পাশ ॥
 স্নানরী কুশল পুছই হসি খোরি । সখী কহ নয়নে নয়নযুগ জোরি ॥
 শুন শুন এ বৃষভানু কুমারি ! তুয়া বিহু আবুল রসিক মুরারি ॥
 দেই দরশাতুহঁ সরবস্ব নেলি । তিলে তিলে তাক কৈছে মতি ভেলি ॥
 সূয়া রূপ নিরমিরা দেয়ই কোর । হেরইতে লোচনে গলহি লোর ॥

কহই না পারই মনন হতাশ । কতরে বতন কর গোবিন্দ দাস ॥১০

ধানশী—

সখীক বচনে ধনী থির করি চিত । করইতে গমন ভেল উপনীত ॥

পদ দুই চারি চলয়ে সখী মেলি । ধসধস অন্তর ধাধস ভেলি ॥

থেণে থেণে চৌকি চরণ পালটায় । থেণে কাতর দিঠে সখীমুখ চায় ॥

সখীগণ পুন পুন করে আশোয়াস । রহি রহি ধনি হিয়ে উপজে তরাস ॥

আবরি তহু অম্বরে নব গোরী । সখীকর ধরই বদনবিধু মোড়ি ॥

ঐছে নিকুঞ্জে মিলল পহঁ পাশ । দূরে হেরই যত্ননন্দন দাস ॥১১

ধানশী—

মনমথ কেলি লুবধ অতি মাধব ধরলহি রাইক পাশি ।

করে কর বারি হৃদয় অতি কম্পিত কহইতে গদগদ বাণী ॥

দেখ দেখ মাধব-কেলিবিলাস ।

অতিরসে ভোরি গোরী তনু বেঢ়ল জলদ-বিজুরি জহু বাস ॥১২॥

কুচ কর পরশণে - উহ উহ করি ধনী লোচনে জলভরি পুর ।

দশনক ঘাতে অধর কর খণ্ডন নীবিবন্ধন কর দূর ॥

কোরহি জোরি উবরি পুন স্নানরী চল তেজি বর নাই ।

সহচরী ধাই বাছ ধরি সাধই দুলভ রস-নিরবাহ ॥১২॥

কেদার—

মুগধিনী রমণী সুরত ভয়ে কাঁপি ।

ঘন ঘন নীল বসনে তহু কাঁপি ॥

কি মধুর ধনীক ভঙ্গি উহ বেরি ।

মাধব উলসে ভরল হসি হেরি ॥

রসময় বচনে চতুর রসরাজ ।

ভাঙ্গই ধনীক সুরত ভর লাজ ॥

সহচরী ইঙ্গিতে মধুকর কান ।

করু ধনী বদন-কমল-মধু পান ॥

সহচরী হরথে নিরিখে রহি দূর ।

হোয়ল সকল মনোরথ পূর ॥

ভণ ঘনগ্রাম সফল হব ভাগ ।

গায়ব কব নব নিলন-সোহাগ ॥১৩

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম পঞ্চদশ অঙ্কাদঃ ॥১৫।১৩৭



পুনস্তদ্ যথা—সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

সখী হাসিয়া মধুর ভাষে ।

কহে বিরলে কালিয়া পাশে ॥

মোরে কি লাগি কারছ লাজ ।

ভাবে বুঝিনু তোমার কাজ ॥

ওহে রাজার বিয়ারী সেহ ।

তারে দেখিতে না পায়ে কেহ ॥

কহ কিরূপে দেখিল তায় ।

শুনি কহয়ে নাগররায় ॥১ (নরহরি)

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (তিরোতিয়া বেলোয়ার)

যব গোধূলী সময় বেলি,

তব মন্দির বাহির ভেলি ॥

নবজলধরে বিজুরী রেহা

দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি ॥

সে যে অলপ বয়স বাল্য

জন্ম গাঁথনি পছপ নাল্য ॥

থোরি দরশনে আশ না পুরল

বাঢ়ল মদন-জালা ॥

কিবা গোরাই কলেবর নোনা,

জন্ম কাজরে উজোর সোণা ॥

কেশরী জিনিয়া মাঝারি খীণ

হুলহ লোচন-কোণা ॥

চাক্র ঈষত হাসলি সনে

মুখে হানল নগ্নান কোণে ॥

চিরঞ্জীবী রহ পঞ্চগৌড়েশ্বর

কবি বিভীষাতি ভণে ॥২

পুনঃ ধানশী—

গেলি কামিনী

গজ্জহি গামিনী

বিহসি পালটি নেহারি ।

ইন্দ্রজালক

কুসুম শায়ক

কুহকী ভেল বরনারী ॥

জোরি ভুজয়ুগ

মোরি বেঢ়ল

ততহি বয়ন সুছন্দ ।

দ্যাম চম্পকে

কাম পূজল

বৈছে শারদ চন্দ ॥

উরহি অঞ্চল

ঝাঁপি চঞ্চল

আধ পম্বোধর হেরি

পবন পরাভবে	শরদ ঘন জগু	বেকত কাল স্তম্ভেরি ॥
উদল কুন্তল	ফুল কবরী	বান্ধই ভার উভার ।
কোকনদ বৈছে	মধুপ-শ্রেণী	রাই ভেল বাটোয়ার ॥
পুন কি দরশনে	জীবন জুড়াব	টুটব বিরহক জোর ।
চরণে বাবক	হৃদয়ে পাবক	দহই সব অঙ্গ মোর ॥
কবি বিদ্যাপতি	রস যুগতি	চিত থির নাহি হোয় ॥
সে যে রমণী	পরম গুণমণি	পুন কি মিলব মোয় ॥৩

ধানশী—

কান্ন কহল বিশেষ ।	শুনত উলস অশেষ ॥
দূতী পরন দিয়ানী ।	মনহি কৌতুক ঠানি ॥
কান্ন হির করি থির ।	রাধি কুঞ্জকুটার ॥
চলল গমন সুছন্দ ।	রচই কত পরবন্দ ॥
তবহি সুছন্দ ভেলি ।	রাই সমীপহি গেলি ॥
হেরি ধনীমুখ জোতি ।	কত অমুভব হোতি ॥
দূতী গমন নেহারি ।	পুছত স্তম্ভ স্কুমারী ॥
রভসে তব খনশ্রাম ।	ভণই সুবদনী ঠাম ॥৪

দূতী শ্রীরাধিকার্যাঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণ লালসাদশাং প্রাহ—

ধানশী—

একমন সুখী /	কয়লি অমুচিত	খোরি দরশন দেই । /
পালটি আরলি	ভঙ্গি সঞে উহ	শ্রাম-সরবস্ব লেই ॥
কুঞ্জভবন	মাঝার বিরমই	তোকে করই দিয়ান ।
ভগত ঘন তুয়	চারু চাতুরী	নিঝরে ঝরই নয়ান ॥
কনক চম্পক	দাম উর গহি	দীরঘ নিশসি নেহারি ।
অমত তুয় গতি-	পছে অনখিত	থির রহই না পারি ॥

পেখি আয়লু বিষম তিলে তিলে অব ন সহই বিয়াজ ।
চল নরহরি সহিত তা সঞে মিলহ পরিহরি লাজ ॥৫

সুহই—

দুতী বচনে ধনী লহ লহ হসই । অহুমতি ধণে ভয় লাজে নিশসই ॥
সহচরী কত সমুঝায়ত তব হি । সো সুপুরুষে ধনি ভেটই অবহি ॥
তাকর লেহ জগতে জন রটই । ছুটই না কবহ ভাগসঞে ঘটই ॥
ধনি ! এ সোহাগ ভাগ ধনি ধনিয়া । অহুরত তোহে শ্রাম গুণমণিয়া ॥
শুনি ধনী কানুচরিত চিত উথলে । তৈথণে বেশ রচই সখী সকলে ॥
অলখিত কুঞ্জে চলল লেই হরষে । বিধুমুখী মুদিত বরজবিধু-দরশে ॥
মাধব কমলনয়নী-মুখ কলই । প্লকিতা তম্ব মন দিঠিজল থলই ॥
পরশ-পিয়াসে আগুসরি রহয়ে । নরহরি তবহি ধনীক কত কহয়ে ॥৬

ধানশী—

যতনে আয়ল ধনী শয়নক সীম । পাণ্ডল খিতি লিখি নত রহ গীম ॥
অন্তরে ধসধস সজল-নয়ানী । ভয়ে নাহি ছোড়ত সহচরি-পাণি ॥
শ্রবণে শুনত বব নায়ক-ভাষ । চমকি চমকি ধনি উঠয়ে তরাস ॥
বিদ্যাপতি কহে কিয়ে রসরীত । কানুক পরশে তরই ভেল চিত ॥৭
এ ধনি ! পহুমিনি ! সহজই ছোটি । করে ধরইতে কত করুণা কোটি ॥
হঠ-পরিব্রজ্যে নহি নহি বোল । হরিডরে হরিণী হরিহিয়ে ডোল ॥
বালি-বিলাসিনী আকুল কান । মদন কৌতুকী কত হঠ নাহি মান ॥
নয়ন-সুঅঞ্চলে চঞ্চল ভান । জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ । রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ ॥৮

ধানশী—

রঞ্জে রঙ্গিনী সঙ্গ শোহে অনঙ্গমোহন শ্রাম ।
বৈছে বারিদ- বৃন্দ মণ্ডিত মঞ্জু দামিনী দাম ॥

চন্দ্রমুখী মুখ-	চন্দ্রে চারু	চকোর গোকুলচন্দ্র ।
হরষে হসই	সুকঞ্জ আননে	ঝরত জম্বু মকরন্দ ॥
ভূরি ভঙ্গি	বিথারল লহ লহ	ভগ্নই শুনইতে ভাব ।
গৌরী বচন	ন থোরি উচরই	অধরে গহি রহ বাস ॥
লাজভয়ে কহু	লোল লোচন-	কোণে ঝলকই শ্রীত ।
রহি কি সহচরী-	পাশ নরহরি	হেরব ইহ নবরীত ॥২

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম ষোড়শ আশ্বাদঃ ॥১৬।১৪৬



সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ— (ধানশী)

এ নাগরবর বরজকিশোর ! হেরি তুয় বয়ন চয়ন (?) নাহি মোর ॥
 ধৈরজ কাজে দেয়লি তুহু পিঠি । না বুঝিয়ে কহ লাগায়লি দিঠি ॥
 এছে কবহি নাহি পেখিয়ে তোয় । কহইতে মরম সরম কাহে মোয় ॥
 এছে বচনে দিঠি চরকই বারি । নরহরি কর গহি মরম উবারি ॥১

ধানশী —

সজনি ! পেখলু অপরূপ রামা ।

কনক লতা	অংলঘনে উয়ল	হরিলী-হীন হিমধামা ॥জ্ঞা
নয়ন নলিনী দো	অঞ্জনে রঞ্জিত	ভাঙ বিভঙ্গি বিলাসা ॥
চকিত চকোর	জোর বিহি বাঁধল	কেবল কাজর পাশা ॥
গিরিবর গুরুয়া	পয়োধর পরশত	গীম গজমোতিম হারা ।
কাম কষু ভরি	কনক শঙ্খ পরি	চারত সুরধনী-ধারা ॥
পরসি পরাগে	যাগ শত যাগই	সেই পায়ে বহু ভাগি ।
বিছাপতি কহ	গোকুল-নায়ক	গোপীজন অনুরাগী ॥২

পুনঃ ধানশী—

সো অনুরাগ মুকুতি বয় থোরি ।

দৈব-যটিত দিঠি পথগত মোরি ॥

ভয় নহ কনকলতা-সমতুল ।

ভূষণ বলকে ফুটল জহু ফুল ॥

লোচন চপল চারু গতি বহু ।

সববস্তু হরই করই অতি রহু ॥

রহু স্বনশ্রাম নিছনি তবু পায় ।

হেরইতে বয়ন না নয়ন অঘায় ॥৩

পুনঃ তিরোতিয়া মল্লার—

স্বাস পরশে খসু অঘর দেখলি ধনী দেহ ।

জহু জলধরতলে চমকলি থির বিজুগী রেহ ॥

নমুয়া যুগ নয়ন রে দরশনে কত রহু ।

ন্যাধা-ডরে পৈশলি জহু শশি-শরণ কুরঙ্গ ॥

আর এক অপরূপ দেখলি কুচযুগ-অরবিন্দ ।

বিকশিত নহি কহু কারণ সো ঝামক মুখচন্দ ॥

বিজ্ঞাপতি গায়ই অপরূপ রমণী ভায়ে ।

যো পুণঃস্তু হোরই রে সো ইহ ফল পায়ে ॥৪

পুনঃ কামোদ—

সজনি ! ভাল করি পেখি না ভেল ।

মেঘমাল সঙ্গে

ভড়িত সতী জহু

হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥

আধ আঁচর গসি

আধ বদন হসি

আধ হি নম্বন-তরঙ্গ ।

আধ উরোজ হেরি

আধ আঁচর ভরি

তব ধরি দহয়ে অনঙ্গ ॥

একে তন গোরা

কনক কটোরা

অতহু কাঁচনা উপাম ।

হারে হরল মন

জহু বুঝি ঐছন

ফাঁস পসারল কাম ॥

দশন মুক্তা পাঁতি

অধরে মিলায়ত

মৃহ মৃহ কহতহি ভাষা ॥

বিজ্ঞাপতি কহ

অতএ সে দুখ রহ

হেরি হেরি না পূরল আশা ॥

পুনঃ গাঙ্গার—

এ সখি ! ধনী কিয়ে চোটক কেলি ।

যুষটে বদন ঝাপি চলি গেলি ॥

লোচন মন গেও তাকর সঙ্গ ।

তিলে তিলে অবশ হোত মঝু অঙ্গ ॥

নিশি দিশি এঁছে করই হিয় মোর। কহব কি তাক তনক নহ ওর ॥

এ নরহরি ! ইথে করহি বিধান। এত কহি নিশবদে ঝরয়ে নয়ান ॥৬

দুতী তলিকটে গহ্বা শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেগ-দশাং প্রাহ—

সুহই—

দুতী তবহি চলু যহি নব গোরী। ভেট ভগই দিষ্টি অবনত থোরি ॥

এ ধনি ! তুহু কিয়ে কয়লি অকাজ। বিনি অপরাধে বধলি রসরাজ ॥

আয়লি থোরি দরশ দেই তায়। ভেল উদবেগ সহই নাহি যায় ॥

তুয় বিলু স্বপনে অনত নহ চিত। নরহরি কতয়ে কহব উহ রীত ॥৭

সুহই—

আজু পেখলু নন্দকিশোর।

কেলিবিলাস সবহু অব তেজই অহনিশি রহত বিভোর ॥৮॥

যব ধরি চকিত বিলোকি বিপিন-তটে আয়লি তহি মুখ মোরি।

তব ধরি মদন-মোহন তলু কাননে লুঠই ধীরগন ছোড়ি ॥

পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি পায়বি চেতন নাহ।

ভুজগিনা দংশি পুনহি যদি দংশয়ে তবহি সময়ে বিষ যাহ ॥

অব শুভথণ ধনী মণিময় ভূষণ-সাজে রচই অভিসার।

কহে হরিবল্লভ তুহু পুন বল্লব-কণ্ঠে লাগই মণিহার ॥ ৮

গাঙ্গার—

কঙ্কনয়নী ধনী শুনি সখী বাত। উত্তর দেই উলসে স্তর গাত ॥

সহচরী-মরম সমঝি স্নেহে মাতি। তুরিতে সিদ্ধার কয়ল বহু ভাতি ॥

অলখিত ঘরসঞে বাহির ভেলি। শুভথণে কুঞ্জ-নিয়রে চলি গেলি ॥

নরহরি পহিলে মিলল যাহা শ্রাম। সুললীপগমন ভগই তিহি ঠাম ॥৯

ধানশী—

মাধব ! শুনইতে তুয় অমুরাগ। আয়ল গোরী বুঝলু বহু ভাগ ॥

তুহঁ সে চপল উহ মুগধিনী নারী । আজু স্বরপন বুঝব তোহারি ॥
 তৈথণে কাঁহু আগুসরি গেল । শুভথণে হুহঁ হুহঁ দরশন ভেল ॥
 মুন্দরী লাজে সমুখ নাহি হোই । মোড়ই গীম রহই মুখ গোই ॥
 নব নব বচন ভণয়ে বনমালী । এ লসে কলসে কি অমিয় রস ঢালি ॥
 রক্তিনী গুনইতে রসময় বাত । লহ লহ হাসি ধরই সখীহাত ॥
 মাধব মধুর হাসি করি কোর । চুষত চাঁদ বদন রসভোর ॥
 কুসুমিত শেজে যতন সঞে আনি । বৈঠল রভসে পরশি পগপানি ॥
 খোলই যব কুচককু খোরি । ভুজুগে ঝাঁপি রহই তব গোরী ॥
 নরহরি কহব কি মদন-তরঙ্গ । বাঢ়ল পহিল সুরতে বহু রঙ্গ ॥১০

বালাধানশী—

কিয়ে নব লেহ খেহ নাহি বাঁধ । কত শত বেরি চুষই মুখচাঁদ ॥
 মাধব মুদিত মদনমদে মাতি । শুতই মুগধিনী হিয়ে হিয় জঁতি ॥১১
 বলকে বিমল হুঁহ ললিত শরীর । জনধর তড়িত রহল জলু থির ॥
 আজু নিকুঞ্জে কেলি অবিরাম । লোচন ভরি কি হেরব যনশ্রাম ॥১২

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণসামুদ্রে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম সপ্তদশ অধ্যায়ঃ ॥১৭॥১৫৭



সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ—

(ধানশী)

মাধব ! না বুঝিয়ে রীত । নিরত অনত তুর চিত ॥
 চমকি চমকি চহ পাশ । হেরইতে তেজহ নিখাস ॥
 যন যন মোড়হ অঙ্গ । ভণইতে বচন বিভঙ্গ ॥
 রৈরঙ্গ না রহয়ে খোরি । মুকলি-আশাপন ছোড়ি ॥
 ভোজন শয়ন না ভায় । আন বচন না সুহায় ॥
 গুনইতে ঐছন ভাষ । কহে পছঁ নরহরি পাশ ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যঃ—

(সুহই)

নিরমল বদন-	কমল বরমাধুরী	হেরইতে ভৈগেলু ভোর ।
অলখিত রঙ্গিণী-	ভাঙ ভুজঙ্গিনী	মরমে সে দংশল মোর ॥
	সজনি ! যব ধরি পেখলু রাই ।	
মদন-মহোদধি	নিমগন মঝু মন	আকুল কুল নাহি গাই ॥১৥
বঙ্কিম হাসি	বিলোকন চঞ্চল	মঝু পরি যো দিটি দেল ।
কিয়ে অমুরাগিণী	কিয়ে বিরাগিণী	বুঝইতে সংশয় ভেল ॥
মরমক বেদন	মরম হি জানয়ে	সদয় হৃদয় তহি ঠাই ।
গোবিন্দদাস	কহই নিতি নৌতুন	লাগয়ে রসবতী রাই ॥২

পুনঃ ধানশী—

রতন মঞ্জরী ধনী	লাবণি-সায়র	অধরহি বাঁধুলি রঙ্গ ।
দশন কাঁতি কত	দামিনী ঝলকই	হসইতে অমিয় তরঙ্গ ॥
	সখিহে ! যাইতে পেখলু রাই ।	
মোহে হেরি সুন্দরী	ভরমহি চঞ্চল	চকিত চমকি চলি যাই ॥৩৥
পদ দুই চারি	চলয়ে যব নায়রী	রহই নিমিখ সব জোড়ি ।
বিষম বিশিখণ্ডে	অস্তর জর জর	সরবস লেয়ল মোরি ॥
মঝু মন গুণ বশ	ধৃতি মতি ধাধস	লেই চললি সব বাগা ।
গোবিন্দ দাস	কহই অব মাধব	জপতহি গুণমণিমালা ॥৩

সুহই—

কান্নুক বিষম বিকল হিয় হেরি ।	সখী পরবোধ করই বহু বেরি ॥
অভিনব লেহ, থেহ নাহি মান ।	রাই রাই করি বিলপই কান ॥
সখী নব কুঞ্জে যতনে বিরমাই ।	তুরিতে চললি বাহা বিলপয়ে রাই ॥
নরহরি সহ কত যুগতি বিচারি ।	কাতরে কহে ধনী বদন নেহারি ॥৪

দূতী শ্রীরাধিকার্নাঃ সন্নিম্নো শ্রীকৃষ্ণস্ত-জাগর্যাদশাঃ প্রাহ—

পঞ্চমরাগঃ—

শুন শুন গুণবতী রাই ।	তো বিহু আকুল কানাই ॥৫॥
সো তুয়া পরশক লাগি ।	ছটকটি যামিনী জাগি ॥
দহে তনু মদন হতাশ ।	তেজই উতপত স্বাস ॥
চিত পুতলী সম দেহ ।	মরম না সমুঝরে কেহ ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাষি ।	নিঝরে ঝরয়ে দউ অঁাষি ॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে গার ।	করহ গমন উপচার ॥৬॥

ধানশী—

সুন্দরী-মরমে লাগি রহ কান ।	অনুখণ অন্তরে করই ধিয়ান ॥
ঐছে সময়ে শুনইতে তহু বাত ।	চঞ্চল চিত অতি উলসিত গাত ॥
সখীকর গহি কহে লহ লহ বাণী ।	হাম অবলা রতি রসে অসিয়ানী ॥
গুরুজন-ভয় অতি সঙ্কট তায় ।	কৈছে মিলন উহ নাগররায় ॥
শুনি সখী কহই মদন গুরু হোয় ।	রস-পরিপাটী শিখায়ব তোয় ॥
সাজহ তুরিতে না সহরে বিয়াজ ।	গুরুজন শয়ন কেল গৃহমাঝ ॥
সখিক বচনে ধনী শুভথণ পাই ।	অলখি চল ঘন চহঁ দিশ চাই ॥
নরহরি পহিলে সন্মান কান ।	শুনি হৃত তহু জহু পায়ল পরাণ ॥৭॥

শ্রীরাগ—

ধনীতনু-বরণে উজর বন কেন ।	কত শত চান্দ উদয় জহু ভেল ॥
হেরইতে শ্রাম আগুসরি যাত ।	মহি ন পরশে পগ, উলসিত গাত ॥
কিয়ে নব মিলনে প্রেমপরকাশ ।	রঙ্গিণী লাজে ন চললু পিয়-পাশ ॥
চঞ্চল কানু মদন-অরে কাঁপি ।	অলখি বেণী ভুজগসংগে কাঁপি ॥
কুচ পরশত-ভয়ে মুদই দিঠ ।	কত ছলে পিবই অধর-রস মিঠ ॥
নাগরকোরে অবশ ধনী অঙ্গ ।	নরহরি ভণব কি নব নব রঙ্গ ॥৮॥

বালা ধানশী—

মরি মরি কিয়ে নব লেহ । মনমথ এক কয়ল দুহঁ দেহ ॥
কিয়ে দুহঁ অপরূপ কেলি । দুহঁ নব মনোরথ পূরণ ভেলি ॥
সখীগণ প্রমোদিত ভেল । দুহঁ নব ভক্তি নয়ন ভরি নেল ॥
নরহরি ইহ অভিনাষ । এছে সমস্ত কি রহব সখী-পাশ ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্বোধনং নাম অষ্টাদশ-আন্বাদঃ ॥১৮॥১৬৫



সুবলঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রত্যাহ— (বালা ধানশী)

অনুখণ তোহে হেরিয়ে আকুল চিত । দূরে গেও মুরঙ্গী আলাপন গীত ॥
মরম না কহ কাহে প্রাণ সাংঘাতি । তুয়া মুখ হেরি জনত মমু ছাতি ॥
মরকত জিনিয়া যো কলেবর কাঁতি । সো অব বামর কুবলয় ভাঁতি ॥
হেরইতে নিরমল লোচন ওর । কো জানে কৈছে করয়ে হিম্ন মোর ॥
শুনইতে এঁছন সহচর-বাণী । ছোড়ি নিখাস উলটায়ল পাণি ॥
দূর অবগাহ মরম অভিনাষ । সমুখই কহ যনস্তামর দাস ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যঃ—

কালিদমন দিন-মাহ । কালিন্দীকুল কদম্ব কি ছাহ ।
কত শত নব ব্রজবালা । পেখলু জহু থির বিজুরীক মালা ॥
তোহে কহ সুবল ! সাংঘাতি । তবু ধরি হামনা জানি দিনরাতি ॥১১
তহি ধনীমণি দুই চারি । তহি মনোমোহিনী রহ একু নারী ।
সো রহ মমু মনে পৈঠি । মনসিজ-ধূমে ধূম নাহি দিষ্টি ॥
অনুখণ তাহিক সগাধি । কো জানে কৈছন বিরহ-বিস্মাধি ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা । গোবিন্দদাস কহ এছে নবলেহা ॥২

পুনঃ শুদ্ধরী—

শুন শুন সুবল ! সাংঘাত । লখইতে ধৈরজ ধরই না আত ॥

শুনইতে তাকর নাম । হোরল অঙ্গ অবশ তিহি ঠাম ॥
 কালিদমনে কিয়ে ভেল । সো ধনী গুণইতে কাসিম কেল ॥
 না পুরল লোচন-সাধ । না শুনলু শ্রবণে বচন তহু আধ ॥
 ঐছে ভণত মুহু বাণী । করু পরবোধ সুবল গহি পাণি ॥
 তবহি তুরিতে ঘনশ্রাম । কামুক চরিত কহয়ে ঘনশ্রাম ॥৩

দূতী প্রাহ—

(গান্ধার)

কতয়ে কশাবতী ঘুবতী স্মরুতি নিবসতি গোকুলমাহ ।
 হরি অব হাসি রভসরসে কাহক কুটিল নয়ানে নাহি চাহ ॥
 সন্দরি ! অতএ করি অনুমান ।

শুভধনে স্বামী- বরত তুহঁ ছোড়লি নারী-বরত নিল কান ॥৪॥
 তুরা নিজ নাম গাম ঘন গায়ই সো এক আখর বক্সা ।
 শুনইতে রাতি রতন রতি রাতুল চমকই তোহারি আতঙ্কা ।
 তুরা নিজ নাম গাম ঘন গাওয়ে অবেকত মুকলি-নিশান ॥
 সহচর-কোরে ভোরি তোহে ডাকয়ে গোবিন্দদাস পরমাণ ॥৪

পুনঃ ধানশী—

কত যে কহব ধনি ! তোয় । তুর গুণ শুনইতে রোয় ॥
 কালিদমন-দিনে কান । তোহে হেরি হরল গেয়ান ॥
 না বুঝি ঘটল কিয়ে লেহ । তিলে তিলে ভেল ক্ষীণ দেহ ॥
 সো সুপুরুষ অনুরাগি । বুঝিয়ে হোয়বি বধভাগী ॥
 স্বপনে অনন্ত নহ চিত । তা সঞে সমুচিত প্রীত ॥
 বেগি চলহঁ তিহঁ ঠাম । সুবশ ঘুসব ঘনশ্রাম ॥৫

ধানশী—

সহচরী বাত থয়ল ধনী শ্রবণে । হৃদয়ে উলাস কহয়ে নাহি বয়নে ॥
 সহচরী সমুদল ময়মক বাত । সাজায়ল ঐছে কছু লখই ন জাত ॥

খেতাহরে তহু আবরি দেল । বাহ পকড়ি তবু সঙ্গে করি নেল ॥
 যৈছন চান্দ গগনে চলি যাই । ঐছন কুঞ্জে উদয় ভেল রাই ॥
 কান্ন ধয়ল যাই রাইক হাত । পৈঠল সুবদনী কহে লহ বাত ॥
 কুচযুগ পরশে তরসে মুখ মোরি । বিদ্যাপতি কহ আনন্দ মোরি ॥৩

গান্ধার—

শুভথণে পহিল মিলন ছহঁ ভেলি । সুমধুর কুঞ্জভবনে বনকেলি ॥
 মাধব সরস রভসে মৃদু ভাথি । ধনীমুখ নিরখি সফল করু আখি ॥
 ঘন পরিরন্তই উলস হিয়ায় । উপজত ছরমে ঘরম ছহঁ গায় ॥
 ঐছে সময়ে নরহরি অভিনাষ । বীজনে বীজব কি রহি সখী-পাশ ॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম উনবিংশ অধ্যায়ঃ ॥১২১১২



সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ—

(ধানশী)

কহ কহ নাগর ! মরক বাত । কাহে মলিন মরকত জিতি গাত ॥
 সহচর সঞে না করহ পরিহাস । তেজহ ঘন ঘন বিষম নিশাস ॥
 হোয়ব অখির পীতপট হেরি । মরি মরি বচন ভণই বহু বেরি ॥
 লোচনজল না সম্ভারই পার । হেরইতে জীউকি করই হামার ॥
 মঝু মনে ঐছে হোয়ই পরতীত । বাঁধল কোউ রমণী তুম চিত ॥
 সো ধনী কৈছে শুনব যব কাণ । নরহরি তবু হি করব মনমান ॥১

ভতঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

(ধানশী)

এ সখি ! অপরূপ পেখলু রামা ।

কুটিল কটাত- লাখশর-বরিষণে মন বাঁধল বিহু দামা ॥জ্ঞা॥
 পহিল বয়স ধনী- মণি মনমোহিনী গজবর-গতি জিনি মন্দা ।

কনক লতা তম্বু বদন ভান জম্বু উয়ল পুণমিক চন্দা ॥
 কাঁচা কাঁচন সাঁচ ভরি দৌ কুচ চুচক মরকত-শোভা ।
 কমলকোরে জম্বু মধুকর শুভল তাহে রহল মনলোভা ॥
 বিজ্ঞাপতি পদ- মোহে উপদেশল রাধা রসময় কন্দা ।
 গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরব যো হেরি লাগল ধন্দা ॥২

পুনঃ গাছার—

কাঞ্চল কমল পবনে উলটায়ল ঐছন বদন সঞ্চার
 সরবস্ব লেই পালটি পুন বিকল রঞ্জিণী বন্ধ নেহার ॥
 সজনি ! কো দেই দারুণ বাধা ।

নয়নক সাধি আধ নাহি পুরল পালটি না হেরলু রাধা ॥৩॥
 ঘন ঘন আঁচর কুচগিরি কাঁচর হসি হসি তুহি পুন হেরি ॥
 জম্বু মঝু মন হরি কনরা কুণ্ড ভরি মুহুরি রাখলি কত বেরি ॥
 যব মন বাঁধল ইন্দ্রিয়গণ ফাঁপর তাহে মিলল আন আন ।
 কাঁঠক পুতলি তাহে মন মুকুছিত গোবিন্দদাস পরমাণ ॥৩

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! যব ধরি পেখলু গোরী । তব ধরি মোহে ধীরজ গেও ছোরি ॥
 যৈছে করই হিয় কহই না যায় । কৈছে মিলব পুন রচহ উপায় ॥
 ঐছে ভগত বন্ধ লোচনে বারি । সহচরী বোধে না রহই সম্ভারি ॥
 তৈথণে-তুরিত চঙ্গল ঘনশ্রাম । পদ-গদ ভাষে ভগয়ে ঘনশ্রাম ॥৪॥

দূতী শ্রীরাধিকায়্যাঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য জড়িমদনাং প্রাহ—

আশাবরী—

এ ধনি ! চাহি চপলদ্রিষ্টি খোরি । করলি কান-কর সরবস্ব চোরি ॥
 তো বিহু শয়নে স্বপনে নাহি আন । মুদিত নয়ন দৌ করই ধিয়ান ॥

পুচ্ছত উত্তর নাহি, তেজই নিখাস । হোয়ল নিচল জীবনে কিয়ে আশ ॥
সো সুপুরুষে কি নিদয়পন রীত । নরহরি ভগ্নে মিলন-সমুচিত ॥৫

পুনঃ ধানশী—

সুন্দরি ! মাধব তোহে অমুরাগি । তুহঁ ধনি ! ঐহন ভেলি কথি লাগি ॥
ধব্ ধরি তো সঞে ভেল সন্তাষ । তব ধরি সব সুখ ভেল উদাস ॥
তুয়া কাহিনী বিহু না শুনেয়ে আন । তুয়া গুণে বাধল প্রেম পরাণ ॥
থণে থণে রাই বলি ছাড়য়ে নিখাস । মুদল নয়ন না করে পরকাশ ॥
চৌদিগে উছলি উছলি পড়ু লোর । অন্তরে বেদন কে কহু ওর ॥
লাখ কলাবতী আছে উহ ঠাম । স্বপনেহ কাহুক না করয়ে নাম ॥
এক তুয়া করি জপয়ে পরাণ । বড়কা প্রেম বড়ই সে জ্ঞান ॥
বিজ্ঞাপতি ভণ প্রেম অগেয়ান । তহু সঞে পরবশ করয়ে পরাণ ॥৬

তিরোতিয়া ধানশী—

কামুন ঐছে দশা শুনি গোরী । অন্তর তরল ধিরজ পুন ছোড়ি ॥
লহ লহ বচন ভণই সখী-পাশ । কৈছে চলব হাম উপজে তরাস ॥
তবহি কহই সখী করি চতুরাই । সো সুরসিকে ভয় না করহ রাই ॥
ধনি কহ কুলভয় বারব মোয় । অলখিত লেই চলব হাম তোয় ॥
ধনী মুহু হাসি বসনে মুখ গোই । তৈখন বেশ তুরিতে করু কোই ॥
অব শুভ সময় কোউ কহি দেল । তব সখী করগাহি গহনহি গেল ॥
চলইতে পশ্বে রহই পুন ঠারি । কামুক মিলব লাজ দ্বিয়ে বাঢ়ি ॥
পুন সহচরী লেই চলু সমুঝাই । নরহরি নবীন লেহ বলি যাই ॥৭

সোরাট্—

আয়লি কুঞ্জে রমণীমণি বালা । চমকই তহু জহু বিজুরিক মালা ॥
মাধব রহি তহি ধনিক-দ্বিঘানে । চৌকি নুপুরধ্বনি শুনইতে কাণে ॥
লখইতে হরখে আখিজলে ভিগই । চলত আগুগরি পদযুগ ডিগই ॥

সুখী সেই দিঠি মাধব-বয়নে । উলসল লাজ ভরল দৌ নয়নে ॥
 মাধব মদনে মাতি যব গহয়ে । তব ধনী সখিক কোরে খসি রহয়ে ॥
 সখী কত যতনে সৌপি স্মৃথে নিরিখে । ধনী করি কোরে কান্ন রস বন্নিখে ॥
 অধর-কমল মধুকরসম দশই । রঙ্গিনী বসনে মুখ ঝাঁপি হসই ॥
 সুস্মিত শেজে ঐছে ছহ বিলসে । কব ঘনশ্রাম লখব হিয় উলসে ॥৮
 ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে
 সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম বিংশতিতম অঙ্কান্দঃ ॥২০॥১৮০

সুবলঃ প্রাহ—

(গান্ধার)

কহহে মরম ঘনশ্রাম সাংঘাতি । হেরইতে তোহে বিদরে মঝু ছাতি ॥
 মুখবিধু অধিক মলিন ভই গেল । ঢরকই বারি অরুণ দিঠি ভেল ॥
 হোয়ল খীণ মধুর মৃদু গাত । তেজহ নিখাস নিয়ত নতমাথ ॥
 লাজ না করহ কহল নিরধার । করণ উপায় বৈছে পরকার ॥
 অমুখণ যব স্মৃথে রহবি বিভোর । হোয়ব সকল সখা তব তোর ॥
 শুনইতে সুবল বদন ঘন চাহ । নরহরি করগহি কহই সুনাহ ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

(ধানশী)

তমুরুচি হিরণ কিরণ মণি কাঁতি । পহিরণ নীলবসন কত তাঁতি ॥
 এহ নেহারি কি বিজুরীক রেহা । লাজে লুকাই সঘন ঘনমেহা ॥
 দেখলু সুবল বিপিনে কোন গোরা । বল করি চিত চোরাখলি মোরি ॥২
 খঞ্জনগঞ্জন লোচন জোর । বৈছে চিত্রগতি চাকু চকোর ॥
 হেরি হেরি অতএ করিয়ে অনুমান । খঞ্জন খঞ্জ ভেল চলই না জান ॥
 চলইতে রুণুঝু মঞ্জীর রণই । মনসিজ মন্ত্র বেকত জম্বু ভণই ॥
 ইথে কৈছে ধৈরজ ধরবহি কান । গোবিন্দদাস এতহ নাহি জান ॥২

পুনঃ কল্যাণ—

মুক্তি দামিনী

মদনধামিনী

বদন ধামিনীকান্তরে ।

তছু 'চবুকে মৃগমদ	বিন্দু ছন্দহি	হামারি হিয়ে বিলসন্তরে ॥
নাঙ্গা মোতিম	তৈছে তিলফুল	ঝুলত অমিয়াক বিন্দুরে ।
দিঠি রঙ্গভঙ্গিম	বহে তরঙ্গিম	জন্ম অনঙ্গক সিদ্ধুরে ॥
গণ্ডমণ্ডল	দোলত কুণ্ডল	হামারি যে উতছু সঙ্গরে ।
নব শ্রাম ভামিনী	ভুজগ-কামিনী	নিদ্দি ভাঙ বিভঙ্গরে ॥
সুন্দর সিন্দূর	বিন্দু-কোর হি	উজর বেণীবিলাস রে ।
ভুজগারি ভ্রাতর	কাল ভুজগিনী	কিয়ে করত গরাসরে ॥
কুটিল অলকক	মাল ঈষত	চলত মৃগগতি বাতরে ।
ইহ হামারি মরমহি	পরম দারুণ	রহই কাম-করাতরে ॥
হাসি খোরহি	বদন মোরহি	চীর-আচরে কাঁপি রে ।
উহ নেল সরবস্ব	মোর জোরহি	ভোর তনু অব কাঁপি রে ॥
সোই স্তমধুর	অধর মধু বিনে	কান ধরই ন প্রাণরে ।
বুঝি এজন জীবন	রহত কৈছনে	সুবল ! করহ বিধানরে ॥৩॥

পঠমঙ্গরী—

রাই-রূপগুণ ভণইতে কান ।	গর গর অন্তর তরল পরাণ ॥
নিঝরে নয়ন ঝরু নিয়ত উদাস ।	* তেজই উতপত দীর্ঘ নিশ্বাস ॥
বিলুটই স্থল করে অবিরাম ।	ঘন ঘন ভণই কি হেরলু হাম ॥
তৈথণে দ্বীপী আরল তহি এক ।	দেখিল অতুল প্রেম পরতেক ॥
হোয়ল বিকল শ্রামমুখ চাই ।	কত পরবোধি চলল বাহা রাই ॥

নরহরি সহ বহু বিচারি উপায় । ভেটল তুরিতে কহই পুন তার ॥৪॥

দ্বীপী শ্রীরাধিকায়ঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণ বৈয়গ্র্যদশাং প্রাহ—

ধানশী—

এ ধনি ! কুসুমচয়নে বনে গেলি ।	মাধবে বধি মনোরথ সিধি কেলি ॥
অমিয় কি বিথ তুয় দরশ না জানি ।	শুনইতে অমুখণ দগধে পরাণ ॥

ভগ্নহিতে নাম উপজে বহু খেদ । তুহঁ নিরদয়ী ইথে কর নিরবেদ ॥
 নীরজ-নয়নে নিরন্ত বহে বারি । নিশ্চয়ই ঘন ধৃতি ধরই না পারি ॥
 তিলে তিলে বিষম বুঝলু সব কাজ । সুপুরুষে মিলইতে বিফল বিষাজ ॥
 তা সঞ্চে যব বৈঠবি এক ঠাম । তব তুয় স্মরণ ঘূষব ঘনশ্রাম ॥৫

কল্যাণ—

কান্ন বিকল	বিলাপ শুনি ধনী	ধীরজ ধরই না পারি ।
দুতী কর গহি	পুছই পুন পুন	নয়নে চরকই বারি ॥
তবহি সখী স্মৃথে	ভাখি লহ লহ	মিলবি যব তুহঁ তায় ।
তবহি সমুঝবি	রসিকপন তছু	তুহঁ সে জীবন-উপায় ॥
খোরি হাসি মুখ	মোরি সব তমু-	বসনে রহবি অগোরি ।
তোহে পরশব	নাহ যব তব	কোরে বৈঠবি মোরি ॥
ঐছে কতহি	শিখাই লেই চলু	কুঞ্জে কক পরবেশ ।
কঞ্জলোচনী	গমন লখি ঘন-	শ্রাম উলস অশেষ ॥৬

ইমন—

আজু কি মধুর	রঙ্গ নিধুবন-	কুঞ্জে পহিল মিলাপ ।
দুহঁক দুহঁ অব	লোকি অলখিত	মিটল মনমথ তাপ ॥
আগুসরি নব	নাহ ছলে লহ	হাসি পরশত গাত ।
লাজ ভয়ে ধনী	চৌকি রহ পগ	আধ ধরই না জাত ॥
কান্ন কাকুতি-	বচনে সহচরী	যতনে ধরি ধনী-পাণি ।
সেঁপি কত সমুঝাই	কুসুমিত	শেজ-সঙ্গীপহি আনি ॥
বাছ গহি রস-	মেহ মাধব,	করল কোতুকে কোর ।
ঐছে ললিত	বিলাস নরহরি	হেরি হোয়ব কি ভোর ॥৭

১. ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়ুতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একবিংশ অধ্যায়ঃ ॥২১॥১৮৭



কশ্চিদাহ—

(ধানশী)

মাধব ! মরম না কহ কাহে মোয় । কৈছে কুরই হিয় হেরইতে তোয় ?
 ঐছে বচন শুনি হেজই নিখাস । লহ লহ কহ কি কহব তুয়া-পাশ ॥
 থোরি বয়স রস উমগত গোরী । অচিরে কয়ল এ অলচিত্ত চোরি ॥
 এ ঘনশ্যাম সো মুরতিনি কাই । করি কত যতন কোনে নিরমাই ॥১

পুনঃ ধানশী—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তহু তহু জোতি । তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥
 যাঁহা যাঁহা অরুণচরণে চলি চলই । তাঁহা তাঁহা সুখল কমল দল থলই ॥
 সজনি ! সো ধনী সহচরী মেলি । হামারি জীবন সঞে করতহি থেলি ॥
 যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল । তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥
 যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পরই । তাঁহা তাঁহা নীল উতপলবন ভরই ॥
 যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস । তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ ॥
 গোবিন্দ দাস কহ যুগধল কান । চীনই রাই চীনই নাহি জান ॥২

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! ঐছে কবহি নাহি পেখি । জীবন জনম সফল করি লেখি ॥
 লোচনী মন রহ তাকর পাশ । তা বিহু ভেল সব জগত উদাস ॥
 গুণইতে তাহে কি হোয়ল বিয়াধি । লেয়লু শরণ বুঝলু তুম সাধি ॥
 আন অধীন নহ কহ মোহে কোই । রচহ উপায় যৈছে সিধি হোই ॥
 ঐছে ভগত ভরু লোচনে বারি । তবহি চলল সখী যহি সুকুমারী ॥
 সুমুখী পুছই শুভ সখী পরিতোখি । তব ঘনশ্যাম ভগই কছু রোখি ॥৩

দূতী শ্রীরাধিকায়্যাঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যাধিদশাং প্রাহ—

পঠমঞ্জরী—

সুন্দরি ! তুহঁ বড়ি হৃদয় পাষণ ।

তুয়া লাগি মরন-

শরানলে পীড়িত

জীবইতে সংশয় কান ॥৫॥

বৈঠই তরুতলে পঙ্খ নেহারই নয়নে গলয়ে ঘন লোহ ।
 রাই রাই করি স্বেঘনে জপয়ে হরি তুষাভাবে তরু দেই কোর ॥
 শীতল নলিনীদল তাহে মলয়ানিল আগোরে লেপই শ্রাম অঙ্গ ।
 চমকি চমকি হরি উঠতহি কত বেরি দাহত মদন তরঙ্গ ॥
 চলহ বিপিনে ধনী রমণীর শিরোমণি ভেটহ নাগর কান ।
 গোবিন্দ দাস কহই শুন সুন্দরি ! কাহু ভেল বহুত নিদান ॥৪

পুনঃ আশাবরী—

তুয় দিঠি বড় বিরলোকন হাস । সুমরি সুমরি ঘন তেজই নিখাস ॥
 এ ধনি ! তুহুঁ সে হোরলি বধভাগি । মাধব মুরুছই সোই তুয় লাগি ॥৫॥
 ঐছে সুপুরুষ ভাগ সঙ্গে ভেটি । ধয়লি কি লাজ সুযশ গেও মেটি ॥
 শুনি ধনী চলইতে চঞ্চল ভেলি । তব সখী হরথে বাঁহ গর্হি নেলি ॥
 পহিল মিলন রীতি যুগতি অশেষ । যতনে শিপাই বিক্ৰিচি নব বেশ ॥
 অলখিত লেই চললি সুকুমারী । নরহরি সখীক লেহ বলিহারি ॥৫

ধানশী—

সুন্দরী বিরমি বিরমি চলি যাহি । কাহুক মিলন সকুচ মন মাহি ॥
 লেই সুমুখী সখী পৈঠল কুঞ্জ । চমকত স্তনু রুচির রুচিপুঞ্জ ॥
 মাধব ধনিক নিরখি ছকি গেলি । অমুভই চাঁদ উদয় মহি ভেলি ॥
 মনমথ তবাই কাঁপয়ল দেহ । চলল আশ্রয়সরি জহু রসমেহ ॥
 কাহুক নিরখি তড়িততনু রাই । সাগুরী সখীক কোরে রহ যাই ॥
 নাগর নয়ন সফল করি লেখি । লহ লহ হাসি কহই গতি পেখি ॥
 মঝু হিয় অভরণ চরণ তোহারি । ধরহ ধরণীতলে সহই না পারি ॥
 ভগি ইহ বাণী পাণি ধরু পায় । রঞ্জনী হাসি কুটিল দিঠে চায় ॥
 সহচরী ইঙ্গিতে তবহি কিশোর । চুষই অধর করই ছলে কোর ॥
 উলসল বিপুল পুলক ভরু দেহ । গায়ব কব ঘনশ্রাম সে লেহ ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্ব রাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বাবিংশতীতমো অধ্যায়ঃ ॥২২॥১২৩



সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ— (ধানশী)

কহ কহ মাধব ! মোয় । কোই মিলল কিয়ৈ তোয় ॥
 লোচন মন গহি আন । অমুখণ ধরহ ধিয়ান ॥
 ঐছে শুনত কহু থোরি । পৈঠল হিয়ে নব গোরী ॥
 নরহরি কহই কি পারি । মোঁ অতি রঙ্গিণী নারী ॥১

ধানশী—

আলি-বলিত চলি কালিন্দী বাট । তহি উপজায়ল কোতুক ঠাট ॥
 সো বররমণী মধুর তনু কাঁতি । চমকত জলু থির বিজুরিক পাঁতি ॥
 মোহে হেরি শাওরী সখী করু কোর । তখনক ভাঙ্গ লাগ হিয়ে মোর ॥
 হসই সুদশন লসই অমুপাম । মরি মরি তাহে নিছনি ঘনশ্রাম ॥২

পুনঃ ধানশী—

হাসি বদনে আখ অঞ্চল দেল । অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল ॥
 পাশ উদাসল পালটি নেহারি । তাঁহি চলল মন বাহ পসারি ॥
 আজু পেগলুঁ মুই রসবতী নারী । মদন-বাণ কত গেলি উভারি ॥৩॥
 কেশ বিথারল পিঠিহি লোল । মাথ আশপর রহল নিচোল ॥
 পহিরল পুনহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ । তব ধরি নয়নে রহল কিয়ৈ ধন্দ ॥
 চাতুরী কতয়ে করল মরু আগে । জীউ রহল আজু বড় পুন ভাগে ॥
 কহইতে কি কহব কহই না পারি । ভণয়ে বিথাপতি বিদগধ নারী ॥৩

পুনঃ বরাড়া—

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই । তাঁহা তাঁহা সরোরুহ ভরই ॥
 যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ । তাঁহা তাঁহা বিজুরী তরঙ্গ ॥
 কি হেরলু অপরূপ গোরী । পৈঠল হিয়মাহা মোরি ॥৪॥
 যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ । তাঁহা তাঁহা কমল-প্রকাশ ॥
 যাঁহা লহ হাস-সঞ্চার । তাঁহা তাঁহা অমিয়বিকার ॥

বাঁহা বাঁহা কুটিল কটাখ ।

তাহি মদন-শর লাখ ॥

হেয়ইতে সৌ ধনী ধোর ।

অব তিন ভুবন অগোর ॥

পুন্সকিয়ে দরশন পাব ।

তব মোহে ইহ দুখ যাব ॥

বিদ্যাপতি কহ জানি ।

তুয়া গুণে দেয়ব জানি ॥৪

পুনঃ স্নহই—

শুন শুন সজনি ! কি কহব তোয় । দরশন বিহু তহু ধরণ না হোয় ॥৫॥

ধীরজ লাজ সবহু গেও মিট ।

হিয় মাহা বেধত মনমথ-কীট ॥

তহু মন জীবন তাকর সাথ ।

এত কহি মাথে ধয়ল সখী-হাত ॥

তুহু বিহু কোই নাহি ইথে মোর ।

বুঝি লেয়লু হাম শরণহি তোর ॥

কহ কবিশেখর ধীরজ রহ শ্রাম ।

কহি চলি আয়ল রাইক ঠাম ॥৫

সখী শ্রীরাধিকায়ঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্ত উদ্গাদদশাং প্রাহ—

ভিরোভিয়া বেলোয়ার—

শুন লো রাজার কি তোরে কহিতে আসিয়াছি ।

কাহু হেন ধন পরাণে বধিলি এ কাজ করিলি কি ?

বেলি অবসানকালে কবে গিয়াছিলি নাকি জলে ।

তাহারে দেখিয়া মুচুকি হাসিয়া ধরিলি সখার গলে ॥

দেখায়া বদন চান্দে তারে ফেলালি বিষম ফান্দে ।

তুরিতে আয়লি লখিতে নারিল ওই ওই বৈলা কান্দে ॥

গুপত বরত সেবি তোরে বর দিল দেবা দেবী ।

থোরি দরশনে আশ না পুরল ভণে বিদ্যাপতি কবি ॥৬

পুনঃ ভূপালী—

নবীন স্নজলধর শ্রামল দেহ ।

তোহে হেরি উনমত হোয়ল সেহ ॥

পড়ল তুয়া দিঠে শ্রাম বয়ান ।

আঁচরে ঝাঁপি মুখ কয়লি পয়ান ॥

সো দিঠি তাক ভেল হৃদিশেলা ।

না জানিয়ে কৈছে চোটক তুহু ফেলা ॥

তন তন রমণী-শিরোমণি রাই । সো বর নাগরে রাখহ রাই ॥৩৯॥
 দরশন-লালেসে ধরয়ে পরাণ । তুহু পুন ভোরি ভেল মনে আন ॥
 ভগয়ে বিজ্ঞাপতি না কর বিলম্ব । সো রহু তোহারি দরশ-অবলম্ব ॥

বিহাগড়া—

সুমুখী সখী পর-	বোধে মাধব-	নিরয়ে চলু সখী সঙ্গ ॥
অসিত বদনে	অগোরি ঘন ঘন	কনক দরগণ অঙ্গ ॥
বাঁধি দৃঢ় কুচ-	কঞ্জ ডোরি সু	নাহ পরশ-তরাস ।
ঝাঁপি আঁচরে	চারু বদন	সস্তারি স্নমধুর হাস ॥
পৈণ্ঠি কুঞ্জ-	মাঝার নাগরে	নিরখি রহ দিগ্ঠি মোড়ি ।
চৌকি চিত চপ-	লাসি পগড়গ	ভরণ শকতন থোরি ॥
তবহি বরজ-	ভুজগ-রঙ্গিনী	অধর দংশন লাগি ।
আগে চলু রচি	যুগতি মনমথ-	ধূমে ধ্বতিভর ভাগি ॥
কাহ্ন বিকল	বিলোকি সহচরী	চতুর চাতুরী ঠানি ।
ভাখি রসময়	বচন গহি দোহে	সৌপি হুহু তুহু পানি ॥
ভুখিল রসিক-	চকোর পিবই সো	অধর অমির উমঙ্গ ।
সফল সব অভি-	লাস ভেল ঘন-	শ্রাম ভগব কি বঙ্গ ॥৮

তিরোতিয়া বেলাবলী—

আজু ললিত	নিকুঞ্জ মন্দির	মাহ মনমথ মাতি ।
রাই কাহ্নক	পহিল মিলনহি	রঙ্গ কত কত ভাতি ॥
রুচির নব পরি-	যকু কুসুম সু-	রচিত অতি ছবি দেত ।
শয়ন নিরুপম	নয়ন ভরি ভরি	বয়ন মাধুরী লেত ॥
চতুর সহচরী-	চরিত নিরখি	উলাসে পুনকিত গাত ।
হসত লহ লহ	পরসপর ঘন	ভগত রসময় বাত ॥
অমত অমর-	কদম্ব শিখীশুক	শারী সুখ নহ ওর ।

দাস নরহরি আশ করয়ে বিলাস হেরি হব ভোর ॥২

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়তে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্বোধগবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ॥২৩২০২



সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

কহ মোহে মরম, সরম কাহে কান । কো অছু অমুখণ পীড়ই পরাণ ॥

আধ পলক ধৃতি ধরই না বাত । লোচন চারু চপল অকুণ্ঠাত ॥

হেরইতে রীত উপভোগে হিয়ে মোরি ॥ পেখলি কিরে কো রঙ্গিনী গোরা ॥

এছে বচনে কহ পছ বাণী । নরহরি তহ সে মরম মঝু জানি ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্য— (পুন্সবী)

সজনি ! অপরূপ পেখলুঁ রামা ।

উমল তরুণ তারাগণ বেড়ল চৌব চিকুর অমুপামা ॥১॥

শশিরঃ স্নাত ঐরি ছহিত পতি তাহু শিলক মুখ শোভা ।

কৌন বদন পর কীর বিরাজিত অধর বিদফল লোভা ॥

জলনিধিসুতা সম বচন শোহায়লি শিখর-বীজ রদপীতি ॥

কনকলতা পর ফললহি শীরিফল বিহি গঢ়ায়ল বহু ভাঁতি ॥

অজপহ পিতুরিপু তা স্নতবাহন তাহু গমন চলু রামা ॥

সাগর-গরহ সাজি বরগামিনী জিনইতে চলু তাঁহি ধামা ॥

ধগপতি জনক স্নতা পতি তা রিপু তা রিপু জননী সমান ।

জমু হরি-বাহন হেরইতে রহলহি কবি বিদ্যাপতি ভাগ ॥২

পুনঃ সাম শুভ্ররী—

সজনি ! অকথন কথন না যায় ।

অঙল অরুণ শশিক মণ্ডল তাতর গেলি ছাপায় ॥৩॥

কদলী উপরে কেহরি পেখলুঁ কেহরি মেকু চড়োলা ।

তহি উপরে	নিশাকর পেখলু	তা পর কীর বসেলা ॥
কীর উপরে	কুয়ঙ্গিণী পেখলু	চকিত ভ্রমে জমি ।
তা কর উপরে	ভঙর পেখলু	ভঙর উপরে ফণি ॥
এক চোস্ত	ওর পেখলু	বিসশ বিনা অরবিন্দা ।
বিদ্যাপতি কহ	অবলা পেখলু	বৈছন দুজক চলা ॥৩৩

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

সখি হে ! অপরূপ পেখলু সোহা ।

কনক লতায়	উয়ল কিয় হিমকর	ঐছন লাগল মোর ॥
কুটিল কেশ	চঞ্চল অতি লোচন	নাসা আঁতর ভীন ।
রাগী অধর	দশন মণি ভেটল	হুঁ কুচ করক কঠিন ॥
ত্রিবলীক মাঝে	পর্যোনামি বঁধত	নাভি সরোবর সেই ।
ভারি জঘন	সঘনহি রহ দুবরি	পর দুখে দুখিত না হোই ॥৩৪

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ ভূপালী—

আনন সহজ শোহায়ুগি রে	কি কহব দশনক জ্যোতি ।
কহইতে গোপত আতুররে	কমল উপরে গজমোতি ॥
উনত উরজভরে ভঙ্গুরে	মাঝ তরুণী তঙ্গু খীণ ।
মদন লতাগিরি উপজল রে	কি কহব দৈব অধীন ॥
কিয়ে আজু অপরূপ পেখলু রে	রমণী মনোহর বেশ ।
তা পরি ভাবিতে জীবন রে	নবম দশা পরবেশ ॥৩৫

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ ধামলী—

এ সখি ! নিরুপম রঙ্গিণী গোরী ।	হেরইতে হৃদয়ে পৈঠি রহ মোরি ॥
যেছে করই হিয় কহই না হোই ।	রহব জীবন যব ভেটব সেই ॥
অব হাম পৈঠলু শরণ তোহারি ।	ভগইতে ঐছে নয়নে কদ বারি ॥

তব পরবোধি চলল ঘনশ্রাম ।

কাহ্নক চরিত কহই ধনীঠাম ॥৬

দুর্ভী শ্রীরাধিকার্যাঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য মোহদশাং প্রাহ—

বেলাবলী—

সুন্দরি ! অরু কি কহব অব তোয় ।

সো সুপুরুষ তুয় দরশে বিয়াকুল পরশ-পিয়াস অবধি নাহি হোর ॥৭

তুয় তহু অল্পপম , মাধুরী ভগইতে উসসি উসসি নিশসই বহু বেরি ।

বারি নিঝরে বরু অক্লগিম লোচন মুদই খণে রহ চহুদিশ হেরি ॥

বিসরল সুললিত মুরলী আলাপন দূরে শিখিপিজ পলক নহু থির ।

কি বিষম নবম দশা পরবেশল বিলুঠই থিতিতলে নিচল শরীর ॥

যব তুয় নাম শ্রবণপুটে পৈঠত তবহি চৌকি অচরজ অহুরাগি ।

গুণ ঘনশ্রাম কতয়ে তুহু ভাখবি ঐছে স্নজনে অহুরত বড় ভাগি ॥৭

পুনঃ ধানশী—

ধনি ! তুহু ভালে মনমোহিনী ভেলি ।

পুরুষরতন-বধ দুরবশ নেলি ॥

অব সব হসব হেরি ইহ রীত ।

ভাগ সো ঘটেয়ে দুলহ উহ প্রীত ॥

দূর কর লাজ তুরিতে চল তাঁহি ।

সো থিতিপতিত নিচল রহ য়াহি ॥

কি কহব তুহু ওছু জীবন উপায় ।

জীবব তব যব পরশবি তায় ॥

শুনি ধনী-হৃদয় বিয়াকুল ভেল ।

চলইতে তৈখণে অহুমতি দেল ॥

শুভখণ জানি যতনে ঘনশ্রাম ।

লোই চলল ধনী কাহ্নক ঠাম ॥৮

শুভজরী—

সহচরী চতুর আনি ধনী যতনে ।

দূরে দরশায়ে নাহি নীলরতনে ॥

মোহ নিরখি ধনী দিঠি জল খলই ।

হোত অবশ তহু চলত ন চলই ॥

করু কত খেদ ধন্য ভই র য়ে ।

সখিক বচনে ধনী ধীরজ না গহয়ে ॥

তব সখী কোউ যুগতি অছু করই ।

ধরি ধনী-পাণি কাহ্ন উরে ধরই ॥

পায়ত পরশ চৌকি দিঠি ভিগ্নয়ে ।

বিধুমুখী দরশ-অমিয়রসে ভিগ্নয়ে ॥

নিরমসুই তনু যাতনা ধরণে । লহ লহ কহ মোহে রাখহ চরণে ॥
 শুনি ধনি লাজে মধুর মূহ হসই । শ্রাম ভণ্ডর সরসিজ মধু দিশই ॥
 কুহুমিত শেজে মদনমদে বিলসে । সখী সহ নরহরি হেরব কি উলসে ॥২

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণ প্রব্রাজে

সংক্ষিপ্তসঙ্কোগবর্ণনং নাম চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ ॥২৪॥২১১

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (সুহই)

এ নব নাহ ! নিমিত্ত নহ থেহ । সমুদলু তোহে ঘটল নবলেহ ॥
 শিশির সময় বিহু তনু ঘন কাঁপি । চঞ্চল নয়নযুগল জল কাঁপি ॥
 ভুবনমোহন তুহঁ মোহন তোয় । ইথে অমুভব অতি অপক্লপ সোয় ॥
 কহ কহ বিবরি শুনব অভিলাপি । শুনি ঘনশ্রামে নিখসি মূঢ় ভাখি ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্য— (ভূপালী)

অপক্লপ পেথলুঁ বাল ।

ও মুখ-মুকুর	শরদ শশিমণ্ডল	নিরমসুই ভই গেল ॥৩॥
প্রোতর অরুণ-	কমলদল লোচন	তাকর মাতল ভূঙ্গী ।
দরশনে বিদগধ-	মানস দংশয়ে	ভুরুগু কাল ভূঙ্গী ॥
মাঝ কেহরি খিনী	গুরুয়া নিতখিনী	গতি বরকুঞ্জর ভাঁতি ।
মনমথ সরবস্ব	পুরি সুরতরস	কুচযুগ হেমঘট কাঁতি ॥
জিনি নবজলধর	চাক্র কবরীভর	খির বিজুরি গোরাী অজ ।
বিজ্ঞাপতি ভণ	দূরে রহ অভরণ	ক্লপ দেখি চমকে অনঙ্গ ॥২

পুনঃ সুহই—

চাঁচর চিকুর কুঁহুম ভরি বেল । জহু আধিয়ারে নক্ষত উগি গেল ॥
 তাহে অধিক মুখমণ্ডল গোরা । পূর্ণমিক চন্দা কয়ল উজোরা ॥
 তড়িত লতা সম তনু দেখলি । জহু দশ দিশ দৈবে লিহলি ॥
 মধু মনে মনমথ রাখলি গোই । বিসরিতে চাহি বিসর নাতি হোই ॥

দেখলু কামিনী কহন না যায় ।

পুন দরশন লাগি রচহ উপায় ॥

উজ্জল নয়নতি বয়ন সানন্দা ।

নীল নগিনী দৌ পূজল চন্দা ॥

পীন পয়োধর কচি উজোরি ।

শ্রীফল ফল নাকি কনক মুজরি ॥

বিজ্ঞাপতি কহ ঐছে পরকার ।

পূর্ব অসীম মনোরথ মার ॥৩

ধানশী—

আতুর নাহ দূতীমুখ তেরি ।

রচহ উপায় কহই পুন বেরি ॥

দূতী সিয়ানী চলল ধনী-পাশ ॥

সুন্দরী তাহে পুছই মুত ভাষ ॥

শুনি ধনী কহই শ্রাণ গতি পাণি ।

পতি বিমু আন কবছি নাহি জানি ॥

কৈছে পুরুষবর না করই লাজ ।

পরতিরী লেহ এ অমুচিত কাজ ॥

সমুঝলু হুরষণ গাই ন সোয় ।

তুয় ইহ বচন শুনত ভয় মোয় ॥

নিরমল কুল মঝ গিটব কি ধূলি ।

ঐছে বচন পুন ভণবি ন ভুলি ॥

দূতী চলল শুনি ধনী-নিঠুরাই ।

কালুক নিয়রে কহল সব যাই ॥

শুনি নব নাহ নিমিখ নছ থির ।

লোচনযুগলে অবরে ঝরু নীর ॥

নরহরি করগহি তেজই নিখাস ।

ভণই বিরলে পুন গদগদ ভাষ ॥৪

শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

(সুহই)

এ সখি ! পুন ধনী দরশন না দেল ।

মরুমক বাত মরমে রহি গেল ॥

কয়লি যতন কত মঝ সুখ লাগি ।

মোহে নিদয় বিধি হামলু অভাগী ॥

তেজব অব এ জীবন কিয়ে কাম ।

ভাখবি সেই সময়ে উহ নাম ॥

সো ধনী কুসুমচরণে যহি যাহি ।

রাখবি যতনে হামারি তহু তাহি ॥

ঐছে ভণত থির না হই হিয়ায় ।

যৈছে তেজব তহু করই উপায় ॥

নরহরি রোই তুরিতে চনু তাহি ।

করি নিঠুরাই রাই রহ যাহি ॥৫

দূতী শ্রীরাধিকায়ঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণমুখ্যদশাং প্রাহ—

পঠমঞ্জরী—

এ পহ্মিনি ধনি ! তুহঁ সে গোড়ারি ।

দূতী নিরাসলি কছ না বিচারি ॥

সো সুপুরুষবর মনমথ ভূপ । জীবই কি তরুণী নিরখি তছু রূপ ॥
 কত শত রমণী করই কত যাগ । তবহি না ঘটই ঐছে অমুরাগ ॥
 তা সঞে লেহ বহুত ফলে হোই । ঐছে নিঠুরপন করই কি কোট ॥
 যব ছুরযশ বিহি করবহি হেট । হোয়ব তবহি তোহে তছু ভেট ॥
 তো বিহু মরণ-উত্তম করু সোয় । বেগি চলছ' অরু কি কহব তোয় ॥
 শুনি ধনী লাজ ধীরজ দূরে গেল । ঝরু দিঠি বারি বিবশ তহু ভেল ॥
 গহি সখী-পাণি গমন করু তাঁহি । মাধবে বেঢ়ি রোয়ই সব যাঁহি ॥
 তেজব যবহি জীবন নব নাহ । তবহি ভেটল ভেল পরন উছাহ ॥
 পায়ল জীবন কান লখি গোরাই । কছ লছ বচন অমিয় রস ঘোরি ॥
 তৈথণে ধনিক বেঢ়ল বহ লাজ । মাধব রভসে ধয়ল হিয় মাঝ ॥
 বিলসয়ে কুঞ্জে রমণীমণি কান । হেরি ঘনশ্রাম কি নিছব পরাণ ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়নে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসংস্কাগবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশ অঙ্কাদঃ ॥২৫২১৭



সখীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

(ধানশী)

সখি ! কি বলিব আর তোরে । বাড়ল করিলে মেন মোরে ॥
 রাখানাম বেদিন শুনালে । সেই দিন সব হরি নিলে ॥
 রাখা নাম নারি পাসিতে । সদাই জাগিয়া আছে চিতে ॥
 নিচয় বলিরে তুষা ঠামে । কত সুখা ঝরে রাখা নামে ॥
 সে অতি গুলহ মনে লয় । তা' বিনে পরাণ নাই রয় ॥
 নরহরি যমুনার ধারে । সেদিন দেখাইলে বোল কারে ॥১

সখীবাক্যং—

(ধানশী)

শুনহে নাগর শ্রাম । রাখিকা তাহারি নাম ॥
 বৃষভাঙ্গ রাজা-সুতা । কি কহিল তার কথা ॥

দিবাকর নাই হেরে ।

পুরুষ বলিয়া তারে ॥

আছুক পুরুষ কাজ ।

না বৈসে নারী সমাজ ॥

ভণে কবি বিতাপতি ।

কঠিন তাহার মতি ॥২

সুহৃদ—

রাই-গুণ শুনি সখী-পাশে ।

কহে কাহু গদগদ ভাষে ॥

করই উপায় কোন মতে ।

মোরে যেন লভয়ে তুরিতে ॥

সখী কহে কহিতে কি আর ।

মোরা কত কৈলু উপচার ॥

ঘনশ্রাম মনে ছিল ঘাহা ।

হইল সে কই শুন তাহা ॥৩

সখীবাক্যঃ—

(ধানশী)

শুন শুন বরজ কিশোর !

ইহ কৌতুক নাহি ওর ॥

যব ধরি পেথসু গোঁরী ।

তব ধরি কি-হোয়ল মোরি ॥

তুল্য সঞে করব মিলাপ ।

মঝু মনে অচুখণ জাপ ॥

নরহরি সহ ধনী-পাশ ।

যাই কহল যত্নভাষ ॥৪

ধানশী—

কইহিতে সো ধনী বচন না শুন ।

পহিল সম্ভাষে পুছয়ে নাহি পুন ॥

আন পর নাই যাই যব পাশে ।

আন সম্ভাষি আন পরিহাসে ॥

শুন শুন মাধব ! তুহু স্বেচতুর ।

কিয়ে বিধি পরসন কিয়ে প্রতিকূল ॥৫॥

লাজ লাজাই কহলু পুন বেরি

যতনহি নয়নকোণে নাহি তেরি ॥

মুকুণ্ডিত উরোজ কুসুম নাহি ভেল ।

হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভই গেল ॥

কুবলয় কর চির চিকুর চিয়ার ।

কিয়ে পরখিত কিয়ে ভাব বুঝাব ॥

অপরশে আন সঞে প্রিয়সখী-সঙ্গে ।

জ্ঞানদাস কহ বুঝল অনঙ্গে ॥৬

পুং: শ্রীরাগ—

হাসি রহল করে বদন ঝাঁপাই ।

মধুর সম্ভাষণ মধুরিম ঠাই ॥

আনদিন শ্রবণে না দেই পরথাব । আজ আপনে ধনী কাহিনী শুধাব ॥
 শুন শুন মাধব ! উলসিত অঙ্গ । কমলিনী কয়ল তুয়া পরসঙ্গ ॥৫৫॥
 শুনহৈতে তৈখণে য়ে করু চিত । কাহে কহব কে বাবে পরতীত ॥
 এতদিনে জাননু সিধি ভেল কাজ । দূরে গেল হুঃসহ দ্বিগুণ মধু লাজ ॥
 লোচনলোর লুকাইলি গোরা । পুলক প্রচুর কয়লি ধনী চোরি ॥
 শুভ ভেল অশুভ গেল সব দুর । জ্ঞানদাস কহ মনোরথ পূরনাঙ

পুনঃ ধানশী—

হাম যাইতে পথে ভেটলি গোরা । তুয়া পরথাব কয়লি কিছু থোরি ॥
 সজ্জল নয়নে ধনী মধু মুখ হেরি । আরতি রহল কহব পুন বেরি ॥
 শুন শুন মাধব ! নিজ পুণ ভাগ । রাই কমলিনী তোহে এত অহুঃরাগ ॥৫৬॥
 পুলকি রহল তহু পুন পরসঙ্গ । নীপ-নিকরে কিয়ে পূজল অনঙ্গ ॥
 অধর শুকাইল দীঘ নিশ্বাস । জহু অহুরোধে ঝাঁপল নিজবাস ॥
 কত কত ভাব পেখনু হাম তাই । ধনি ধনি তুহু ধনী রসবতী রাই ॥
 খাতা বিদগধ ঐছন সাজ । জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ ॥৭

পুনঃ ধানশী—

শশিমুখি ! পেখনু অপরূপ মেহ । শ্রামসুন্দর বর রসময় দেহ ॥
 শুনি তুয় কাহিনী করুণ নেহারি । ঘন ঘন চমকি রহলি শীতকারি ॥
 কি কহব মাধব ! তুয় পুণভাগ । জাননু রাইক তোহে অহুঃরাগ ॥৫৭॥
 পুন হাম কহলু তড়িত তহি হেরি । গীতাম্বর জহু পহিরলি ঘোরি ॥
 পুন ধনী ঝাঁপই পুলকিত গাত । ছলবল লোরে রহলি নতমাথ ॥
 সলিল-ধার জহু মোতিম পাতি । শুনি ধনী দীঘ নিশ্বাসি-তহু তঁাতি ॥
 বলরাম মনহি বিচারণ কেলা । প্রেম লখিমী মুকুতিমতি ভেলা ॥৮

পুনঃ বরাড়ী—

পহিলহি মোহে নিরখি লহ হাস । পুন ধনী তেজলি দীঘ নিশ্বাস ॥

ছলে হাম কহলু তুয়া পরসঙ্গ । খোরি মোরি মুখ ঝাঁপলি অঙ্গ ॥
 পরিত্যক্ত যব হাম মাগত মেলানি । গাথল হার উদারল আনি ॥
 নায়ক নীলমণি লেই উবারি । শিরপর আপলি সো বরনারী ॥
 সো পুন হার তরল করি গাথ । যতনহি পহিরলি লেই মঝু হাত ॥
 তরল-নয়ানী রহল শির নাই । বলরাম কহ পুন কহত বুঝাই ॥৯

গাধার—

হেরতহি করু কত আদর । পিরীতি বরিখ করু বাদর ॥
 পুছইতে কুশল তোহারি । মুগধিনী কহই না পারি ॥
 মাধব ! কোনে কহব তছু কাহিনী । রসবতী কোটি রমণী-শিরোমণি ॥১০
 জানলু আরতি ন রাই । কহল কুশল থির নাই ॥
 শুনি পুন শতগুণ বিকলী । কহলু বরজপতি কুশলী ॥
 মুকুছি পড়ই বব গোৱী । কহলু কুশল তব তোৱি ॥
 তব থির পরসন নয়না । হেরল বলরাম-বয়না ॥১০

বরাটী—

কাহে কমলমুখি ! ঝামরী ভেলি । পালটি আয়লি যমুনা নাহি গেলি ॥
 পছহি পুরুষ কহল ধনী খোর । রোধল কণ্ঠ থকিত রহ বোল ॥
 আজু সতি মাধব শুভদিন তোৱি । হেরলু তোহে অমুরাগিনী গোৱী ॥১১
 পুন হাম পুছলু কাহে তুহু ভোরি । কোন পুরুষ রহ পছ অগোৱি ॥
 সো নাহি শক্তি, কহত পুন বাত । মরকত রতন দেখায়লি হাত ॥
 গোপতহি অন্তরে মেটই খোর । তবহি ঢরকি পড়ু অঁচর ওর ॥
 বলরাম কহ ধনী চাতক লেহ । শুনি পছ দিটি ভেল শাউন মেহ ॥১১

ধানশী—

কি কহব কান শবল তুৱা ভাগ । তিলে তিলে তোহে অতুল অমুরাগ ॥
 সো সুবদনী ধনী নিরঞ্জে রেই । তুয় গুণ শুনত সখিক বশ হোই ॥

এঁছে বচনে-পহঁ মনোরঞ্জে ভোর। লহ-লহ কহই নিরখি সখী ওর॥

তাকর পরণ ভাগ সঞে পাব। নরহরি নিরখি কি জীবন-জীৱার॥১২

ত্রিকাব্যাক্য—

(পঠমঞ্জরী)

সজনি ! শুনি মনে হোয়ল আনন্দ ।

রাই সুখামুখী	মোহে এত অমুরাগী	মিলন করহ-পরবন্ধ॥১৩
পরথে গুনলু হাম	রূপে গুণে অমুপাম	তাহি রহল মন লাগি ।
তুহঁ সুচতুর ধনী	মোহে অমুকুল জানি	যব পুন হোয় মোর ভাগি॥
এঁছে দিবস খণ	হোয়ল সুলক্ষণ	মোহে মিলবি-ধনী রাই।
সো তহু পরশয়ে	তাপ সব মেটায়	তব হাম জীবন পাই ॥
এঁছন নাগর-	বচন শুনি কাতর	দিটি ভেল ছলছল লোর ।
কাহু পরবোধি	তুরিতে ধনী-পাশ হি	জ্ঞানদাস চলু ভোর ॥১৪

ধানশী—

রাই নিয়রে সখী গেল।
 গুছইতে কানুক বাত।
 সখী কহে সো নব নাহ।
 তুহঁ হুহঁ নিরুপম মেলি।
 সো তুয় দরশ পিয়াস।
 গুরুজন দিটি ভয় বারি।
 শুনি ধনী কহে মুহুভাষ।
 সহজহি হাম অগেয়ানী।
 কছু না বুঝিহ রসরীত।
 হাসি কহয়ে সখী তাক।
 এত কহি বিরচই বেশ।
 তুহঁ তাহে নিরখি খোন্নি।

সো অতি আদর কেল॥
 পুলকে ভরল সব গাত॥
 তুয় গুণ গুণত উছাহ॥
 তহু গুছ সর্ববস্তু ভেলি॥
 অবহি পুরু অভিল্য।
 অলখিত নেয়ব সঘাঝি॥
 কৈছে চলষ পদ-পাশ॥
 কহইতে বচন না জানি॥
 করহ বচনে পরতীত॥
 দেয়ব সবহি শিখায়॥
 চলইতে কর উপদেশ॥
 হাসি রহবি মুখ মোড়ি॥

তোহে উহু দেয়ব দিঠ ।	কেরবি তুহুঁ তহি পঠ ॥
সৌ পরশব যব থোর ।	পৈঠবি তব মকু কোর ॥
তোহে নৌপব যব তার ।	তব তুহুঁ রহবি লুকার ॥
ভথব রসময় ভাব ।	শুনি কহু হোয়বি উদাস ॥
এঁছে কতহি কহি বেল ।	কুঞ্জ-ভবনে চলি গেল ॥
শুভধণে ভেটল নাই ।	নরহরি পরাণ উছাই ॥১৪

গুজ্জরী—

পেখত বিধুস্থী মাধব দেহ ।	ভাজত লাজ যতনে ধরু থেহ ॥
হিয় মাহা উপজল উলস অশেষ ।	বিসরল সখিক যত উপদেশ ॥
মাধব মুদিত মদনমদে মাতি ।	করগহি খনৌক ধয়ল নিজ ছাতি ॥
উচ কুচ কঙ্ককী ফুগই নিশঙ্ক ।	পায়লু রতন কহই হাম রক ॥
পিয়ই স্নু আধ অধররস থোর ।	সরসিজ্ঞে ভঙর হোরল অছু ভোর ॥
সখী নিরখত এ ছলহ রসরঙ্গ ।	নরহরি কহ কি রহব সখী-সঙ্গ ॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্বোধ-বর্ণনং নাম ষড়্বিংশ অধ্যায়ঃ ॥২৬২০২



সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ—

কহ কহ মাধব ! কিয় হিয়ে ভেল ।	থোরি দিবস ভরি খৈরজ গেল ॥
দেয়লি দিঠি কাহ অমুভব হোর ।	কহইতে লাজ করহ কাহে মোয় ॥
করব জীবনপল পূরব সে আশ ।	এঁছে শুনত কহ লহ লহ ভাব ॥
এ নরহরি নিরিখনু নব নারী ।	কৈছন চরিত বুঝই না পারি ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

(বালা ধানশী)

হেইহঁতে হেরি না হেরি ।	পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি ॥
চতুরী সখী সঞে বসই ।	রদ পরিহাসে হসই না হসই ॥

সখীং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং— (ভূপালী)

পরিহর এ সখি ! তোহে পরণাম । হাম নাহি যায়ব সোঁ পিয়ঠাম ॥
 বচন চাতুরী হাম কছু নাহি জান । ইজিত না বুঝিয়ে না বুঝি মান ॥
 সহচরী মেলি বনাকত বেশ । বাঁধিতে না জানিয়ে অঞ্জন কেশ ॥
 কছু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত । কৈছনে মিলব মাধব সাধ ॥
 সোঁ বর নাগর রসিক সূজান । হাম অবলা অতি অন্ন গেয়ান ॥
 বিজ্ঞাপতি কহে কি বোলব তোয় । অবকে মিলন না সমুচিত হোয় ॥৩

ততঃ সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— (কানড়া)

শুন শুন মুগধিনি ! মবু উপদেশ । হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ ॥
 পহিলিহি অলক তিলক নীবি সাজ । বন্ধিম লোচন কাজরে মাজ ।
 যায়বি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ । দূরে রহবি জমু বাত বিভঙ্গ ॥
 সজনি ! পহিলিহি নিয়ড়ে না যাবি । কুটিল নয়ানে ধনি ! মদন জাগাবি ॥
 ঝাঁপবি কুচ, দরশায়বি কঙ্ক । দূঢ় করি বাঁধবি নীবিহক বন্ধ ॥
 মান করবি কছু রাখবি ভাব । রাখবি রস জমু পুন পুন আব ।
 ভগ্নয়ে বিজ্ঞাপতি পহিলক ভাব । যো গুণবন্ত সোই ফল পাব ॥৭

তিরোতিয়া ধানশী—

রাই শুনি সখী-	বাণী অন্তরে	তরল মৃদুতর হাসি ।
সমুখি সহচরী	তুরিত বিরচল	বেশ রস পরকাশি ॥
জানি শুভখণ	গমন করু মন	মানি অধিক উলাস ।
করন্ত নব নব	ভজি নিরুপম	চতুর সখী চহ পাশ ॥
চলত পুন জিয়	উরত, চরণ	ন ধরত কুঞ্জ মাঝার ।
পুনহি কত পর-	বোধে চলু ইহ	বাগচরিত অপার ॥
নিপুল ঝলকত	ললিত তমু	শোভা কি কহই না গেল ।
নিছনি রহ বন-	শ্রাম হুহু হুহু	দরশ দূর মঞে ভেল ॥৮

মল্লার -

তুহঁ জন কাননে দরশন সেলা । চকিতহি হেরি বসন মুখে দেলা ॥
 দেখি মদনমদে আকুল কান । করগহি ফুয়ল রাই বদ্যান ॥
 ভুজধরি আনল শয়নক সীম । পিবইতে অধর কিরানত গীম ॥
 কহে কবিশেখর শুন বর কান । লাজ লাগি ধনী করত এ আন ॥২

ভূপালী -

রতিরসে চঞ্চল নাগররাজ । বালা বিলাসিনী অতি ভয় লাজ ॥
 না জানিয়ে আজু কোন গতি হোই । এতহঁ বিচারি নিচল রহু সোই ॥
 কত কত কাকুনি করতহি কান । উতর না দেই, শুনই দেই কাণ ॥
 লহু লহু কুচপর ধরু যব হাত । মনসিজ তবহঁ করল শরঘাত ॥
 ভুজ বলে গলিত বসন করু অঙ্গ । উছলল কত কত ছবি কত রঙ্গ ॥
 হেরি হেরি মাধব পড়ি গেও ধন্দ । তৈথণে মদন বাঁধল রতি ফন্দ ॥
 বরতনু রহলি জাহ্নবুগ য়াতি । গদ গদ ভাবে মিনতি কত ভাতি ॥
 কুঞ্চিত ভুজ করু কঞ্চু ক ঠাম । দ্বার মুদল কিয়ে মনমথ গাম ॥
 চতুর নাহ সব করল উবার । দৃঢ় পরিব্রজ্ঞ আরতি বিথার ॥
 তবু কিয়ে মদনদেবা বর দেলা । রতিরণে ধনিক সাহস কছু ভেলা ॥
 নথর সুদশন ঘাত যত পরই । ঘন খন শীতকরি সরসবশ হই ॥
 কহ হরিবল্লভ পহিলহি রঙ্গ । লহু লহু সুরতে শিখিল ভেল অঙ্গ ॥১০

সামন্তজরী -

কাহু কামিনী বুজ মন্দির মাহ মঞ্জু বিলাস ।
 কেলি অলপে সমাধি শুভল তলপে বিপুল উলাস ॥
 গোরী শ্রামর দেহ দূতি নব ভবন ভরল অমল ॥
 করত ইহ উজ্জয়ার উহ আধিয়ার করু তুহঁ বন্দ ॥
 চতুর সহচরী - বৃন্দ নন্দিত নিরঞ্জন নিরুপম রঙ্গ ।

পরসপর কত ভণত গোপনে পূনকমর প্রতি অঙ্গ ॥
 শরীর শুক শিক সরস কণ্ঠহি উমগি গুণগণ গায় ।
 ঐছে কোতুকে মাতি নরহরি নিছব জীউ কিয়ৈ তার ॥১১

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্ব রাগে

সংকিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ॥২৭১২৪৩



সখীঃ প্রীতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (সুহৃৎ)

এ সখি ! মরম গুহুহ তুহঁ মোয় । কহইতে লাজ কবহঁ নহ তোয় ॥
 রাধাচরিত কহল মোহে কোই । তবু খরি অন্তর ধীরজ না হোই ॥
 নিশি-নিশি সোই রহল হিয়ে জাগি । পূজলু দৈবে দরশলব জাগি ॥
 নরহরি গুপতে দেয়ল দরশাই । পেখলুঁ কি মধুর রঙ্গিণী রাই ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (গৌরীনাট)

ফুল তুলিতে ধনী আয়লি রে সঙ্গিনী সহচরী মেলি ।
 বিজয়ী লতা জহু পেখলুঁ রে কি জানি কি ধোঁহেঁ ভেলি ॥
 কোন বিহি কয়ল সিরজন রে এ মননোহিনী রাধা ।
 রূপ নয়ন দৌ পূরল রে গেলি তিয়াস ন সাধা ॥
 কাঠ কঠিন কুচ দেখইতে রে নয়ন রহল অতি গোই ॥
 হাসি বিহসি মুখ কাঁহা গেলি রে গাড়ি মদনশর মোই ॥২
 (বিভাপতি)

পূর্বঃ বালা—

উপবন-বাঁট আকস্মিক দরশন নয়নে নয়নে ভেল মেল ।
 নহুয়া বয়ন শলী অবনত কর হাসি তেঞি হনয়ে রহ শেল ॥
 হরি হরি কামিনী কোন্ পথে গেলা !

নিধন নিধি অহু দৈবে ঘটায়ল দিষ্টি ভরি পেখি না ভেলা ॥৩৭৮

চকিত নেহারি কলেবর ঝাঁপই পুন পুন বাঁধয়ে নীবি ।
 সন্মম অধিক অঙ্গ বসনাবৃত মৈল মদন উঠে জীবি ॥
 কহ কবিশেখর মন মোর একত বর অনুসারই যোই ॥
 বসন হাট বিহি দেয়লি রে অরু অভিমত ভেল সোই ॥৩

পুনঃ ধানশী—

সজনি ! পথগতি পেখনুঁ রাখা ।

তখন কি ভায় প্রাণপয়ে পীড়ল রহল কুমুদনিধি সাধা ॥১॥
 নমুঙা নয়ানী নলিনী জন্ম অনুপম বন্ধ নেহারই থোরা ।
 জন্ম গিরি গুহমে খগবর বাঁধল দিষ্টি যে লুকায়ল মোরা ॥
 আধ বদন তহি বিহসি দেয়ল আধপে নীলিম তাহ ।
 কছু এক ভাগ বলাহক ঝাঁপল কছু এ গরাসল রাহ ॥
 কুচয়ুগ পিহিত পয়োধর অঞ্চল চঞ্চল তাহে কছু ভেলা ।
 হেম কমলে জন্ম অক্লগিম বঞ্চল শিখরে ভ্রমরা নিন্দ গেলা ॥
 ভগ্নরে বিভাগপতি শুনহ মধুর মতি তোহে করব কিরে রাখা ।
 হাস দরশ-রনে সবছ বুঝায়ল নীল কমল দৌ আধা ॥

পুনঃ ধানশী—

দেখলি কমলমুখী কহন না যায় । মন মোর হরি লেই মদন জাগায় ॥
 তনু অতি স্নকোমল পয়োধর গোরা । কনক লতাপর শ্রীকল জোড়া ॥
 কুঞ্জর-গমনী অমিয়ারস বোলে । শ্রবণে সোহে গীম কুণ্ডল দোলে ॥
 ভাঙ কামান ধয়ল তছু আগে । তীখণ কটাক্ষ মরমপর লাগে ॥
 নয়নক গুণ তহি বড়ই বিকারা । বাঁধল নাগর ও অতি গোড়ার ॥
 বিভাগপতি কবি কৌতুক গায় । বড় পুণ্য রসবতী রসিক রিঝায় ॥৫
 সুহৃৎ—

আরত নাহ নিরখি সখী কোই । তুরিতে মিলল ধনী উলসিত হোই ॥

বিজগতি বাত বেঁকত নাহি কেল ।

পশুপতি-পূজনে রহিলি বিস্মারি ।

তৈত্থণে সহচরী করি চতুরাই ।

পহিলি কুমুমবিপিন মধি গেল ।

পশুপতি-পূজনে চলব যিহি ঠাহি ।

সখিক গুহুই ইহ কো যুবরাজ ।

সুন্দরী তবাহি যতনে মন রোঁকি ।

এ সখি ! হিয়মাহা পৈঠলি চোর ।

ভগ্ন ঘনশ্রাম চোর পয়ে যাব ।

শ্রীরাগ—

এ সখি ! তুরিতহি যাহ ।

রাইক দেই পরবোধ ।

কানু কহই সখী হেরি ।

সখী কহে সিধি ভেল কাজ ।

মিলহ কুঞ্জে নব গোরী ।

নরহরি সহ তহি গেল ।

ধানশী—

কানু নিরখি নব রঙ্গিনী গোরী ।

উপজত অন্তরে পরাশ-তরাস ।

মাধব ধনিক ভঙ্গি অবলোকি ।

লহ লহ বচন ভগত অতি মিঠ ।

তবহি মধুর হাসি রত্নসে কিশোর ।

ভ্রু'কর পহিল কেলি অনুপাম ।

রাইক গুহুই কৈছে আজ ভেল ॥

শুনি ইহ বাণী চৌকি সুকুমারী ॥

বিরচি সুবেশ লেই চন্সু যাই ॥

বিকশিত কুমুম চয়ন করি নেল ॥

মাধব ধনৌ দিঠি পথগতি তাহি ॥

সখী কহে শ্রাম বিজই ব্রজমাঝ ॥

লহ লহ কহই আলি অবলোকি ॥

ধৈরজ রতন চোরায়ল মোয় ॥

যেছে হোয়বি তোহে তৈছে মিলাব ॥৬

পশুপতি-পূজনে ভেল নিরবাহ ॥

আয়ল কানু নিরবের অতিমোদ ॥

কহ কহ কৈছে আয়লি তুহ' ফেরি ॥

সমুঝবি তোহারি রসিকপন আজ ॥

শুনি উলসিত ধৃতি রহল না থোরি ॥

শুভথণে দুহ' দুহ' দরশন ভেল ॥৭॥

লাজে বদনশলী বসনে আগোরি ॥

তিলেক না তেজই সহচরী-পাশ ॥

মিটল ধিরজপন রহই না রোঁকি ॥

শুনই স্তম্ভ তরল ভেল দিঠ ॥

সুন্দরী কর গহি কয়লহি কোর ॥

সখী ইজিতে কি হেরব ঘনশ্রাম ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসায়তে শ্রীকৃষ্ণশু পূর্বরাগে

সংক্লিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়ঃ ॥২৮॥২৫১



সখীং প্রতি ত্রীকৃষ্ণবাক্যং— (বালা ধানশ্রী)

এ সখি ! এ সখি ! বুঝই না পারি । কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী ॥১॥
 রস-পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব । রসবতী-সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব ॥
 আধ আধ চাহি যাই পদ আধা । রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা ॥
 হামরা দুইজন পথে একু মেলি । সো আনজন সঞে করু আন খেলি ॥
 যব কছু পুছয়ে উতর না পাব । অধরক পাশ হাস পশিযাব ॥
 ঐছন রমণী দৈব দেল সঙ্গ । বিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ ॥
 উহ সে লাজবশ হামারিও লাজ । জ্ঞানদাস কহ দূরে রহ কাজ ॥২॥

পুনঃ ধানশ্রী—

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ । হেরত না হেরত সহচরী-মাঝ ॥
 বোলইতে বচন অলপ অবগাই । হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই ॥
 এ সখি এ সখি ! পেখলুঁ নারী । হেরইতে হরখি রহল যুগচারি ॥৩॥
 উলট উলটি চলু গদ দুই চারি । কলসে কলসে জন্ম অমিয় উভারি ॥
 মনমথ মঞ্জী আগোরল বাট । চকিত চকিত পড়ু কত রসহাট ॥
 কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই । জগমাহা উপমা করই না পাই ॥
 পরখে পুছলুঁ হাম তাকর নাম । জ্ঞানদাস কহ—রসিক সূজ্ঞান ॥২॥

ধানশ্রী—

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চলিয়া গেল ।
 সঙ্গের সঙ্গিনী সকম কামিনী ততহি উদয় ভেল ॥

সই ! এমন আর দেখি নাই নারী ।

ভঙ্গিম রঙ্গিম ঘন সে চাহনি গলে যে মোতিম হারি ॥৪॥
 অঙ্গের সৌরভে ভ্রমর ধায়য়ে বন্ধার করয়ে যাই ।
 অঙ্গের বসন ঝটায়ে কখন কখন কাঁপয়ে তাই ॥
 মনের কোতুক সখীর কাঁধেতে হাত যে আরোপি রাই ।

হাসির চাহনি	দেখিলু কামিনী	পরান হারানু ভাই ॥
চরণ ভঙ্গিম	অতি সুরঙ্গিম	চাপটিলে জীউ মোর ।
অঙ্গুলির আগে	বান্ধ বে বলকে	পড়িছে উছলি জোর ॥
চাহে যার প্রাণে	বধয়ে পরাণে	দারুণ দরশি তার ।
হিম্মার ভিতরে	কাটিয়া পাঞ্জরে	বিকিলে বাণ যে যার ॥
জর জর হৈয়া	রহিলু পড়িয়া	চেতন হরিল মোর ।
চণ্ডীদাসে কদ	বিরাধি সমাধি	পরশিলে হবে ভোর ॥৩

শ্রীরাগ—

সখি ! না জানি সে দিন কবে ।	মোরে সে তহু পরশ হবে ॥
এবে ধরিতে নারিয়ে হিয়া ।	কত রাখিবে প্রবোধ দিয়া ॥
সখী শুনি শ্রামের কথা ।	ধায়া চলিল সে ধনী যথা ॥
নরহরি স্নমধুর ভাবে ।	কিছু কহয়ে রঙ্গিনী-পাশে ॥৪

সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— (ধানশী)

নাগর গুণের ধাম ।	জপয়ে তোহারি নাম ॥
শুনিতে তোহারি বাত ।	পুলকে ভরয়ে গাত ॥
অবনত করে শির ।	লোচনে ঝরয়ে নীর ৫
ষদি বা পুছিয়ে বাণী ।	উলট করয়ে পাণি ॥
কহিয়ে তোহারি রীতে ।	আন না বুঝবি চিতে ॥
বৈরজ নাহিক তায় ।	বড় চণ্ডীদাসে গায় ॥৫

পুনঃ সিদ্ধুড়া—

শুন গো রমণীমণি রাই !

বিরলে বসিয়া কাহু	তুয়া নাম জপে গো মো পুন পুছিলু তার ঠাই ॥৬॥
রাখা নাম কহি শুনি	কিবা ইথে পাও হে বিরলে বোলহ মোর পাশে ।
শুনিয়া এ বাণীর্থামি	থানিক থাকিয়া গো কহে অতি গদগদ ভাবে ॥

রাধা নামে যে ধন পাইয়ে নাই সীমা গো কি বলিব নামের মাধুরী ।
 যে বারেক রাধা নাম বলিবারে চায় গো তাহার বাংলাই লৈয়া মরি ॥
 রাধা নাম শুনিতে যেমন করে হিয়া গো তাহা না কহিতে আইসে মুখে ।
 নরহরি জানে এই নামের প্রভাবে গো তাহারে মিলিবে মহাসুখে ॥৬

পুনঃ সৌরাষ্ট্র—

কামুর কাহিনী শুন শুন বিনোদিনী গো মো মেন পুছিলুঁ তার প্রতি ।
 যদি তোহে ছলহ রমণীমণি মিলে হে তা সনে করহ কিবা রীতি ॥
 শুনি স্রমধুর ভাষে হাসিয়া কহয়ে গো যদি হেন দিন ঘটে মোরে ।
 সে দুখানি চরণ ধরিয়া হিয়া মাঝে গো ধোয়াইব নয়ানের নীরে ॥
 পদতলে স্ফুরক বাবক বিরচিয়া গো লিখিব আপন নাম তায় ।
 ঠিকাইব জনমে জনমে সেই পায় গো এ বশ জগতে যেন গায় ॥
 কহিতে না পারি বত সাধ মনে আছে গো দেখি দেখি ও রূপ-মাধুরী ।
 নরহরি জানে আখি আড় না করিব গো রাখিব আঁখির মাঝে ভরি ॥৭

পুনঃ ধানশী—

শুন কই কামুর কাহিনী । সোঁপিল জীবন প্রাণ মন তমুখানি ॥
 রাই ! তার উপমা কি আনে । শরনে স্বপনে তোমা বিনে নাই জানে ॥
 সে রাজকুমার গুণমণি । তার লাগি বুঝে কত কুলের কামিনী ॥
 তুষা অমুরাগেতে বিভল । তা সনে ঘটিলে লেহ জীবন সফল ॥
 তুষা লাগি যে হইছে তার । তুরিতে দেখহ গিয়া কি বলিব আর ॥
 শুনি ধনী চায় চারিভিতে । নরহরি ছলে লেই চলে অসখিতে ॥৮

শ্রীগাঙ্গার—

ধনী ললিত নিকুঞ্জ পথে । বেগে চলিল সখীর সাথে ॥
 দূরে নিরখি গোকুলবিধু । লহু হাসি বরিষয়ে মধু ॥
 লাজে কাঁপে বসনে গা । রহি রহি লিখে পয়ে পা ॥

কাহ্ন-সে নব ভঙ্গিমা দেখি । নারে কিরাইতে চঞ্চল আঁখি ॥
 মাতে মদনে না বাধে ধোঁহা । পাশে ঘাইতে কাঁপয়ে দেহা ॥
 আইস আইস প্রাণপ্রিয়ে বলি । করে পরশে চরণধূলি ॥
 কোরে করই পসারি বাহু । যেন চাঁদে গরাসয়ে রাহু ॥
 নরহরি কি সখীর সঙ্গে । হেন রঙ্গ নিরখিব রঙ্গে ॥৯

ইতি শ্রীগীতচন্দোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামুতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম উনত্রিংশতম আখ্যানঃ ॥২৯২৬০



পুনস্ততঃ স্বাপ্নসংক্ষিপ্তসম্ভোগপূর্বকং যথা—

সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ— (ধানশী)

কাহ্ন বিরলে কহ মোয় । আজু কোউ মিলল বুঝি তোয় ॥
 হোয়ল পুলকময় দেহ । লোচন যুগলে ঝলকে নব লেহ ॥
 রচহ শয়ন অনিবার । ঘটল এ অলস কবহু বহু আর ॥
 শুনি স্নমধুর মূহ হাসি । কহ বন শ্রামে শ্রাম রসে ভাসি ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্য— (ধানশী)

এ সখি ! রজনী রহল যব খোরি । পেঞ্চলু স্বপনে তবহি নব গোরী ॥
 আয়ল নিয়রে লাজভয় তুরি । পরশিতে তরসি রহল কহু দুরী ॥
 করইতে কোরে অগোরলু তায় । সহচরী সোঁপি দেয়ল সমুঝায় ॥
 শিবইতে অংগ কলস মকরন্দ । ভাঙল নিন্দ হোয়লু হাম বন্দ ॥
 পুন মধু নয়ন নিন্দগত ভেল । পুন ধনী স্বপনে আলিঙ্গন কেল ॥
 তব ধরি ধৈরজ ধরই না পারি । পৈঠি রহল হিয়ে ছলহিনী নারী ॥
 কি মধুর রূপ বিসরি নাহি যাত । হরল শ্রবণ ভরি লহ লহ বাত ॥
 নাস্য তছু তছুসোরভে ভোর । কহব কি এক বদনে নহ গুর ॥
 তা সঞে বৈছে মিলন পুন হোয় । ঐছে উপায় রচহ কহি তোয় ॥

তো বিম্ব সিধি না হোয়ব ইহ কাম । রাখহ জীবন কহল ঘনশ্রাম ॥২॥

ততঃ সখীবাচ্যঃ—

(শ্রীগান্ধার)

মাধব ! কহই না হোয় ।

কাহক মিঠিপথ-গত নহঁ সোই ॥

তোহে সদয় বিধি ভেল ।

তা সঞে স্বপনে কয়ল তুহঁ মেল ॥

বুঝি তোহারি বহু ভাগ ।

তো সঞে তাক ঘটব অমুশাগ ॥

ধৈরজে সব সিধি হোয় ।

নরহরি নিচয় মিলায়ব তোয় ॥৩॥

সোহিনী—

কাহু পরবোধি চলু দূতী ধনীপাশ ।

ভেটি নিরঞ্জন তগই মধুর মৃদুভাষ ॥

এ সুমুখি ! বরজবিধু-হৃদয়ে পশি গেলি । তাক সঞে স্বপনে তুহঁ বসলি রসকেলি ॥

ভগত তুয় রীত উহ ধরত নাহি থেহ । লোরে ভকু নয়ন দৌ অবশ সব দেখে ॥

রচই ঘন শয়ন পুন সো স্বপন লাগি । তুয় মুরতি ধ্যান ধরি রজনী রহ জাগি ॥

শুনত তহু বাত মনু মরমে কছু ভেল । ছলহ ইহ পুরুখে বিধি ধনী অধীন কেল ॥

মরি মরি কি পিরীতিময় চরিত নহ অন্ত । থেছে রসবতী তুহঁ তৈছে রসবন্ত ॥

তাক নব বয়স তুয় বয়স নব ভাল । সো সজল জলদ তহু তুহঁ তড়িতমাল ॥

যব তুহঁ ক বদনবিধু লখব এক ঠাম । সফল তব মানব এ জীবন ঘনশ্রাম ॥৪॥

আত্মপঞ্চম—

সুন্দরী শুনি

দূতী-বচন

চঞ্চল চিত রোকি ।

লহ লহ লহ

হাসি হরখে

সখীমুখ অবলোকি ॥

সঙ্গিনী তব

রঞ্জে বিরচি

রঙ্গিনী নব বেশ ।

নাহ পহিল

মিলনোচিত

কয়লহি উপদেশ ॥

গুরুজনদিটি

বারি বিরলে

চলু লেই নব কুঞ্জ ।

অলখিত লখি

শ্রামে সুমুখী,

কহে কিয়ে ঘনপুঞ্জ ॥

অঞ্জন সম

সঞ্চয় করু

শোচন-দুখ দূরি ।

ভগ নরহরি

পরশত হিয়

হোয়ব সুখ ভূরি ॥৫॥

শ্রীকামোদ—

নব কঞ্জ লোচনী	কুঞ্জে চলু তহু	বাঁপি নীল নিচোলু।
ঘনশ্রাম সুন্দর	সুন্দরী অব-	লোকি লোচন লোল ॥
লহ হাসি লহ	লহ কহত মো তন	বরণ তুয় তন বাস ।
মঝু দেহ দূতী	সঞ্চে লেহ কাহে না	পূরহ মঝু অভিলাষ ॥
ইহ ভাতি ভণি	বহু পাণি পসারি	কয়লহি কোর ।
ঘন চুখে চাকু	ময়ঙ্ক মুখ জহু	চন্মে লুবধ চকোর ॥
ধনী লাজে বদন	ছিপাত ছিপই না	দেত কোতুকী কান ।
ছহঁ পহিল মিলন-	বিলাস নব নব	নিছই নরহরি প্রাণ ॥৬

মাকু গাফার—

আজু নব গোরী সহ শ্রাম উলসে । মঞ্জুর কুঞ্জতল তলুপে বিলসে ॥
 ছহঁক তহু কাঁতি অতিললিত লসই । সজল জলদাভ থির তড়িতে হসই ॥
 শিখিল ছহঁ বেশ সে অশেষ সুবম । ছহঁ ছহঁক লথই দিটি ভঙ্গি অগম ॥
 ভগত ছহঁ বচন জহু অমিয় বরষে । নরহরি কি শ্রাণ ভরি পিয়ব হরষে ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্ব রাগে

ত্রিংশত্তম আশ্বাদঃ ॥৩০।২৬৭



অথ সংক্ষিপ্তসঙ্কোগত রসোদগারঃ—

সখী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ— (ধানশী)

বিপুল-পুলককুল-বলিত সুদেহ । অলস ভরল দিটি ঝলকত লেহ ॥
 মাধব ! কপট না কর মঝু পাশ । . সো ধনী সহ কহ কৈহে বিলাস ॥৮॥
 উহ নব রমণী তুহু সে নব নাহ । পহিল মিলনে সংশয় মন মাহ ॥
 শুনি ইহ বচন রচই লহ হাস । হেরি ঘনশ্রামে ভণই মুহু ভাষ ॥৯

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (ভূপালী)

বালা রমণী রমণে নাহি সুখ । অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ ॥

রস নাহি পাওল বেদন সার । গুরুনা ভুখে জন্ম খোরি আহার ॥
 করইতে কোরে মোড়য়ে সব অঙ্গ । মস্ত্র না শুনে জন্ম বাল ভুজঙ্গ ॥
 সব সখী মেলি স্তায়লি পাশ । চৌকি চৌকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
 তিল এক কর সখি ! মুদিত নয়ান । রোগী করয়ে বৈছে ঔষধ পান ॥
 তিল এক দ্রুত জনম তরি স্মৃথ । ইথে লাগি কাহে ধনি ! বন্ধিম মুখ ॥
 ঐছে কহল সখী সুবদনী-পাশ । তব্হি না বিরমই বিষম ভাষা ॥
 ভণয়ে বিজ্ঞাপতি শুনহে মুরারি ! তুহঁ রসআগর মুগধিনী নারী ॥২

পুনঃ ধানশী—

সখি ! কে কহ সো সব যঙ্গ ।

মুগধিনী ধনী	মুখ নিরখিতে	বাড়ল রস তরঙ্গ ॥২১
কতক ঘটনে	বচন বোলল	হাসি মিটায়ল আধ ।
সে যে কুলবধু	লহ লহ কহ	তে বহু রহল সাধ ॥
গাঢ় আলিঙ্গনে	চমকি উঠয়ে	আলসে স্তম্বলি কোর ।
জন্ম স্মরণ	ডরহি সুন্দরী	শরণ নেঙলি মোর ॥
চিকুর চিবুক	ধরি চুষইতে	ও মুখ বেকত মোড়ি ।
জন্ম পবনে	বিয়াকুল কমল	ভ্রমর রহ আগোরি ॥৩

(বিজ্ঞাপতি)

পুনঃ সুহৃৎ—

বরকৈ মৈ উর	বসন উতারলু	লাজে লাভায়লি গোরী ।
করে কুচ ঝাঁপি	তরসি মুগধিনী	অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি ॥
নীবিবন্ধ ফুগইতে	করে কর ধরু ধনী	পুন বেকত কুচ জোরি ।
ছয়-সমাধানে	বিকল ভেল শশিমুখী	তব্হাম কোরে আগোরি ॥
কি কহব রে সখি !	হরিণীনয়নী ধনী	স্বপনে বিস্মরি না হোয় ।
ঐছে উপায়	করহ তুহঁ তুরিতহি	বৈছে মিলয়ে পুন মোর ॥৪

(বিজ্ঞাপতি)

পুনঃ স্মর্যই—

কামুক ঐছে বচনে চলু কোই ।
যো নিজসরবষ বিতরই যাক ।
মাধব দরিসে পরশ-ধন দেলি ।
ভণ ধনভ্রাম কপট তেজি রাই !

স্বমুখী ভেটি ভণে উলসিত হোই ॥
সো নাহি ভুলি কপট কর তাক ॥
হোয়ব স্মৃথ কি দ্বিগুণ তুথ ভেলি ॥
পূরহ তহু মনোরথ পুন যাই ॥৫

ভক্ত: শ্রীরাধিকাবাক্যং— (ধানশী)

না কর না কর সখি ! মোহে পরবোধে ।
অলপ বরস মোর কামু সে তরণী ।
দেয়ল আলিঙ্গন ভুজয়ুগ চাপি ।
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি ।
হঠে ভেলহ বশ হরনু গেয়ান ।
কাতরপণে দরশায়নু রোই ।
অখর নিরস মোর কয়লহি মন্দা ।
কুচযুগে দেয়ল নথ পরিহারে ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি !

জীউ কি দেয়ব কামু-অনুরোধে ॥
না তিহা লাজ ভয় না তিহা করণা ।
তৈথণে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি ॥
কি কহব ঘামিনী যত তুথ দেলি ॥
নীবি ফুয়ল তথি কখন কে জান ॥
তবহি কাম উপশম নাহি হোই ॥
ব্রাহ গরাসি নিশিতে জন্ম চন্দা ॥
কেশরী জন্ম গজকুণ্ড বিদারে ॥
তুঁহ অতি স্মৃচতুরী চতুর মুরারি ॥৬

পুনঃ স্মর্যই—

হাম অতি ভীতি রহলু তহু গোই ।
রস নাহি ভেল কয়ল জন্ম সাতি ।
পুন কত কাকুতি কয়ল অনুরূপ ।
হামারি আছিল কত পুরবকি ভাগি ।
বিদ্যাপতি কহ না করিহ খেদ ।

ও রস ধোর ণ তোখন হোই ॥
মদন লতা জন্ম দংশল হাতী ॥
তবহি পাপ হিয় তিল নাহি ভুল ॥
উবরি আঙল হাম সো ফল লাগি ॥
ঐছন তোয়ই পহিল সন্তোদ ॥৭

কৃতী-ভাং প্রত্যাহ— (ধানশী)

এ ধনি ! দোষ ছেমহ অব সোয় ।
তাক বিকল হিয় লখই না পারি ।

অনুচিত কয়লু দেয়লু তুথ তোয় ॥
পুন তহি গমন উচিত স্মকুমারি ॥

অসখিত তোহে রাখব তছু পাশ । যো তাহে কহব শুনিবি উহ ভাষ ॥
 চলু ধনী হাসি রহল তিহি ভাঁতি । চঞ্চল কানু দরশ রসে মাতি ॥
 মাধব-সমীপ দূতী তব গেলি । পুছই নাহ বিরল কাহে ভেলি ॥
 দূতী কহই কি করহ ঘনশ্রাম । পায়লু লাজ কহলি অছু কাম ॥৮

দূতী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ— (গাঙ্গার)

বাঢ়াইতে প্রেম ছলে কুচুগ ধরি তথি নথ দিলে কথি লাগি ।
 তুহঁ সুপুরুষ কানু কি ফল পায়লি কাঁচা শিরীফল ভাঁগি ॥
 নবীন নিতম্বিনী লেহ না জানসি বহু ছলে হাম দিলু আনি ।
 গোপ গোষ্ঠার তোহে কত না শিখায়ব বালা রস নাহি জানি ॥
 ঐছে অধর সব পিবইতে কো কহু নিরস অধর তুথ দেলি ।
 দৃঢ় পরিরন্তনে রজনী জাগায়লি দেহ হুবর ভই গেলি ॥
 পুন আরে মাধব ! ভেট না পাওব ধনী যদি জীয়ে পরাণে ।
 দূতী-বচন শুনি কানু লাজায়ল স্নকবি বিতাপতি ভাণে ॥৯

ধানশী—

মাধব লহ লহু কহু মূহু বাত । মনমথ দোষী দোষ মকু মাথ ॥
 যো কহু কয়লু উলটি নাহি আব । পরশন করব দরশ যব পাব ॥
 তাকর চরণ মাথে গহি লেব । তহু মন প্রাণ সোঁপ সব দেব ॥
 কহু হাম ঐছে করউ মকু সাতি । ভুজে ভুজ বাঁধউ উরে উর জাঁতি ॥
 তব কহু কোউ তুহঁ সে অতি টাঁট । নিজ অপমান লাগি বহু মিঠ ॥
 তহি অসখি তহু লতাতলে গোয়ী । কানুক বচনে উলস হাসি খোরি ॥
 তব উহ দূতী হরষ ত্রি মাহ । রাই সমুখে দরশায়ল নাহ ॥
 নাগর বিহসি চলল ধনী ঠাম । আজুক স্নখ কি কহব ঘনশ্রাম ॥১০

গাঙ্গার —

কত না কৌশল কেনিমন্দিরে সখিনী কহি কিছু দেল ।

জন্ম কলীদলে	ঘন পবন পরশলি	এইহন সুনরী ভেল ॥
কান্ত কর গহি	কোরে করু ছল	কয়ল কতয়ে নেহারি ।
জন্ম একলি বিপিনে	করিণী কেহরি	রহই যে জীউ হারি ॥
মধুর মধু সম	বচন কিছু কিছু	কাকু গদগদ ভাথ ।
নবমদন মহিপতি	হরল সরবস্ব	রসিক কোতুক লাথ ॥
ইথে কি ধৈরজ	হোয়ই হরি	করি ধরাধর গাত ।
সুখে তখন কাম	পটাই বৈঠহি	আদরে শশিনাথ ॥১১

গীতার—

আজু সুললিত	কেলি কোতুকে	কাম উনমত ভেল ।
চন্দ্রমুখী-মুখ-	মঞ্জু মাধুরী	নয়ন ভরি ভরি নেল ॥
পিবই অধর-	সুধা মধুর ধনী	লাজে লহ লহ হাসি ।
চাকু চপল	বিলোচনাঞ্চলে	কতহি রস পরকাশি ॥
কাম তব্ কুচ-	কঞ্জ ষতনে	উথারি অরপই পাণি ।
ঠেলি করে কর	রঞ্জিণী ঘন	ভণই নহি নহি বাণী ॥
নাহ কত অস্থ-	বোধে উরে উর	ধরই ধরত না থেহ ।
কহই বনত ন	রঙ্গ নরহরি	নিছনি দুহঁ নবলেহ ॥১২

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্বরাগে

সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-রসোদগারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং

নাম একত্রিংশত্তম আশ্বাদঃ ॥৩১।২৭৮

পূর্বং ১০৩।৩৮১। শ্রীরাধিকায়ঃ ৭৮৮ = ১১৬২



শুন ওহে পরম বাক্য শ্রোতাগণ !

পূর্বরাগ গীত এই অতিরসায়ন ॥

ইথে ক্রমভঙ্গ যে বুঝিতে তাহা নাহি ।

শুধিয়া লইবে মোরে অনুগ্রহ করি ॥

মুই মহা অজ্ঞ, তাহা জানাইব কত ।

এই কর, ইথে যেন হই অমুরত ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম শিরে ধরি ।

পূর্বরাগ সংক্ষেপে গাইল নরহরি ॥ * ১১৭০

ইতি পূর্বরাগঃ



অথ মানঃ—

সংকীৰ্ত্তনোন্নাসরসাল-নাস্তং লীলাসচ্চারুচন্দ্রাশ্রহাস্তম্ ।

ভাবামৃতাকৌ পরিমগ্ধচিত্তং শ্রীগৌরচন্দ্রং চ ভজামি নিত্যম্ ॥

জয় নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরমুন্দর । নিত্যানন্দাঈতের অভিন্ন কলেবর ॥
 জয় গদাধর পণ্ডিতের প্রাণধন । শ্রীবাসাদি-প্রিয় ভক্তগণের জীবন ॥
 জয় জয় ভুবনপাবন গুণনিধি । কৃপা করি কর মোর মনোরথসিধি ॥
 ওহে বিজ্ঞ-শ্রোতাগণ করো অবধান । পূর্বে পূর্ব-রাগ গাইল, এবে গাই মান ॥
 পূর্বে যৈছে ত্রিবিধ গাইল গৌরগীত । তৈছে এথা পৃথক্ না গাবো রূপামৃত ॥
 ক্রম পূর্ব মানরস কর আশ্বাদন । এথা অতি অল্পে কহি মান-বিবরণ ॥
 মান মুখ্য সহেতু নিহেতু ভেদ দ্বয় । শ্রবণামুমান দৃষ্ট সহেতুতে ত্রয় ॥
 শ্রবণামুজানে ভেদ অনেক প্রকার । এথা না গাইব আগে হইব প্রচার ॥
 নিহেতু মান মানাভাস এ সুলভ । হেতুমানভঞ্জন এ পরম দুর্লভ ॥
 ইথে যে প্রকার তাহা না গাইব এথা । এথা যে গাইব জানাইয়ে সেই প্রথা ॥
 হেতুমান শ্রবণামুমান দৃষ্ট ত্রয় । নিহেতুমান মানভঞ্জনাদি দ্বয় ॥
 এই পঞ্চ গাব এ সামান্ত প্রকরণে । সুখে আশ্বাদহ গৌরচন্দ্র-গীতগণে ॥
 সামান্ত প্রকারে গীতচিন্তামণি প্রায় । মনের উল্লাসে দাস নরহরি গায় ॥

তত্র শ্রবণে—কামোদ *

* অতঃপর থণ্ডিত ।

କୁଞ୍ଜନଗର (ନଦୀୟା) ଶ୍ରୀଭାଗବତ ପ୍ରେସ
ହରିତେ ମୁଦ୍ରିତ ।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

সংসারসার বোধপ্রদ মুদসদন শ্রীগুরো প্রেমকন্দ
শ্রীরাধাকৃষ্ণ হে হে প্রবরসময় শ্রীলচৈতন্যচন্দ্র !
শ্রীনিত্যানন্দ কামার্বদ-মদমমন শ্রীমদধৈতদভেব
শ্রীবাসাদি প্রমত্ত-প্রভুপরিকর ভো মাং প্রসাদ প্রসাদ ॥

শ্রীশ্রীনামামৃত-সমুদ্র

শ্রীগুরু শ্রীরাধাকৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই । *

চরণে শরণ দেহ অধৈতগোসাই ॥ ১

গদাধর শ্রীনিবাস স্বরূপ নরহরি ।

পিয়াঅহ গৌর-প্রেমামৃত কৃপা করি ॥ ২

দয়ার সমুদ্র গৌরপ্রিয় হরিদাস ।

মোর পাপচিন্তে কর নামের প্রকাশ ॥ ৩

শচী জগন্নাথ পদ্মা হাড়াই পণ্ডিত ।

অবুধ বালকে দয়া এই সে উচিত ॥ ৪

অনুগ্রহ কর শ্রীকৃষ্ণের নাভা দেবী ।

তুয়া পূজ অধৈত-চরণ যেন সেবি ॥ ৫

* শ্রীগুরুচরণ-কন্যা গৌরাদ নিতাই—মুদ্রিত পাঠ ।

শ্রীশ্রীনামাস্ত-সমুদ্র

লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিজগণসনে ।
কুপা কর নদীয়ার বিহার রছ মনে ॥ ৬
বসুধা জাহ্নবা দেবী দয়া কর মোরে ।
তোমার নিতাইর লীলা ক্ষুরক আমারে ॥ ৭
এই কর নিত্যানন্দ-সুতা গঙ্গাদেবী ।
শ্রীবসু-জাহ্নবা সহ সে চরণ সেবি ॥ ৮
দীনে দয়া করহে মাধব রত্নাবতী ।
তুয়া পুত্র গদাধর-পদে রছ মতি ॥ ৯
মাধবি মালিনি দময়ন্তি হে শ্রীসীতা !
তোমরা বিনে গৌরাজের কে আছে রক্ষিতা ॥ ১০
বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ওহে ।
তোমার গৌরাজ-গুণে মত্ত কর মোহে ॥ ১১
শাঠীর জননি ! শাঠি ! নিবেদি চরণে ।
শ্রীগৌর-বিমুখ জন না দেখি স্বপনে ॥ ১২
শ্রীবাসের দাসী দুঃখী সুখী হৈলা তুমি ।
করণ করহ যেন সুখী হই আমি ॥ ১৩
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তি ! ভূত্য কর তার ।
গৌর-পরিকরে তারতম নাহি যার ॥ ১৪
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র ! এই মাত্র চাই ।
যে দেখে সঙ্কল গৌর, তার গুণ গাই ॥ ১৫
দাস গদাধর মোরে রাখ সে চরণে ।
না তুলি গৌরাজ যেন জীবনে মরণে ॥ ১৬

শ্রীশ্রীনামায়ত-সমুদ্র

গোবিন্দ গরুড় কবিচন্দ্র কাশীশ্বর ।
মো অধমে কর নিজ দাসের কিস্কর ॥ ১৭
বিশ্বরূপ শ্রীঅচ্যুত বীরচন্দ্র প্রভু ।
দেহ পদ-সেবা যেন না ভুলিয়ে কভু ॥ ১৮
গৌরীদাস নন্দন আচার্য বনমালি ।
এ দুঃখিরে কর নিজ নাচের কাঙ্গালী ॥ ১৯
বিদ্যানিধি হলায়ুধ শ্রীরঘুনন্দন ।
বারেক করহ ধনী দিয়া প্রেমধন ॥ ২০
মুরারি গোবিন্দ হে মুকুন্দ বাসুঘোষ ।
চরণে ধরিয়া বলি ক্ষেম মোর দোষ ॥ ২১
অনন্ত ঈশ্বর ওহে মাধবেন্দ্র পুরী ।
রাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত কর কৃপা করি ॥ ২২
কেশব ভারতী কৃপা কর এই বার ।
বিশ্বস্তর বিনি যেন না জানিয়ে আর ॥ ২৩
বাসুদেব দত্ত উদ্ধারণ পুরন্দর ।
ত্রাণ কর, ফুকারয়ে এ দীন পামর ॥ ২৪
দামোদর শ্রীকর বল্লভ সনাতন ।
নিজ গুণে দেহ শুদ্ধ ভকতি-রতন ॥ ২৫
গোপীনাথ আচার্য নৃসিংহ সিংহেশ্বর ।
ছুচাহ কুবুদ্ধি হোক বিগুহ অস্তর ॥ ২৬
ওহে শ্রীকৃগর্ভ লোকনাথ এই বার ।
দয়া কর—মো সম অধম নাহি আর ॥ ২৭

শ্রীশ্রীনামামৃত-সমুদ্র

ভাগবত মাধব আচার্য্য দয়াময় ।
এই কর প্রভুর চরিত্রে মন রয় ॥ ২৮
গৌরপ্রিয় প্রাণ ওহে রূপ সনাতন !
দেহ শক্তি করি প্রভুর চরিত্র-বর্ণন ॥ ২৯
শ্রীগোপাল ভট্ট ওহে দাস রঘুনাথ !
দন্তে তৃণ ধরি কহি—কর আত্মসাৎ ॥ ৩০
শ্রীজীব সুবুদ্ধিমিশ্র রাঘব কংসারি !
কর যে উচিত কিছু বলিতে না পারি ॥ ৩১
ওহে গৌরাক্ষের প্রিয় শ্রীধর ঠাকুর ।
লাজ তেজি বলিয়ে দুর্গতি কর দূর ॥ ৩২
শ্রীবংশীবদন বক্রেশ্বর শিবানন্দ ।
দুঃখ ঘুচাইয়া দেহ বারেক আনন্দ ॥ ৩৩
শ্রীমধু পণ্ডিত কাশীমিশ্র গঙ্গাদাস ।
ও পদভরসা মোরে না কর নিরাশ ॥ ৩৪
কাশীনাথ হরিভট্ট বনু রামানন্দ ।
দান দেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদদ্বন্দ্ব ॥ ৩৫
ওহে কর্ণপুর ! এই বলিয়ে তোমায় ।
নিরন্তর মগ্ন কর গৌরাক্ষ-লীলায় ॥ ৩৬
শ্রীকমলাকর পিপ্লাই শুন হে মহেশ ।
মো অসতে ত্রাণি, যশ ঘুষিবে অশেষ ॥ ৩৭
ওহে শ্রীকমলাকান্ত নিবেদি নিশ্চয় ।
বৈষ্ণব-চরণামুতে যেন নির্ভা হয় ॥ ৩৮

শ্রীশ্রীনামামৃত-সমুদ্র

ওহে ঝড়ুদাস ! এই পুনঃ পুনঃ বলি ।
হোক মোর সর্বস্ব বৈষ্ণব-পদধূলি ॥ ৩৯
ওহে কালিদাস ! মোর এই বড় আশ ।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে যেন বাড়য়ে বিশ্বাস ॥ ৪০
শ্রীজগদানন্দ কীর্তনীয়। ষষ্ঠিধর ।
গৌর-গুণ গাই শক্তি দেহ নিরন্তর ॥ ৪১
প্রেমময় শ্রীমীনকেতন রামদাস ।
নিত্যানন্দ-গুণে মোর করাহ উল্লাস ॥ ৪২
শ্রীকান্ত ! ঘুচাহ মোর বিপরীত-জ্ঞান ।
অভিন্ন-চৈতন্য নিত্যানন্দ হোক প্রাণ ॥ ৪৩
ওহে বিজ্ঞ অনুপাম ! এই কর মেন ।
গৌর-পাদপদ্ম কভু না ছাড়িয়ে যেন ॥ ৪৪
ওহে ব্রহ্মানন্দ শ্রীপরমানন্দ পুরি ।
ভক্তি-পথে সতত রাখহ চূলে ধরি ॥ ৪৫
চাপাল গোপাল রক্ষা কর এ দুর্জনে ।
অপরাধ নহে যেন ভকতের স্থানে ॥ ৪৬
জগাই মাধাই দুই ভাই দয়া কর ।
অনেক জন্মের পাপ এই বার হর ॥ ৪৭
শ্রীচন্দ্রশেখর রঘুপতি উপাধ্যায় ।
এই কর সুসিদ্ধান্ত ফুরুক হিয়ায় ॥ ৪৮
ওহে শিখি মাহিতি ! কর মোর হিত ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-জগন্নাথে রহ শ্রীত ॥ ৪৯

শ্রীশ্রীনামামৃত-সমুদ্র

শ্রীনাথ তুলসী মিশ্র কাল কৃষ্ণদাস ।
মোরে উদ্ধারিয়া কর মহিমা প্রকাশ ॥ ৫০
সারঙ্গ সুন্দরানন্দ গোবিন্দ উদার ।
সংসার-যাতনা হইতে করহ নিস্তার ॥ ৫১
ওহে রত্নবাহু ভবানন্দ ধনঞ্জয় ।
কাতরে করিলে দয়া মহিমা বাড়য় ॥ ৫২
ওহে বৃন্দাবন ! নারায়ণীর কুমার ।
তোমরা থাকিতে কেন এ দশা আমার ॥ ৫৩
উদ্ধারহ যদুনাথ ঠাকুর মুরারি ।
বিষয়-বিষের জ্বালা সহিতে না পারি ॥ ৫৪
ওহে প্রতাপরুদ্র রাজা মিনতি আমার ।
কামক্রোধাদিক দুষ্টে করহ সংহার ॥ ৫৫
শুনহে হিরণ্য চিরঞ্জীব নারায়ণ ।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গৌর-গুণে রহ মন ॥ ৫৬
এই কর বুদ্ধিমন্ত খান মহামতি ।
শ্রীগৌরগোবিন্দ হোক মোর প্রাণপতি ॥ ৫৭
হৃদয়চৈতন্য ! পূর্ণ কর মোর আশ ।
গৌর-গুণ কহে যেই, তার হও দাস ॥ ৫৮
এই কর ভবানন্দ শ্রীগভ শ্রীনিধি ।
গৌরান্দের যে যে লীলা গাই নিরবধি ॥ ৫৯
ওহে শ্রীপ্রবোধানন্দ ! নিবেদি তোমারে ।
গৌর-গুণেতে বারেক মাতাহ আমারে ॥ ৬০

শ্রীশ্রীনামামৃত-সমুদ্র

জগদীশ শ্রীমান্ সঞ্জয় সুদর্শন ।
মোরে কেন ছাড় হইয়া পতিতপাবন ॥ ৬১
দ্বিজ হরিদাস জগন্নাথ বলরাম ।
জগ ৩ উদ্ধার কর, মোরে কেন বাম ॥ ৬২
গৌরপ্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস ।
মোরে দণ্ড করি' অপরাধ কর নাশ ॥ ৬৩
ওহে অভিরাম ! এই कहিয়ে তোমারে ।
পাষণ্ডী অশ্বর হৈতে রক্ষা কর মোরে ॥ ৬৪
ওহে রায় রামানন্দ রসের সাগর ।
রসিক ভকত-সঙ্গ দেহ নিরন্তর ॥ ৬৫
ওহে গৌরপ্রিয় শ্রীগোবিন্দ ভক্তিরশি ।
গৌর-পাদপদ্মসেবা দেহ দিবানিশি ॥ ৬৬
গৌরপাদ-উপাধান ঠাকুর শঙ্কর ।
গৌর-অঙ্গগন্ধে মত্ত কর নিরন্তর ॥ ৬৭
প্রিয় শুক্লাশ্বর ওহে ! নদীয়া নিবাসী ।
মোরে ঘৃণা করিলে করিবে লোকে হাসি ॥ ৬৮
নিরবধি এই কর ঠাকুর লোচন !
গৌরান্ধ-বিহারে যেন ডুবে মোর মন ॥ ৬৯
ওহে দেবানন্দ ! বলি ভূমিতে লোটিয়া ।
দেশে দেশে ফিরি যেন গোরাগুণ গাঞা ॥ ৭০
শ্রীপুরুষোত্তম রামদাস দেহ এই চাই ।
গৌরগুণে মত্ত হৈয়া নাচিয়া বেড়াই ॥ ৭১

শ্রীশ্রীনামামৃত-সমুদ্র

ঠাকুর মুকুন্দ এই করিতে জুয়ায় ।
গৌর-গুণ যথা তথা থাকো দীনপ্রায় ॥ ৭২
ওহে শ্রীপরমেশ্বর দাস ! দেহ এই বর ।
গৌরগুণ গুনি যেন কান্দি নিরন্তর ॥ ৭৩
অনন্ত আচার্য্য যহু গান্ধলি মঙ্গল ।
ঘুচাহ আমার এ যতেক অমঙ্গল ॥ ৭৪
এই কর শ্রীগোপালদাস সুলোচন ।
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিতে রহু মন ॥ ৭৫
শ্রীচৈতন্যদাস রামদাস বিষ্ণুদাস ॥
নবদ্বীপে বৃন্দাবনে দেহ মোরে বাস ॥ ৭৬
ওহে কৃষ্ণানন্দ ! কৃপা কর মো অধমে ।
ক্ষুরক্ গোরাঙ্গ-লীলা দিবানিশিক্রমে ॥ ৭৭
ওহে গুভানন্দ ! পূর্ণ কর মোর আশ ।
নিশিশেষে দেখি—গৌর-শয়ন-বিলাস ॥ ৭৮
গুন সত্যরাজ ! প্রাতে গৌরগণ সনে ।
স্নানাদি ভোজনরঙ্গ দেখি এ নয়নে ॥ ৭৯
ওহে শ্রীকুমুদ ! গৌরের পূর্বাহ্ন-কৌতুকে ।
ভক্তগৃহে ভোজনাদি দেখাহ আমাকে ॥ ৮০
দেখাহ বসন্ত ! গৌর মধ্যাহ্ন-কালেতে ।
গণসহ উদ্ভানে বিহরে ঘেনমতে ॥ ৮১
এই কর সুধানিধি কমলনয়ন !
অপরাহ্ন-কালে দেখি নদীয়া-ভ্রমণ ॥ ৮২

শ্রীশ্রীনামাস্ত-সমুদ্র

ওহে মনোহর ! দেখাও বিশ্বস্তরে ।
নিজগৃহে সায়াহ্নেতে যেরূপে বিহরে ॥ ৮৩
কুপাকর সূর্য্যদাস, দেখি গৌরচন্দ্র ।
প্রদোষে শ্রীবাস-গৃহে যেরূপ আনন্দ ॥ ৮৪
এই কর রামভদ্র ! শ্রীবাস-অঙ্গনে ।
নিশায় গাতিয়ে প্রভু-সহ সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥ ৮৫
ওহে গোপীকান্ত মিশ্র ! বলিয়ে তোমায় ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা ফুরাহ আমায় ॥ ৮৬
রাখহে শ্রীপতি বৃন্দাবিপিন-মাঝার ।
দিবানিশিক্রমে দেখি দোহার বিহার ॥ ৮৭
দেখাহ নিশান্তে সুখ শ্রীমধুসূদন !
নিকুঞ্জে বিলাস, পুন গৃহেতে শয়ন ॥ ৮৮
প্রাতঃকালে নবনী ! দেখাহ পঁছ রঙ্গ ।
শয্যোত্থান-স্নান-ভোজনাদি গণ-সঙ্গ ॥ ৮৯
ওহে কান্ত ! কৃষ্ণের পূর্ব্বাহ্নে বনগমন ।
দেখাহ রাধিকা যৈছে উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৯০
শ্রীমন্ত ! দেখাহ রাধাকৃষ্ণ সখী-সঙ্গ ।
মধ্যাহ্নে মিলন কুণ্ডতীরে নানা রঙ্গ ॥ ৯১
দেখাহ নন্দিনী রাধা-গৃহে গতি স্থিতি ।
অপরাহ্নে সখাসহ কৃষ্ণের যে রীতি ॥ ৯২
সায়াহ্নে রাধিকা-রীতি দেখাহ নন্দন ।
যশোদা করয়ে যৈছে কৃষ্ণের লালন ॥ ৯৩

যাদব ! দেখহ দৌহার গৃহে ব্যবহার ।
 প্রদোষে নিকুঞ্জে যৈছে মিলন দৌহার ॥ ৯৪
 ওহে পীতাম্বর ! নিত্য দেখাহ আমায় ।
 রাসাদি বিলাস, কুঞ্জে শয়ন নিশায় ॥ ৯৫
 বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ! এই নিবেদন ।
 গৌরচন্দ্রের গুণগানে রহ মোর মন ॥ ৯৬
 ওহে গোপীনাথ সিংহ ! এই বর চাই ।
 ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-জন্মতিথি যেন গাই ॥ ৯৭
 ওহে দ্বিজ বাণীনাথ পূর' মোর আশ ।
 গাও শিশুরূপ বিশ্বস্তরের প্রকাশ ॥ ৯৮
 সমর্পহ কাশীনাথ শ্রীচরণে তার ।
 পিতা-মাতা ধ্বজ-বজ্র চিহ্ন দেখে যার ॥ ৯৯
 দেহ কবি দত্ত শক্তি, গাই নিরন্তর ।
 চোরে কৃপা যেরূপে করিলা বিশ্বস্তর ॥ ১০০
 শ্রীহরি ! গৌরাঙ্গ-রঙ্গ দেখাহ আমারে ।
 ভুঞ্জয়ে নৈবেদ্য যৈছে শ্রীহরিবাসরে ॥ ১০১
 শ্রীতপনমিশ্র মোরে রাখ তার পায় ।
 ক্রন্দন-ছলেতে হরিনাম যে লওয়ায় ॥ ১০২
 ওহে জিতামিশ্র মোর প্রভু হোক তেহো ।
 লোক-বর্জ্য হাণ্ডি-আসনে আনন্দে বৈসে যেহো ॥ ১০৩
 বলভ চৈতন্য দাস রাখ তার সনে ।
 ষষ্ঠী-পূজাদ্রব্য যে খাইল মাতা-স্থানে ॥ ১০৪

শিবানন্দ দস্তুর ! রাখহ তার সাথে ।
 যে মুতিল মুরারির ভোজন-থালিতে ॥ ১০৫
 ওহে শ্রীগোপাল ! তারে করাহ স্মরণ ।
 কুকুর-শাবক যেহো করিল পালন ॥ ১০৬
 ওহে লক্ষ্মীনাথ ! তেহো রহ মোর মনে ।
 মায়ে প্রহারিয়া যেহো নারিকেল আনে ॥ ১০৭
 ওহে নয়নমিশ্র ! মোরে দেহ তার সঙ্গ !
 বালিকা সহিত যেহোঁ করে নানা রঙ্গ ॥ ১০৮
 পতিত দেখিয়া দয়া করহ নন্দাই !
 গৌরাজের অপার চাঞ্চল্য যেন গাই ॥ ১০৯
 শ্রীউদ্ধব ! তার পদে রাখো মোর চিত ।
 অল্পে সর্বশাস্ত্রে যেহো হইলা পণ্ডিত ॥ ১১০
 শ্রীরঙ্গ ! দেখাহ মোরে গৌরবিধু-মুখ ।
 শচীমাতা যারে দেখি ভুলে সব দুখ ॥ ১১১
 ওহে রঘুনাথ মিশ্র ! গাই যেন তারে ।
 যে বিছাবিলাসে কাঁপাইল পাষণ্ডিরে ॥ ১১২
 জগদীশ ! যোগ্য কর এ রঙ্গ দেখিতে ।
 পড়িয়া সহিত জলকেলি জাহ্নবীতে ॥ ১১৩
 শ্রীগোবিন্দানন্দ ! মোরে ভৃত্য কর তার ।
 ভুবনে বিদিত সর্বশাস্ত্রে জয় যার ॥ ১১৪
 শ্রীগোবিন্দ দত্ত মোরে সে রঙ্গ দেখাহ ।
 লক্ষ্মীপ্রিয়া সঙ্গে যৈছে প্রভুর বিবাহ ॥ ১১৫

পুরন্দর পণ্ডিত রাখহ তার পাশে ।
 বঙ্গদেশ ধন্য য়েঁহো কৈল বিছারসে ॥ ১১৬
 জগন্নাথচার্য্য মোরে দেখাহ সে রঙ্গ ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহ যে রূপে গৌর-সঙ্গ ॥ ১১৭
 বাণীনাথ বসু মোরে কর তার দাস ।
 বায়ুছলে প্রেমভক্তি যে করে প্রকাশ ॥ ১১৮
 রামাই ঈশান দেহ সে পদে সৌপিয়া ।
 ভ্রমে যে আপনে মহাপণ্ডিত হইয়া ॥ ১১৯
 শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য মোরে রাখ তার পাশে ।
 নদীয়ার ভট্টাচার্য্য কাঁপে যার ত্রাসে ॥ ১২০
 শ্রীবৈষ্ণবানন্দ রাখ তারে মোর চিতে ।
 মায়েরে আনন্দ য়েঁহো দেন নানা মতে ॥ ১২১
 শুনহে পরমেশ্বর দাস ! দয়াময় ।
 দেখি যেন গৌরাক্ষের দিগ বিজয়-জয় ॥ ১২২
 মাধব পণ্ডিত ! তারে মিলাহ আশায় ।
 ভক্তরে ভাণ্ডিয়া য়েঁহো ফিরে নদীয়ায় ॥ ১২৩
 শ্রীরত্ন পণ্ডিত ! ভক্তি দেহ তাঁর পায় ।
 ঈশ্বর পুরীয়ে কুপা যে করে গয়ায় ॥ ১২৪
 ওহে ঋবানন্দ ! মোর প্রভু হৌক তেঁহো ।
 চিনিলেন ভক্ত সব, ব্যক্ত হৈলা য়েঁহো ॥ ১২৫
 ওহে পুষ্পগোপাল ! দেখাহ মোরে তারে ।
 যে বিষ্ণুখটায় বৈসে শ্রীবাসের ঘরে ॥ ১২৬

দেখাহ করুণা করি শ্রীকৃষ্ণভরণ !
 নিত্যানন্দ-সঙ্গে বিশ্বস্তুরের মিলন ॥ ১২৭
 ভাগবত দাস ! তারে দেখাহ আমায় ।
 যারে দেখে ষড়্ভুজ শ্রীনিত্যানন্দরায় ॥ ১১৮
 শ্রীহর্ষ ! করহ মোরে তার অনুচর ।
 যার বিশ্ব-অঙ্গ দেখে অদ্বৈত ঈশ্বর ॥ ১২৯
 ওহে রঘুমিশ্র ! দেহ সে পদযুগল ।
 নিত্যানন্দ দিল যারে শ্রীহল মূষল ॥ ১৩০
 ওহে ভগবানাচার্য্য ! এই যেন গাই ।
 যেরূপে পাইল প্রেম জগাই মাধাই ॥ ১৩১
 রামানন্দ ! দেখাহ যা' দেখে শচীমায় ।
 শ্যাম-গুরুরূপ গৌর-নিত্যানন্দ রায় ॥ ১৩২
 ওহে রুদ্র ! গাই যেন মহাপরকাশ ।
 সাত প্রহরিক্স-ভাবে ঐশ্বর্য্য-বিলাস ॥ ১৩৩
 ভগবান্ পণ্ডিত ! গাওয়াও অনুক্ষণ ।
 নগরে নগরে যৈছে প্রভুর কীৰ্ত্তন ॥ ১৩৪
 শ্রীগোপালাচার্য্য ! এই গাই অনিবার ।
 কাজির দমন আর কীৰ্ত্তন-বিহার ॥ ১৩৫
 দামোদর দাস ! সে চরণে রাখ মোরে ।
 যে বরাহ-রূপে তব্ব কহে মুরারিরে ॥ ১৩৬
 পণ্ডিত জগদানন্দ ! দেহ সে চরণ ।
 মুরারির স্বক্কে যে করিল আরোহণ ॥ ১৩৭

ওহে বিষ্ণুদাসাচার্য্য গাই সে চরিত ।

গুণাধর-তুল খাইতে যার শ্রীত ॥ ১৩৮

ওহে ভোলানাথ দাস ! রাখ সেই সঙ্গে ।

যেঁহো আত্মকল ভক্কে খাওয়াইল রঙ্গে ॥ ১৩৯

বনমালী বিশ্বাস ! দেখাহ রঙ্গ তার ।

ভক্ত-বদ্র হরিয়। কৌতুক অতি যার ॥ ১৪০

ওহে ভবনাথ কর ! দেহ সে চরণ ।

রুক্মিণীর বেশে নাচি' যে পিয়াইল স্তন ॥ ১৪১

ওহে গঙ্গামন্ত্রী ! তেঁহো ক্ষুরক অন্তরে ।

যে প্রিয় মুকুন্দে দণ্ড-অনুগ্রহ করে ॥ ১৪২

অনন্ত দাস ! যশ গাই যেন তার ।

দ্বার দিয়া নিশায় কীৰ্ত্তন-রঙ্গ যার ॥ ১৪৩

দেহ মোরে শক্তি ওহে হাজরা বিষ্ণাই ।

নিত্যানন্দাঙ্গিতের কলহ যেন গাই ॥ ১৪৪

হে বিজয় ! প্রাণ হোক সে শচী-পরাণ ।

বৈষ্ণবাপরাধ যে করিল সাবধান ॥ ১৪৫

কৃপা করি দেহ বাচস্পতি নারায়ণ ।

স্ততি করি, যে বর পাইল ভক্তগণ ॥ ১৪৬

দেখাহ সে রঙ্গ মোরে পণ্ডিত শ্রীমান্ ।

হরিন্দাসে কৃপা, শ্রীধরের জল পান ॥ ১৪৭

ভাগবতী দেবানন্দ ! দেখাহ সে রঙ্গ ।

নিশান্তে গঙ্গায় জলকেলি ভক্ত-সঙ্গ ॥ ১৪৮

বিজয় পণ্ডিত ! মোর প্রাণ হোক সে ।
 অদ্বৈতে করিয়া দণ্ড লজ্জা পায় যে ॥ ১৪৯
 দেখাওহ রঙ্গবাটী শ্রীচৈতন্য দাস ।
 অদ্বৈতের ঘরে যৈছে ভোজন-বিলাস ॥ ১৫০
 আমারে জানাহ কৃপা করিয়া কংসারি ।
 রাম কৃষ্ণ যে দুই প্রভু জানিলা মুরারি ॥ ১৫১
 শ্রীআচার্য্যরত্ন ! মোরে কৃপা করু সে ।
 মৃতপুত্র মুখে তত্ত্ব বাখানয়ে যে ॥ ১৫২
 ওহে জগন্নাথ তীর্থ ! তার গুণ গাই ।
 যে পড়ে' গঙ্গায় ক্রোধে, ধরিল নিতাই ॥ ১৫৩
 মুরারি মাহাতি ! গুণ গাই যেন তার ।
 নারায়ণী—অবশেষ-পাত্র হইলা যার ॥ ১৫৪
 মুরারি পণ্ডিত ! কৃপা করহ আমায় ।
 অশেষ গৌরঙ্গ-লীলা দেখি নদীয়ায় ॥ ১৫৫
 শ্রীঅনন্তাচার্য্য ! চিন্তে চিন্তি এই আশ ।
 বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ১৫৬
 অল্পগ্রহ করি' এই কর কলানিধি ।
 নদীয়া-বিহার সুখে গাই নিরবধি ॥ ১৫৭
 শ্রীহস্তিগোপাল ! রঙ্গ দেখাহ তাহার ।
 শ্যামরূপ অন্তরে, বাহিরে গৌর যার ॥ ১৫৮
 অকিঞ্চন দাস ! কৃপা করহ অশেষ ।
 দেখি যেন শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ ॥ ১৫৯

প্রেমী কৃষ্ণদাস ! সমর্পহ তার পায় ।
 যে রাধিকাপ্রেমে ভাসি জগত ভাসায় ॥ ১৬০
 দেখাহ মাধব পট্টনায়ক ! তাহারে ।
 যে রাধিকা-ঋণ কভু শোধিতে না পারে ॥ ১৬১
 শ্রীমুগ্ধীব মিশ্র ! তারে দেহ' সমর্পিয়া ।
 যার গৌর বর্ণ রাধা-মাধুরী ভাবিয়া ॥ ১৬২
 অন্তভবানন্দ ! কৃপা করহ আপুনি ।
 গাই যেন গৌর অবতার-শিরোমণি ॥ ১৬৩
 বাসুদেব তীর্থ ! মনে রহ সে চরিত ।
 জীবে কৃপা লাগি যার বেশ বিপরীত ॥ ১৬৪
 দেখাহ মুরারি বিপ্র ! গৌরাজ-বিলাস ।
 দক্ষিণাদি ভ্রমি' বৃন্দাবন-ক্ষেত্র-বাস ॥ ১৬৫
 এই কর কুম'বাসী শ্রীকুম' ঠাকুর ।
 দক্ষিণ ভ্রমণ-লীলা গাইয়ে প্রভুর ॥ ১-৬
 তুলসী পড়িছা ! মগ্ন কর সে লীলায় ।
 ব্রহ্মা শিব শেষ যার অন্ত নাহি পায় ॥ ১৬৭
 রামানন্দ মঙ্গরাজ, কানাই খুঁটিয়া ।
 ধন্য কর' ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিয়া ॥ ১৬৮
 জগন্নাথ পড়িছা ! এ মিনতি আমার ।
 ভাসি যেন গৌর-লীলাসমুদ্র-মাঝার ॥ ১৬৯
 এই গাই শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র ।
 গৌরচন্দ্র নদীয়া না ছাড়ে তিলমাত্র ॥ ১৭০

জগন্নাথ মাহাতি ! সে স্থানে রহ আশ ।
 যথা যথা গৌরভক্তগণের বিলাস ॥ ১৭১
 কাশীনাথ মাহাতি ! জুড়াহ মোর আঁখি ।
 যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি যায় গৌরময় দেখি ॥ ১৭২
 ওহে রামচন্দ্র কবিরাজ ! করো' হিত ।
 নিরন্তর গাই যেন কৃষ্ণের চরিত ॥ ১৭৩
 এই কর জগন্নাথ কর ! প্রেমরাশি ।
 কৃষ্ণ-জন্ম-উৎসব গাইয়া মুখে ভাসি ॥ ১৭৪
 চক্রপাণি আচার্য্য । সে পদে দেহ রতি ।
 য়েঁহো সে পূতনা বধি, দিল মাতৃগতি ॥ ১৭৫
 কামদেব ! দেহ মোরে সে পদে সোঁপিয়া ।
 শকট ভাঙ্গিল যেহৌ শয়নে থাকিয়া ॥ ১৭৬
 রাখহ চৈতন্যদাস ! তার ভক্ত-সঙ্গ ।
 তৃণাবর্ষ বধি' যে করিল নানারঙ্গ ॥ ১৭৭
 শুনহে জাঙ্গলি ! এই গাই অনুক্ষণ ।
 জননী বাক্যে কৃষ্ণে—হাসে গোপীগণ ॥ ১৭৮
 দুর্লভ বিশ্বাস ! মোরে সুখী কর' সে ।
 দামবন্ধে থাকি' দুই বৃক্ষে ভাসে যে ॥ ১৭৯
 ওহে শ্রামদাসাচার্য্য ! ফুরাহ আমায়ে ।
 ধাত্রা দিয়া কল কৃষ্ণ কিনে যে প্রকারে ॥ ১৮০
 ওহে জ্ঞানদাস ! এই গাই নিরন্তর ।
 শ্রীকৃষ্ণের অশেষ চাকল্য মনোহর ॥ ১৮১

লোকনাথ রাজেন্দ্র ! তোমাতে এই চাই ।
 বক-বৎস-অঘাসুর-বধ যেন গাই ॥ ১৮২
 ওহে জনার্দন দাস ! ঘুচাও মনের দুঃখ ।
 ধেনুক-প্রলম্ব-বধ শুনি, পাই সুখ ॥ ১৮৩
 দেখাহ আমারে ওহে শ্রীহরিচরণ !
 গোপ-পরিভ্রাণ, দাবাগ্নি-কালিয়দমন ॥ ১৮৪
 ওহে কামা ভট্ট ! গাই নন্দের মোক্ষণ ।
 ব্রতি-কন্যা-প্রিয়-চীরগণহরণ ॥ ১৮৫
 নারায়ণদাস ! মোর ক্ষুরাহ অন্তরে ।
 যজ্ঞপত্নীগণ যৈছে ভেটিল কৃষ্ণেরে ॥ ১৮৬
 ওহে রাম সেন ! সঙ্গী করহ তাহার ।
 গোবধ 'ন ধরি' সুখ বাড়িল যাহার ॥ ১৮৭
 দেবানন্দ দাস ! মোরে রাখ তার পাশে ।
 ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ যে করিল অনায়াসে ॥ ১৮৮
 হরিহরানন্দ ! মোরে করাহ দর্শন ।
 গোবিন্দাভিষেক যৈছে কৈল দেবগণ ॥ ১৮৯
 শ্রীমান্ ঠাকুর ! তারে দেখাহ আমারে ।
 যে বনভোজন-ছলে মোহিল ব্রহ্মারে ॥ ১৯০
 রাখহ শ্রীনাথ চক্রবর্তি ! তার সনে ।
 মহারাস-লীলা যে করিল বৃন্দাবনে ॥ ১৯১
 শ্রীহোড় গোপাল মোর প্রভু হোক সে ।
 শঙ্খাড়-অরিষ্ট-কেশিরে বধে' যে ॥ ১৯২

নর্তক গোপাল তৃপ্ত কর মোর আঁখি ।
 সখীসহ শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা দেখি ॥ ১৯৩
 ওহে বাণীনাথ পট্টনায়ক ! প্রবীণ ।
 গাই যেন ব্রজলীলা যে নিত্য নবীন ॥ ১৯৪
 শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থ ! এই নিবেদন ।
 মথুরা-দ্বারকাদি লীলায় রহ্ন মন ॥ ১৯৫
 চিদানন্দ ! করুণা করহ কৃষ্ণ পাই ।
 ব্রজ না ছাড়েন কভু, এই যেন গাই ॥ ১৯৬
 উপেন্দ্র আশ্রম ! মোরে রাখ তার পাশে ।
 পিতা মাতা সখা সখী সভে যে সন্তোষে ॥ ১৯৭
 শ্রীআনন্দ পুরী ! প্রাণনাথ হৌক সে ।
 নিরন্তর বৃন্দাবনে বিলসয়ে যে ॥ ১৯৮
 শ্রীবদনানন্দ হে ! আনন্দ দেহ দান ।
 বহিমুখ জনের জালায় জ্বলে প্রাণ ॥ ১৯৯
 ভাস্কর ঠাকুর ! এই করহ নির্দ্ধার ।
 কৃষ্ণে যে বিমুখ, মুখ না দেখিয়ে তার ॥ ২০০
 শ্রীগোবিন্দ পূজারী চৈতন্যদাস ওহে ।
 কৃষ্ণনাম লয়ে যে সে সঙ্গী কর মোহে ॥ ২০১
 পূজারি গৌসাই দাস ! করাহ দর্শন ।
 শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন ॥ ২০২
 গৌসাই গোবিন্দ ! কহি, চরণে ধরিয়া
 শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে দেহ সমর্পিয়া ॥ ২০৩

গৌরিদাস প্রিয় ধর্মতু শ্রীচান্দ হালদার !
 কৃষ্ণ-বহিন্মুখ মঙ্গ ঘুচাহ আমার ॥ ২০৪
 ওহে রঘুনাথ ! মুই কাটো তার মাথা ।
 যে না মানে কৃষ্ণের বিগ্রহ, কৃষ্ণকথা ॥ ২০৫
 রক্তাকর ! তারে মুই করে' খণ্ড খণ্ড ।
 গৌর-কৃষ্ণ ভেদ-বুদ্ধি করে যে পাষণ্ড ॥ ২০৬
 এই নিবেদিয়ে সত্যানন্দ হে ভারতী !
 গৌরকৃষ্ণ-দেবির মস্তকে মারে' লাথি ॥ ২০৭
 ওহে কাশীবাসী শ্রীশেখর দ্বিজরাজ !
 যে প্রভু' নিন্দয়ে তার মুণ্ডে পড়ু' বাজ ॥ ২০৮
 রঘুনাথ পুরী ! কুস্তীপাকে পড়ু' সে ।
 গৌরকৃষ্ণ-লীলায় কুতর্ক করে যে ॥ ২০৯
 ওহে রামভীর্থ ! এই বিজ্ঞপ্তি আমার ।
 গৌরকৃষ্ণে রতি যেন হয় সভাকার ॥ ২১০
 দামোদর পুরী ! কৃপা করহ বিদিত ।
 প্রভু-সম প্রভুর শ্রীধামে হোক শ্রীত ॥ ২১১
 রাঘব পুরী হে ! তার হোক সর্বনাশ ।
 নবদ্বীপ-ভূমে যার নাহিক বিশ্বাস ॥ ২১২
 হে নৃসিংহ পুরী ! সে যাউক ছারেখারে ।
 বৃন্দাবন-ভূমে শ্রীত যে জনা না করে ॥ ২১৩
 এই কর গৌর-প্রিয় তৈর্থিক ব্রাহ্মণ !
 নবদ্বীপে গণসহ দেখি বৃন্দাবন ॥ ২১৪

মাধবেন্দ্র-শিষ্য গৌরপ্রিয় দ্বিজবর !
 মথুরা-মণ্ডলে বাস দেহ নিরন্তর ॥ ২১৫
 সহিতে না পারি, শক্তি দেহ বিপ্রদাস !
 বিমত আচরে যে, তাহার করে' নাশ ॥ ২১৬
 নৃসিংহচৈতন্য দাস ! এই নিবেদিয়ে ।
 সংকীৰ্ত্তন-দ্বেষ্ট-পাষণ্ডীরে সংহারিয়ে ॥ ২১৭
 হে লঘুকেশব ! অগ্নি জ্বালো তার মুখে ।
 দারু-শিলা-স্বর্ণাদি-শ্রীমূর্ত্তি যে না দেখে ॥ ২১৮
ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ । করি এ নিবেদন ।
 অনন্ত শ্রবণে শুনি প্রভুর বর্ণন ॥ ২১৯
 কবিরাজ মিশ্র ! কবি বর্ণিবেক যাহা ।
 পুনঃ পুনঃ জন্ম লৈয়া শুনি যেন তাহা ॥ ২২০
 শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তি ! এই চাই ।
 দোষ ছাড়ি বৈষ্ণবের গুণ যেন গাই ॥ ২২১
 ওহে মহানন্দ ! মুখ না দেখাহ তার ।
 বৈষ্ণবেতে জাতি-বুদ্ধি করয়ে যে ছার ॥ ২২২
 শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ ! কর এই হিত ।
 হবে যে বৈষ্ণব, তার পদে রহু চিত ॥ ২২৩
 শ্রীরাজীব ! তার সঙ্গ ঘুচাহ তুরিতে ।
 যে পাপীর জল-বুদ্ধি শ্রীচরণামৃত ॥ ২২৪
 বড় জগন্নাথ ! দণ্ড করাহ তৎকাল ।
 গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করে যে চণ্ডাল ॥ ২২৫

ভাতুয়া গোপাল হে ! করাহ তারে নষ্ট ।
 গুরু-পদে রতি থরু করায় যে দুষ্ট ॥ ২২৬
 গীতাপাঠী বিপ্র ! কৃপা কর এ মূর্খেরে ।
 ভক্তিগ্রন্থ-পাঠে নিষ্ঠায় দেখি সে প্রভুরে ॥ ২২৭
 বাসুদেব বিপ্র ! দেহ-দর্প কর নূর ।
 ঘৃণা নহ, জীবে দয়া হউক প্রচুর ॥ ২২৮
শ্রীপ্রবোধানন্দ-জ্যেষ্ঠ ত্রিমল বেক্ট !
 কৃপা কর মোরে, মুই বিষয়-লম্পট ॥ ২২৯
 ওহে শ্রীপুরুষোত্তম গালিম ! বিখ্যাত ।
 মো' অধমে বারেক করহ দৃষ্টিপাত ॥ ২৩০
 ওহে নীলাশ্বর ! এই নিবেদি চরণে ।
 বৈষ্ণবের নিন্দা যেন না শুনি শ্রবণে ॥ ২৩১
 ওহে বৈদ্য কৃষ্ণদাস ! করুণা-নিধান ।
 পরনিন্দা-রত মুই, মোরে কর ত্রাণ ॥ ২৩২
 ওহে রাঢ়দেশী কৃষ্ণদাস ! সুখময় ।
 পরনিন্দুকের সঙ্গ ঘুচাহ নিশ্চয় ॥ ২৩৩
 বিষ্ণুপুরী কৃষ্ণানন্দ পুরী ! মহাধীর ।
 কৃপা করি শোধ' মোর এ পাপ শরীর ॥ ২৩৪
 ওহে শ্রীজানকীনাথ বিপ্র ! দেহ বর ।
 ঘুচুক কুতর্ক, শঠ কপট অন্তর ॥ ২৩৫
 ওহে বৈষ্ণ রঘুনাথ ! এ যশ তোমার ।
 কামক্রোধাদিক রোগ ঘুচাহ আমার ॥ ২৩৬

ওহে শ্রীভারতী ব্রহ্মানন্দ ! এই চাই ।
 নির্মলসর হৈয়া যেন গোরা-গুণ গাই ॥ ২৩৭
 কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারি ! নিবেদি চরণে ।
 বিষয়ির মুখ যেন না দেখি স্বপনে ॥ ২৩৮
 শ্রীপরমানন্দ উপাধ্যায় ! কহি ওহে ।
 বিষয়ী অসৎ যেন নাহি পশে মোহে ॥ ২৩৯
 শ্রীহৃদয়ানন্দ ! এই কর স্তুনিশ্চয় ।
 বিষয়ির সঙ্গে সঙ্গ যেন নাহি হয় ॥ ২৪০
 শ্রীনকুল ব্রহ্মচারি ! এই নিবেদন ।
 বিষয়ির অন্ন যেন না করি ভক্ষণ ॥ ২৪১
 ওহে সাদিপুরিয়া গোপাল ! কর দণ্ড ।
 ঘুচাহ আমার এই অন্তর-পাষণ্ড ॥ ২৪২
 রক্ষা কর নারায়ণ ! বলিয়ে তোমারে ।
 ঘোষণা করসী গ্রাস করিল আমারে ॥ ২৪৩
 কৃপা কর পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারি !
 করিহু কুক্রিয়া বঁছ, কহিতে না পারি ॥ ২৪৪
 শুনহে গোকুল ! কাম মোহিল আমার ।
 নারী-পদাঘাত সদা খাই খরপ্রায় ॥ ২৪৫
 এই কর শ্রীপরমানন্দ অবধূত ।
 মোরে যেন প্রহার না করে যমদূত ॥ ২৪৬
 লোকনাথ পণ্ডিত ! ঘুচাহ এ কুরীত ।
 ক্রোধে বশ হই সদা, করো বিপরীত ॥ ২৪৭

শ্রীহরিচন্দন ! এই মিনতি আমার ।
 কখনো না করে যেন ক্রোধে অধিকার ॥ ২৪৮
 ভাগবতাচার্য ! কৃপা কর, জানি মর্ম ।
 লোভাক্রান্ত হৈয়া ছাড়িহু নিজ ধর্ম ॥ ২৪৯
 ওহে কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ মহাশয় !
 মোর কর্মবন্ধ দূঢ় কাটহ নিশ্চয় ॥ ২৫০
 শ্রীবল্লভ ভট্ট ! দণ্ড করহ আপুনি ।
 অহঙ্কারে মত্ত মুই, আপনা না চিনি ॥ ২৫১
 শ্রীনকড়ি দাস ! কত কর বিপরীত ।
 মো' হেন ভণ্ডেরে দণ্ড করিতে উচিত ॥ ২৫২
 রামচন্দ্র পুরী ! এই করহ সর্বথা ।
 শ্রদ্ধাহীন জনে না कहিয়ে কৃষ্ণকথা ॥ ২৫৩
 ওহে শ্রীলক্ষ্মণাচার্য ! এই মাত্র চাই ।
 অপ্রসাদি জবাব যেন ভুলিয়া না খাই ॥ ২৫৪
 ওহে সনাতন দাস ! এ বর মাগিয়ে ।
 কর্ম্মান্ন * বিষয়-বিষ যেন না ভুঞ্জিয়ে ॥ ২৫৫ * কর্ম্মার্থ
 নিত্যানন্দপ্রিয় হে পরমেশ্বর দাস !
 মোরে না লাগুক জ্ঞান-কর্মের বাতাস ॥ ২৫৬
 কৃপা করি এই কর ঠাকুর নন্দন !
 সদা যেন ভক্তি-অঙ্গ করিয়ে যাজন ॥ ২৫৭
 সদাশিব কবিরাজ ! মোর বাক্য ধর ।
 প্রাণিমাত্রের উদ্বোগ না দিয়ে—এই কর ॥ ২৫৮

এই কর শ্রীমকরধ্বজ ! দয়াবান্ ।
 কায়মনোবাক্যে করি সভায় সম্মান ॥ ২৫৯
 ওহে যোগেশ্বর ! এই বলিয়ে নির্দ্বায় ।
 প্রাণ দিয়া করি যেন পর-উপকার ॥ ২৬০
 শ্রীপরমানন্দ গুণ্ড । শুন মোর বাণী ।
 স্তুতি-নিন্দা দুঃখ-সুখ তুল্য যেন জানি ॥ ২৬১
 ওহে শুভানন্দ বিপ্র ! নিষেদি তোমায় ।
 পর-অতরঙ্কার যেন সহি' তরুপ্রায় ॥ ২৬২
 শ্রীচন্দনেশ্বর ! কৃপা করহ প্রচার ।
 অশ্রুদেবে রতি যেন না হয় আমার ॥ ২৬৩
 ওহে বিশ্বেশ্বরচার্য্য ! মোয়ে কর রক্ষা ।
 যেন না ভুলিয়া কভু করি মুখাপেক্ষা ॥ ২৬৪
 এই চাই বিজ্ঞাচাম্পতি মহাভাগ ।
 গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-দ্বৈশ্বর সঙ্গত্যাগ ॥ ২৬৫
 শিশু কৃষ্ণদাস ! কৃষ্ণদাস কবিরাজ !
 রক্ষা কর এ বার—করিলু দুষ্ট কাজ ॥ ২৬৬
 ওহে শ্রীঅনন্ত ! এই করুণা করহ ।
 গৌর-নিত্যানন্দ-গুণ গাই গণ-সহ ॥ ২৬৭
 ওহে রঘুনাথ-প্রিয় শ্রীবিষ্ঠলনাথ ।
 গোবিন্দ হে ! দেহ বাস গৌরগণ-সাথ ॥ ২৬৮
 রাখব গোঁসাই ! রাখাকুণ্ড-সেবা দিয়া ।
 রাখহ নিকটে, মুই নিপট দুখিয়া ॥ ২৬৯
 ওহে শ্রীনিবাস ! নরোত্তম ! শ্যামানন্দ !
 গণ-সহ কর কৃপা মুই অতি মন্দ ॥ ২৭০

শ্রীজীবগোস্বামি-প্রিয় ভট্ট গদাধর !
 ক্ষুরাহ শ্রীভাগবত-অর্থ মনোহর ॥ ২৭১
 শ্রীবিজুলি খান ! নিজ সঙ্গিগণ-সনে ।
 কৃপা কর, বৈরাগ্য জন্মুক মোর মনে ॥ ২৭২
 ওহে গৌরপ্রিয় গোপ ! তাহা চাই আমি ।
 গোরস পিয়াই যে রতন পাইলে তুমি ॥ ২৭৩
 কি নারী পুরুষ যত নদীয়া-নিবাসী ।
 কৃপা কর, পাই যেন নদীয়ার শশী ॥ ২৭৪
 ওহে ব্রজবাসিগণ ! এই নিবেদিয়ে ।
 সখী-সহ যেন রাধাগোবিন্দ পাইয়ে ॥ ২৭৫
 ওহে নবদ্বীপ-অনুগত যত জন ।
 কৃপা কর—নদীয়া দিয়াই অনুক্ষণ ॥ ২৭৬
 এই কর’—বৃন্দাবন-অনুগত যত ।
 বৃন্দাবন-ধ্যান যেন করি অবিরত ॥ ২৭৭
 ঠাকুর বৈষ্ণবগণ ! প্রার্থনা করিয়ে ।
 যেন এই নামামৃত-সমুদ্রে ভাসিয়ে ॥ ২৭৮
 পুন নিবেদিয়ে মুই যে করিছু গ্রন্থন ।
 যে শুনে, শুনায়, তারে দেহ প্রেমধন ॥ ২৭৯
 মোরে অজ্ঞ দেখি সভে হইবে সন্তোষ ।
 আগে পাছে নাম ইথে না লইহ দোষ ॥ ২৮০
 সভে মোর প্রভু—মুই সভাকার দাস ।
 করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ ॥ ২৮১
 আক কি বলিব—গৌর-প্রিয় পরিবার ।
 নরহরি অনাথের কেহো নাহি আর ॥ ২৮২
 ইতি শ্রীমন্নামামৃত-সমুদ্রে সম্পূর্ণ ॥